॥ আমেরিকার বিপ্লব ॥

আমেরিকার বিপ্লব

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রিচার্ড বি. মরিস

[ইতিহাসের অধ্যাপক, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়]

অনুবাদ

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ কমলা বুক ডিপো ॥

। প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা ।

॥ ১৫, বংকিম্ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্ ॥

। কলিকাতা — ১২ ।

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৫৬

Bengali Translation of
The American Revolution
A Brief History By Richard B. Morris.
Original Edition in English, published
by D. Van Nostrand Company, Inc.

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা-১২ হইতে
প্রকাশিত এবং শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
দেশবাণী মুদ্রণিকা, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমেরিকার বৈপ্লবিক যুগের এই নাতিদীর্ঘ কাহিনীর উদ্দেশ্য, পৃথিবীর ইতিহাসের একটি বিরাট সামাজিক ঘটনাকে যথাযথভাবে বিচার করা। তাই, এই কাহিনীতে একদিকে যেমন তদানীন্তন কালের ঘটনাবলী সম্পর্কে আধুনিকতম গবেষণাগুলির বিষয় বিবেচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঐতিহাসিক রচনাগুলিও বিচার করা হয়েছে। আমেরিকার উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কেন বলপ্রয়োগের গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তার যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে সমসাময়িক কালের ব্রিটিশ রাজনীতির ধারা, রাজনৈতিক দলসমূহের গতি-প্রকৃতি, রাজা তৃতীয় জর্জ্জের ব্যক্তিগত ভূমিকা এবং আমেরিকায় বিপ্লবের সূত্রপাত হওয়ার উপর রাজা ও রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্যক্ অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এই যুদ্ধটি প্রধানতঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম রূপেই পরিচিত হ'লেও এর রাজনৈতিক পটভূমিকা কিন্তু মোটেই শূন্য ছিল না। বিপ্লবের আবির্ভাব এবং তার জন্য পরবর্ত্তীকালে যা ঘটেছে, তার অধিকাংশকেই যুগপৎ দুটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতি বলা যেতে পারে। এই শক্তিদ্বয়ের একটি হচ্ছে আদি জাতীয়তাবাদ এবং অপরটি হচ্ছে রাজনৈতিক উদারনীতি। অধিকন্তু, এই বিপ্লবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যেই যৌথরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার চরম পরিণতি বলা যেতে পারে।

এই কাহিনীর শুরু হয়েছে ফরাসী ও রেড-ইণ্ডিয়ান যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন থেকে। ঐ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে এমন সব ঘটনার উদ্ভব হয়, যাতে ব্রিটিশ সরকার এক নূতন সাম্রাজ্য-নীতির প্রচলনে বাধ্য হন। আর এই কাহিনীর সমাপ্তি হয়েছে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস-শান্তিসন্ধির অনুষ্ঠান

দিয়ে। এখানে যেমন স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাংবিধানিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক এবং সম্প্রসারণমূলক বিবিধ কারণ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি এই বিপ্লবের সামরিক এবং কূটনৈতিক পর্য্যায়গুলিও যথাসম্ভব পর্য্যালোচনা করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং সম্প্রদায়গতভাবে বিভিন্ন শক্তি কি ভাবে পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়েছিল এখানে তা বিবেচিত হয়েছে, যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে অসামরিক নাগরিকদের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে, এবং পরবর্ত্তীকালে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়েছে তার উপর বিপ্লবের ফলাফল পূনর্ব্বিবেচিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, এখানে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিবিধ কারণ এবং সেই সংগ্রামের পরিচালনা সম্বন্ধে সমসাময়িক নানা মতামতসম্বলিত তথ্যাবলীও সন্নিবেশিত হয়েছে। তদানীন্তনকালের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য মূল বিষয়গুলি পাঠকগণ এই সকল তথ্যের মধ্যে পাবেন বলেই আশা করি।

রিচার্ড বি. মরিস্

সূচীপত্র

আমেরিকার বিপ্লব

পরিশিষ্ট

মনট্রিল (ফরাসী)
কেনেবেক নদী
কানাডা
সেন্ট লরেন্স নদী
অণ্টারিও হ্রদ
ইরি হ্রদ
মোহক নদী
নিউ হ্যাম্পশায়ার
সালেম
বস্টন
ক্যাম্ব্রিজ
আলবানী
ম্যাসাচুসেট্‌স
ম্যাসাচুসেট্‌স উপসাগর
প্লিমাথ
কেপ কড
কনেটিকাট
প্রভিডেন্স
রোড আয়ল্যান্ড
নিউ হেভেন
সাসকুয়েহ্যানা নদী
পেনসিলভানিয়া
নিউ ইয়র্ক
(নিউ নেদারল্যান্ড)
ফিলাডেলফিয়া
নিউ জার্সি
বাল্টিমোর
মেরীল্যান্ড
ডেলাওয়ার
পোটোম্যাক নদী
জেমসটাউন
ভার্জিনিয়া
উত্তর ক্যারোলাইনা
দক্ষিণ ক্যারোলাইনা
চার্লসটন
সাভানা
জর্জিয়া
১৭৫৩ সালে
প্রতিষ্ঠিত।
ফ্লোরিডা (স্প্যানিশ)
অতলান্তিক মহাসাগর
১৭০০
খৃষ্টাব্দে
ইংরেজ
উপনিবেশ

এক

বিপ্লবের সূত্রপাত

আমেরিকার বিপ্লব এবং পরবর্ত্তী বৈপ্লবিক ঘটনাসমূহ

আমেরিকার বিপ্লব এমন একটি ঘটনা যার প্রভাব ও পরিণতি শুধু আমেরিকাতেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত অংশেই আজও পর্য্যন্ত অনুভূত হয়ে আসছে। এই বিপ্লব দিয়েই শুরু হয়েছিল বিশ্বের বৈপ্লবিক যুগ, তবু পরবর্ত্তী কালের বিপ্লবগুলির সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। ফরাসী বিপ্লব অথবা উনবিংশ শতাব্দীর ব্যর্থ বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহ অথবা আমাদের বর্ত্তমান যুগের রাশিয়া বা চীনের বিপ্লবের মত এই বিপ্লব নয়। সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন না ব'লে একে বরং রাজনৈতিক বিপ্লবই বলা যায়। এই বিপ্লবের ফলে পরবর্ত্তী কালে ব্যাপকভাবে যে সকল আর্থনীতিক ও সামাজিক রূপান্তর সাধিত হয়, সেগুলি মূলতঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মার্কিণ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের উপজাত পরিণাম।

আমেরিকার এই বিপ্লব সর্ব্বহারাশ্রেণীর কোন অভ্যুত্থান নয়। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল উদারমতাবলম্বী (হুইগ) অভিজাতশ্রেণীর হাতে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক আরোপিত নানা রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হওয়া। ইংল্যাণ্ডে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যে রক্তপাতহীন বিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রকৃতির দিক থেকে আমেরিকার বিপ্লবকে বহুলাংশে তার সঙ্গে তুলনা করা যায়; কিন্তু, ইংরেজদের ঐ বিপ্লব অপেক্ষা আমেরিকার এই বিপ্লবের বিশেষত্ব এই যে, এর ফলে মানুষের আদর্শের ক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে এমন সব শক্তির উদ্ভব ঘটে যেগুলির প্রভাব আমরা বর্ত্তমান যুগেও উপলব্ধি করছি। আমেরিকার মুক্তি ও স্বাধীনতার

আদর্শ, মানুষের অনস্বীকার্য্য মৌলিক অধিকার, সাম্য এবং শাসিতের সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা আজও বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের মধ্যে দৃঢ়মূল হ'য়ে আছে।

আধুনিক কালের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির মধ্যে যদি কোন বিশেষ ধারা দেখা যায়, তাহলে সেই বিশেষত্বের সঙ্গে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, কোন গুরুতর আর্থনীতিক অসন্তোষের ফলে এই বিপ্লবের উৎপত্তি হয়নি। বস্তুতঃ, ফরাসী ও রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে মন্দা শুরু হয় তা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই কেটে গিয়ে এক বিপুল সমৃদ্ধির যুগ দেখা দেয় এবং এমন কি ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। একথা অবশ্য সত্য যে, ব্রিটিশ সরকার চরম পর্য্যায়ে বস্টন বন্দর বন্ধ করে দেবার মত যে সকল প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার ফলে আমেরিকার কয়েকটি অঞ্চলে কিছু লোক বেকার হয়েছিল। কিন্তু আবার একথাও সত্য, আমেরিকার উপনিবেশ-গুলিতে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যাভাব প্রায় ছিল না বললেই চলে।

আমেরিকার বিপ্লব একটি শ্রেণীকে অপর একটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড় করায় নি, এবং মার্ক্সীয় ধারার সঙ্গে এই বিপ্লবের কোন মিল নেই। স্বদেশ হিতৈষণার আদর্শ সমস্ত শ্রেণী এবং আর্থনীতিক গোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল অভিজাত জমিদারশ্রেণী, আটলান্টিক ও ক্যারিবিয়ান সাগর দিয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যরত ব্যবসায়ীশ্রেণী, স্থানীয় পণ্যবিক্রেতার দল, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কর্ম্মীর দল এবং কারিগর ও শ্রমিকশ্রেণী। অপরদিকে, এই সকল শ্রেণীর মধ্যেও দেখা যেত রাজভক্তদের, যারা প্রজাস্বত্বভোগী কৃষকশ্রেণী এবং কোন কোন সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের মধ্যে নিজেদের সমর্থক আছে বলে দাবী করত। বাস্তবিক, আমেরিকার বিপ্লব শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল না বলেই এবং এর নেতৃত্বও উচ্চশ্রেণীর নরমপন্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় কোনরকম সন্ত্রাসের বিভীষিকাই সৃষ্টি হতে পারেনি এবং উদাহরণস্বরূপ রাজানুরক্ত কোন গভর্ণর এই সংঘর্ষে প্রাণ

হারায় নি। এই দিক্ থেকে ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে এই বিপ্লবের বৈসাদৃশ্য খুবই উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় বিপ্লব ঘটবার ফলে চরমপন্থীরা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসতে পারেনি, কোন একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এমন কোন প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়নি যা পরবর্ত্তীকালে থার্মিডর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। (প্রথম ফরাসী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর বিপ্লবী সরকার এমন পর্য্যায়ে ওঠেন যে, প্রচলিত পঞ্জিকা পর্য্যন্ত বরবাদ ক'রে দিয়ে নূতন এক "বিপ্লবী পঞ্জিকার" প্রবর্ত্তন করেন। এই বিপ্লবী পঞ্জিকার একাদশতম মাসের নাম দেওয়া হ'য়েছিল 'থার্মিডর'।—অনুবাদক)

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ: সঙ্কটের মুখে পুরাতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

আমেরিকায় বিপ্লব ঘটেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যর্থতার ফলে। তখন, একদিকে যেমন পরিণত উপনিবেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সঙ্গে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে যথোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে তেমনি অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ শাসন-পরিচালকগণ সাম্রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলিকে যতটুকু মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া সঙ্গত মনে করতেন, ততটুকু অধিকার মঞ্জুর করা ব্রিটেনের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ব্রিটেন এই ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যর্থ। কেন সঙ্কটের মুখে উপনীত হয়ে পুরাতন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছিল তা উপলব্ধি করতে হ'লে সপ্তবর্ষের যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির পর ব্রিটেনের স্কন্ধে যে সকল নূতন দায়িত্ব এসে পড়েছিল সেগুলি যথাযথ বিবেচনা করা প্রয়োজন। ঐ যুদ্ধের ফলে বৃটেন এক দুর্জ্জয় বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্যারিস সন্ধির (১৭৬৩) সর্ত্ত অনুসারে বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযোজিত হয় এবং ইংরেজ-বংশ-সম্ভূত নয় এমন বহু জনসমষ্টির উপর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স তার সাম্রাজ্য থেকে কানাডাকে ছেড়ে দেয়। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট্ নিরাপত্তার দিক থেকে ফরাসী-অধিকৃত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জের পরিবর্ত্তে কানাডাকে

পাওয়াই পছন্দ করেছিলেন। এ ছাড়া, ফ্রান্স মিসিসিপি নদীর পূর্ব্বদিকস্থ একমাত্র নিউ অরলিন্স ব্যতীত মোবিল্ বন্দর সমেত সমগ্র রাজ্যই ব্রিটেনের হস্তে অর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ চলবার সময় ব্রিটেন কিউবা দখল করে নিয়েছিল। এইবার সেটিকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ফ্লোরিডার পরিবর্ত্তে স্পেনকে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং স্পেনও হণ্ডুরাস উপকূলে ব্রিটিশ কাঠুরিয়াদের গাছকাটা ও কাঠের ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে স্বীকার করে নেয়। যদিও প্যারিস-সন্ধি অনুযায়ী ব্রিটেন কর্ত্তৃক অধিকৃত ভারতবর্ষস্থিত সমস্ত ফরাসী ঘাঁটিই ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তথাপি এ সময় ভারতবর্ষে ফ্রান্সের উপর যে সকল বিধিনিষেধ আরোপিত হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ঐ অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব খর্ব্ব হওয়ারই সূচনা করে।

ব্রিটেনের বিরাট বিরাট ডোমিনিয়ন তখন নানান পদ্ধতিতে শাসিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং হাডসন্স বে কোম্পানীর মত বৃহদাকার বাণিজ্য-সঙ্ঘগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলসমূহে শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করে। উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির অধিবাসিগণ বহুকাল ধরেই প্রভূত পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে আসছিল। দুটি স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ কনেটিকাট্ ও রোড-আইল্যাণ্ড তাদের নিজেদের গভর্ণর নির্ব্বাচন করত। তবে অন্যান্য উপনিবেশগুলির অধিকাংশই এই সময়ের মধ্যে রাজার প্রত্যক্ষ অধীনে চলে আসে এবং রাজাই ঐ সকল উপনিবেশের গভর্ণর নিযুক্ত করতেন। দুটি উপনিবেশের ক্ষেত্রে অবশ্য তখনও মালিকানা প্রথা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই উপনিবেশ দুটির একটি হ'চ্ছে পেনসিলভ্যানিয়া এবং অপরটি মেরীল্যাণ্ড। এখানে মালিকই গভর্ণরের নাম ঘোষণা করতেন। কিন্তু মোট তেরটি উপনিবেশের সবগুলিতেই আইনসভা মারফৎ আইন প্রণীত হ'ত। যাঁরা সম্পত্তির অধিকারী তাঁদের ভোটে এই সকল আইনসভার সদস্যবর্গ নির্ব্বাচিত হতেন।

স্বায়ত্তশাসনের এই দীর্ঘকাল-প্রচলিত ধারণাগুলির সঙ্গে সে সময় নূতন পরিকল্পিত সাম্রাজ্য-কাঠামোর সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হ'ত কি? অচিরেই

এই প্রশ্নের জবাব এসেছিল জর্জ্জ গ্রেণভিলের (১৭১২-১৭৭০) কাছ থেকে। তিনি ছিলেন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের 'ফাস্ট লর্ড অব ট্রেজারি' বা অর্থসচিব। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন যা প্রচলিত পার্টি-প্রথাকে ভঙ্গ ক'রে এক নূতন পার্টি-প্রথার ভিত্তি স্থাপন করে। গ্রেণভিল বিশ্বাস করতেন যে, সাম্রাজ্যের স্বার্থের খাতিরে উপনিবেশগুলিকে পদানত রাখা উচিত। এই বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি নূতন অধিকৃত রাজ্যগুলির সঙ্গে পুরাতন উপনিবেশগুলিকেও সমান ভাবে শাসন করার উদ্দেশ্যে এক নূতন সাম্রাজ্যশাসনপদ্ধতি গড়ে তুলতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন।

রাজা, দলীয় রাজনীতি এবং ব্রিটিশ সংবিধান

ব্রিটিশ শাসন পরিচালকদের সম্মুখে এই সময় যে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয় তার জবাব দেবার জন্যে কল্পনাশক্তি, উপলব্ধির শক্তি এবং এমনকি সাহসিকতারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই সঙ্কটপূর্ণ বছরগুলিতে যে সকল নেতা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন তাঁদের মধ্যে এই সকল গুণের একান্ত অভাব ছিল। শাসনব্যবস্থায় ও রাজনীতিতে রাজার পুনরাবির্ভাব এবং অংশতঃ, সার্থক দ্বিদলীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্ত্তনে ব্রিটেনের তদানীন্তন ব্যর্থতাই ঊর্দ্ধতন আমলাদের এই সদাপরিবর্ত্তনশীল আচরণের জন্য দায়ী। এই শেষোক্ত ব্যর্থতার উদ্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নূতন রাজার ধারণাবলীর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে।

এই যুগে, এক সময়ে হুইগ ও টোরিদের নিয়ে আলোচনা করা ফ্যাশন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, লোকে তখন কোন না কোন ভাবে ইংল্যাণ্ডে রাজার দল এবং আমেরিকায় রাজভক্তদের নাম টোরিদের নামের সঙ্গে জুড়ে দিত। প্রকৃতপক্ষে, অবশ্য পার্টি হিসাবে টোরিদের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জেকোবাইট মতবাদ এবং ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওল্ড প্রিটেণ্ডার ও ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ং প্রিটেণ্ডারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার সঙ্গে টোরিদের নাম জড়িত করা হয়েছিল। বাস্তবিক, যদি কাউকে সত্য সত্যই টোরি হ'তে হ'ত, তা হ'লে তাকে অবশ্যই হ্যানোভার বংশীয় রাজাদের বিরোধী হ'তে হ'ত

এবং সেটা হ'ত রাজদ্রোহিতার সামিল। এইদিক থেকে বিচার করলে হোরেস ওয়ালপোলের মন্তব্যে যথেষ্ট সত্যতা ছিল। তিনি বলতেন, "আমি যাকেই বেশ বুদ্ধিমান ও বিবেচনাসম্পন্ন টোরি ব'লে জানতুম, সে-ই প্রকৃতপক্ষে হয় জ্যেকোবাইটপন্থী ছিল, না হয় সে আর টোরি দলে থাকত না, হুইগ হ'য়ে যেত; যারা টোরিই থেকে যেত তারা ছিল একান্তই নির্ব্বোধ।" সুতরাং ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, অন্ততঃ বাহ্যিক ক্ষেত্রে, সকলেই হুইগ মতাবলম্বী ছিল, এবং এদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রাজা স্বয়ং।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ (১৭৩৮-১৮২০) ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদানীন্তন পার্টি-প্রথার প্রতি তাঁর আদৌ কোন সহানুভূতি ছিল না। তিনি পার্টি-প্রথার নাম দিয়েছিলেন "হাইড্রা ফ্যাকসন" বা বহুমস্তক-বিশিষ্ট দানবতুল্য কুচক্রী দল। সিংহাসনে আরোহণের পরই তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন, এখানে সেই ঘোষণাটি তাঁর আত্মকাহিনীমূলক টুকরো রচনা থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল: "যাঁরা আমার শাসনকে সমর্থন করেছেন এবং গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় এই বিপ্লব ঘটে—অনুবাদক) ফলে অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিতভাবে যে সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেই ধরণের সরকার যাঁরা মেনে নিয়েছেন আমি তাঁদের প্রত্যেককেই অনুগ্রহ করব এবং সাহায্য দেব।" বস্তুতঃ, যে জিনিষটি রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে গভীরভাবে আলোড়িত ও বিরক্ত করে তুলেছিল তা হ'চ্ছে সরকারের নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল বা পার্টির ভূমিকা। এজন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছিলেন যে, কমন্স সভার পক্ষে যাতে তার মন্ত্রিবর্গকে নিয়োগ বা বরখাস্ত করার অধিকার সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তিনি অবশ্যই তা করবেন।

সরকার সম্পর্কে রাজা তৃতীয় জর্জ্জের ধারণাবলী সংবিধানসম্মত নয়, সে যুগের মাপকাঠিতে এরূপ বলা যায় না। কারণ, কমন্স সভা তখনও কার্য্যতঃ সরকারের শাসন তথা আইন-প্রণয়ন বিভাগে রূপান্তরিত হয় নি। পূর্ব্ববর্ত্তী জর্জ্জদের আমল থেকে এরকম একটি ধারা অবশ্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছিল

এবং আমেরিকায় বিপ্লবের ফলে সঙ্ঘটিত পরবর্ত্তী ঘটনাবলী শুধু সেই ধারাটিকেই দ্রুততর গতিতে এগিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা তৃতীয় র্জ্জর ধরণা ছিল যে, 'শাসন পরিচালনায় 'তাঁর ভূমিকা খুব বড়, কিন্তু এ ধরণের বিরাট ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ ক'রতে হ'লে যে যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তি থাকা প্রয়োজন তাঁর তা ছিল না। রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে কর্ণেল ব্লিম্পের আধ্যাত্মিক পূর্ব্বপুরুষ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনমনীয়, কঠোর নীতিবাদী এবং সর্ব্বদা অপরের ছিদ্রান্বেষী ব্রিটেনের এই সম্রাটটিকে বাইরে সংযত ও কতকটা সাম্য-ভাবাপন্ন মনে হ'লেও আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উগ্র ভাবাপন্ন, বাচাল, কঠোর এবং অপরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। তিনি তাঁর নিজের স্বার্থকেই রাষ্ট্রের স্বার্থ ব'লে মনে ক'রতেন। নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁর গভীর নজর থাকায় তিনি সর্ব্বদাই অপরের কাজে হস্তক্ষেপ ক'রতেন এবং তাঁর এমন একগুঁয়েমি ছিল যে, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা থেকে অণুমাত্র সরে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। এ অবস্থায় স্বভাবতঃই মনে হ'ত, তিনি ভেঙ্গে পড়বেন, এবং বস্তুতঃ একবার ভেঙ্গে পড়েও ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি সর্ব্বপ্রথম মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে আক্রান্ত হন এবং সুদীর্ঘ রাজত্বকালে মাঝে মাঝে এই রোগে তাঁকে ভুগতে-হ'য়েছে।

সে সময় হুইগ-দলীয় লোকদের মধ্য থেকেই রাজাকে তাঁর মন্ত্রীদের বেছে নিতে হ'ত। কিন্তু এই হুইগ-দলটি আসলে ছিল কতকগুলি গোষ্ঠী বা চক্রের সমষ্টি। এক একটি গোষ্ঠী বা চক্রে বড়জোর জন বারো লোক থাকত এবং এরা এক একজন লোককে ঘিরে থাকত। তাই পুরাতনপন্থী হুইগগণ সমবেত হয়েছিল রকিংহাম ও বার্ককে কেন্দ্র ক'রে, আর তাঁদের প্রতি সহানুভূতি-শীল ছিল উইলিয়াম্ পিটের চক্রটি। এই শেষোক্ত চক্রেই স্থান পেয়েছিলেন ডিউক অব গ্র্যাফটন্ এবং লর্ড শেলবার্ণ। জর্জ্জ গ্রেণভিল ও ডিউক অব বেডফোর্ড প্রমুখরা এবং স্যাণ্ডউইচ, ওয়েমাউথ, গাওয়ার প্রভৃতি

কুখ্যাত লর্ডগণ ছিলেন তথাকথিত "ব্লুম্‌স্‌বেরি গ্যাঙ্‌" নামক চক্রটিতে। এই অপদার্থ দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো যেটুকু বলা যায় তা হ'চ্ছে, গাছ থেকে পাতাটি পড়তে না পড়তেই এঁদের সকলকেই হাতের কাছে পাওয়া যেত। রাজার নিজেরও একটি চক্র ছিল, এঁরা "কিংস্‌ ফ্রেণ্ডস্‌" বা রাজার মিত্র নামে অভিহিত হ'তেন। রাজার এই মিত্রদের মধ্যেই ছিলেন গিলবার্ট এলিয়ট্‌, জেম্‌স অসওয়াল্ড এবং চার্লস জেঙ্কিন্‌সন্‌। রাজা নিজে মনের দিক্‌ থেকে 'স্নব' হ'লেও এবং ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের চেয়ে অভিজাত লোকদের বেশী পছন্দ করলেও তৎকালে হুইগ-দলীয় বিরোধিতার মূল উৎস ছিল হুইগদের কতিপয় নেতার এক চক্র। এই শক্তিশালী হুইগ চক্রটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ে ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার উপর কর্ত্তৃত্ব করেছে।

যে কমন্সসভার উপর রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাঁর অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চেয়েছিলেন তা ছিল পুরাতন অসংস্কৃত সভা। "রটেন বরো" প্রথার ফলে অভিজাতশ্রেণী এবং সম্ভ্রান্ত জমিদারশ্রেণী তাদের সংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। তারই জন্য লণ্ডনের মত মহানগরী ও দেশের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের নূতন শিল্পসমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলি প্রতিনিধি পাঠাবার অত্যন্ত কম অধিকার পেয়েছিল এবং কোন কোন শিল্পকেন্দ্র প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছিল। বস্তুতঃ, প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না দিলে কর ধার্য্য করা চলবেনা ব'লে আমেরিকায় যে রব উঠেছিল সেটি উপনিবেশবাসীদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন মনে হ'লেও ইংরেজ জনসাধারণের নিকট তা ছিল পুরানো কাহিনী।

পশ্চিমের সমস্যা : ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর নূতন রাজ্য সংগঠন এবং রাজস্ব ও মুদ্রানীতি প্রবর্ত্তন-সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য সাম্রাজ্যের কাঠামোর কিছুটা পুনর্গঠন করা প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হ'ল। প্রশ্ন উঠল, ক্যানাডা,

পূর্ব্ব ও পশ্চিম ফ্লোরিডা এবং অ্যাপালেশিয়ান পর্ব্বতমালা ও মিসিসিপি নদীর মধ্যবর্ত্তী রাজ্যগুলিকে কি ভাবে শাসন করা যেতে পারে? ফরাসী ও রেড-ইণ্ডিয়ান যুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে, আমেরিকাস্থিত রাজ্যগুলির সীমান্ত রেড-ইণ্ডিয়ান হানাদারদের আক্রমণ থেকে মোটেই নিরাপদ নয়। রেড-ইণ্ডিয়ানদের জব্দ রাখার জন্য সুযোগ্য ও কর্ম্মক্ষম স্যার উইলিয়াম্ জন্‌সন্‌কে এবং পরে জন ষ্টুয়ার্টকে যথাক্রমে উত্তর ভাগের ও দক্ষিণ ভাগের রেড-ইণ্ডিয়ানদের উপর খবরদারি করার কাজে নিযুক্ত করা হয়। জোর জবরদস্তি ক'রে অথবা শঠতা ক'রে জমি দখল ক'রে নেবার ঘটনাগুলিই রেড-ইণ্ডিয়ান উৎপাতের ও তৎসংশ্লিষ্ট গোলযোগের মূল কারণ ব'লে বিবেচিত হ'ল। সুতরাং, রেড-ইণ্ডিয়ান-সমস্যার যে রকম সমাধানই হোক না কেন এবং সে সমস্যা যত স্বল্পকাল স্থায়ীই হোক না কেন, তার জন্য জমি দখল করা এবং পশ্চিম মুখে অগ্রসর হ'য়ে বসতি স্থাপনের প্রচলিত রেওয়াজের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার প্রয়োজন ছিল। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ইষ্টন চুক্তিতেই এই ধরণের নিষেধাজ্ঞার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ঐ চুক্তিতে পেনসিলভ্যানিয়া তার পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, অ্যালেগেনি পর্ব্বতমালার ওপাশে নূতন বসতি প্রতিষ্ঠা করা হবে না।

কিন্তু এ ধরণের খণ্ড খণ্ড চুক্তিতে ঐ সমস্যার কোন আশু সমাধান সম্ভব ছিল না। ঠিক এই সময়েই আবার ব্রিটেনের বাণিজ্য-সচিব, সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়কোচিত সম্যক্ ধারণার অধিকারী স্বল্প কতিপয় রাজপুরুষের অন্যতম শেলবার্ণের আর্ল উইলিয়াম্ পেটি (১৭৩৭-১৮০৫) সুপারিশ করলেন যে, অ্যাপালেশিয়ান পর্ব্বতমালা হ'বে উপনিবেশসমূহ এবং রেড-ইণ্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত ভূমিভাগের মধ্যবর্ত্তী অস্থায়ী সীমানা। উত্তর ওহায়ো অঞ্চলের একটি পরিকল্পিত উপনিবেশ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। শেলবার্ণ নবার্জ্জিত রাজ্যগুলি থেকে তিনটি নূতন

প্রদেশ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করেন, যথা : (১) কুইবেক, (২) পূর্ব্ব ফ্লোরিডা এবং (৩) পশ্চিম ফ্লোরিডা। কিন্তু শেলবার্ণের এই পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়িত হবার আগেই দুইটি বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল—একটি ইংল্যাণ্ডে, অপরটি আমেরিকায়।

ওটাওয়ার সর্দ্দার পন্‌টিয়াকের (১৭২০-৬৯) নেতৃত্বে পশ্চিমের রেড-ইণ্ডিয়ানরা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে হঠাৎ বিদ্রোহ ক'রে শুধুমাত্র ডেট্রয়েট এবং ফোর্ট পিট ব্যতীত নায়েগ্রার পশ্চিমদিকস্থ প্রত্যেকটি ব্রিটিশ ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেলল। নভেম্বর মাসের পূর্ব্বে এই অভ্যুত্থান দমন করা সম্ভব হয়নি। ঐ মাসে পন্‌টিয়াক্ তার ডেট্রয়েট অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। সাম্রাজ্যের একদিকের সীমান্তে যখন এরূপ আগুন জ্বলছিল ঠিক তখনই ইংল্যাণ্ড ব্যতিব্যস্ত ছিল নিয়মিত সময় অন্তে মন্ত্রিসভা অদল বদলের ঘটনা নিয়ে। মন্ত্রিসভায় এই অদল বদলের ফলে শেলবার্ণ বাণিজ্য দপ্তরের প্রেসিডেণ্টের অর্থাৎ বাণিজ্য-সচিবের) পদ ত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন জনৈক তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিক, নাম তাঁর আর্ল অব্ হিলস্‌বরো (১৭১৮-৯৩)। তিনি সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের জন্য স্বকীয় পরিকল্পনা খাড়া ক'রলেন, অবশ্য তার অধিকাংশই শেলবার্ণের পরিকল্পনার অনুরূপ ছিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এ সম্পর্কে যে ঘোষণা করা হ'ল তার গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হচ্ছে এই যে, উপরিউক্ত সীমারেখা পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে স্থায়ী বাধারূপে গণ্য হবে না। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর পরেই গ্রাফ্‌টন মন্ত্রিসভা অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে উক্ত সীমারেখাকেই স্থায়ী সীমারেখা ব'লে ঘোষণা করেন। যা হোক্ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট এবং জনসন্ রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আপস-আলোচনা চালিয়ে যে সকল চুক্তি সম্পন্ন করলেন তদনুসারে অ্যাপালেশিয়ান পর্ব্বত-মালার পশ্চিমদিকস্থ জমিগুলি রেড-ইণ্ডিয়ানদের নিকট থেকে কিনে নেবার ব্যবস্থা হয়।

উল্লিখিত ঘোষণার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ উন্নয়নের বিবিধ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ক্রমশঃই অধিকতর চাপ দেওয়া হচ্ছিল। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শেলবার্ণ অ্যাপালেশিয়ান পর্ব্বতমালার পশ্চিম পার্শ্বে অবিলম্বে নূতন উপনিবেশ স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। বস্তুতঃ, ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছরই জঙ্গল পরিষ্কারক কাঠুরিয়ারা কেণ্টাকী যাতায়াত করছিলেন; ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন সেভিয়ার এবং জেমস্ রবার্টসন্ ওয়াতাগুয়া নদী বরাবর কার্য্যতঃ একটি রাজ্য গঠন করেন এবং বিরাট ও জনহীন বনাঞ্চলের পথ ধ'রে নয়া বসতি স্থাপনকারীরা দলে দলে ঐ রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হ'তে থাকেন। প্রায় পুরাপুরি বিশ বছর ধরে অসংখ্য জমি উন্নয়ন ও বণ্টন কোম্পানী সংগঠিত হ'য়ে আসছিল। এরূপ কোম্পানী গড়া শুরু হয়েছিল ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, তখন একদল ভার্জ্জিনিয়াবাসী ওহায়ো কোম্পানী গঠন করে। এদের উদ্দেশ্য ছিল ট্রান্স-অ্যাপালেশিয়ান অঞ্চলে নূতন বসতি গড়ে তুলে উপনিবেশ স্থাপন করা এবং সেখানকার সম্পদ্ আহরণ করা। যদিও ভার্জ্জিনিয়াবাসীরাই এই অঞ্চলের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী জড়িয়ে পড়েছিল, তবু অন্যান্য অঞ্চলের ঔপনিবেশিকগণও এখানকার সঙ্গে বহুল পরিমাণে জড়িত হয়। এই শেষোক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফিলাডেলফিয়ার ব্যবসায়িগণ। এরা রেড-ইণ্ডিয়ানদের হাতে ক্ষতি হওয়ার অছিলা তুলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ওহায়োর উত্তরে বিরাট বিরাট এলাকা লাভ করে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে চটকদার ছিল ভ্যান্ডালিয়া উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। বস্তুতঃ, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই ব্রিটিশ বাণিজ্য দপ্তর এই উপনিবেশের একটি সনদও রচনা করেছিলেন, কিন্তু বিপ্লব উপস্থিত হবার ফলে পরিকল্পনাটি মাঠে মারা যায়।

বসতি স্থাপনের জন্য পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়ার বিরুদ্ধে যে সকল নিষেধাজ্ঞা জারী করা হ'য়েছিল সেগুলি আমেরিকায় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান

প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টিতে কতখানি সাহায্য ক'রেছিল তা এখন ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিতদের বিতর্কের বিষয়। কিন্তু বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে ব্রিটিশ সরকারের দুইটি কাজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবেই প্ররোচনাদায়ক ছিল। এর একটি ছিল, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নর্থের মন্ত্রিসভা কর্তৃক উপনিবেশসমূহের অভ্যন্তরে জমি দান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী। অপরটি ছিল, ঐ একই সালের কুইবেক আইন। জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং পশ্চিমে নূতন বসতি স্থাপন করার উপর এই দুইটি নিষেধাজ্ঞাকেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত উপনিবেশবাসীদের বিবিধ অভিযোগের তালিকায় সন্নিবেশিত করা হ'য়েছিল।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ন্যায়বিচার ক'রতে হ'লে এ প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করা কর্তব্য যে, ব্রিটিশ রাজসরকারের পক্ষ থেকে উক্ত ব্যাপারে যে হুকুমনামা জারী করা হ'য়েছিল, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর নূতন রাষ্ট্রগুলিকে স্বেচ্ছায় ঠিক সেই হুকুমনামাই মেনে নিতে হয়েছিল অর্থাৎ নূতন রাজ্যগুলিকে যথাযথ-রূপে সংগঠিত করার জন্য পশ্চিমের সমস্ত রাজ্যই নবগঠিত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের (ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট) হাতে ছেড়ে দিতে হ'য়েছিল। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমাঞ্চলের সংগঠন সম্পর্কে ঔপনিবেশিকগণ যে মূল দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছিল সেটা মূলতঃ ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রিসভাগুলির কাছ হ'তে ধার করা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধেই তারা এক সময় প্রতিবাদ ক'রেছিল। সুতরাং, দেশজ আদিবাসী জাতিগুলির প্রতি অধিকতর ন্যায়বিচার করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পরিকল্পনার মধ্যে ব্রিটিশের যে মনোভাব অন্তর্নিহিত ছিল, সেটা ছিল ঔপনিবেশিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের যথার্থ অনুকূলে। একথা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উপনিবেশসমূহে যে জমিদার ও ব্যবসায়ীশ্রেণী জমি নিয়ে ফাটকাবাজি করছিল সেই ফটকাবাজের দল এবং যাঁরা পশ্চিমে গিয়ে নূতন বসতি স্থাপনের আশা পোষণ ক'রছিলেন, তাঁরা সকলেই সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ঐ নিষেধাজ্ঞাগুলিতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলেন।

ব্রিটেনের নূতন আর্থনীতিক সমস্যা : করধার্য্য করার প্রসঙ্গ

কোনও বিশ্বযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হবার পর রাজস্ব ও মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে, তার সমাধানের জন্য সম্ভবতঃ অপর যে কোনও অর্থসচিব (ফার্ষ্ট লর্ড অব্ দি ট্রেজারি) কোনও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের সুপারিশ ক'রতেন। কিন্তু ব্রিটিশ অর্থসচিব জর্জ্জ গ্রেণভিলের নিকট হ'তে সেরকম কিছু আশা করার ছিল না। কারণ, মেকলের সেই শ্রুতিকটু বিশেষণগুলিকে উদ্ধৃত ক'রে বলা যায়, তিনি "পাউণ্ড, শিলিং এবং পেনির হিসাবে প্রকাশিত জাতীয় স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোনও জাতীয় স্বার্থের কথাই জানতেন না।" যুদ্ধকালে অভূতপূর্ব্ব হারে কর ধার্য্য করা সত্ত্বেও সপ্ত বর্ষের যুদ্ধের শেষে ব্রিটেনের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হ'য়ে প্রায ১৩ কোটি পাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়, যার বার্ষিক সুদের পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। তা ছাড়া, যুদ্ধে বিজয়ী হবার ফলেও কতকগুলি অতিরিক্ত দাযিত্বভার এসে পড়ে। বিশাল সাম্রাজ্যের বিরাট সীমান্ত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে নিরাপদ রাখা, রেড-ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারগুলি পরিচালনা করা এবং সর্ব্বোপরি নূতন নূতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা খুবই ব্যয়সাধ্য বলে মনে হ'ল। কিন্তু গ্রেণভিল দেখলেন, ইংল্যাণ্ড থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করার সম্ভাবনা খুবই কম। সিডার মদের উপর নূতন কর ধার্য্য করার পর স্বদেশে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল তাতে মন্ত্রিসভা সম্যকরূপেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রিটেনের করদাতারা কর দেবার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য, অথবা দুয়েরই সীমায় পৌছেছে। সুতরাং একমাত্র পথ ছিল কর ধার্য্য করার নূতন পন্থা খুঁজে বার করা। উপনিবেশগুলির উপর হুকুম জারী ক'রে অর্থ আদায়ের পুরাণো পদ্ধতিও পুরাপুরি সন্তোষজনক ব'লে প্রতিপন্ন হয়নি, কারণ তার জন্য উপনিবেশগুলির অনুমোদনের প্রয়োজন হোত। আইনসভাগুলি সাধারণতঃ কোনও না কোন প্রকার মূল্য দাবী করে বসত এবং এ প্রায়শই দেখা যেত তাদের সেই দাবীর প্রকৃত অর্থ হোত উপনিবেশের গভর্ণরের কাজ করার স্বাধীনতা। গ্রেণভিলের যুক্তি ছিল যে, যেহেতু

সরকারের এই নূতন ব্যয়ের ফলে উপনিবেশগুলি উপকৃত হবে, সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে এর কিছুটা ব্যয় বহন করা উচিত। অন্যান্য ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মত তাঁরও ধারণা ছিল যে, সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য যে খরচ হয় আমেরিকার নিকট থেকে তার একটা ন্যায্য অংশ পাওয়া যাচ্ছে না। জাবেদা-খতিয়ানের এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম মহাযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষের যুদ্ধজনিত ঋণ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট-ক্যালভিন কুলিজের বিখ্যাত মন্তব্যটি স্মরণ করিয়ে দেয়। খ্যাত আছে তিনি নাকি বলেছিলেন, "ওরা তো অর্থ ভাড়া ক'রে এনেছিল, তাকে ভাড়াই বলব, না তো কি?" যাহোক, উপনিবেশগুলি থেকে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়াবার জন্যে সেখানে কর ধার্য্য করার পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন করার দরকার ছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন অ্যাডাম্‌স্ যে কথা বলেছিলেন, বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বের পরিস্থিতিতে তা স্পষ্টতই প্রযোজ্য ছিল। তিনি তখন মন্তব্য করেছিলেন, "আমেরিকা উচ্চহারে কর দিতে অভ্যস্ত নয় এবং সেখানকার লোকেরাও এখন পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের লোকদের মত বিপুল পরিমাণ কর দেবার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে যথোপযুক্তভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'তে পারেনি।"

অধিকাংশ বিতর্কমূলক প্রশ্নেই যেমন হয়ে' থাকে, আমেরিকায় কর ধার্য্য করার প্রশ্নেও ঠিক তেমনি দু'টি দিক্ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করার ব্যাপারটি বাণিজ্য নিয়মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিল। সদা সর্ব্বদাই ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল, উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য যেন ঠিক বণিক্‌তান্ত্রিক ধারায় চলে, যাতে অত্যন্ত অল্প খরচে মাতৃদেশ উপনিবেশগুলি থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পেতে পারে এবং ব্রিটিশ কলকারখানায় উৎপন্ন মালগুলি সেখানে বিক্রয় করা যায়। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি "বাণিজ্য আইন" পাশ করে এই বণিক্‌তান্ত্রিক ধারণাগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়া হ'তে থাকে। এই সকল আইনের ফলে ব্যয়ের যে বোঝা বাড়ল সেটা প্রধানতঃ শুল্ক ধার্য্য করা হ'তে উদ্ভূত নয়, সেটা বাড়'ল জাহাজে চালান দেওয়া ও অন্য জাহাজে মাল তোলার ব্যয়বৃদ্ধি এবং

মধ্যবর্ত্তী ফড়িয়াদের মুনাফার ফলে বাণিজ্যের মোট ব্যয়বৃদ্ধি থেকে। আইনের ফলে সমস্ত জাহাজকেই বাধ্যতামূলকভাবে ইংল্যাণ্ড হয়ে যেতে হ'ত এবং একারণেই ফড়িয়ারা মুনাফা লুটবার সুযোগ পেত।

যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে প্রধানমন্ত্রী পিট বাণিজ্য আইনগুলিকে অত্যন্ত কড়াকড়ির সঙ্গে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। উপনিবেশগুলির পক্ষ থেকে বেআইনী ভাবে শত্রুদের সঙ্গে ব্যবসা করাও তিনি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাও সফল হয়নি। যুদ্ধের পর উপনিবেশগুলি পুনরায় পূর্ব্বের মত স্বাভাবিক ধারায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে এবং ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের "ঝোলাগুড়" আইনটিকে (মোলাসেস্ অ্যাক্ট) প্রায় সকলেই অমান্য করতে থাকে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিদেশী অধিকৃত অঞ্চল হ'তে চিনি, ঝোলাগুড় এবং 'রাম্' (একপ্রকার মদ) আমদানীর উপর এই আইনে অত্যন্ত চড়া হারে আমদানী-শুল্ক বসান হয়েছিল। মার্কিণ ব্যবসায়ীরা যে বাজারে সবচেয়ে বেশী লাভ করা যায় সেখানে ব্যবসা করার জন্য কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, এমনকি, তার জন্য বেআইনী পন্থা অনুসরণেও তাঁরা কুণ্ঠিত ছিলেন না। মার্কিণ ব্যবসায়ীদের এই লক্ষ্যসাধনের কাজে অবশ্য সহায়তা এবং পোষকতা করত উৎকোচ-গ্রহণশীল ব্রিটিশ কাষ্টমস্ অফিসাররা।

ব্রিটিশ নীতি কোন কোন অনুগৃহীত শ্রমশিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য যে সাহায্য ও একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার দিত তার তুলনায় ঔপনিবেশিকদের উদ্যোগে উৎপাদন এবং তাদের স্বাভাবিক বাণিজ্য ধারার উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি অত্যন্ত কঠোর ছিল। বস্তুতঃ বাণিজ্য আইনগুলি এমনভাবে প্রয়োগ করা হ'ত যার ফলে মার্কিণ উপনিবেশগুলির উপর প্রতিকূল বাণিজ্যিক লেনদেনের আকারে বিপুল পরিমাণ পরোক্ষ কর চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণ অপেক্ষা ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় আমদানীর পরিমাণ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ৫০,৬৮০ পাউণ্ড বেশী ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার এই ঘাটতি ৭৩,৪৫৭ পাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৭০০ সাল থেকে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এই প্রতিকূল বাণিজ্যিক লেন-দেনের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় দুই কোটি পাউণ্ডেরও উপরে, যাকে বলা যেতে পারে এক বিপুল পরিমাণ পরোক্ষ কর। প্রকৃতপক্ষে, এই পরোক্ষ করই ছিল ব্রিটেনের সমৃদ্ধির কারণ।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে, বিপ্লবের প্রাক্কালে দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলি আপাতদৃষ্টিতে যে বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করত, তার অধিকাংশই ছিল একটা অলীক জিনিষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই সুবিধা নির্ভর করত উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা থেকে বিপুল পরিমাণ চাউল রপ্তানীর উপর, কারণ দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য উপনিবেশগুলিও রপ্তানীর চাইতে আমদানীই করত বেশী। এ প্রসঙ্গে বোধ হয় বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ হ'চ্ছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তামাক উৎপাদনকারী প্রদেশগুলি আমদানীর চেয়ে রপ্তানী করেছে বেশী, কিন্তু, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তারাও প্রতিকূল বাণিজ্যিক লেন-দেনের সম্মুখীন হয়। ঐ বৎসর থেকে আরম্ভ ক'রে দশকটির পরবর্ত্তী বছর-গুলিতে সবগুলি তামাক উৎপাদনকারী প্রদেশেরই বছরে গড়ে ২৩,০০০ পাউণ্ডের মত বাণিজ্যিক ঘাটতি হ'য়েছে। ঘাটতির এই পরিমাণ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, তামাক উৎপাদনকারীরাও ক্রমশঃ নিজেদের অধমর্ণের পর্য্যায়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, ভার্জ্জিনিয়ার তামাক উৎপাদনকারীরা তাদের ন্যায্য ঋণ পরিশোধ করার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিল। তারা হয়ত যুদ্ধের প্রাক্কালে কোন ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামাকে স্বাগত জানাতে পারে, কারণ এরকম দাঙ্গাহাঙ্গামায় হয়ত পাওনাদারদের চাপ থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ছিলেন এবং নিজেদের দায় এড়িয়ে যাবার কোন অভিসন্ধি তাঁদের ছিলনা।

শর্করা আইন এবং ষ্ট্যাম্প আইন

গ্রেণভিলের উদ্যোগে সর্ব্বপ্রথম যে বিধানটি পাশ হয় সেটি হ'ল ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শর্করা আইন। এই আইনটিই আমেরিকায় নূতন কর ধার্য্য করার প্রথম

পদক্ষেপ। এটির উদ্দেশ্য ছিল উভয়বিধ-রাজস্ব এবং বাণিজ্য। এই আইনে উপনিবেশগুলিতে বিদেশে উৎপন্ন গুড় আমদানী করার উপর হ'তে আমদানী শুল্ক কমিয়ে অর্দ্ধেক করা হয়, বিদেশে উৎপন্ন চিনির উপর আমদানী শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বিদেশে প্রস্তুত 'রাম' নামক মদ্যের আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়। এই পন্থায় যে সব বিদেশী অধিকৃত দ্বীপ চিনি রপ্তানী করত তাদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অর্থনীতিতে যেমন একদিকে শক্তি যোগানর ব্যবস্থা হয়, অন্যদিকে তেমনি উপনিবেশগুলির সীমান্তে সামরিক রক্ষা ব্যবস্থার দরুণ ব্রিটিশ সরকারের যে খরচ হচ্ছিল তাও মিটানর ব্যবস্থা হয়। শর্করা আইনের লক্ষ্য ছিল নিউ ইংল্যাণ্ডকে (কনেটিকাট, মেইন, নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী ছয়টি আদি উপনিবেশ --অনুবাদক) আঘাত করা এবং এই আইনেরই সঙ্গে সঙ্গে যে কারেন্সি অ্যাক্ট বা মুদ্রা প্রচলন সংক্রান্ত আইন পাশ হয় তার উদ্দেশ্য ছিল ভার্জ্জিনিয়াকে আঘাত করা। কারণ, এই শেষোক্ত উপনিবেশটিতে যুদ্ধের সময় প্রভূত পরিমাণ কাগজের নোট চালু করা হ'য়েছিল। কারেন্সি আইনে আমেরিকার সমস্ত উপনিবেশেই লিগ্যাল টেণ্ডার কারেন্সি অর্থাৎ আইন অনুসারে গ্রহণীয় নোট প্রচলন বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কার্য্যত, ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিউ ইংল্যাণ্ডে এ ধরণের যে নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত ছিল সবগুলি উপনিবেশেই এবার তা প্রসারিত হ'ল।

উপনিবেশগুলি হ'তে বহিঃশুল্ক আদায়ের এই প্রস্তাবের সঙ্গে গ্রেণভিল অন্য একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির পরিকল্পনাও জুড়ে দিয়েছিলেন। তার এই পরিকল্পনায় আমেরিকায় ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য্য ক'রে উপনিবেশগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ইংল্যাণ্ডে এ ধরণের ষ্ট্যাম্প শুল্ক চালু ছিল এবং বস্তুতঃ আজও সে দেশে এটি চালু আছে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য উপনিবেশগুলির আইনসভাসমূহ এরূপ শুল্ক প্রবর্ত্তন করেছিল এবং মুদ্রাকররাও কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে এই শুল্ক দিয়ে এসেছে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক মার্কিণ উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এরূপ কর ধার্য্য

করার ঘটনা এই প্রথম। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত এই ষ্ট্যাম্প আইনে সমস্ত সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, পঞ্জিকা, পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন, সর্ব্বপ্রকারের আইন-সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বীমা পলিসি, জাহাজের কাগজপত্র, লাইসেন্স এবং এমনকি তাসপাশার উপর পর্য্যন্ত কর ধার্য্য করা হয়। বলা হ'ল যে, এভাবে যে অর্থ আদায় হবে তার সবই উপনিবেশগুলির প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে। খুব আশা নিয়ে হিসাব করা হ'য়েছিল যে, এই কর থেকে রাজকোষে যে অর্থ আসবে তাতে উপনিবেশগুলির জন্য সামরিক বাহিনী রাখতে যে ৩ লক্ষ পাউণ্ডের মত ব্যয় হ'চ্ছে তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সঙ্কুলান হ'য়ে যাবে।

ষ্ট্যাম্প আইনের পরিধি এতদূর বিস্তৃত ছিল এবং এই আইনটি এমন একটা সময়ে রচনা করা হ'য়েছিল যে, উপনিবেশগুলিতে এই আইনের বিরুদ্ধে আপামর সকলেই প্রায় একমত হ'য়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক সরাসরি কর ধার্য্য করার নজীর এই প্রথম, সুতরাং উপনিবেশবাসীদের মধ্যে এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠে। শর্করা আইনে প্রধানতঃ আমদানীকারক এবং পরিস্রবণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল, কিন্তু ষ্ট্যাম্প আইনের ফলে উপনিবেশবাসীদের সকলের পকেটেই হাত পড়েছিল, বিশেষতঃ যে সব লোকের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাদের পকেটে। এই শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবিগণ—যাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং মুদ্রাকর ও পান্থশালার মালিকগণ। উপরন্তু উপনিবেশগুলিতে যখন আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অচল অবস্থা সৃষ্টির উপক্রম হ'য়েছিল এবং মুদ্রাসঙ্কোচন দেখা দিয়েছিল, ঠিক সেই সময় ষ্ট্যাম্প আইন জারী হওয়ায় সকলেরই স্থির বিশ্বাস হ'য়ে গেল যে, ব্রিটেন সম্পূর্ণ ইচ্ছা ক'রেই আমেরিকাকে দুর্ব্বল ক'রে দিতে চাইছে।

বিবিধ ধারায় প্রতিরোধ

গ্রেণভিল যদি এমন একটি পরিকল্পনা চালু ক'রতে চাইতেন, যা সবগুলি উপনিবেশকে ব্রিটেনের বিরোধিতায় এককাট্টা ক'রে তুলবে, তা হ'লে যে

আইনটির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত হ'য়ে আছে সেই আইনের চেয়ে অন্য কোনও উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনা মাথায় আনাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ তিনি যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রেছিলেন সেগুলি এবং বিশেষভাবে ষ্ট্যাম্প আইনটি সমগ্র আমেরিকা জুড়ে এমন অভূতপূর্ব্ব ঐক্যবোধ সৃষ্টি ক'রেছিল যা বৈপ্লবিক যুগে আর কোনদিনই পুনরায় দেখা যায়নি। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে উপনিবেশ-বাসীদের তদানীন্তন প্রতিরোধ তিনটি আকারে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল। প্রথমতঃ, বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ শুরু ক'রে দিলেন পুস্তক-পুস্তিকা মারফৎ আদর্শগত সংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ী সমাজ আয়োজন ক'রলেন ব্রিটিশ-পণ্য বর্জ্জন করার আন্দোলন। আর তৃতীয়তঃ, কিন্তু কোনক্রমেই যা তুচ্ছ নয় সেটি হ'চ্ছে জনসাধারণকে হিংসামূলক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠানে উৎসাহদান। এই ত্রিমুখী আক্রমণ—অর্থাৎ সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে তর্ক-বিতর্ক, আর্থনীতিক জবরদস্তি এবং সরাসরি বলপ্রয়োগ ছিল আসন্ন বিপ্লবের মহড়া মাত্র।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বিবাদ শুরু হওয়ার সময় থেকেই আমেরিকার বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ঔপনিবেশিক স্বার্থের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একথা অবশ্য সত্য যে, ম্যাসাচুসেট্‌সের টমাস্ হাচিন্‌সন্ (১৭১১-১৭৮০), নিউইয়র্কের ক্যাডওয়ালডার কল্‌ডেন (১৬৮৮-১৭৭৬), এবং পেন্‌সিলভ্যানিয়ার জোসেফ্ গ্যালওয়ে (১৭২৯ ?-১৮০৩)—যাঁদের সকলেই পরবর্ত্তীকালে রাজভক্ত হ'য়ে পড়েন—তাঁরা সকলেই শিক্ষিত শ্রেণীগুলির উপর কিছুটা নরমপন্থী প্রভাব বিস্তার ক'রতে পেরেছিলেন। কিন্তু, ম্যাসাচুসেট্‌সের জন অ্যাডামস্ (১৭৩৫-১৮২৬), নিউ ইয়র্কের উইলিয়াম লিভিংষ্টোন (১৭২৩-১৭৯০) ও জন জে (১৭৪৫-১৮২৯), পেন্‌সিলভ্যানিয়ার বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০)* এবং

* বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন—১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে এক দরিদ্র পরিবারে বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতামাতার পঞ্চদশ সন্তান, ভাইবোনে

ভার্জ্জিনিয়ার টমাস জেফারসন্ (১৭৪৩-১৮২৬)+ প্রভৃতি অত্যন্ত উঁচুদরের বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশই বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার ক'রে নিচ্ছিলেন। সংবাদ-পত্রগুলির সম্পাদকেরাও এদিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন এবং প্রতি ৫ জনের মধ্যে

তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল সতের। শৈশবকাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম, সুতরং অতি অল্প বয়সে একটি ছাপাখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি খুসীই হ'য়েছিলেন। এর পর শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় ১৫ বছর বয়সেই তিনি এতখানি শিক্ষিত হ'য়ে ওঠেন যে, ঐ সময়ে আমেরিকার একখানি শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। যাই হোক্, মুদ্রাকর গ্রন্থকার, সাংবাদিক এবং রাজনীতিক হিসাবে উত্তরোত্তর তাঁর প্রতিভা বিকাশিত হ'তে থাকে। বৈজ্ঞানিক, গবেষক এবং দার্শনিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। নানা রচনা, বিশেষতঃ "পুয়োর রিচার্ডস্ অ্যালমানাক" নামক ধারাবাহিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনি কেবল উন্নত রসবোধেরই পরিচয় দেন নি, ঔপনিবেশিক আমেরিকার যথার্থ প্রতিচ্ছবিও তুলে ধরেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার পর তিনি সংবিধান প্রণয়ন সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন এবং বিশিষ্ট কূটনীতিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। প্রথম ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার, প্রথম ডাকব্যবস্থা, প্রথম হাসপাতাল এবং প্রথম দার্শনিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করাতো বটেই, অন্যান্য বহু জনহিতকর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। আকাশের মেঘঘর্ষণ-জনিত বিদ্যুৎ ও পার্থিব বিদ্যুৎ যে এক ও অভিন্ন, তিনিই তা প্রথম প্রমাণ করেন। ফরাসী গ্রন্থকার বার্ণাডো ফে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: "তাঁ'র চেয়ে মহত্তর বহু ব্যক্তিই হয়ত আছেন, কিন্তু এত মানবপ্রীতি অপর কোথাও দেখা যাবেনা।"

+ টমাস জেফারসন্—১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ার আলবিমালে কাউন্টিতে টমাস জেফারসনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম পিটার জেফারসন ও মাতার নাম জেন র‍্যানডল্‌ফ (জেফারসন্)। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস জেফারসন্ স্কটদেশীয় ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড উইলিয়াম ডগলাসের সান্নিধ্য থেকে শিক্ষালাভ করার জন্য প্রেরিত হন। এঁর নিকটেই টমাস গ্রীক, লাতিন এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। এর পর অশেষ বিদ্যোৎসাহী টমাস ডাঃ উইলিয়াম স্মলের নিকট প্রাকৃতিক দর্শন (গণিত; পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র) এবং অলঙ্কারশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। অতঃপর আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে আইনব্যবসায়কেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঋত্বিক্ টমাস জেফারসনই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা। তিনি পরে আমেরিকার তৃতীয় রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের চিন্তাধারায় যে গণতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং এই বিংশ শতাব্দীতে আজও মানুষ যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের জন্য লড়াই করছে টমাস জেফারসন্‌ই তার প্রবর্ত্তক। "সৃষ্টিকর্ত্তা সমস্ত মানুষকেই এমন কতকগুলি মৌলিক অধিকার দিয়েছেন যা কোনক্রমেই হরণ করা যায় না"—স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের এই বিখ্যাত উক্তিটিই ছিল টমাস জেফারসনের রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বেলা ১টায় যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৪ জনই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম দিকে এই বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের যুক্তি সংগ্রহ ক'রছিলেন ব্রিটিশ সংবিধান থেকে, কিন্তু পরে তাঁরা নির্ভর ক'রলেন একেবারে মৌলিক বিধানের উপর অর্থাৎ প্রাকৃতিক মূল নিয়মের উপর, যা ক্রেন ব্রিণ্টনের ভাষায় তাদের কাছে ছিল "ঠিক একদিন ভগবান যেমন ছিলেন তেমনি সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপ্রকাশ এবং পরবর্ত্তীকালে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যেমন সুনির্দ্ধারিত হ'য়ে ওঠে ঠিক তেমনি সুনির্দ্ধারিত।"

প্রথমদিকে উপনিবেশগুলিতে যে বিতর্কের ঝড় ব'য়ে যায় তার ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ সংবিধান। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ ওটিস (১৭২৫-১৭৮৩) তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা "ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের অধিকারাবলী" প্রকাশ করেন। এর তিন বছর আগেই তিনি "রিটস্ অব অ্যাসিস্ট্যান্স" বা সাহায্যের সনদের বিরুদ্ধে যে ঘোরতর সংগ্রাম করেন তা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং নেতৃস্থানীয় র‍্যাডিকাল হিসাবে তাঁর খ্যাতি রটে যায়। এবার তিনি তাঁর পুস্তিকায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার ব্যতীত কর ধার্য্য করার প্রশ্নটি উত্থাপন ক'রলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিতে সারবত্তার চাইতে বাগাড়ম্বরই বেশী ছিল, কারণ তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌম আধিপত্য মেনে নিয়েছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সংবিধান বহির্ভূত কার্য্যাবলীর প্রতিবিধান ক'রতে হ'লে পার্লামেণ্টের মারফতেই তা ক'রতে হ'বে। তিনি স্বীকার করে নেন, "পার্লামেণ্টের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়না এবং পার্লামেণ্টকে মেনে চলতে আমরা বাধ্য।" ওটিসের চরমপন্থা ভিজে বাজীর মত সামান্য একটু ধোঁয়া তুলে ফেটে গেলেও অন্যান্যেরা পার্লামেণ্টের অধিকার অস্বীকার করে এগিয়ে যেতে অথবা অন্ততঃ উপনিবেশগুলির ব্যাপারে পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করার আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মেরীল্যাণ্ডের বিখ্যাত এটর্ণী ডেনিয়েল ডুলানী (১৭২২-১৭৯৭, ইনি পরে রাজভক্তে পরিণত হ'ন) ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বাণিজ্যনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার ক'রে নিলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কর প্রবর্ত্তনের অধিকার

অস্বীকার ক'রলেন, এমন কি তাতে যদি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তা হ'লেও। তিনি বললেন যে, রাজস্ব বৃদ্ধির "একমাত্র উদ্দেশ্য" নিয়েও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এরূপ কর ধার্য্য করার অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নেই; কারণ সেখানে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি নেই এবং ভৌগোলিক অবস্থানও এমন যে আমেরিকার পক্ষে সেখানে প্রতিনিধি পাঠাবারও উপায় নেই। এই একই তত্ত্ব আরও বেশী জঙ্গী মনোভাবের সঙ্গে প্রকাশিত হ'য়েছিল ভার্জ্জিনিয়ার প্রস্তাবাবলীতে (পরিশিষ্ট **ক** দ্রষ্টব্য)। প্যাট্রিক হেনরি (১৭৩৬-১৭৯৯) এই প্রস্তাবগুলি ভার্জ্জিনিয়ার আইনসভা "হাউস অব বার্জ্জেসেস"-এ উত্থাপন করেন। এক অগ্নিগর্ভ "রাজদ্রোহমূলক" বক্তৃতায় তিনি রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে সাবধান ক'রে দিয়ে ব'লেছিলেন, রাজা যেন জুলিয়াস সিজার এবং প্রথম চার্লসের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সে কথা মনে রাখেন। যদিও "হাউস অব বার্জ্জেসেসে" তার অপেক্ষাকৃত গুরুতর দাবীগুলি অগ্রাহ্য হয়, তবু শেষ পর্য্যন্ত যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল তাতে বিনা প্রতিনিধিত্বে কর ধার্য্য করা চলবে না, এই সাধারণ উক্তির অন্তর্নিহিত মূল নীতিটি অনুমোদিত হয়।

এর পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে যে আন্দোলন দেখা দিল, তা যৌথরাষ্ট্রীয় রূপ নিয়েছিল। ম্যাসাচুসেট্সের আইনসভার উদ্যোগে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিউ ইয়র্কে একটি কংগ্রেস আহূত হ'ল। এই কংগ্রেসে ৬টি উপনিবেশের আইনসভা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ব্বাচন ক'রে তাদের প্রতিনিধি পাঠালেন এবং তিনটি উপনিবেশ থেকে এলেন ঘরোয়াভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা। এই কংগ্রেস কিন্তু ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অ্যালব্যানি কংগ্রেসের মত ছিল না, কারণ অ্যালব্যানি কংগ্রেসটি অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল স্থানীয় ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে আর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এই কংগ্রেসটি অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল অবৈধভাবে এবং এটিকে এমনকি নাশকতামূলক ব'লেও মনে করা হ'য়েছিল। তবু বৈপ্লবিক সংস্থা হিসাবে বিচার করতে গেলে নিউ ইয়র্ক

কংগ্রেসকে অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী ব'লতে হয়। এই কংগ্রেসে মুখ্যতঃ জন ডিকিনসন্ (১৭৩২-১৮০৮) কর্তৃক রচিত "অধিকারাবলী ও অভিযোগসমূহ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে" (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য) কংগ্রেসের নরম মনোভাবই প্রতিফলিত হয়। এই ঘোষণাপত্রে বিনা প্রতিনিধিত্বে কর ধার্য্য করার অবৈধতার কথা বলা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এ কথাও বলা হয় যে, কমন্সসভায় উপনিবেশগুলির কোন প্রতিনিধি নেই এবং থাকাও সম্ভব নয়।

যদিও ষ্ট্যাম্প আইনবিরোধী এই কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রথম সোপান বলা যেতে পারে, তবুও এই সাম্রাজ্যের বিবিধ সমস্যার কোন সর্ব্বজনীন সমাধানের অনুমাত্র ইঙ্গিত বা আভাস এই কংগ্রেস থেকে পাওয়া যায়নি। উপনিবেশগুলি তখন যেন পুরাতন যুগে ফিরে যেতে চেয়েছিল। তারা চাইছিল, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে উপনিবেশগুলির নিকট থেকে তাদের আইনসভাগুলির অনুমোদনসাপেক্ষে অর্থ আদায় করার পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে যেতে। আবার অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার চাইছিলেন, এর চেয়েও পিছনে সরে যেতে। তাঁরা উপনিবেশগুলির উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টিত ছিলেন। বস্তুতঃ, নীতির দিক থেকে এই কর্তৃত্ব সাধারণভাবে বরাবরই স্বীকৃত হ'য়ে আসছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ কখনও প্রয়োগ করা হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে পুরাপুরি পুনর্গঠনের প্রস্তাব করার পরিবর্ত্তে এবং পুনর্গঠিত সাম্রাজ্যের মধ্যে উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিত্বের অধিকার আরও ব্যাপকতর না ক'রে ব্রিটিশ সরকার পরিস্থিতি আয়ত্বে রাখার জন্য বার বার আগুপিছু ক'রতে থাকলেন, মাঝে মাঝে ভয় দেখালেন এবং কখনও বা উপনিবেশগুলিকে শান্ত করতে চাইলেন। শেষ পর্য্যন্ত যখন রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সমাধানের একটা প্রস্তাব তুললেন, তখন মাতৃদেশের সঙ্গে উপনিবেশগুলির যুদ্ধের কয়েক বছর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেছে। এছাড়া, তার মধ্যে উপনিবেশগুলির গ্রহণযোগ্য

সার পদার্থ নিতান্তই স্বল্প ব'লে মনে হ'ল এবং সেগুলি এলও এত বিলম্বে যে তা বিবেচনারও আর সময় হ'য়ে উঠল না।

হুইগ মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু কোনদিনই রাজার মন্ত্রীদের অথবা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যকে নিজেদের মতানুবর্ত্তী ক'রতে পারেন নি। সোম জেনিন্‌স্ (১৭০৪-১৭৮৭) নামক ব্রিটিশ বাণিজ্য দপ্তরের জনৈক সদস্য জনগণের বা তাঁদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মতির ভিত্তিতে কর ধার্য্য ক'রতে হবে, এই নীতিটি সরাসরি অস্বীকার ক'রলেন। জেনিন্‌স্ একজন পুস্তিকা রচনাকারীও ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ নীতির স্বপক্ষে যে যুক্তি উত্থাপন ক'রলেন তাতে কমন্সসভা যে প্রতিনিধিত্বমূলক নয়, তাই নগ্নভাবে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল। তার সঙ্গে এই সত্যটিও উদ্‌ঘাটিত হ'ল যে, ব্রিটেনে ভোটাধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আসলে পার্লামেণ্টের সকল সদস্যই, তা তিনি আমেরিকার মিত্রই হন বা দৃঢ়তর ব্রিটিশ নীতির সমর্থকই হন, পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌম আধিপত্যকে একবাক্যে সমর্থন ক'রলেন। ষ্ট্যাম্প আইনের (পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য) বিরুদ্ধে এক ভাষণে পিট ঘোষণা করেন যে, তাঁর অভিমত হ'চ্ছে "উপনিবেশগুলির উপর কর ধার্য্য করার অধিকার ব্রিটিশ-রাজের নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বলতে চাই যে, উপনিবেশগুলির উপর ব্রিটিশ-রাজের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বোচ্চ ও সার্ব্বভৌম।" ঘোষণামূলক সিদ্ধান্তসমূহের সমর্থনে লর্ড ম্যানস্‌ফিল্ডও সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর পার্লামেণ্টের আধিপত্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, এই ষ্ট্যাম্প আইনের আগে কোনদিনই কেউ এভাবে পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করেনি।

ওদিকে যাই হোক না কেন, এদিকে কিন্তু ষ্ট্যাম্প আইনকে ভিত্তি ক'রে যে লেখালেখির ঝড় শুরু হ'য়েছিল প্রচারকার্য্যের দিক থেকে তার মূল্য অপরিসীম হ'য়ে উঠল। এর ফলে আমেরিকার স্বাদেশিকতার সমর্থনে এমন সব নৈতিক ও আইনগত যুক্তি সৃষ্টি হ'ল যা তদানীন্তন রক্ষণশীল মনোভাব-সম্পন্ন আইন-অনুগত নেতৃবৃন্দের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

বণিক্‌সমাজের ভূমিকা

গ্রেণভিল-প্রবর্ত্তিত বিবিধ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকার ব্যবসায়ী মহল সে সময় এক শক্তিশালী অস্ত্রের উদ্ভাবন ক'রেছিলেন। এই অস্ত্রটি হ'চ্ছে, ব্রিটেন থেকে সকল প্রকার পণ্য আমদানী পুরাপুরি বন্ধ ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত। এ কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন নিউ ইয়র্কের বণিক্‌সমাজ। তাঁরা সর্ব্বসম্মত ভাবে স্থির করেন যে, যতদিন ষ্ট্যাম্প আইন রদ না করা হবে এবং ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বাণিজ্য-সংক্রান্ত নিয়ম ও বিধিগুলির সংশোধন না করা হবে ততদিন তাঁরা ইউরোপের কোনও মালই কিনবেন না। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের পর ফিলাডেলফিয়া ও বস্টনের বণিক্‌সমাজ এবং দক্ষিণাঞ্চলের তামাক উৎপাদনকারীরাও সর্ব্বপ্রকার আমদানী বন্ধ ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত করেন। এর ফল দাঁড়াল এই যে, নভেম্বর মাসের প্রথম দিনেই যখন ষ্ট্যাম্প আইন কার্য্যকরী হ'ল সেদিন থেকেই বহু ব্যবসা এক রকম অচল হ'য়ে রইল এবং একমাত্র রোড-আইল্যাণ্ড ছাড়া উপনিবেশগুলির সর্ব্বত্রই আইন অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প ব্যবহার না ক'রে আদালতগুলি বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। যাই হোক্, বৎসর শেষ হবার পূর্ব্বেই কাজ-কারবার আবার শুরু হ'ল। ষ্ট্যাম্প আইনকে বেমালুম অগ্রাহ্য ক'রে সর্ব্বপ্রকার ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার বর্জ্জন করা হ'ল। এই বয়কটের ফলে ব্রিটেনের আঁতে ঘা লাগল, দেখা গেল উনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী হ্রাস পেয়েছে। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা উপনিবেশগুলির ব্যবসায়ীদের ৪০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের মত ধার দিয়েছিল তারাও গভীরভাবে আশঙ্কিত হ'য়ে উঠল। অনুরূপভাবে ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠল ইংল্যাণ্ডে বেকার-সমস্যা—অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল বেকারের সংখ্যা।

জনসাধারণের ভূমিকা

ব্যবসায়ী এবং আইনজীবীদের নেতৃত্বে প্রথমে কনেটিকাট্ ও নিউ ইয়র্কে এবং পরে অন্যান্য জায়গার সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে 'সন্‌স্ অব লিবার্টি' বা

স্বাধীনতা-কামী সন্তান-সঙ্ঘ নামে একটি সংগঠন দানা বেঁধে উঠল। কখন কখনও এদের 'সন্‌স্‌ অব নেপচুন'ও বলা হ'ত। পূর্ব্বোক্ত নামটি এসেছিল কর্ণেল আইজ্যাক্ বারি (১৭২৬-১৮০২) নামক এক ব্যক্তির ভাষণ থেকে। তিনি ব্রিটেনের কমন্সসভায় ষ্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন। এরা হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণে দ্বিধা করল না এবং এজেণ্টদের পদত্যাগ ক'রতে ও ব্যবসায়ীদের ব্রিটিশ মালের অর্ডার বরবাদ ক'রে দিতে বাধ্য করল। বস্টনস্থিত ভাইস্-এডমিরাল্যাটি কোর্টের নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কারেন্সি কম্পট্রোলারের বাড়ী লুঠ করা হ'ল এবং প্রধান বিচারপতি টমাস হাচিন্‌সনের চমৎকার বাসভবন ও গ্রন্থাগারটি লুণ্ঠন ও লণ্ডভণ্ড ক'রে দেওয়া হ'ল। জনতার এই সহিংস দাপটের মুখে প'ড়ে ষ্ট্যাম্প এজেণ্টরা কোন রকমে পালিয়ে বাঁচল এবং ষ্ট্যাম্প আইন কার্য্যকরী হবার আগেই প্রত্যেকটি ষ্ট্যাম্প এজেণ্ট পদত্যাগ ক'রল।

ষ্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহার ও পুনরায় সার্ব্বভৌম আধিপত্য ঘোষণা

যদিও বুদ্ধিজীবীদের যুক্তি ব্রিটিশ সরকারকে টলাতে পারল না এবং আমেরিকার জনতার সহিংস আচরণ সাময়িক ভাবে তাদের মেরুদণ্ড আরও শক্তই ক'রে তুলল তবু আমেরিকার বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের কাটতি বন্ধ হ'তে দেখে ইংল্যাণ্ডের বণিক্ সম্প্রদায় যে আর্ত্তনাদ শুরু করল তা উপেক্ষা করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তত সহজ হ'লনা। বাস্তবিক, ইংরাজদের মধ্যে যাঁরাই কিছুমাত্র চিন্তাশীল তাঁরাই ষ্ট্যাম্প আইনের মধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির রূপান্তর লক্ষ্য করেছিলেন এবং এই পরিবর্ত্তন সম্পর্কে তাঁদের মনেও যথেষ্ট সংশয় ও সন্দেহ জেগেছিল। শেলবার্ণের নথিপত্রের (শেলবার্ণ পেপারস্) মধ্যে একটি বেনামা লিপি পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন সেটি রচনা ক'রেছিলেন সার্জ্জেণ্ট জন গ্লিন। সেই দলিলটিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করা হ'য়েছিল যে, আমেরিকানদের যদি কর দিতে বাধ্য করা হয় তা হ'লে তারা বাধ্য হ'য়ে "সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে নিজেদের

পণ্য উৎপাদনে উৎসাহদান এবং ইংরাজদের পণ্য-বর্জ্জন-মূলক সমিতিগুলিতে যোগ দেবে।" এমনকি আমেরিকানরা ফ্রান্সের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপনে বাধ্য হ'তে পারে।

ষ্ট্যাম্প আইনের ব্যাপার নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল তার একটা ফল হ'ল এই যে, আমেরিকার প্রশ্নটি পার্লামেণ্টের সম্মুখে সবচেয়ে গুরুতর ও জরুরী সমস্যা রূপে দেখা দিল এবং অনতিবিলম্বে এর সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'ল। জন উইল্‌কস্ (১৭২৭-১৭৯৭) এবং ডাঃ রিচার্ড প্রাইসের (১৭২৩-১৭৯১) মত বামপন্থী মতবাদসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রকাশ্যেই আমেরিকার সমর্থনে এগিয়ে এলেন এবং প্রাচীন হুইগগণ ও পিটের সমর্থকগণ এই প্রসঙ্গে দলীয় সুবিধার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ডাঃ স্যামুয়েল জনসন্ (১৭০৯-১৭৮৪) বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা ক'রলেন, আমেরিকা ইংরেজদের ভয় দেখাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে তারা সবাই হুইগ মতবাদী হ'য়ে যাবে। রাজাও এই সুযোগে অপ্রিয় গ্রেণভিলকে বরখাস্ত ক'রে দিলেন। গ্রেণভিলও একটুও সময়ক্ষেপ না ক'রে একটি মাকিণ-বিরোধী রক্ষণশীল গোষ্ঠী গঠন করার মতলব নিয়ে বেডফোর্ড হুইগদের সঙ্গে গিয়ে হাত মেলালেন। তখন সাম্রাজ্য রক্ষার সেই কঠিন মুহূর্ত্তে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল একটি কোয়ালিশন দলের উপর। এই কোয়ালিশন দলে ছিল মার্কুইস অব্ রকিংহামের (১৭৩০-১৭৮২) নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাচীন হুইগগণ এবং রাজার সমর্থক একটি গোষ্ঠী। পিটের নিকট তাঁর আত্মশ্লাঘা সেই সময় এত বড় হ'য়ে উঠেছিল যে, তিনি এই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অস্বীকার ক'রলেন। পিটের সমর্থন না পাওয়ায় এবং অনুরূপভাবে কমন্সসভায় রাজার মিত্রবর্গের মধ্যে অনেকেই প্রতিকূল মনোভাব পোষণ ক'রতে থাকায় রকিংহামের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বণিক্-সমাজের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। বণিক্-সমাজ এখন ষ্টাম্প আইন প্রত্যাহারের অনুকূলেই একজোট হ'য়ে উঠেছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে

ষ্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে যে শুনানীর ব্যবস্থা হ'ল, তা'তে সবচেয়ে মর্ম্মস্পর্শী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য)। আপাতদৃষ্টিতে সুযুক্তির সঙ্গে ডুলানী আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কর ধার্য্যের পদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়েছিলেন, তিনি তা পুরাপুরি সমর্থন ক'রে ষ্ট্যাম্প আইনটি সরাসরি প্রত্যাহারের আহ্বান জানালেন। এক্ষেত্রে অবশ্য লর্ড সভার বিতর্কে লর্ড ডার্টমাউথের চমকপ্রদ মন্তব্যও কোনক্রমেই কম ফলপ্রসূ হয় নাই। তিনি লর্ড সভায় ঘোষণা ক'রেছিলেন যে, "এখন এই রাজ্যে কাজের অভাবে বেকার হ'য়ে যাবার দরুন অন্যূন ৫০ হাজার লোক বিদ্রোহ করার পর্য্যায়ে এসে গেছে এবং তার একমাত্র কারণ হ'চ্ছে, উপনিবেশগুলিতে অশান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব।" এর ফলে বিপুল ভোটাধিক্যে পার্লামেণ্টে ষ্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহারের বিলটি পাশ হ'য়ে যায় এবং এটি গৃহীত হবার সংবাদ যখন আমেরিকায় পৌঁছাল তখন সর্ব্বত্র আনন্দ ও উল্লাস দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন থেকে পণ্য আমদানী না করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হ'ল এবং নিউ ইয়র্কের আইনসভায় রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ও পিটকে সম্মান জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব পাশ হ'ল।

কিন্তু কাজটা করা হল খানিকটা হঠকারিতার সঙ্গে। কারণ, নিজেদের মুখরক্ষার জন্যে রকিংহাম মন্ত্রিসভা উক্ত প্রত্যাহার-প্রস্তাবের সঙ্গে একটি ঘোষণা-মূলক আইন জুড়ে দিয়েছিলেন। এই শেষোক্ত আইনে বেশ স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করা হ'য়েছিল যে, উপনিবেশগুলির জন্য আইন-প্রণয়নের অবাধ অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। কিন্তু যেহেতু আমেরিকার উপনিবেশগুলির অভিযোগ মুখ্যতঃ করভার সম্পর্কে ছিল না, ছিল পার্লামেণ্টের করধার্য্য করার অধিকারের বিরুদ্ধে, সুতরাং এই ঘোষণামূলক বিধানটিতে যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়ল। সেই বছরেরই পরবর্ত্তী এক সময়ে যখন বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনগুলির পরিবর্ত্তন করা হ'ল, তখন পুনরায় একদিকে সুবিধা দেওয়া এবং অন্যদিকে তর্জ্জন-গর্জ্জন

করার অযৌক্তিক নীতিটিকেই অনুসৃত হ'তে দেখা গেল। গুড়ের উপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হ'ল কিন্তু শর্করা আইনটি যথাপূর্ব্বং রয়ে গেল রাজস্ব সংস্থানের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ থেকে পরিস্ফুট হ'ল যে, কর ধার্য্য করা সম্পর্কে গ্রেণভিলের মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন হুইগদের মতবাদের মূলতঃ কোনও প্রভেদ ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে ব্রিটিশ সরকার শর্করা আইনের সাহায্যে উপনিবেশগুলি হ'তে তাঁদের মোট রাজস্বের একটা বড় অংশ সংগ্রহ ক'রতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে উপনিবেশগুলি হ'তে আদায় করা মোট রাজস্বের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী এসেছিল শর্করা আইনের মাধ্যমে। শর্করা আইনে যে কর আদায় হ'ত, প্রধানতঃ তার চাপ গিয়ে পড়ত ৫টি বন্দরের উপর এবং তার মধ্যে একমাত্র ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ই দিচ্ছিল এই আইনের বলে সংগৃহীত মোট রাজস্বের সিকি ভাগের বেশী।

উপনিবেশগুলিতে জঙ্গীবাদ-বিরোধী মনোভাব

এবার আমেরিকায় যে নূতন বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠল তার মূলে উপনিবেশগুলিতে স্থায়ী ভাবে ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন রাখার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ এবং প্রাচীন পৃথিবী অর্থাৎ ইউরোপ মহাদেশে প্রচলিত জঙ্গী-নীতির প্রতি বিতৃষ্ণার প্রভাব কম ছিল না। এই জঙ্গীনীতি ইতিমধ্যেই ঔপনিবেশিক আমেরিকায় শিকড় গেড়ে বসেছিল। ফরাসী ও রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল ব্রিটিশ সৈনিকগণ আমেরিকার বুকে ব'সে কাটিয়েছিল। সুতরাং যখনই সেই যুদ্ধ থেমে গেল তখনই উপনিবেশবাসীরা মনে করল যে এইবার আমেরিকা থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটল ঠিক এর বিপরীত। গ্রেণভিল সিদ্ধান্ত করলেন যে, তাঁরা উপনিবেশগুলিতে ১০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মোতায়েন রাখবেন। এই উদ্দেশ্যে মেজর জেনারেল টমাস গেজকে (১৭২১-১৭৮৭) এই বাহিনীর প্রধান

সেনাপতি নিযুক্ত করা হ'ল। সামরিক বাহিনীর রাজধানী স্থাপিত হ'ল নিউ ইয়র্ক সহরে। মেজর জেনারেল গেজের অধীনে এবার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে ফ্লোরিডা এবং বার্ম্মুডা থেকে গ্রেটলেক ও মিসিসিপি পর্য্যন্ত এক বিরাট এলাকা শাসিত হ'তে লাগল। যেখানেই জনতা সহিংস হ'য়ে ওঠে এবং যেখানেই প্রতিরোধ আন্দোলন চলে, সেখান থেকেই জেনারেল গেজের দপ্তরে রাশি রাশি খবর আসতে থাকল।

যে উপনিবেশে ব্রিটিশ বাহিনীর সদর কার্য্যালয় অবস্থিত ছিল, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ সেখানেই যে অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে উঠবে, তা খুবই স্বাভাবিক। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে জেনারেল গেজ গভর্ণর স্যার হেনরী মূরের (১৭১৩-১৭৬৯) মারফৎ নিউইয়র্কের আইনসভাকে অনুরোধ ক'রলেন যে, তাঁরা যেন কোয়ার্টারিং অ্যাক্ট বা সৈন্যদের বাসস্থান-সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী তাঁর সৈন্যদলের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। এই কোয়ার্টারিং অ্যাক্টটি ঐ বৎসরই গোড়ার দিকে পাশ হ'য়েছিল। এই আইন অনুযায়ী উপনিবেশগুলির অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে ব্রিটিশ সৈন্যদের বাসস্থান এবং রসদ সরবরাহ করতে হবে।* নিউ ইয়র্কের আইনসভা জেনারেল গেজের এই অনুরোধ পুরাপুরি মেনে নিতে অস্বীকার করার পর সমগ্র উপনিবেশব্যাপী উত্তেজনা বেড়ে যেতে লাগল। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ সৈন্যরা নিউ ইয়র্ক সহরে স্থাপিত একটি স্বাধীনতা-স্তম্ভকে ভেঙ্গে ফেলে দেয়। ফলে অসামরিক নাগরিকদের সঙ্গে সঙ্গীনধারী সৈন্যদের সজ্ঘর্ষ বেধে যায় এবং সেই সজ্ঘর্ষে নিউ ইয়র্কের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও স্বাধীনতাকামী সন্তান-সঙ্ঘের

* ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় আর একটি আইন পাশ ক'রে পান্থশালা, পানশালা এবং বাসিন্দাহীন গৃহসমূহে সৈন্যদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। সর্ব্বশেষ কোয়ার্টারিং অ্যাক্টটি পাশ হয় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং সেই আইনে বাসিন্দা আছে এমন গৃহেও সৈন্যদের অবস্থান বৈধ ব'লে ঘোষণা করা হয়।

নেতা আইজাক সিয়ার্স (১৭৩০-১৭৮৬) আহত হ'লেন। নিউ ইয়র্ক পরিষদ্ জেনারেল গেজের অনুরোধে অস্বীকৃত হওয়ায় গভর্ণর অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আইনসভার অধিবেশন বন্ধ ক'রে দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নিউ ইয়র্ক পরিষদ্ মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর মধ্যেই আবার নিউ ইয়র্ক পরিষদের এই সম্মত হবার কথা না জেনেই চার্লস টাউনসেণ্ডের পরামর্শে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পরিষদ্‌কে সাময়িকভাবে বাতিল ক'রে দিলেন। এদিকে নিউ ইয়র্কের গভর্ণর বাতিল করার এই আদেশ কার্য্যে পরিণত ক'রতে অসম্মত হ'লেন।

যাই হোক্, নিউ ইয়র্কের আইনসভা ব্রিটিশ সৈন্যদের বাসস্থান সংগ্রহ ক'রে দেবার আদেশ মেনে নেওয়া সত্ত্বেও উত্তেজনা দূর হ'ল না। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কনেটিকাটের গভর্ণর উইলিয়াম পিটকিন (১৬৯৪-১৭৬৯) জানালেন যে, ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রাখার ফলে জনসাধারণের মধ্যে এক অস্বস্তিকর মনোভাবের সৃষ্টি হ'য়েছে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে এবং তাদের শ্রমসাধনের ক্ষমতা ও উত্তম বিনষ্ট ক'রে দিচ্ছে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনও এ ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ হ'য়ে উঠলেন এবং ঘোষণা ক'রলেন যে, স্থানীয় পরিষদ্-গুলির সম্মতি ব্যতিরেকে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে একটি বাহিনী মোতায়েন রাখা আদৌ সংবিধানসম্মত নয়।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে নিউ ইয়র্কের আইনসভা আর একবার ব্রিটিশ সৈন্যদের রসদ যোগাবার প্রস্তাব অনুমোদন করতে অস্বাকার করে এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দটিরও অধিকাংশ সময় নবনির্ব্বাচিত পরিষদ এ ব্যাপারে কোন কিছুই করেনি। এই নূতন পরিষদের সদস্যবর্গ অনেক বেশী রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে যখন শেষ পর্য্যন্ত নূতন পরিষদ সৈন্যদের বাসস্থানাদির জন্য দুই হাজার পাউণ্ড ব্যয় অনুমোদন ক'রলেন তখন আলেক-জাণ্ডার ম্যাকডুগাল (১৭৩১?-১৭৮৬) নামক নিউ ইয়র্কের স্বাধীনতাকামী সন্তান সঙ্ঘের জনৈক নেতা পরিষদের কার্য্যের কঠোর নিন্দা ক'রে এক বিজ্ঞপ্তি

প্রচার ক'রলেন। এই কার্য্যের জন্য ম্যাকডুগালকে জেলে পাঠানো হ'ল। কিন্তু সরকারপক্ষের প্রধান সাক্ষীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কোন মামলা উত্থাপিত হ'ল না। যাই হোক্, তাঁকে পরিষদের সম্মুখে হাজির ক'রে পরিষদ্-অবমাননার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হয় নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও রাস্তায় রাস্তায়। স্বাধীনতাকামী সন্তান-সঙ্ঘ ও ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে এক সঙ্ঘর্ষের পর ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে গোল্ডেন হিল নামক স্থানে দাঙ্গা বেধে যায়। ৩০ থেকে ৪০ জনের মত সৈন্য বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে জনতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং নাগরিকরা লাঠি ও রামদা'র সাহায্যে তার জবাব দেয়। এই দাঙ্গায় কেউ নিহত হয়নি, কিন্তু উভয়পক্ষেই বেশ কয়েকজন লোক গুরুতর আহত হ'য়েছিল।

যে সকল সহরে সৈন্যাবাস ছিল, সেখানেই উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল। নিউ ইয়র্কের দাঙ্গার মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যেই অধিকতর গুরুতর ঘটনা ঘটল বস্টন সহরে। সেখানে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সৈন্যদের অনুমতি দিয়েছিলেন যে, যখন সামরিক কাজ থাকবে না তখন তারা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ ক'রে উপরি অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে পারবে। বস্টনের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত রুষ্ট হন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে ২৯তম ব্রিটিশ বাহিনীর তিনজন লোক সামরিক কাজ না থাকার দরুণ বেসরকারী কাজ অন্বেষণের জন্য একটি রজ্জু নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানে যায়। জনৈক নিগ্রো ঠিকামজুর তাদের একজনকে লক্ষ্য ক'রে বিদ্রূপ ক'রতে থাকে, ফলে উভয়পক্ষে ধস্তাধস্তি শুরু হ'য়ে যায়। ঘুষোঘুষি ও ধস্তাধস্তিতে ওরা তিনজন না পেরে ওঠায় সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে গিয়ে দলে ভারী হ'য়ে আবার অকুস্থলে ফিরে আসে। অপরপক্ষে রজ্জুকারখানার জনবারো শ্রমিকের সঙ্গে এসে যোগ দেয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিষ্ঠানগুলির জনদশেক শ্রমিক। এরা প্রতিপক্ষের প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক লাল কোর্ত্তা গোরাকে আচ্ছামত প্রহার

করে। গোরা সৈন্যরা সেখান থেকে শপথ ক'রে যায়, এই অপমানের তারা সমুচিত প্রতিশোধ নেবেই।

৫ই মার্চ্চ তারিখে সন্ধ্যা নাগাদ কতিপয় ব্রিটিশ সৈন্য তাদের ব্যারাক থেকে হঠাৎ বার হ'য়ে রাস্তার কতিপয় লোককে মারধর করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হয়। অতঃপর জনসাধারণের মধ্য থেকে কতিপয় লোকের সঙ্গে গোরাদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়, এবং তাদের কমাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন প্রেস্টন গুলি ছোড়বার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন কিনা সেকথা আর কোনদিনই সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রমাণিত না হ'লেও, ক্রুদ্ধ গোরাসৈন্যগণ জনসাধারণের উপর গুলি ছোড়ে এবং কতিপয় লোককে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ছিল স্যাম গ্রে এবং আমেরিকার বিপ্লবের প্রথম নিগ্রো শহীদ ক্রিসপাস আতুক্স্ (পরিশিষ্ট **গ** দ্রষ্টব্য)। স্যাম গ্রে এর আগের শুক্রবারে রজ্জুকারখানায় য হাঙ্গামা হ'য়েছিল তাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল।

এই ঘটনার পরিণতি হ'ল মারাত্মক, উপনিবেশবাসীদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ল। এক জনসভায় দাবী করা হ'ল যে, অবিলম্বে বস্টন শহর থেকে গোরা সৈন্যদের অপসারণ করা হোক। হাচিন্‌সন্ এই দাবী মেনে নিলেন। জনসাধারণের পক্ষ থেকে নিহতদের জন্য যে শবযাত্রার ব্যবস্থা করা হ'ল, তাতে জনসাধারণের শোক ও ক্ষোভ অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়ভাবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠল। সারা বস্টন সহরে ও তার আশেপাশের অঞ্চলে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকারবার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হ'ল, গির্জ্জায় গির্জ্জায় শোক-জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি হ'তে লাগল এবং কমবেশী বিশ হাজার নরনারী রাস্তায় এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শবাধার বহন ক'রে নিয়ে যাবার দৃশ্য দেখলেন। আমেরিকার প্রথম যুগের সঙ্গীতস্রষ্টা উইলিয়াম বিলিংস্ (১৭৪৬-১৮০০) গান রচনা ক'রলেন:

জলে ঘেরা সহরের নদীতীরে বসি
আমরা সবাই শুধু তিতি অশ্রুনীরে;
বস্টনের স্মৃতি জাগে সতত হৃদয়ে
শোকতপ্ত চিত্ত শুধু রহে তীরে তীরে।

এবার উপনিবেশবাসী প্রচারকদের আর একটুও অবসর রইল না, তারা সর্ব্বপ্রযত্নে লেগে গেলেন গোরা সৈন্যদের "রক্তপিপাসু কসাই" ব'লে প্রমাণ করার কাজে। পল রিভিয়ার (১৭৩৫-১৮১৮) নামক এক ব্যক্তি একটি খোদাই-মুদ্রণে উক্ত ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ স্থির মস্তিষ্কে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড ব'লে বর্ণনা ক'রলেন। যাই হোক্, সে সময়ে একটা তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিবেশ সৃষ্টি হ'লেও অভিযুক্ত সৈনিকদের ন্যায়বিচার করার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। দেশ-প্রেমিকদের দুইজন নেতা জন অ্যাডামস্ এবং জোসিয়া কুইন্সি, জুনিয়র (১৭৪৪-১৭৭৫) উক্ত অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ক্যাপ্টেন প্রেস্টন এবং অন্য ৬ জন অভিযুক্ত বেকসুর খালাস পেয়ে যান; দু'জন নরহত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। এরা এদের অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং দু'জনেরই হাতে ছাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

'বস্টন হত্যাকাণ্ডের' ফলে আমেরিকায় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নূতন ক'রে প্রতিকূল মনোভাব ও উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। ব্রিটেনের স্থায়ী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবিশ্বাস আরও ঘনীভূত হ'ল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'ল তাতে কর সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ বাহিনী ব্যবহার করাকে একটা উদ্বেগজনক আপদ ব'লে অভিহিত করা হ'ল। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হ'য়েছিল যে, তিনি "সামরিক বাহিনীকে অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ হ'তে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এবং তাদের চেয়েও ক্ষমতাশালী ক'রে দিয়েছেন।"

টাউনসেণ্ড পরিকল্পনা

আমেরিকায় যখন এভাবে সাধারণ মনোভাব ক্রমশই অধিকতর প্রতিকূল হ'য়ে উঠছিল, ঠিক তখনও ব্রিটেনের রাজনীতিতে চলছিল অরাজকতা। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রকিংহাম মন্ত্রিসভার পতন হয় এবং রাজা তৃতীয় জর্জ্জ লর্ড চ্যাথাম অর্থাৎ পিটের হাতে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু এখন আর তাঁর এরূপ কঠিন দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা ছিল না। তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল হ'য়ে

পড়েছিল এবং স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল ; সুতরাং তিনি ডিউক অব গ্র্যাফ্‌টনকে মন্ত্রিসভা পরিচালনা করতে দিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। এই ব্যক্তি, শেলবার্ণের মত উদ্ধত অথচ প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং চার্লস টাউনসেণ্ডের (১৭২৫-১৭৬৭) মত প্রত্যুৎপন্নমতি কিন্তু অপরিণামদর্শী ও ভ্রান্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে একই মন্ত্রিসভার মধ্যে মিলিত ক'রে রেখেছিলেন। সরকারীভাবে আমেরিকা-সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ দায়িত্ব ছিল পররাষ্ট্রসচিব (সেক্রেটারী অব স্টেট্ ফর দি সাদার্ণ ডিপার্টমেণ্ট) শেলবার্ণের উপর। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের সমস্যা নিয়ে শেলবার্ণ এত বেশী জড়িয়ে পড়লেন যে, ঔপ-নিবেশিক ব্যাপারে অর্থসচিব টাউনসেণ্ডের হাতে ক্রমশঃ অধিকতর কাজের দায়িত্ব তুলে দিতে থাকলেন। টাউনসেণ্ড তাঁর রাজনৈতিক কার্য্যাবলীতে এত অস্থিরমতিত্ব ও উগ্রতার পরিচয় দিতেন এবং ঝট্ ক'রে এমন সব কাজ ক'রতেন যে, তাঁকে লোকে "ওয়েদার কক" (বাতাসের তালে তালে সঞ্চরণশীল) এই ডাকনাম দিয়েছিল। গ্রেণভিলের মত তাঁরও একই ধরণের হিসাবী মনোভাব ছিল। তিনি নিজেকে যথেষ্ট চতুর ব'লে মনে করতেন। তাঁর যুক্তি ছিল কতকটা এই রকম—আমেরিকানরা তাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কর ধার্য্য করা চায় না, এইত? বেশ, তাহলে তাদের বাহ্যিক শুল্কের একটা ডোজ দিয়ে দেওয়া যাক। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় ব্রিটিশ শাসনের জন্য যে তিন লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা পূরণের জন্যে টাউনসেণ্ড কাগজ, চা, নানারকমের রঙ এবং অন্যান্য পণ্য আমেরিকায় আমদানী করার উপর শুল্ক বসানোর প্রস্তাব করলেন। কিন্তু বস্তুতঃ এই সকল আমদানী শুল্ক থেকে ৪০ হাজার পাউণ্ডের বেশী আদায় হবার আশা ছিল না। সুতরাং একান্ত বাস্তব কারণেই টাউনসেণ্ডকে নিন্দা করে বলা যেতে পারে যে, যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সুবিধা হবার আশা না থাকা সত্ত্বেও তিনি কর ধার্য্য করার প্রশ্নটিকে পুনর্ব্বার আমেরিকার সম্মুখে তুলে ধ'রে আবার আগুন জ্বালিয়ে দেন। কিন্তু এর চাইতেও যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হ'চ্ছে তার প্রস্তাবের

ফলে উপনিবেশগুলিতে সংবিধানগত স্বাধীনতার অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর প্রশ্নটি নূতন ক'রে উত্থাপিত হল। কারণ, তিনি যে আইন করেছিলেন তাতে ব্যবস্থা হ'য়েছিল যে, কর ধার্য্যের ফলে যে রাজস্ব আদায় হবে "তা থেকে, যে সকল প্রদেশে প্রয়োজন বলে মনে হবে সেই সকল প্রদেশে বিচার বিভাগ পরিচালনার ও অসামরিক শাসন-ব্যবস্থার পোষণের নিমিত্ত ব্যয় মিটানোর অধিকতর সুনিশ্চিত ও পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হবে।" টাউনসেণ্ডের এই আইনের অর্থ দাঁড়িয়েছিল, যেখানেই দেখা যাবে উপনিবেশের আইনসভা বাধ্য এবং বশবর্ত্তী নয়, সেখানেই গভর্নর ও বিচারকদের বেতন এমন একটা স্বতন্ত্র তহবিল থেকে দেওয়া যাবে যার উপর আইনসভার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এ সব কাজ চালিয়ে যদি কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সেটা দিয়ে দিতে হবে আমেরিকায় মোতায়েন ব্রিটিশ বাহিনীর দরুণ খরচ মেটাতে।

সংবিধান সম্পর্কে নূতন চিন্তাধারা: "জনৈক কৃষকের লিপি"

টাউনসেণ্ড সবচেয়ে বড় ভুল ক'রেছিলেন এই ভেবে যে, সংবিধান সম্পর্কে উপনিবেশবাসীদের ধারণা চিরকালই এক ধরণের থাকবে। এদিকে ব্রিটিশ সম্রাটের শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ব্যাপক অসন্তোষ এবং সাম্রাজ্য সম্পর্কিত গতিশীল তত্ত্বটি পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল। ঐ দুইয়ে মিলে যে পরিণামে তাঁর তাসের ঘর ভেঙ্গে ফেলবে এটা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

টাউনসেণ্ড পরিকল্পনার জবাবে নরমপন্থী হুইগ এটর্ণী জন ডিকিনসন্ (১৭৩২-১৮০৮) ধারাবাহিকভাবে চৌদ্দটি প্রবন্ধ লেখেন। সংবিধান-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধগুলি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল। প্রথমে এগুলি "পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া ক্রনিকল" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে, "পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার জনৈক কৃষক কর্তৃক ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের অধিবাসীদের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী" নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে পুনরায় প্রকাশিত হয়। টম পেনের লেখা "কমন সেন্স" বা 'সাধারণ জ্ঞান' নামক পুস্তকখানা

প্রকাশিত হবার পূর্ব্বে প্রাক্‌বৈপ্লবিক যুগে এই পুস্তিকাই সর্ব্বাধিক সংখ্যায় বিক্রয় হ'য়েছিল। বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, সে ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ডিকিনসন্ মেনে নেন। কিন্তু, ডুলানী এবং ফ্র্যাঙ্কলিন পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি দেখিয়েছিলেন তিনি সেগুলিকে ছাড়িয়ে যেয়ে আমেরিকা থেকে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর ধার্য্য করার অধিকার অস্বীকার ক'রলেন। টাউনসেণ্ড কর্ত্তৃক শুল্ক ধার্য্য করার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সংবিধান-বহির্ভূত ব'লে ঘোষণা ক'রে ডিকিনসন্ বললেন যে, নিউইয়র্ক পরিষদ বাতিল ক'রে দেওয়া সবগুলি উপনিবেশের স্বাধীনতার উপরেই প্রচণ্ড আঘাতের সামিল। জর্জ্জ গ্রেণভিল কিন্তু ডিকিনসনের এই একান্ত যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকাখানিকেও বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি বললেন যে, বইখানি "ঔদ্ধত্য, রাজদ্রোহিতা এবং জঘন্য মানহানিকর কুৎসায় পরিপূর্ণ।" অন্যদিকে আমেরিকায় এই বইখানির ফলে উপনিবেশ-সমূহের সংবিধানগত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে বহু নূতন সমর্থক ও সুহৃদ্ সংগৃহীত হ'ল।

অন্য যে দুটি ক্ষেত্রে এই সংবিধানগত লড়াই চলতে থাকল তার একটি হ'চ্ছে আদালতসমূহ ও অপরটি হ'চ্ছে আইনসভাগুলি। টাউনসেণ্ড প্রণীত আইনগুলিতে উর্দ্ধতন বা সর্ব্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, তাঁরা সহায়তামূলক আদেশ (রিট্স্ অব্ অ্যাসিস্ট্যান্স) জারী করতে পারবেন। তদ্ব্যতীত এই আইন অনুসারে কতকগুলি নূতন "ভাইস-অ্যাডমিরাল্টি কোর্ট" বা সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় যেখানে জুরীর সাহায্য না নিয়েই উক্ত আইন ভঙ্গ করার ঘটনা সম্পর্কে বিচার করা চলবে। এ ছাড়া, বস্টন সহরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল শুল্ক বিভাগীয় কমিশনারদের একটি আমেরিকান বোর্ড বা মার্কিণ পর্ষৎ, যেটি সরাসরি "ব্রিটিশ ট্রেজারি বোর্ড" বা অর্থদপ্তরের নিকট দায়ী ছিল। এই সকল ব্যবস্থার পশ্চাতে যে আইনগত

তত্ত্ব ছিল এবং ওই সকল আইন যেভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তার উভয়ের বিরুদ্ধেই তীব্র লড়াই শুরু হয়।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ ওটিস ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর আদালতগুলি কর্ত্তৃক সহায়তামূলক আদেশ ও সাধারণ তল্লাসীর পরোয়ানা জারী করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে বিরোধিতা বিফল হ'য়ে যায়। এবং পরবর্ত্তী কিছুকাল এই ব্যাপারটি প্রায় ধামাচাপাই পড়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ওটিসের প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষী বক্তৃতার কোন বিবরণই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু টাউনসেণ্ডের আইনের সুনির্দ্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সমস্ত পরোয়ানা জারী করা বিধিসম্মত করায় এবং আমেরিকাস্থ বোর্ড অব কাষ্টমস্ কমিশনারস্ তাঁদের অফিসারদের এই সমস্ত পরোয়ানার বলে অধিকতর ক্ষমতাশালী করতে থাকায় প্রসঙ্গটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বহু উপনিবেশেই, বিশেষভাবে ভার্জ্জিনিয়াতে এ ধরণের আদেশ বা পরোয়ানা জারী করার বিরোধিতা করা হ'তে লাগল। একমাত্র দক্ষিণ ক্যারোলাইনা ব্যতীত ম্যাসাচুসেট্‌সের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত প্রত্যেকটি আদালতই এ ধরণের আদেশ অনুমোদন করতে অস্বীকার করল। অবশ্য দক্ষিণ ক্যারোলাইনাও শেষ পর্য্যন্ত এই ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। টোরি-পন্থী বিচারকেরা তাঁদের হুইগপন্থী সহযোগীদের মতই এরূপ আদেশ মঞ্জুর করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বাস্তবিক, টাউনসেণ্ড অত্যন্ত বোকার মত উপনিবেশবাসীদের আর একটি সংবিধানগত প্রশ্ন তুলবার সুযোগ দিলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ায় রচিত অধিকারাবলীর সনদে (পরিশিষ্ট ঝ দ্রষ্টব্য) আদালত কর্ত্তৃক সহায়তামূলক আদেশ জারী করার বিধিকে সুনির্দ্দিষ্ট-ভাবে নিন্দা করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের (পরিশিষ্ট ঞ দ্রষ্টব্য) যেখানে রাজাকে এই ব'লে নিন্দা করা হয় যে, তিনি কার্য্যকাল ও বেতনাদির দিক থেকে বিচারকদের সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল ক'রে রেখেছেন, সেখানে অধিকারাবলীর সনদের উক্ত নিন্দাবাদই প্রতিফলিত

হয়। বস্তুতঃ, পরবর্ত্তী কালের এই দু'টি বিষয়ই বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারণ চতুর্থবার যখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করা হয়, তখন সেই চতুর্থ সংশোধনে সাধারণ তল্লাসীর পরোয়ানা চিরতরে বে-আইনী ক'রে দেওয়া হয়।

টাউনসেণ্ড-প্রবর্ত্তিত আইনগুলির বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের সংগ্রাম শুরু হ'ল উপনিবেশগুলির বিভিন্ন আইনসভায়। গ্রেণভিলের বিধানগুলির বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালিয়ে ইতঃপূর্ব্বে স্যামুয়েল অ্যাডামস্ (১৭২২—১৮০৩) সবগুলি উপনিবেশেই র‍্যাডিকালপন্থী নেতারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এবার তিনি একখানি সার্কুলার লেটার বা বিজ্ঞপ্তিমূলক লিপি রচনা ক'রলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ম্যাসাচুসেট্সের প্রতিনিধি-সভায় লিপিখানি অনুমোদিত হ'ল। এতে টাউনসেণ্ডের আইনগুলিকে এই ব'লে নিন্দাবাদ করা হ'ল যে, পার্লামেণ্টে পর্য্যাপ্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার না দিলে কর ধার্য্য করা চলবেনা—এই নীতিটি টাউনসেণ্ডের আইনে ভঙ্গ করা হ'য়েছে। অধিকন্তু, রাজার পক্ষ থেকে উপনিবেশগুলির গভর্ণর ও বিচারকদের জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ হ'তে স্বাধীন করে দেবার যে কোন প্রচেষ্টাকেই এই লিপিখানিতে আক্রমণ করা হ'ল এবং উপসংহারে মিলিত সংগ্রামের আহ্বান জানান হ'ল। গভর্ণর ফ্রান্সিস বার্ণার্ড (১৭১২-১৭৭৯) এই লিপিখানিকে রাজদ্রোহিতামূলক আখ্যা দিয়ে ম্যাসাচুসেট্স পরিষদ্ (জেনারেল কোর্ট) ভেঙ্গে দিলেন। লিপিখানি অন্যান্য আইনসভা কর্ত্তৃক অনুমোদনের বিরুদ্ধে রাজার পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হ'লেও, যেহেতু তদানীন্তন নয়া উপনিবেশসচিব (১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি এই পদে নিযুক্ত হন) লর্ড হিলস্‌বরো অত্যন্ত অবিবেচকের মত এর নিন্দা ক'রলেন, সুতরাং প্রধানতঃ সেই কারণেই নিউ হ্যাম্পশায়ার, নিউজার্সি এবং কনেটিকাটের পরিষদ্‌গুলি একে একে ম্যাসাচুসেট্সের যুক্তি সমর্থন ক'রল এবং ভার্জ্জিনিয়ার পরিষদ্ নিজেদের পক্ষ থেকে একখানি বিজ্ঞপ্তিমূলক লিপি রচনা ক'রে তাতে

ম্যাসাচুসেট্স্-এর যুক্তি সমর্থন করার আহ্বান জানাল। ম্যাসাচুসেট্সের নূতন প্রতিনিধিসভা যখন তার দলিলপত্রাদির তালিকা থেকে (জার্ণাল) লিপিখানিকে অপসারণ ক'রতে অসম্মত হ'ল, গভর্ণর বার্ণার্ড তখন আবার নূতন সভাকেও ভেঙ্গে দিলেন। প্রতিনিধিসভার যে ১৭ জন সদস্য দলিলপত্রাদির তালিকা থেকে লিপিখানিকে বাদ দিয়ে দেবার প্রস্তাব সমর্থন ক'রেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাতজন ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের নির্ব্বাচনে হেরে গিয়ে নিজ নিজ আসন হারাতে বাধ্য হন। এদের এই পরাজয়ের মূলে ছিল স্বাধীনতাকামী সন্তান-সঙ্ঘের ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলন।

ভার্জ্জিনিয়ার বার্জ্জেসেস বা প্রতিনিধিগণও অনুরূপ সংগ্রামে জড়িত হ'য়ে পড়েন। সেখানে জর্জ্জ মেসন (১৭২৫-১৭৯২) কর্ত্তৃক রচিত কতিপয় প্রস্তাব জর্জ্জ ওয়াশিংটন * কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবগুলিতে বলা হয় যে, একমাত্র

* **জর্জ্জ ওয়াশিংটন**—যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ্জ ওয়াশিংটন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার তামাক বাগিচায় শৈশব ও কিশোরকাল অতিবাহিত করার পর জর্জ্জ ষোল বছর বয়সে বৃত্তি হিসাবে আমীনের কাজ গ্রহণ করেন এবং অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলের জরীপের কাজে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মা একুশ বছর বয়সে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের যুদ্ধের সময় ওয়াশিংটন উপনিবেশ-রক্ষী ভার্জ্জিনিয়া-সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার পান। ঐ সময় সীমান্ত সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশেষ কাজে লাগে। আকস্মিক আক্রমণে ইংরাজ সেনাপতির মৃত্যুর পর তিনি দুর্লভ সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সেই বাহিনীকে বিপন্মুক্ত করে আনেন। অতঃপর ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকায় তীব্র অসন্তোষ দেখা যায়। বস্টন বন্দরে ব্রিটিশ জাহাজের চা উপনিবেশিকরা জলে ফেলে দেয় শুল্ক নীতির প্রতিবাদে। সারা দেশে ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন শুরু হয়। এ থেকে উপনিবেশের কৃষক ও বিটিশ ফৌজের মধ্যে লড়াই শুরু হয় এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে ওয়াশিংটন উপনিবেশ-সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব পেলেন। ইংরাজের রণনিপুণ সুসজ্জিত বাহিনীর সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁকে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন স্থানে পরাজিত হ'লেও পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মধ্যে তিনি মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং সৈন্য পরিচালনা করতে থাকেন। অবশেষে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের সাহায্যে তিনি ইংরাজ বাহিনীকে পরাজিত করেন। সমগ্র উপনিবেশ পরাধীনতা-মুক্ত হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ওয়াশিংটন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন এবং আট বৎসরকাল ঐ গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

গভর্ণর ও প্রাদেশিক আইনসভারই ভার্জ্জিনিয়ার উপর কর ধার্য্য করার অধিকার আছে। সেখানেও গভর্ণর বোতেতুর্ত (১৭১৮ ?-১৭৭০) প্রতিনিধিসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ঠিক আগেই প্রতিনিধিগণ রাজার উদ্দেশ্যে রচিত একটি লিপি অনুমোদন করেন। এই লিপিটির খসড়া ক'রেছিলেন প্যাট্রিক হেনরি এবং রিচার্ড হেনরি লী (১৭৩২-১৭৯৪)। পরের দিন প্রতিনিধিগণ উইলিয়ামস্-বার্গের র‍্যালে ট্যাভার্ণে বে-সরকারীভাবে মিলিত হ'য়ে ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত ক'রলেন।

ম্যাসাচুসেট্‌স্ এবং ভার্জ্জিনিযায় শাসন বিভাগ ও আইনপ্রণয়ন বিভাগের মধ্যে এই টানা-হেঁচড়ার ফলে কতকগুলি সাংবিধানিক প্রশ্ন বেশ বড় হ'য়ে দেখা দিল। এই প্রশ্নগুলির উপর পরবর্ত্তী দশ বৎসর বা তারও কিছু অধিক-কাল আন্তঃঔপনিবেশিক পর্য্যাযে প্রতিরোধ চালান হ'তে থাকল ও যুক্তিতর্ক চলতে থাকল। সাধারণভাবে উপনিবেশবাসীরা ব্রিটিশ সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত গভর্ণরদের ক্ষমতা খর্ব্ব ক'রতে চেয়েছিলেন, এবং এ কাজে তাঁরা বেশ লক্ষ্যণীয় ভাবেই সফল হ'য়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টা ছিল আইনসভাগুলির কর্ত্তৃত্ব যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা এবং গভর্ণরগণ যদি আইনসভাগুলির ইচ্ছানুযায়ী প্রণীত আইনসমূহে সম্মতি না দেন তা হ'লে বেতনাদি সম্পর্কে সম্মতিসূচক ভোটদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাঁদের কাবু ক'রে ফেলা। উপনিবেশবাসীরা এমন সব বিচারকের নিয়োগ কামনা ক'রতেন, যাদের নিকট থেকে তাঁরা সদ্-আচরণ আশা করতে পারেন। অপর পক্ষে গভর্ণরদের অভ্যাস ছিল শুধু সেই সব লোকদের নিয়োগ করা যাদের দিয়ে তারা নিজেদের খুসীমত কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। অধিকন্তু, উপনিবেশবাসীরা এক ব্যক্তির একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থাকার বিরোধিতা ক'রতেন। এই প্রথাটির সর্ব্বাপেক্ষা কুখ্যাত দৃষ্টান্ত বোধ হয় ছিল ম্যাসাচুসেট্‌সে হাচিনসন-বংশের লোকদের স্বজনপোষণের নীতি। বস্তুতঃ, অল্পকাল পরেই বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য হিসাবে উপনিবেশ-গুলিতে যে সকল সংবিধান কার্য্যকরী হয় সেই সকল সংবিধানে উপনিবেশ-

বাসীদের এই মনোভাবগুলি প্রতিফলিত হ'য়েছিল। প্রথম যে যৌথরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সাংগঠনিকরূপ এবং ক্ষমতাবলীসংক্রান্ত বিধি-বিধানের মধ্যেও এই জিনিসগুলি ফুটে ওঠে।

পণ্য বর্জ্জন আন্দোলন পুনর্ব্বার আরম্ভ

এখন আবার আগেকার সেই বয়কট আন্দোলনের অস্ত্রটিতে হাত দেওয়া হ'ল। কিন্তু যখন বস্টন এবং নিউ ইয়র্কের ব্যবসায়ীরা তাঁদের পণ্য বর্জ্জনের সিদ্ধান্তটিকে বেশ কড়াকড়ি ক'রে প্রয়োগ করতে চাইলেন, তখন ফিলাডেলফিয়ার ব্যবসায়ীমহল তা অনুসরণ করতে অসম্মত হ'লেন। এ অবস্থায় বস্টনের বণিককুল একটি স্বকীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রলেন এবং স্থির ক'রলেন যে, টাউনসেণ্ড-প্রবর্ত্তিত শুল্ক রদ না হওয়া পর্য্যন্ত যে সব পণ্যের উপর ঐ শুল্ক থাকবে তাঁরা তার কোনটিও আমদানী করবেন না এবং পুরো এক বছর সামান্য কয়েকটি পণ্য ব্যতীত সকল প্রকার ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন করবেন। এই বর্জ্জনের তালিকা থেকে বাদ পড়ল প্রধানতঃ সেইসব পণ্য যেগুলি মৎস্যজীবীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নিউ ইয়র্কের বণিক্‌সমাজ বস্টনের ব্যবসায়ীদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রলেন এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ফিলাডেলফিয়ার ব্যবসায়ীরাও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তন ক'রলেন। তাঁদের এই নিষেধাজ্ঞা দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান প্রধান বন্দরগুলিতেও কার্য্যকরীভাবে ব্যাপ্ত হ'ল। এই বয়কট আন্দোলনের প্রভাব খুবই তীব্র হ'য়ে উঠল। উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ পণ্য আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ নেমে গেল। মূল ইউরোপখণ্ডে ব্রিটিশ পণ্যের চাহিদা বাড়বার দরুণ এই ক্ষতি অনেকটা পূরণ হ'ল বটে, তবু দেখা গেল, আমেরিকায় অন্যান্য যে সব কৌশল পূর্ব্বে অবলম্বিত হ'য়েছে তার চেয়ে সম্ভবতঃ এই কৌশলটিই ব্রিটেনকে পুনরায় পথে আনবার পক্ষে বেশী কার্য্যকরী হ'য়েছে।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য উত্তেজনাকর বিষয়

পণ্য-আমদানী বর্জ্জনের সিদ্ধান্তগুলি ছাড়াও টাউনসেণ্ডের আইনের ফলে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য অন্যান্য বহু গুরুতর বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হয়েছিল।

রাজস্ব বৃদ্ধির দিক থেকে এই আইনগুলি এক নির্ম্মম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রধান চারটি বন্দর থেকে মাত্র ২০,০০০ পাউণ্ডের মত অর্থাৎ যা আশা করা হ'য়েছিল তার চেয়ে অনেক কম শুল্ক সংগৃহীত হয়। কিন্তু, যেহেতু মাত্র স্বল্প কয়েকটি বন্দরে শুল্ক সংগ্রহের কাজ প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত রাখা হয়েছিল, সুতরাং এমন একটি সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল যে, শুল্ক আদায়কারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে জনতা রুখে দাঁড়ালেই শুল্ক সংগ্রহের গোটা ব্যবস্থাটাই অচল ক'রে দেওয়া যেতে পারে। শুল্ক-সংক্রান্ত কমিশনারদের বোর্ডটির বস্টনস্থিত সদর কার্য্যালয় অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বাণিজ্য-সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলিকে কার্য্যকরী করার চেষ্টা ক'রছিল। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একদল নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। উত্তরাঞ্চলের উপকূল বরাবর এক ব্যাপক ও বিশাল উপকূল-রক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করেন এবং একদল গুপ্তচর (ইনফর্ম্মার) সংগ্রহ করেন।

অনতিবিলম্বেই উপনিবেশগুলিতে কতিপয় বিশিষ্ট ধনী ও সম্পন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে শুল্ক বিভাগীয় অফিসারদের প্রকাশ্য বিরোধ উপস্থিত হ'ল। এঁদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ ক্যারোলাইনার হেনরি লরেন্স (১৭২৪-১৭৯২), বস্টনের জন হ্যানকক্ (১৭৩৭-১৭৯৩) এবং প্রভিডেন্স সহরের ব্রাউন ভ্রাতৃবৃন্দ। এই ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে অভিযোগ ক'রলেন যে, শুল্ক বিভাগীয় অফিসারগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে বে-আইনী-ভাবে অর্থ আদায় করে নিচ্ছেন। প্রকাশ্যে শুল্ক বিভাগের নূতন আমলাদের বিরোধিতা করায় হ্যানকক্ নিজেকে শুল্ক অফিসারদের বেশ নজরে এনে ফেলেছিলেন। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি এই অজুহাতে তাঁর একখানি সমুদ্রগামী পালতোলা জাহাজ বলপূর্ব্বক দখল ক'রে নেওয়া হয়। জাহাজখানির নাম ছিল 'লিবার্টি'। জাহাজখানি যাতে হ্যানকক্ উদ্ধার করতে না পারেন তার জন্য 'রোমনি' রণতরীর পাহারায় সেখানাকে বস্টন বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত হ্যানকক্ এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয়

ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা নিয়ে এক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। তবে, শেষ পর্য্যন্ত এই মামলা তুলে নেওয়া হ'য়েছিল। 'লিবার্টি' জাহাজখানা জোর ক'রে দখল ক'রে নেবার ফলে একটা ছোটখাট দাঙ্গা বেধে যায় এবং তাতে শুল্ক বিভাগীয় কতিপয় অফিসার আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়। তাছাড়া, শুল্ক বিভাগের কণ্ট্রোলার এবং জনৈক ইনসপেক্টরের গৃহও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দাঙ্গার খবর পেয়ে মন্ত্রিসভা বস্টনে আরও অতিরিক্ত দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠিয়ে দেন।

এই সৈন্যগণ যেদিন বস্টনে পৌঁছুল, ঠিক সেইদিনই বে-সরকারীভাবে অনুষ্ঠিত এক প্রাদেশিক কংগ্রেসের (সম্মেলনের) সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ম্যাসাচুসেট্সের ৯৬টি সহর থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠানো হ'য়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল, কি'ভাবে প্রতিবাদ জানান হবে ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে তার উপায় স্থির করা। এই প্রাদেশিক কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, পরিষদের (অর্থাৎ আইনসভার) সম্মতি ব্যতীত উপনিবেশে ওই রেজিমেণ্টগুলি মোতায়েন রাখা যেতে পারে না এবং জনসাধারণের নিকট সুপারিশ করা হ'ল যে, তারা যেন ফরাসী আক্রমণের আশঙ্কার ধূয়া তুলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন। এভাবেই ম্যাসাচুসেট্সে বিপ্লবের কাঠামো দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল।

বয়কট আন্দোলনের প্রভাব, শুল্ক-সংক্রান্ত বিধি-বিধান-জনিত রাজস্বের একান্ত নৈরাশ্যকর পরিমাণ এবং আমেরিকায় সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনার সমর্থক সংগ্রহে ব্যর্থতা— এর সবগুলি টাউনসেণ্ড-প্রবর্ত্তিত বিবিধ বাণিজ্য শুল্ক রদ করার আন্দোলনকে জোরদার করেছিল। ইতঃপূর্ব্বে উপনিবেশে কার্য্যরত জনৈক গভর্ণর টমাস পাওনল্ (১৭২২-১৮০৫) ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখে কমন্স সভায় এক উল্লেখযোগ্য বক্তৃতায় উক্ত শুল্ক রদ করার প্রস্তাব আনেন এবং আপোষমূলক মনোভাব অবলম্বনের দাবী জানিয়ে বলেন যে, পার্লামেণ্ট তার কর ধার্য্য করার অধিকার নিয়ে জিদ করার ফলে উপনিবেশগুলি অন্যান্য যে

সকল অধিকার ভোগ করে আসছিল সেগুলি অবৈধভাবে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, উর্দ্ধতন অসামরিক কর্ম্মচারীদের পরিষদ্গুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উর্দ্ধে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে তা সত্যই এত গুরুতর যে বিষয়টি নিয়ে আর চুপচাপ থাকা যায় না। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ড চ্যাথাম (অর্থাৎ পিট) লর্ড-সভার সদস্যদের উদ্দেশ করে বলেন যে—"২০ লক্ষ অধিবাসীর অসন্তোষের কারণ অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত এবং সেগুলি দূর করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।" গ্র্যাফটন মন্ত্রিসভা অবশ্য ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসেই একমাত্র চায়ের উপর ছাড়া টাউনসেণ্ড-প্রবর্ত্তিত অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার শুল্ক তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। চায়ের উপর প্রবর্ত্তিত শুল্কটি তুলে না দেওয়ার মূলে ছিল ঘোষণামূলক আইনটি, কারণ, তা না হলে ঐ আইনের মূলনীতিটি রক্ষিত হয় না। আসলে কিন্তু টাউনসেণ্ড আইনের বলে যে সব শুল্ক বসান হয়েছিল তার মধ্যে এই শুল্কটি থেকেই সবচেয়ে বেশী অর্থ রাজকোষে আসত। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্র্যাফটন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ ক'রলেন। এখন রাজা এবং তাঁর মিত্রগণ রঙ্গমঞ্চের মধ্যমণি হ'য়ে উঠলেন এবং অস্থির-চরিত্র লর্ড নর্থ (১৭৩২-১৭৯২) হ'লেন নূতন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আশঙ্কা হ'ল, সব রকমের শুল্কই যদি পুরাপুরি রদ ক'রে দেওয়া হয় তা হ'লে সেটাকে দুর্ব্বলতার চিহ্নরূপে মনে করা হ'তে পারে, সুতরাং আগের মন্ত্রিসভা কেবল চায়ের উপর ধার্য্য কর বহাল রেখে বাদবাকী সমস্ত কর তুলে দেবার যে প্রস্তাব করেছিলেন তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এরপর শুল্ক রদ করার বিলটি দ্রুত পাশ করার ব্যবস্থা হ'ল। এই নূতন পরিস্থিতিতে বস্টনের ব্যবসায়ীরা যদিও তাদের পূর্ব্বতন মনোভাব আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা ক'রেছিল, তবুও প্রথমে নিউ ইয়র্ক ও পরে অন্যান্য সহরের ব্যবসায়ীরা 'সবকিছু বয়কট' আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন এবং শীঘ্রই দেখা গেল, উপনিবেশের সর্ব্বত্রই সে আন্দোলন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে।

ঝড়ের পূর্ব্বে স্তব্ধতা

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে নিউ ইয়র্ক এবং বস্টনে নাগরিক ও সৈন্যদের মধ্যে দুইটি সঙ্ঘর্ষের অত্যল্পকাল পরেই টাউনসেণ্ড-প্রবর্ত্তিত শুল্ক রদ হবার ফলে উপনিবেশগুলিতে উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। অবশ্য তখনও ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষের একটি কারণ দূর হওয়া বাকী ছিল। চায়ের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহৃত না হওয়ায় চা আমদানী না করার সিদ্ধান্তটি বলবৎ রাখা হবে কিনা, এই নিয়ে উপনিবেশবাসীদের মধ্যে একটা দোটানা মনোভাবের সৃষ্টি হ'ল। জন হ্যানককের মত বামপন্থী ব্যবসায়ীরাও এই নূতন পরিস্থিতিতে আপোষ-মীমাংসা সম্ভব ব'লে মনে ক'রছিলেন। ফলে আপোষ-মীমাংসার বিরোধী বস্টনের স্যামুয়েল অ্যাডামস্ এবং নিউ ইয়র্কের আইজাক সিয়ার্স ও আলেকজাণ্ডার ম্যাকডুগাল প্রভৃতির মত দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যবসায়ী-সমাজের নেতৃবৃন্দের ঐক্যে একটা ভাঙ্গন ক্রমশঃ স্পষ্টতর হ'য়ে উঠল। বস্তুতঃ নিউ ইয়র্ক ও বস্টনে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'য়েছিল তা লক্ষ্য ক'রে অভিজাত ব্যবসায়ীরা জনতার প্রাধান্যের বিপদ সম্পর্কে হুঁসিয়ার হ'য়ে ওঠেন। ওদিকে, লণ্ডনের গণনেতা জন উইল্‌ক্‌স্ নির্ব্বাসন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইংল্যাণ্ডেও বামপন্থী আন্দোলন ও মতবাদ কিছুকাল শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল; কিন্তু, প্রাচীনপন্থী হুইগগণ বামপন্থীদের পক্ষ পরিত্যাগ করায় সেই আন্দোলন ও মতবাদ খুবই প্রচণ্ড আঘাত পেল এবং বামপন্থীদের মধ্যে মত ও পথ নিয়ে কলহ শুরু হ'ল। সমুদ্রের উভয়পারেই রক্ষণশীলগণ "স্বাভাবিক অবস্থা" ফিরে আসবার আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে থাকলেন।

"গ্যাস্‌পী" জাহাজে অগ্নিসংযোগ

আমেরিকায় কিন্তু এই স্তব্ধতা বেশীদিন টিকে থাকল না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ভোরের দিকে স্তব্ধতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আগের দিন সন্ধ্যার কিছু আগে "গ্যাস্‌পী" নামে শুল্কবিভাগীয় একখানি জাহাজ ন্যামকুইট

পয়েণ্ট নামক একটি চড়ায় আটকা পড়ে। জনৈক ব্যবসায়ীর একখানি জাহাজের পিছু পিছু তাড়া করতে গিয়ে গ্যাস্‌পী প্রভিডেন্স থেকে সাত মাইল দূরে ঐ জায়গাটায় আটকে যায়। গ্যাসপীর কমাণ্ডার লেফ্‌টেন্যাণ্ট ডাডিংষ্টন ইতঃপূর্ব্বে অতিশয় উৎসাহ নিয়ে রোড-আইল্যাণ্ডে বে-আইনী ব্যবসায় দমন করেন এবং এ কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেও বে-আইনী পন্থা গ্রহণ করেন। উল্লিখিত দিন সন্ধ্যার কিছু পরে প্রভিডেন্স থেকে আট খানা নৌকা-বোঝাই লোক গিয়ে "গ্যাস্‌পী"র উপর চড়াও হয়। এই আক্রমণের পিছনে উস্কানীদাতা ছিলেন প্রভিডেন্সের ধনী-ব্যবসায়ী জন ব্রাউন (১৭৩৬-১৮০৩)। ব্রাউন নিজেও আক্রমণকারীদের দলের সঙ্গে ছিলেন। লেঃ ডাডিংষ্টন আত্মসমর্পনের দাবী মেনে নেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ পাওয়ার পূর্ব্বেই একখানি নৌকা থেকে তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে ফেলে দেওয়া হয়। আক্রমণকারীরা জাহাজখানিতে চড়াও হয়ে নাবিক্‌দের সরিয়ে দেয় এবং তারপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে।

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দেবার জন্য রাজার পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু অসংখ্য লোক স্বচক্ষে এই বে-আইনী কাজটি প্রত্যক্ষ করলেও একটিমাত্র প্রাণীকেও অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য পাওয়া গেলনা। একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু রোড-আইল্যাণ্ডবাসিগণ প্রকাশ্যে প্রতিকূল আচরণ করতে থাকায় কমিশনের সদস্যবর্গ কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণই সংগ্রহ করতে পারলেন না। "গ্যাস্‌পী" জাহাজে অগ্নিসংযোগের চারদিন পরে ম্যাসাচুসেট্‌সের গভর্ণর হাচিন্‌সন্‌ ঘোষণা করলেন যে, অতঃপর তিনি সরাসরি রাজার নিকট থেকেই তাঁর বেতন গ্রহণ করবেন। সেপ্টেম্বর মাসে ম্যাসাচুসেট্‌সের বিচারকদের বেতন সম্পর্কেও অনুরূপ একটি ঘোষণা করা হ'ল। এর ফলে শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ কার্য্যতঃ আইনসভার অর্থঘটিত নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল।

"গ্যাস্‌পী" জাহাজে অগ্নিসংযোগ এবং অপরদিকে, ঠিক তার অব্যবহিত পরেই গভর্ণর হাচিন্‌সনের কার্য্যের ফলে ঔপনিবেশিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল। তদন্ত কমিশন নিয়োগ এবং ব্রিটিশ রাজকোষ থেকে বিচারকদের বেতন দেবার ব্যবস্থা ঘোষিত হওয়ায় ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভার্জ্জিনিয়ার প্রতিনিধিসভা (হাউস অব বার্জ্জেসেস) প্রস্তাব করলেন যে, ব্রিটিশ নীতি প্রতিরোধ করার জন্য সবগুলি উপনিবেশেই কমিটি অব করেসপণ্ডেন্স বা যোগাযোগ রক্ষা কমিটি নিয়োগ করা হোক। ইত্যবসরে জন হ্যানককের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্যামুয়েল অ্যাডামস্‌ বস্টন সহরে এক নগর সভা আহ্বানে সফল হয়েছিলেন এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই সভায় একুশ জন সদস্যের একটি স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা কমিটি (কমিটি অব করেসপণ্ডেন্স) গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয় যে, এই কমিটি প্রদেশের অন্যান্য সহর ও "সারা দুনিয়াকে" বস্টনের অবস্থা জানাবেন এবং অন্যান্য সহরকেও তাদের অবস্থা জানাবার জন্য অনুরোধ করবেন। বস্টনের উক্ত নাগরিক সভায় জোসেফ ওয়ারেন (১৭৪১-১৭৭৫) কর্ত্তৃক রচিত একটি "অধিকারভঙ্গ ও অধিকারে হস্তক্ষেপের বিবিধ দৃষ্টান্তের তালিকা" অনুমোদন করা হয়।

চায়ের ব্যাপারে প্রচণ্ড তুফান

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় জনসাধারণের মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছিল। লর্ড নর্থের মন্ত্রিসভায় সবচেয়ে বেশী আপোষমূলক মনোভাব পোষণ করতেন লর্ড ডার্টমাউথ। ঐ বছরের জুন মাসে বস্টন করেসপণ্ডেন্স কমিটির জনৈক সদস্য তাকে সতর্ক করে লিখলেন "যা কিছু দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হ'চ্ছে যে আমেরিকায় একটি কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার উপযোগী অবস্থা যেন খুবই দ্রুত পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে।" কিন্তু শীঘ্রই পর পর এমন সব নূতন নূতন ঘটনা ঘটতে লাগল যা ভবিষ্যৎ যুদ্ধেরই পূর্ব্বাভাষ হ'য়ে উঠল। এই ঘটনাবলী শুরু হয়েছিল এমন একটি ঘটনা দিয়ে যার মধ্য দিয়ে—

এক দুঃসাহসিক আঘাত হানা হ'য়েছিল এবং আমেরিকায় পূর্ব্বে কখনও অত বড় আঘাত হানা হয় নি।”

ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষিত একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন (ট্রাস্ট) ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে সময় প্রায় দেউলিয়া হবার মুখে। ইংল্যাণ্ডের গুদামে এই কোম্পানীর কমবেশী ১ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা মজুত ছিল। এই চা ছাড়াবার সুবিধা ক'রে দেবার জন্য কোম্পানী ব্রিটিশ সরকারের শরণাপন্ন হয়। ফ্র্যাঙ্কলিন পরামর্শ দিলেন যে, চায়ের উপর শুল্ক রদ করা হ'লে আমেরিকার গোটা বাজারই কোম্পানী পেয়ে যাবে এবং অন্যান্য দেশ থেকে চোরাইভাবে চা আমদানী করাও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিনের এই পরামর্শ লর্ড নর্থের মনে ধরল না। এ সম্পর্কে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করছিলেন। কমন্স সভায় তিনি যে টি-অ্যাক্ট বা চা-আইন পাশ করিয়ে নিলেন তাতে আমেরিকার উপ-নিবেশগুলিতে যে চা রপ্তানী করা হবে তার উপর থেকে রপ্তানীশুল্ক পুরাপুরি বাদ দেওয়া হ'ল, কিন্তু আমেরিকায় আমদানীর জন্য প্রতি পাউণ্ডে ৩ পেনি হিসাবে দেয় শুল্ক বাহাল রাখা হ'ল। আইনটিতে এর চেয়েও বেশী গুরুতর যে বিষয়টি ছিল তা হ'চ্ছে, কোম্পানী এখন থেকে আমেরিকাস্থিত তার এজেণ্টদের বা মনোনীত ব্যক্তিদের নিকট সরাসরি চা বিক্রী করতে পারবে। এর আগে কোম্পানী ইংল্যাণ্ডে প্রকাশ্য নীলামে চা বিক্রী করতে বাধ্য ছিল। এ অবস্থায়, আমেরিকায় পাউণ্ড প্রতি ৩ পেনি হিসাবে আমদানীশুল্ক দিয়েও কোম্পানী অন্যান্যদের চেয়েও কম দরে চা বিক্রী করতে সমর্থ হ'বে। কারণ, উপনিবেশের আইন-অনুগত ব্যবসায়ীরা ফড়িয়াদের নিকট থেকে বেশী দরে চা কিনতে বাধ্য হ'তেন এবং যাঁরা হল্যাণ্ডে চা কিনে আমেরিকায় চোরাই চালান দিতেন তাঁদেরও বেশী খরচ পড়ত। এ ব্যাপারটা ফ্র্যাঙ্কলিনের নজর এড়াল না, তিনি বললেন যে, “এই চমৎকার ধূর্ত্তামিটি” যাঁ'রা আবিষ্কার করেছেন তাঁদের ধারণা নেই যে, 'যেকোন লোকই স্বার্থবুদ্ধি ছাড়াও অন্য বুদ্ধিতে পরিচালিত হ'তে পারেন এবং তাঁদের বিশ্বাস' এই সামান্য পরিমাণ কর হ্রাস করেই তা'রা

"একজন আমেরিকানের সমস্ত দেশপ্রেমমূলক মনোভাব নষ্ট করে দেবার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।" ইংরাজরা যথারীতি খরিদ্দারদের অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে চলল।

বস্টনের ব্যবসায়ীরা এখন এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের আপদের বিরুদ্ধে একজোট হ'য়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা যুক্তি দেখালেন, একবার চায়ের বাজার থেকে প্রতিযোগিতা দূর হ'য়ে গেলে ইংরেজ আড়তদারদের স্বার্থে চায়ের দাম ইচ্ছানুসারে ওঠান বা নামান হবে। আর একচেটিয়া চায়ের কারবার থেকে অন্যান্য একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হবে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা থেকে স্বাধীন ও অবাধ উদ্যোগমূলক শিল্প ব্যবস্থা বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। এই অবস্থায় জনসাধারণের চাপে প'ড়ে ফিলাডেলফিয়া ও নিউ ইয়র্কে ইংরাজ মনোনীত চা ব্যবসায়ীরা তাঁদের দায়িত্বভার ত্যাগ ক'রলেন, কিন্তু বস্টনের মনোনীত ব্যক্তিরা এই ব্যাপারে ততদূর বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন না। এদের মধ্যে গভর্ণর হাচিন্সনের দুই পুত্র ও এক ভাগিনেয় ছিলেন।

হাচিন্সন্ যদি চা-বোঝাই 'ডার্টমাউথ' নামক জাহাজখানিকে মাল খালাস না করেই ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার অনুমতি দিতেন তা হ'লে হয়ত কোন হাঙ্গামাই সৃষ্টি হত না। কিন্তু এই উদ্ধত রাজপুরুষটি শুল্ক মিটান না হ'লে জাহাজখানিকে ফিরে যাবার অনুমতি দিতে অস্বীকার ক'রলেন। শুল্ক বিভাগের শুল্ক না মিটানর দরুণ সমস্ত চা জবর-দখল হ'তে না দিয়ে মোহক উপজাতীয় রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে একদল সুশৃঙ্খল লোক গ্রিফিন ডকের জেটিতে ছুটে গেল, তারপর চা-বোঝাই জাহাজে উঠে সারা রাত হাতে হাতে কাজ ক'রে চায়ের সবগুলি পেটি সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। মোট ৩৪২টি পেটি এভাবে তারা ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু জাহাজের অন্য কোন মালেই তারা হাত দেয়নি। চার্লষ্টন বন্দরেও অনুরূপ এক পরিস্থিতিতে শুল্ক বিভাগীয় অফিসারগণ চায়ের উপর ধার্য্য শুল্ক না দেবার দরুণ সমস্ত

া জবর-দখল করেন এবং তা সরকারী মালখানায় নিয়ে গিয়ে গুদামজাত করা হয়। তিন বছর পরে যুদ্ধ চালাবার তাগিদে বৈপ্লবিক সরকার প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় না করা পর্য্যন্ত সেই চা সেখানেই প'ড়ে থাকে।

এভাবে প্রকাশ্যে সম্পত্তি বিনষ্ট করার ঘটনায় ব্রিটেনের সর্ব্বশ্রেণীর জনমতই ক্ষুব্ধ হল। বার্ক নিউ ইয়র্ক পরিষদ্‌কে (আইনসভা) জানালেন যে "সরকারের ভিতরে এবং বাইরে সর্ব্বত্রই ব্রিটিশ জনমত এখন আমেরিকার বিরুদ্ধে তীব্র হ'য়ে উঠেছে।" এমন কি লর্ড চ্যাথাম (অর্থাৎ পিট দি এল্ডার) পর্য্যন্ত এই চা নষ্ট করার ঘটনাটিকে "সুনিশ্চিতভাবে অপরাধমূলক" আখ্যা দিলেন। জেনারেল গেজ রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে পরামর্শ দিলেন যে, চার রেজিমেণ্ট সৈন্য হ'লেই ম্যাসাচুসেট্‌স্‌কে দ্রুত বশে আনা যাবে। সুতরাং রাজাও এই পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজন হ'লেই শক্তি প্রয়োগে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে উঠলেন।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের অবমানন।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে বিভেদ আরও প্রশস্ততর হবার মূলে 'হাচিন্‌সন্‌ পত্রাবলীর কেলেঙ্কারি' নামে প্রসিদ্ধ ঘটনাটির গুরুত্ব মোটেই কম ছিল না। এই ব্যাপারটার সূচনা হয় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। খন ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ প্রতিনিধিসভার লণ্ডনস্থিত প্রতিনিধিরূপে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন আইনসভার স্পীকার টমাস কাসিংকে (১৭২৫-১৭৮৮) প্রদেশের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি টমাস হাচিন্‌সন্‌ লিখিত ছয়খানা পত্র এবং প্রাদেশিক কর্ম্মসচিব (সরকারের সেক্রেটারী) এনড্রু অলিভার ১৭০৬-১৭৭৪) কর্ত্তৃক লিখিত চারখানা মূলপত্র পাঠিয়ে দেন। এই পত্রগুলি লেখা হয়েছিল গ্রেণভিল মন্ত্রিসভা এবং পরে নর্থ মন্ত্রিসভার সদস্য টমাস হোয়েটলীর উদ্দেশে। ম্যাসাচুসেট্‌সের বামপন্থীদের নিন্দা ক'রে পত্রগুলিতে অবিবেচকের মত নিশ্চিত অভিমত প্রকাশ ক'রে বলা হয় যে, সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হ'লে যাকে বলা হয় ইংরেজদের ব্যক্তিস্বাধীনতা

ম্যাসাচুসেট্‌সে অবশ্যই তা কিছুটা খর্ব্ব করার দরকার। যে কু-পরামর্শের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার প্রধানতঃ কাজ করছিলেন তা জানাবার উদ্দেশ্যেই ফ্র্যাঙ্কলিনের নিকট এই পত্রগুলি দেওয়া হয়। ফ্র্যাঙ্কলিন পত্রগুলিকে স্পীকার টমাস কাসিংএর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন যে, সেগুলি যেন মুদ্রিত বা প্রকাশিত না হয়। কিন্তু তখন চারদিকে যে অশান্ত উত্তেজনার হাওয়া বইছিল তাতে এই পত্রগুলির বিষয়বস্তু দেশপ্রেমিক মহলের নিকট প্রচারিত হবে না, এরূপ আশা করা একটু মাত্রাতিরিক্তই ছিল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রতিনিধিসভার এক গোপন অধিবেশনে স্যামুয়েল অ্যাডামস্ পত্রগুলি পাঠ ক'রলেন এবং পরে সেগুলি প্রকাশ ক'রলেন। এর ফল হল এই যে, প্রতিনিধিসভা হাচিন্‌সন্ ও অলিভারকে অপসারণের জন্য রাজার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করলেন। এই ঘটনাটি ইংল্যাণ্ডে এক কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করল। হোয়েটলীর ভ্রাতা পত্রগুলি চুরি ক'রে প্রকাশ করেছেন বলে জন টেম্পলের নামে অভিযোগ করলেন। দুজনের ভেতরে মরণপণ দ্বন্দযুদ্ধ হোল এবং প্রথমবার যখন মীমাংসা হ'ল না তখন দ্বিতীয়বার লড়াইএর প্রস্তাব করা হ'ল। এই অবস্থায় ফ্র্যাঙ্কলিন মনে করলেন যে, তারই এগিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি স্বীকার করলেন যে পত্রগুলি বস্টনে পাঠাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার।

ম্যাসাচুসেট্‌সের আবেদন যখন প্রিভি কাউন্সিলে উঠল তখন 'বস্টন টি পার্টির' (চা বিনষ্ট করা) খবর ইংল্যাণ্ডে পৌছে গিয়েছে। মন্ত্রিসভা এবং অপেক্ষাকৃত অধিক রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন আমেরিকা-বিরোধী চক্রটি ফ্র্যাঙ্কলিনকে অবমানিত ক'রবার জন্যে ইতোমধ্যে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে উঠেছিলেন। ঘটনার শুনানীর সময় সলিসিটর জেনারেল আলেকজাণ্ডার ওয়েডারবার্ণ (১৭৩৩-১৮০৫) ফ্র্যাঙ্কলিনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণমূলক নিন্দাত্মক ভাষা ব্যবহার করলেন এবং তাঁকে জঘন্য চোর ব'লে বর্ণনা ক'রলেন। প্রিভি কাউন্সিলে সরকার-সমর্থক অন্যান্য ব্যক্তিরা উচ্চ কণ্ঠে ওয়েডারবার্ণের

এই কটূক্তিতে বাহবা ক'রলেন। ফ্র্যাঙ্কলিন ঘৃণায় জবাব দিলেন না। ম্যাসাচুসেটসের অবেদন খারিজ করে দেওয়া হ'ল এবং ফ্র্যাঙ্কলিনকে তাঁর ডেপুটি পোস্টমাষ্টার জেনারেলের পদ থেকে বরখাস্ত করা হ'ল। এর কয়েক বছর পরে যখন আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন সেই আনুষ্ঠানিক উৎসবে ফ্রাঙ্কলিন একটি পুরাতন কোট পরিধান করেছিলেন। এই কোটটি পরিধানের পশ্চাতে যথেষ্ট তাৎপর্য্য ছিল। জনৈক সহযোগীর নিকট ফ্র্যাঙ্কলিন সেদিন ব'লেছিলেন, "একটু প্রতিশোধ নেবার মনোভাব নিয়েই এই কোটটি পরেছি। হোয়াইট হলে ওয়েডারবার্ণ যেদিন আমায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল, সেদিন এই কোটটিই পরে ছিলাম।" বাস্তবিক হোয়াইট হলের ঐ ঘটনায় ব্রিটেন তার সর্ব্বাগ্র্যগণ্য রাজসমর্থক রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমাহীন শত্রুতে পরিণত করেছিল।

অসহনীয় আইনসমূহ

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সম্ভবতঃ আমেরিকার সংবিধানগত স্বাধীনতাগুলি খর্ব্ব করার লক্ষ্য নিয়েই অগ্রসর হচ্ছেন—এবিষয়ে তৎকালে নরমপন্থীদের মনে যে সংশয় ছিল তা' অচিরাৎ দূর হ'য়ে গেল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রতিশোধমূলক মনোভাব নিয়ে তথাকথিত দমনমূলক আইনগুলি সম্পর্কে বিতর্ক চলল। চ্যাথাম এবং বার্কের বিরোধিতা (পরিশিষ্ট **চ** দ্রষ্টব্য) সত্ত্বেও এই মারাত্মক আইন-গুলি বিপুল ভোটে পাশ হয়ে গেল। প্রথমটি অর্থাৎ বস্টন পোর্ট বিলে বস্টন বন্দরে জাহাজে মাল বোঝাই ও খালাস করা নিষিদ্ধ হয়। বিলে এরকম ব্যবস্থাও থাকে যে, 'টি পার্টি'র ফলে যে লোকসান হ'য়েছে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও শুল্ক বিভাগকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হ'লে রাজা বন্দরটির কাজ পুনরায় চালু করার অনুমতি দিতে পারবেন। কিন্তু উপনিবেশবাসীরা ষ্ট্যাম্প আইনের দরুণ যে সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হ'য়েছিল শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট মনে তার ক্ষতিপূরণ ক'রলেও সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত চায়ের

দরুণ খেসারত দিতে অস্বীকার ক'রলেন। অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতর "বিচার পরিচালনা-সংক্রান্ত আইনটিতে" বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন প্রাদেশিক আদালতসমূহে বড় রকমের অভিযোগে অভিযুক্ত হবার হাত হ'তে ম্যাসাচুসেট্সের রাজকীয় কর্ম্মচারীদের রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়। এই আইনের একটি ধারায় ব্যবস্থা হ'য়েছিল যে, প্রাদেশিক পরিষদের সম্মতি সাপেক্ষে এবং ম্যাসাচুসেট্সে ন্যায়সঙ্গত বিচার না হবার পক্ষে যুক্তি দেখাতে পারলে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে বা কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণের সময়ে কোনও চরম অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিযোগে অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তির মামলা গভর্ণর ইংল্যাণ্ডের আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত করতে পারবেন। এর চেয়েও কঠোরতর ছিল ম্যাসাচুসেট্স্ শাসন আইনটি (ম্যাসাচুসেট্স্ গভর্ণমেণ্ট অ্যাক্ট)। এই আইনে ম্যাসাচুসেট্সের সনদটিকে কার্য্যতঃ বরবাদ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল। লর্ড নর্থের উদ্দেশ্য ছিল "সরকারের গণতান্ত্রিক অংশের হাত থেকে শাসনক্ষমতা সরিয়ে নেওয়া।" এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য উক্ত আইনে ব্যবস্থা হ'ল যে, এখন থেকে গভর্ণরের কাউন্সিলের (কতকটা মন্ত্রিসভা জাতীয়, ব্রিটিশ-ভারতের বড়লাটের কাউন্সিলের অনুরূপ—অনুবাদক।) সদস্যবর্গ আর পূর্ব্বের মত প্রতিনিধিসভার দ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন না। এতকাল একমাত্র ম্যাসাচুসেট্সেই এই ব্যবস্থাটি চালু ছিল। নতুন আইনে স্থির হ'ল যে, রাজা কাউন্সিলরদের নিয়োগ করবেন এবং রাজার মর্জ্জি অনুযায়ী তাঁরা ঐ পদে বহাল থাকবেন। গভর্ণরের নিয়োগ-ক্ষমতাও বর্দ্ধিত করা হ'ল এবং প্রতিবাদের সবচেয়ে কার্য্যকরী হাতিয়ারটি থেকে বামপন্থীদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইনে ব্যবস্থা হ'ল যে, একমাত্র বার্ষিক নির্ব্বাচনী অধিবেশন ছাড়া পূর্ব্বাহ্নে গভর্ণরের লিখিত সম্মতি না নিয়ে কোন রকম নগর-সভার অনুষ্ঠান করা যাবে না। তাছাড়া, গভর্ণর এরকম নগর-সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিলেও তিনি যে আলোচ্যসূচী অনুমোদন করবেন শুধু তার মধ্যেই সভার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

অন্যান্য দমনমূলক আইনগুলি যেমন একমাত্র ম্যাসাচুসেট্সের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হ'য়েছিল, কোয়ার্টারিং অ্যাক্ট বা সৈন্যদের আবাস-সংস্থান আইনটি কিন্তু তেমন ছিল না। এই আইনটি আমেরিকার সবগুলি উপনিবেশেই প্রযুক্ত হ'ল। কোয়ার্টারিং অ্যাক্টের বিধান অনুসারে কোন প্রদেশে সুবিধামত জায়গায় সৈন্যাবাস (ব্যারাক) না থাকলে ঐ প্রদেশকেই সৈন্যদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। প্রাদেশিক আইনসভা যদি সেরকম ব্যবস্থা করতে অসম্মত হয়, তা হ'লে গভর্ণর শুধু সরাইখানা এবং বাসিন্দাহীন গৃহেই নয়, বাসিন্দা আছে এমন সব গৃহেও সৈন্যদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন। ১৭৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আইনে বাসিন্দাযুক্ত গৃহ দখলের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

কুইবেক আইন

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে কুইবেক অ্যাক্ট নামে যে আইনটি পাশ হয়, প্রধানতঃ দুইটি কারণে সেটি ঔপনিবেশিকদের নিকট তাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী উল্লিখিত দমনমূলক আইনগুলিরই অন্যতম ব'লে পরিগণিত হয়। প্রথমতঃ, যে সময়ে উহা রচিত হয় তা এবং দ্বিতীয়তঃ এই আইনের কতিপয় বিধান ঔপনিবেশিকদের মনে প্রতিকূল ধারণার সৃষ্টি করে। অথচ, এই আইনটি প্রকৃতপক্ষে লর্ড নথের রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণই প্রকাশ করে এবং বহুকাল আগে থেকেই এটির প্রস্তুতি চলছিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কানাডাকে শাসন করা হচ্ছিল অস্থায়ীভাবে সুবিধামত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন ক'রে। এবার এই কুইবেক আইনে ব্যবস্থা হয় যে, কানাডায় রাজার মনোনীত জঙ্গীলাট ও কাউন্সিল থাকবে এবং সেই কাউন্সিলের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। কানাডার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ফরাসী, তাই ব্রিটিশ সরকার সেখানে প্রতিনিধিস্থানীয় আইনসভা গঠনে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ফরাসী অধিবাসীদের স্বার্থ নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন করার জন্য আইনে কতকগুলি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়।

ইংরাজদের ফৌজদারী আইন ও ফরাসীদের চিরাচরিত দেওয়ানী আইনের মিশ্রণে সৃষ্ট এক নূতন বিধান ঐ রক্ষাকবচগুলির অন্যতম। কিন্তু আইনটির যে দুইটি ধারা উপনিবেশগুলিতে তীব্র রোষ সৃষ্টি করেছিল তার একটি হচ্ছে, রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি পরিপূর্ণ সহনশীলতা প্রদর্শন ও তাদের জন্য পূর্ণ আইনগত অধিকার প্রদান এবং অপরটি হচ্ছে, কানাডার দক্ষিণ সীমানা ওহায়ো নদীর তীর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করা। এই অঞ্চলটির উপর নিজ নিজ সনদ অনুসারে ভার্জ্জিনিয়া, কনেটিকাট এবং ম্যাসাচুসেট্‌সের আইনসম্মত দাবী ছিল। তাছাড়া, পেনসিলভ্যানিয়ার বহু প্রতিষ্ঠাবান অধিবাসী ওখানকার জমি নিয়ে ফাটকাবাজি ক'রতেন।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন প্রটেষ্ট্যাণ্ট। ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সে সময় এদের তীব্র বিরূপ মনোভাবের দরুণ কুইবেক আইনের ধর্ম্মমূলক বিধানগুলি এদের বিরোধিতার বিষয়বস্তু হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সীমানা বৃদ্ধির বিধানগুলির বিরুদ্ধে এদের বিরূপ মনোভাবের পিছনে আরও অনেক বেশী যুক্তিসম্মত কারণ ছিল। ভার্জ্জিনিয়াবাসীরা দীর্ঘকাল যাবৎ এই অঞ্চলটির উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা করে আসছিলেন এবং স্যামুয়েল হোয়ার্টন (১৭৩২-১৮০০) নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল ফিলাডেলফিয়াবাসী ইংরাজ ব্যাঙ্কিং-মহল ও রাজনৈতিক মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজার নিকট থেকে মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে ভ্যাণ্ডালিয়া নামক উপনিবেশটি সংগঠনের অনুমতি পেয়েছিলেন। এর জন্য ব্রিটিশ বাণিজ্য দপ্তর একটি সনদের খসড়া প্রণয়ন করলেও এই জায়গার মালিকানা কোন দিন অর্পিত হ'তে পারেনি। কুইবেক আইন এবং পরবর্ত্তীকালের বিপ্লব পরিকল্পনাটিকে বানচাল করে দেয়।

ব্রিটিশ সরকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভূখণ্ডকে একটি ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করার পক্ষে কুইবেক আইনটিকে অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা বলে মনে করেছিলেন। 'অপর পক্ষে ঔপনিবেশিকগণ ধরে নিয়েছিলেন যে,

এই আইনটি হচ্ছে ফরাসী বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান ও ইণ্ডিয়ানদের তাঁদের বিরুদ্ধে মিলিত করার প্রয়াসমাত্র। বাস্তবিক ব্রিটিশ সরকার এসব লোকদের নিজেদের পক্ষে টানবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনও চেষ্টা করুন বা না করুন, অত্যল্পকালের মধ্যেই যে সকল সামরিক ঘটনা ঘটল তাতে স্পষ্ট হ'ল যে, কানাডাস্থিত ফরাসীরা মার্কিণ দেশপ্রেমিকদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি খুব একটা অনুকূল মনোভাব পোষণ করছেন না এবং রেড-ইণ্ডিয়ানদের অধিকাংশই ব্রিটেনের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন।

এ কথা অবশ্যই সত্য যে, কুইবেক আইনটির খসড়া যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মন থেকে উপনিবেশগুলির সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করার ধারণাটি মোটেই অপগত হতে পারে না। কারণ এসব উপনিবেশগুলিকে কোনরকম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা রীতিমত দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠেছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল গেজ ভাইকাউণ্ট ব্যারিংটনের নিকট যে পত্রখানি লিখেছিলেন তখন তার মনেও অবশ্যই ঐ রকম একটি ধারণা ছিল। তিনি সেই পত্র লিখেছিলেন ঃ "আমার মনে হয় সমুদ্রের উপকূল থেকে যতদূর সম্ভব আমাদের নাগালের মধ্যেই উপনিবেশবাসীদের সীমাবদ্ধ রাখা এবং যতদূর সম্ভব বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য সঙ্কুচিত করে দেওয়া আমাদের স্বার্থের অনুকূল হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য যতই সম্প্রসারিত হয় সহরগুলি ততই সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে ওঠে এবং তাদের সম্প্রসারণ ঘটে। সবরকমের কারিগর ও যন্ত্রবিদ্ সেই সব জায়গায় এসে ভিড় জমায় এবং যেসব কারুবিদ্যার কাজ এই দেশের কেউ কোনদিন আগে জানত না তারা সেই সব কারুবিদ্যা শিখিয়ে দেয়। ফলে এককালে লোকে যে সকল পণ্য আমদানী করত শীঘ্রই তারা নিজেরাই সেই সব দ্রব্য প্রস্তুত করা শুরু করে। আমি নিজে এই বিষয়টা দেখেছি। আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, বর্ত্তমানে ফিলাডেলফিয়ায় এমন সব বিষয়ের গোড়াপত্তন হ'য়েছে যা দেখলে সর্ব্বশ্রেণীর ইংরাজদের মনেই মাৎসর্য্যের সৃষ্টি হবে।" এডমণ্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) নিউ ইয়র্ক পরিষদ্‌কে সতর্ক ক'রে দিয়ে জানান

যে, উপনিবেশগুলির উন্নতি ব্যাহত করার উদ্দেশ্যেই কুইবেক আইনটি রচিত হ'য়েছে। আইনটি সম্পর্কে এডমণ্ড বার্কের এই ভাষ্য নিউ ইয়র্ককে বিপ্লবের কক্ষপথে ঠেলে দেবার অনুকূল হ'য়েছিল এবং বিপ্লবের প্রতি নিউ ইয়র্কের এই আসক্তিও স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য ছিল।

বশ্যতা, না যৌথরাষ্ট্রীয় অংশীদারী

লর্ড নর্থের মন্ত্রিসভা সুপরিকল্পিতভাবে এক জুয়ার চাল চেলেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, ম্যাসাচুসেটস্‌কে শক্ত হাতে সামলাতে পারলে অন্যান্য উপনিবেশগুলিও পথে আসবে। মন্ত্রিসভা নির্ভর ক'রেছিলেন হাচিন্‌সন্, ও জেনারেল গেজের মত লোকদের পরামর্শের উপর। এদের ধারণা ছিল, ঔপনিবেশিকগণ কোনদিনই বিপ্লবের ঝুকি কাঁধ পেতে নেবেনা। মন্ত্রিসভার সদস্যদের কথা এবং কাজ—এই উভয়দিক থেকেই এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাদের অধিকাংশই রক্ষণশীল মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে পড়েছিলেন। রক্ষণশীলরা মনে ক'রতেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে উপনিবেশগুলির ভূমিকা হবে মাতৃদেশের বশ্যতা মেনে নেওয়া। বিচার পরিচালনা সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে বিতর্ক প্রসঙ্গে মার্কুইস অব কার্ম্মার্থেন আলঙ্কারিক ভাষায় যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেন তার মধ্য দিয়ে সংশয়াতীতভাবে রক্ষণশীলদের মনোভাব প্রতিফলিত হ'য়েছিল। মার্কুইস লর্ডদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তাঁরা যদি এখানে তাদের মনিবদের নিকট শ্রমার্জ্জিত সুফলগুলি ফেরৎ না পাঠায়, তা হ'লে কোন্ উদ্দেশ্যে এত কষ্ট করে তারা সেদেশে গিয়েছিল? আমি মনে করি, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে যে সুবিধা সৃষ্টি হয় তা যদি ব্রিটেনের স্বার্থে না লাগে তা হ'লে এই নীতি অত্যন্ত নিন্দনীয়।" ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রকাশিত ঘোরতর মার্কিণ-বিরোধী ও অধৈর্য্যের পরিচায়ক "কর ধার্য্য করা ও পীড়নাত্মক শাসন" নামক গ্রন্থে ডাঃ স্যামুয়েল জন্‌সন্ ঔপনিবেশিকদের কোনরূপ সহজাত অধিকার অস্বীকার করেন। তিনি যুক্তি দিলেন, তারা যদি পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার চায় তা হ'লে

তারা ইংল্যাণ্ডে চলে আসুক, সেখানে জমি-জায়গা কিনুক এবং এইভাবে ভোট দেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করুক। অবশ্য বার্ক এবং প্রাচীনপন্থী হুইগ ও র‍্যাডিকালদের একটা ক্ষুদ্র অংশ এ ধরণের অভিমত পোষণ করতেন না। কিন্তু দমনমূলক আইনগুলি থেকে একটি সত্য বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে, ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার সমস্যাটিকে যৌথরাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে সমাধান করার পথ পরিহার করেছিলেন।

ব্রিটেন এবং উপনিবেশগুলি—উভয় পক্ষ থেকেই এ ধরণের একটি সমাধানের প্রস্তাব উঠেছিল। কোয়েকারপন্থী ব্যবসায়ী টমাস ক্রোলী এবং ব্রিটিশ ব্যবহারজীবী ফ্রান্সিস মেসেরেস, উভয়েই পার্লামেণ্টে ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিত্বের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। স্কটিশ অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) তাঁর "ওয়েল্‌থ অব নেশন্স" নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং উপনিবেশগুলিকে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দান করাই সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাওয়া বন্ধ করার একমাত্র উপায়। কিন্তু মতিগতি যতই উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল, স্মিথের অন্যান্য পরামর্শগুলির মত এই সুপারিশটিও রক্ষণশীলদের নিকট ততই একান্ত চরম পন্থা বলে প্রতিভাত হ'ল। অ্যাডাম স্মিথ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, গ্রেট ব্রিটেন যেন বণিকতান্ত্রিক (মার্কেণ্টাইলিষ্ট) নীতির ভিত্তিতে সাম্রাজ্য পরিচালনার মতলব পরিত্যাগ ক'রে, তার উপনিবেশগুলিকে আর্থনীতিক বশ্যতায় রাখবার পরিবর্ত্তে বরং তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করে।

আমেরিকাতেও কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যৌথরাষ্ট্রের ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান করার কথা ব'লেছিলেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অ্যালবানি সম্মেলনে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি অনুমোদিত হ'য়েছিল। প্রস্তাবে বলা হ'য়েছিল যে, পার্লামেণ্টে গৃহীত একটি আইন অনুসারে ইউনিয়ন গঠন প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হবে। পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক রচিত আইন অনুযায়ী উপনিবেশগুলিকে ইউনিয়নে সংবদ্ধ

করার এই প্রস্তাব উক্ত কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট তখন খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হ'য়েছিল, কিন্তু মাত্র বিশ বছর পরে ঠিক এই লোকদের মধ্যেই কয়েকজন উপনিবেশগুলির উপর কর ধার্য্য করা অথবা তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের অধিকার সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করেন। উপনিবেশগুলির একটি ইউনিয়ন গঠনের জন্য ফ্র্যাঙ্কলিন যে পরিকল্পনা পেশ ক'রেছিলেন তাতে রাজার খরচে এবং তৎকর্তৃক প্রেসিডেণ্ট-জেনারেল নিয়োগ করার কথা বলা হ'য়েছিল। এই প্রেসিডেণ্টের হাতে বিপুল শাসন ক্ষমতা থাকবে এবং বিভিন্ন উপনিবেশের আইনসভাগুলির দ্বারা প্রতি তিন বছর অন্তর নির্ব্বাচিত একটি গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় আইনসভা থাকবে। উপনিবেশগুলির যেটি যে পরিমাণ রাজস্ব সাধারণ তহবিলে পাঠাবে তদনু-পাতে সেই উপনিবেশ কেন্দ্রীয় বা সাধারণ আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাবে। আরও বলা হয়েছিল যে, এই কন্টিনেণ্টাল ইউনিয়ন সরকারের আইন প্রণয়ন ও করধার্য্য করার ক্ষমতা থাকবে, তবে সেই আইনগুলিকে স-পারিষদ রাজার নিকট পেশ করতে হবে এবং তিনি এইগুলিকে অনুমোদন বা অগ্রাহ্য করতে পারবেন। কিন্তু ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালবানিতে যাঁরা মিলিত হ'য়েছিলেন তাঁদের চিন্তাধারা ছিল তৎকালীন মাপকাঠিতে অতিরিক্ত রকমের বলিষ্ঠ। পরিকল্পনায় রাজাকে এবং ইউনিয়নকে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ ক্ষমতা দেবার কথা বলা হ'য়েছে ব'লে উপনিবেশগুলি সেটা অগ্রাহ্য করে। আবার অপর পক্ষে উপনিবেশগুলিকে অত্যন্ত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে ব'লে রাজাও ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা অবহেলা করলেন। স্যারাটোগাতে বার্গোয়েনের পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রিটিশরা এই পরিকল্পনার অপরিহার্য্য বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় যে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে, আমেরিকাও ইতোমধ্যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছে, তাই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হোল।

আমেরিকা থেকে অবশ্য যৌথরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাটিকে একেবারে উবে যেতে দেওয়া হয়নি। ষ্ট্যাম্প আইন বিরোধী কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ এবং ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-রচিত বিজ্ঞপ্তিমূলক লিপি এই বিষয়টির উপর শীতল বারি সিঞ্চিত করলেও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী দশকেও ওটিস্‌ এবং ফ্র্যাঙ্কলিন পার্লামেণ্টে উপনিবেশগুলিকে প্রতিনিধিত্বদানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। সঙ্ঘর্ষ শুরু হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অবশ্য যৌথরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাটিকে আর একবার জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় কংগ্রেসে পেনসিলভ্যানিয়ার রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন প্রতিনিধি জোসেফ্‌ গ্যালওয়ে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার অ্যালবানি পরিকল্পনার একটি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলতর সংস্করণ আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন। গ্যালওয়ের এই নূতন প্রস্তাব প্রায় সব দিক থেকেই অ্যালবানি পরিকল্পনার অনুরূপ ছিল, মাত্র একটি ক্ষেত্র ছাড়া। তিনি বলেছিলেন, পার্লামেণ্ট এবং আন্তঃঔপনিবেশিক পরিষদ্‌ (অ্যালবানি পরিকল্পনায় যাকে গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল বলা হয়েছিল) উভয়ই উপনিবেশগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারবে। তবে একের অধিকার থাকবে অপরের আইনকে নাকচ করা। গ্যালওয়ের এই প্রস্তাব পাঁচটি উপনিবেশ সমর্থন করে এবং এর বিরোধিতা করে ছয়টি উপনিবেশ। এই সামান্যমাত্র ভোটে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়া থেকে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দেও উপনিবেশগুলির মনোভাব কি রকম নরম ছিল তা বুঝতে পারা যায়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দ্বিতীয় আন্তঃমহাদেশীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন সম-অধিকারসম্পন্ন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি সমবায় বা কনফেডারেশন্‌ গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাবটির অধিকাংশই অ্যালবানি পরিকল্পনার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন "বৃহৎরাষ্ট্র" গঠনের পক্ষপাতী এবং প্রাদেশিকতার কোন সঙ্কীর্ণতা তাঁর মনে আদৌ স্থান পেত না। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হবে, এরূপ একটি পরিকল্পনাই তিনি পছন্দ করতেন। গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলকে অ্যালবানি পরিকল্পনায় যে

কর ধার্য্য করার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তিনি তার পরিবর্ত্তে প্রস্তাব করলেন যে, কংগ্রেসকে মাঝে মাঝে উপনিবেশগুলির নিকট থেকে অর্থ আদায় করবার অধিকার দেওয়া হোক্। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে যে প্রভূত ক্ষমতা দেবার কথা বলা হয়েছিল তাতে জাতীয় সার্ব্বভৌমত্বেরই ইঙ্গিত ছিল। বিশেষতঃ ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন যে, "সাধারণ কল্যাণের জন্য যা কিছু আবশ্যক" তার সবগুলির ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের ক্ষমতা থাকবে। তখনকার মত প্রস্তাবটিকে চাপা দিয়ে রাখা হয এবং তার পরিবর্ত্তে, স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রাথমিক পর্য্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকার প্রধানতঃ কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটি মারফৎ কার্য্য পরিচালনা করতেন। এসময় কংগ্রেসের স্বকীয় ক্ষমতাও অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাবার প্রস্তাবটি যখন ক্রমশঃ আমেরিকায় একান্ত অপ্রিয় হয়ে উঠল, তখন একটি সমমর্য্যাদাসম্পন্ন 'আমেরিকান পার্লামেণ্ট' প্রতিষ্ঠার ধারণার উদ্ভব হ'ল। উপনিবেশগুলির উপর পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে এবং একমাত্র রাজার সঙ্গেই উপনিবেশগুলির সম্পর্ক আছে, এই কথা ঘোষণা ক'রে তখন যে সকল নূতন ও বলিষ্ঠ অভিমত প্রচারিত হয়েছিল তার সঙ্গে ঐ ধারণাটির বেশ মিল ছিল। জেমস্ উইলসন রচিত "ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত অধিকারের প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে বিবেচ্য বিষয়াবলী" নামক পুস্তকে এবং টমাস জেফারসন রচিত "ব্রিটিশ আমেরিকা অধিকারাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অভিমত" নামক পুস্তকে ঐ সব ধারণা বেশ জোরালো ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দুখানি পুস্তিকাই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে প্রকাশিত হয় এবং দমনমূলক আইনগুলির বিরুদ্ধে স্বদেশ-প্রেমিকদের জবাব ঐ দুটির মধ্যে পাওয়া যায়। ঐ বছরই শেষের দিকে জন অ্যাডামস্ বষ্টনের একটি সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রগুলি "নোভান্‌গ্লাস" লিখিত পত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্য দিয়ে তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে, উপনিবেশগুলি মোটেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত নয়। সুতরাং

তারা পার্লামেণ্টেরও বশীভূত নয়। তিনি বললেন, "ম্যাসাচুসেট্স্ একটি রাজ্য ও নিউ ইয়র্ক একটি রাজ্য" এবং একমাত্র রাজাই তাদের উপর সার্ব্বভৌম অধিকারের দাবী করতে পারেন। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায়, লেক্সিংটনে স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম গোলা বর্ষিত হবার পূর্ব্বে নেতৃস্থানীয় দেশপ্রেমিকদের সকলেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কতকগুলি ডোমিনিয়নের সমষ্টি এই মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন।

বৈপ্লবিক প্রচারের যন্ত্র ঃ সংবাদপত্র

আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রথমে হুইগ মতাবলম্বীদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ইংরাজ হিসাবে অধিকার ভোগ করার যুক্তি তোলা হয় এবং পরে অধিকতর বৈপ্লবিক ধারণা নিয়ে মানুষ হিসাবে অধিকার অর্জ্জনের দাবী করা হতে থাকে। আর এই দুদিক থেকেই আমেরিকার যুক্তি সংবাদপত্র, প্রচারপত্র এবং ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের মারফৎ অনুক্ষণ বেশ জোরালো ভাষায় সাধারণ মানুষের মনে প্রবেশ করিয়ে দেবার আয়োজন চলতে থাকে।

তর্কবিতর্কের দিনগুলিতে তো বটেই, এমনকি যতদিন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলেছে ততদিন আমেরিকায় সংবাদপত্রগুলি এক সচল ও তেজস্বী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। যখন ষ্ট্যাম্প আইন চালু হয় তখন স্বাধীন সংবাদ-পত্রের মৃত্যুর রূপক হিসাবে মার্কিণ সংবাদপত্রগুলির শিরোনামার উপর মাথার খুলি, হাড় এবং শোকজ্ঞাপক কাল বর্ডার ব্যবহার করা হ'ত। তার পর টাউনসেণ্ডের আইনে যখন কাগজের উপর শুল্ক বসিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যয় বাড়িয়ে দেওয়া হয় তখনও আমেরিকার সাংবাদিকদের লেখনী চুপ ক'রে থাকেনি। ব্রিটেনের বিভিন্ন মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে এঁরা আগাগোড়াই বিরোধিতার সুর বজায় রেখে এসেছেন। বেঞ্জামিন এডস্ এবং জন গিল সম্পাদিত বষ্টনের 'দি গেজেট' নামক পত্রিকাখানি ককাস ক্লাবের বামপন্থী র‍্যাডিকাল সদস্যদের আভ্যন্তরীন চক্রের মুখপত্ররূপে কাজ করত।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর বার্ণাড লিখেছিলেন, “সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণের মধ্যে ৮ ভাগের ৭ ভাগ লোকই একমাত্র এই কুখ্যাত পত্রিকাখানি ছাড়া আর কোন কাগজই পড়ে না।” দেশপ্রেমের উন্মাদনায় সম্ভবতঃ ‘গেজেট’কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল ‘ম্যাসাচুসেট্‌স্ স্পাই’ নামক পত্রিকাখানি। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে এখানি আত্মপ্রকাশ করে। সেই যুগের অন্যতম বিখ্যাত সম্পাদক ও প্রকাশক আইজায়া টমাস এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং শুরু থেকেই এই পত্রিকাখানি স্বদেশপ্রেমিকদের আহ্বানকে অত্যন্ত জোরদার করে তোলে। ফিলাডেলফিয়ার ‘পেনসিলভ্যানিয়া ক্রনিক্‌ল’ নামক পত্রিকায় হুইগ মতানুগ কতিপয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়ে সর্ব্বসমেত যে ৭০ খানা পত্রিকা প্রকাশিত হ’ত তার মধ্যে মাত্র ১৫ খানাকে টোরিপন্থী বলা যেত। এই টোরিপন্থী পত্রিকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল হিউ গেন সম্পাদিত “নিউ ইয়র্ক গেজেট অ্যাণ্ড উইক্‌লি মার্‌কারি” এবং জেমস রিভিংটন সম্পাদিত “নিউ ইয়র্ক গেজেটিয়ার”। পূর্ব্বোক্ত পত্রিকাখানি প্রথমে টোরি মতবাদী ছিল না কিন্তু পরে পুরাপুরি টোরি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। দুই দুই বার র‍্যাডিকাল পন্থীরা রিভিংটনের দফ্‌তরে হানা দিয়েছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন দ্বিতীয়বার তাঁর দফ্‌তর আক্রান্ত হয়, তখন আইজাক সিয়ার্সের নেতৃত্বে স্বাধীনতাকামী সন্তান-সঙ্ঘের লোকেরা মুদ্রণযন্ত্রটিকে সম্পূর্ণ তছ্‌নছ্ ক’রে দিয়ে কার্য্যতঃ ধ্বংসই ক’রে দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীনতাকামী সন্তান-সঙ্ঘের লোকদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে বেশ একটু সঙ্কীর্ণ ধারণা ছিল। ব্রিটিশ পক্ষ এবার যখন নিউ ইয়র্ক সহরের উপর তাদের আধিপত্যকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন করে তুলল, তখন রিভিংটন আবার ফিরে এসে তাঁর “রয়্যাল গেজেট” প্রকাশ করলেন। ফিলিপ ফ্রেনো (১৭৫২-১৮৩২) নামক বৈপ্লবিক যুগের জনৈক দেশভক্ত কবি রাজার পক্ষ থেকে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হওয়ায় রিভিংটনকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে

নাইট পদবীতে ভূষিত করেন। ফ্রেনো লিখলেন যে, মিষ্টার রিভিংটন হচ্ছেন "অসংখ্য মিথ্যার আবিষ্কর্ত্তা ও মুদ্রাকর।"

এক্ষেত্রে একটা জিনিষ অবশ্য খুব পরিষ্কার। জনমতের উপর সংবাদ-পত্রগুলির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক শত্রু মনোভাবাপন্ন প্রত্যক্ষদর্শী স্বদেশে লর্ড ডার্টমাউথকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "ঔপনিবেশিক সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের অধিকাংশের সুতীব্র আগ্রহ দেখলে এবং কি রকম নিঃসঙ্কোচে ও বিনা দ্বিধায় ঐ সব কথা তারা বিশ্বাস করে, তা লক্ষ্য ক'রলে কেউই বিস্মিত না হ'য়ে পারেনা।..."

ধর্ম্মযাজকের বক্তৃতামঞ্চ

যে যুগে মানুষের ধর্ম্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি অত্যন্ত গভীর ও তীব্র ছিল, সে যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ধর্ম্মযাজকদের ভূমিকা খুব সাধারণ ভাবে বিচার ক'রে ওঠা সম্ভব নয়। নিউ ইংল্যাণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণ ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনায় খুবই মুখর ছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে আদৌ দ্বিধা করতেন না। ম্যাসাচুসেট্‌স্ এবং কনেটিকাটে গীর্জ্জার বাৎসরিক নির্ব্বাচনের সময় যে বাণী প্রচার করা হয় তাতে একটা তীব্র বৈপ্লবিক সুর ধ্বনিত হ'ত। রবিবার বাদে "সপ্তাহের প্রত্যেক দিনেই যাতে গীর্জ্জার বক্তৃতামঞ্চে উপনিবেশগুলির অধিকারের প্রশ্নটি আলোচিত হয় তার জন্য" প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসবার পর ম্যাসাচুসেট্সের ধর্ম্মযাজকগণ রবিবারেও এই আলোচনা করতে থাকলেন। ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁরা বামপন্থী মনোভাব পোষণ করতেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন জোনাথান মেহিউ (১৭২০-১৭৬৬)। ইনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং এঁর ধর্ম্মসংক্রান্ত মতবাদে পরবর্ত্তীকালের অদ্বৈত-বাদের পূর্ব্বাভাষ ছিল। (খ্রীষ্টীয় সমাজে তদানীন্তন কালে ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিট্যারিয়ান মতবাদ চালু ছিল। তারা ট্রিনিটি অর্থাৎ ঈশ্বরের তিনটি রূপে বিশ্বাসী ছিলেন। এই তিনটি রূপ হচ্ছে—পরমপিতারূপ ঈশ্বর, পুত্ররূপ

ঈশ্বর এবং পবিত্র পরমাত্মারূপ ঈশ্বর। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে এই ধর্ম্মীয় বিশ্বাসকেই খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ নামে অভিহিত করা হ'য়েছে।—অনুবাদক।) জোনাথান মেহিউ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দেই ঘোষণা করেছিলেন, "ব্রিটনগণ কখনই ক্রীতদাস হবে না।" পিউরিট্যান ধর্ম্মযাজকদের বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম্মযাজকদের সকলেই সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিলেন। এই প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম্মযাজক দলের নেতৃত্ব করতেন রেভারেণ্ড জন উইদারস্পুন (১৭২৩-১৭৯৪)। তিনি ছিলেন নিউ জার্সি কলেজের (বর্ত্তমানে প্রিনষ্টন) প্রেসিডেন্ট। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।

অবশ্য অ্যাঙ্গলিক্যান গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজকগণ, জার্ম্মাণ গীর্জ্জাসমূহ এবং কোয়েকারপন্থীদের মধ্যে রাজভক্তি বেশ প্রবল ছিল। চার্চ্চ অব ইংল্যাণ্ডের আমেরিকাস্থিত ধর্ম্মযাজকগণ রাজাকে তাদের গীর্জ্জাসঙ্ঘের নামমাত্র প্রধান বলে মনে করতেন এবং তজ্জন্য তাঁরা রাজার প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন। ফলে তারাই রাজভক্তির এক শক্ত জোট ছিলেন। যাই হোক, নানা কারণে পিউরিটান ধর্ম্মযাজকদের মত সাধারণ লোকদের উপর তাদের তত প্রভাব ছিল না। আমেরিকায় একজন বিশপ নিয়োগের জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল সেটা শুধু কংগ্রেগেশনালিষ্ট ও প্রেসবিটেরিয়ানদের মত গোষ্ঠীগুলির বিরোধিতাকেই তীব্র ক'রে তোলেনি সাধারণ অ্যাঙ্গলিক্যানপন্থীদেরও এই প্রশ্নে বিভক্ত করে দিয়েছিল। মধ্যাঞ্চলের উপনিবেশগুলির অ্যাঙ্গলিক্যানপন্থীরা সাধারণভাবে মার্কিণ বিশপ নিয়োগের প্রস্তাবটির প্রতি কতকটা সহানুভূতিসম্পন্ন থাকলেও দক্ষিণাঞ্চলের সাধারণ অ্যাঙ্গলিক্যানপন্থীরা মনে করলেন যে, নিজেরাই নিজেদের ধর্ম্মযাজক নির্ব্বাচন করার যে অধিকার তাদের আছে এই প্রস্তাবে সেই অধিকারই ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। এতকাল দক্ষিণাঞ্চলের গীর্জ্জাগুলি বহুদূরে অবস্থিত ইংল্যাণ্ডের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকবার ফলে কতকটা স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিপ্লবের সময় তাদের এই স্বায়ত্ত-

শাসনমূলক পদ্ধতি বেশ কিছুটা শিকড় গেড়ে বসেছিল। সুতরাং সাধারণ পাদ্রীরা তাদের এই অধিকার পরিত্যাগ করতে একান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। একারণেই আমেরিকায় একজন অ্যাঙ্গলিক্যান এপিস্কোপেট বা বিশপ নিয়োগের প্রশ্নটি আমেরিকাস্থিত অ্যাঙ্গলিক্যান গীর্জ্জাগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দিক থেকে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল অ্যাঙ্গলিক্যান গোষ্ঠী বহির্ভূত অন্যান্য সম্প্রদায় ও রাজসরকারের বা প্রতিষ্ঠিত গীর্জ্জার (এষ্টাব্লিসড্ চার্চ্চ) প্রতিনিধিদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির দিক থেকে ততখানি গুরুত্বপূর্ণ হ'ল না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মেরীল্যাণ্ডের রেভারেণ্ড জোনাথান বুশার (১৭৩৮-১৮০৪) গীর্জ্জার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজা তৃতীয় জর্জ্জের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন এবং রাজতন্ত্রের ঐশী অধিকার সম্পর্কেও কণ্ঠ হ'য়ে উঠতেন। কিন্তু চেয়ারের উপরে একজোড়া পিস্তল না রেখে তিনি কোনদিনই বক্তৃতা করবার সাহস পেতেন না।

বার্ত্তা বিনিময় ও নিরাপত্তা সমিতিসমূহ

সংবাদপত্র এবং গীর্জ্জার বক্তৃতামঞ্চ—উভয়ের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার চেতনা প্রতিফলিত হচ্ছিল। আর এর পশ্চাতে সুনিয়মিতভাবে করে যাচ্ছিল ঘরোয়াভাবে গঠিত যোগাযোগ রক্ষা সমিতিগুলি, যারা প্রেরণা পেয়েছিল প্রধানতঃ স্যামুয়েল অ্যাডামসের নিকট থেকে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্যামুয়েল অ্যাডামসের নিকট থেকে আহ্বান আসবার পর ম্যাসাচুসেট্সের সবগুলি সহরে এই সকল যোগাযোগ রক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল। সরকারের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে আইনসভার কর্ত্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে হাচিন্‌সন্ যে চেষ্টা করেছিলেন তারই প্রতিবাদে এই সমিতিগুলি গঠিত হয় এবং দেখা যায় যে, এক বছরের মধ্যেই র‍্যাডিকাল-পন্থীরা ম্যাসাচুসেট্সের অনুকরণে সর্ব্বত্র বৈপ্লবিক সংগঠন গড়বার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভার্জ্জিনিয়ার প্রতিনিধিসভা (হাউস অব বার্জ্জেসেস্) বিভিন্ন উপনিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্যাট্রিক

হেনরি, টমাস জেফারসন এবং রিচার্ড হেনরি লী প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিক নেতাদের নিয়ে এগারজন সদস্যের একটি স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা সমিতি নিয়োগ করে। পরবর্ত্তী জুলাই মাসের মধ্যে ছয়টি উপনিবেশে এরূপ সমিতি গঠিত হয় এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে একমাত্র উত্তর ক্যারোলাইনা ও পেনসিলভ্যানিয়া ব্যতীত তেরটি উপনিবেশের সর্ব্বত্রই এরূপ সমিতি গঠিত হয়।

এই সমিতিগুলিকে কায়াহীন আইনসভার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। কারণ, এদের অধিবেশন কখনই স্থগিত থাকত না এবং কখনই এদের ভেঙ্গে দেওয়া যেত না। সবগুলি উপনিবেশের জন্য একটি স্থায়ী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই সমিতিগুলি ছিল তার অন্তর্ব্বর্ত্তী পর্য্যায়ের একটা রূপ। প্রথম কংগ্রেসের প্রস্তাবক্রমে যে নিরাপত্তা সমিতিগুলি গঠিত হয় তারা উক্ত যোগাযোগ রক্ষা সমিতিগুলিকে আরও জোরদার করে তোলে। এই শেষোক্ত নিরাপত্তা সমিতিগুলিই অতন্দ্রভাবে কাজ ক'রে আর্থনীতিক বয়কট চালু রেখেছিল। যদিও সামাজিক দিক থেকে একঘরে করা এবং আর্থনীতিক বয়কট করাই এদের প্রধান অস্ত্র ছিল তথাপি গায়ে আলকাতরা মাখান বা কতকগুলি পালক বসিয়ে দেওয়া প্রভৃতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক প্রতিশোধও গ্রহণ করা হ'ত। পরে এই নিরাপত্তা সমিতিগুলিই বিপ্লবের প্রাদেশিক তথা স্থানীয় পরিচালক যন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

অপরপক্ষে তদানীন্তন রাজভক্তগণ এই সকল সমিতিকে গণতান্ত্রিক জাগরণের নিকৃষ্টতম রূপ ব'লে মনে করতেন। নিউ ইয়র্কের টোরিপন্থী স্যামুয়েল সীবেরী (১৭২৯-১৭৯৬) বলেছিলেন ঃ "যদি আমাকে কখনো দাসত্ব বরণ ক'রতে হয় তবে অন্ততঃ কোন রাজার দাস যেন হই, কতকগুলি ভুঁইফোড় হঠাৎ-গজান অরাজক সমিতির একটি অংশের দাসত্বে যেন আবদ্ধ না হই। যদি আমাকে কেউ গিলেই ফেলে তা হ'লে আমি যেন অন্ততঃ সিংহের চোয়ালে স্থান পাই, ইঁদুর এবং অন্যান্য মশা-মাছি-পোকা-মাকড়ের কামড়ে না মরি।"

প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ম্যাসাচুসেট্‌সের প্রতিনিধিসভা প্রস্তাব করল যে, সেপ্টেম্বর মাসে ফিলাডেলফিয়ায় এক কংগ্রেস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোক। তখন অন্যান্য উপনিবেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস অথবা কাউন্টি কন্‌ভেন্‌শনের অনুষ্ঠান করে সেই সব সম্মেলন থেকে প্রথম কংগ্রেসের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হ'তে লাগল। একমাত্র জর্জ্জিয়া প্রদেশে এই প্রতিনিধিদের নির্ব্বাচন বন্ধ ক'রে দেওয়ার চেষ্টা ফলবতী হয়েছিল। এই ভাবে ষ্ট্যাম্প আইনের পর আবার এই সর্ব্বপ্রথম আন্তঃউপনিবেশিক কংগ্রেস অনুষ্ঠানের আয়োজন বেশ পাকাপাকি হয়ে গেল। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এর অধিবেশন বসল এবং সাতসপ্তাহব্যাপী কংগ্রেসে যে সব বিষয় নিয়ে এই তর্ক বিতর্ক চলল, সেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের দিক থেকে পূর্ব্বেকার অন্যান্য আন্তঃঔপনিবেশিক সমাবেশের আলোচ্য বিষয়গুলি অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আমেরিকার দ্বাদশটি উপনিবেশ থেকে মোট ৫৬ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দেন। ডাঃ স্যামুয়েল জন্‌সন্ এই প্রতিনিধিদের সম্পর্কে নানা-প্রকার কটুক্তি করেন। তিনি বললেন, এরা হচ্ছে "অত্যুৎসাহী অন্ধ অরাজক", "রাজদ্রোহিতার নায়ক", এবং "মহাসর্ব্বনাশের আবাহনকারী।" কিন্তু আসলে এই পণ্ডিত টোরিটির এই সব উক্তির পিছনে ছিল তার তীব্র মার্কিণ-বিরোধী কুসংস্কার। কংগ্রেসে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের কেউই রক্তচক্ষু দঙ্গলবাজ ছিলেন না। এঁদের সকলেই ছিলেন যথেষ্ট সঙ্গতি ও বিষয়-আশয়সম্পন্ন ব্যক্তি। উপরন্তু, এঁরা সকলেই জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং এঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট ছিল। বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন ঔপনিবেশিকদের প্রতিনিধিরূপে যেমন ম্যাসাচুসেট্‌সের অ্যাডামসদ্বয়, ভার্জ্জিনিয়ার প্যাট্রিক হেনরি ও রিচার্ড হেনরি লী এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ক্রীষ্টোফার গ্যাড্‌স্‌ডেন্ (১৭২৪-১৮০৫) কংগ্রেসে

উপস্থিত ছিলেন ঠিক তেমনি দক্ষিণপন্থীদেরও প্রতিনিধিত্ব করছিলেন একদল দৃঢ়মনা রক্ষণশীল, যাঁদের কেউ কেউ আবার চরম দক্ষিণপন্থী হিসাবে প্রায় রাজভক্তদের সমপর্য্যায়ে ছিলেন। তবে বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী যাই হোক না কেন, সমবেত প্রতিনিধিদের অধিকাংশেরই গভীর উদ্বেগ ছিল কিভাবে মাতৃদেশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটা প্রতিরোধ করা যায়।

অবশ্য এই প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেসের একেবারে গোড়া থেকেই রক্ষণশীল ও দ্রুত সংস্কারকামী দল দুইটির মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। বামপন্থী দ্রুত সংস্কারকামীরা প্রথমদিকে দুইটি ক্ষেত্রে দ্রুত জয়লাভ করে। একটি হচ্ছে পেনসিলভ্যানিয়ার চার্লস টমসনকে কংগ্রেসের সেক্রেটারী পদে নির্ব্বাচন। টমসন কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে যোগ দেননি, কিন্তু সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হবার পর তিনি মহাদেশীয় কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাসে, আগাগোড়া এই কাজে বহাল ছিলেন। বামপন্থীদের দ্বিতীয় জয় হয়েছিল, সাফোক কাউন্টিতে গৃহীত সঙ্কল্পসমূহ অনুমোদিত হওয়ায়। এই সঙ্কল্পগুলি রচনা করেছিলেন জোসেফ ওয়ারেণ এবং ম্যাসাচুসেট্‌সের সাফোক কাউন্টিতে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে উহা গৃহীত হয়। পল রিভিয়ারকে বার্ত্তাবাহক নিয়োগ ক'রে এগুলি ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়। এই সঙ্কল্পগুলিতে বলা হয় যে, দমনমূলক আইনগুলি সম্পূর্ণভাবে বে-আইনী, ম্যাসাচুসেট্‌সের জনসাধারণ যেন নিজেদের সরকার গঠন করেন এবং যতদিন এই আইনগুলি রদ করা না হয় ততদিন যেন আদায়ীকৃত খাজনা জমা দেওয়া বন্ধ রাখেন। তাছাড়া, জনসাধারণকে নিজেদের গণবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবার আহ্বান জানিয়ে সাফোক প্রস্তাবে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কঠোরতর আর্থনীতিক বর্জ্জনের সুপারিশ করা হয়।

কিন্তু এই সাফোক প্রস্তাবের বৈপ্লবিক সুরটি প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেসের মনোভাব ও কার্য্যাবলীর যথার্থ ইঙ্গিত নয়। জোসেফ গ্যালওয়েের নেতৃত্বে

মিলিত হ'য়ে রক্ষণশীলগণ একটি ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের এই পরিকল্পনা ছিল ফ্র্যাঙ্কলিনের সর্ব্বজনপরিত্যক্ত অ্যালবানি পরিকল্পনার অনুরূপ। গ্যালওয়ের প্রস্তাবে ব্রিটিশ সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন প্রেসিডেণ্ট জেনারেলের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের কথা বলা হয়। এই প্রেসিডেণ্ট জেনারেল রাজার ইচ্ছানুযায়ী স্বপদে বহাল থাকবেন এবং তাঁর গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের আইন নাকচ ক'রে দেবার অর্থাৎ ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে। প্রত্যেক প্রদেশের আইনসভা তিন বছরের জন্য উক্ত গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচন করবেন, একথাও উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়। আরও বলা হয় যে, এই প্রেসিডেণ্ট এবং তাঁর কাউন্সিল "ব্রিটিশ আইনসভারই একটি সুস্পষ্ট নিম্নতম পর্য্যায়ের শাখা" হবে। আমেরিকা-সংক্রান্ত বিধি-বিধান রচনার প্রস্তাব এই গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল বা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট—যে কোন জায়গাতেই উত্থাপন করা চলবে। কিন্তু আইন হিসাবে গণ্য হবার পূর্ব্বে একের প্রস্তাবে অপরের সম্মতি থাকা চাই। গ্যালওয়ের এই প্রস্তাবটি নিউ ইয়র্কের জেমস্ ডুয়েন (১৭৩৩-১৭৯৭) সমর্থন করেন। ছয়টি উপনিবেশ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং পাঁচটি উপনিবেশ এটি সমর্থন করে। ফলে সামান্য ভোটের ব্যবধানে গ্যালওয়ের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এই প্রস্তাবটি নাকচ হবার পর বামপন্থীরা আবার তাদের নষ্ট উদ্যম ফিরে পেল এবং কংগ্রেসের তালিকা থেকে গ্যালওয়ের উক্ত পরিকল্পনাটি মুছে দেবার ব্যবস্থা করে।

এই জয়লাভের পর বামপন্থীরা মহাদেশীয় সমিতি গঠনের কঠোর কাজে অগ্রসর হলেন। প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ অঙ্গীকার করলেন যে, তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশ পরবর্ত্তী ১লা ডিসেম্বর থেকে ব্রিটেন থেকে সর্ব্বপ্রকার আমদানী বন্ধ ক'রে দেবে এবং ঐ তারিখ থেকেই দাস-ব্যবসায়ও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হ'ল। তাছাড়া ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ থেকে ব্রিটিশ এবং অন্যান্য নানা বিদেশী বিলাসোপকরণ ব্যবহার বর্জ্জন করবে এবং ঐ বছরেই ১লা

সেপ্টেম্বর থেকে ব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সর্ব্বপ্রকার রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করবে। এই সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রত্যেক কাউন্টি, ছোট সহর ও নগরীতে একটি ক'রে নির্ব্বাচিত সমিতি গঠন করা হবে এবং যারা এই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ ক'রবে তাদের একঘরে ক'রে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচার ক'রে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হয়। কোন প্রদেশ যদি মহাদেশীয় সমিতির মধ্যে থাকতে অপারগ হয় তা হ'লে সেই প্রদেশকেও বয়কট করা হবে। গ্যালওয়ে এই সিদ্ধান্তকে রাজদ্রোহিতার সামিল ব'লেই মনে ক'রেছিলেন, কিন্তু তিনিও এতে স্বাক্ষর ক'রলেন, কারণ "এর চেয়েও অধিকতর কোন হিংসাত্মক পন্থার দিকে অগ্রসর হওয়া বন্ধ করাই ছিল" তাঁর উদ্দেশ্য। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যেই বারোটি উপনিবেশে মহাদেশীয় সমিতি চালু হয়ে গেল, এবং এমনকি জর্জ্জিয়া প্রদেশটিও কিছুটা সংশোধিত আকারে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করল।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে ঘোষণা ও সঙ্কল্প গৃহীত হয়, সেগুলি আমেরিকায় বৈপ্লবিক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে এক উল্লেখযোগ্য সংযোগ-সেতু রচনা করে। বিবিধ দমনমূলক আইন এবং ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পর যে সকল রাজস্ব-সংক্রান্ত বিধি-বিধান জারী করা হয়েছিল সেই কংগ্রেস তার নিন্দা করা ছাড়াও আর এক ধাপ উপরে উঠে ঔপনিবেশিকদের "বাঁচবার, স্বাধীনতা ভোগের এবং সম্পদ্ ও সম্পত্তি অর্জ্জনের" অধিকারসহ অন্যান্য অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ ক'রে এবং বলে যে, কর ধার্য্য করা এবং বাইরের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা সমেত সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের সর্ব্বাত্মক ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির। একমাত্র রাজাই শুধু প্রদেশিক আইনসভাগুলির আইন নাকচ করতে পারবেন, তাছাড়া আর কেউই পারবে না।

এই প্রস্তাবগুলিকে খুবই বামপন্থী মনে হ'লেও এদের ছন্দ ও সুর দুইই নিউ ইয়র্কের তরুণ ব্যবহারজীবী জন জে (১৭৪৫-১৮২৯) রচিত "গ্রেট ব্রিটেনের

জনগণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা” নামক একটি প্রকাশ্য সম্বোধনের ছন্দ ও সুরের চেয়ে অনেক বেশী নরম ছিল। এই সম্বোধনে ব্রিটেনকে অভিযুক্ত করা হয় যে “সে তার বান্ধব সন্তান-সন্ততিবর্গকে শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা করছে” এবং তার উপসংহারে একটা অশুভসূচক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়ঃ “যদি আপনারা কৃতসঙ্কল্প হয়ে থাকেন যে ন্যায়ের কণ্ঠ, আইনের অনুশাসন, সংবিধানের মূল নীতি অথবা মানবতার আবেদন—এর কোনটিই আপনাদের হস্তকে এ রকম একটি অসাধু উদ্দেশ্যে মানুষের রক্তমোক্ষণ থেকে বিরত করতে না পারে, তা হ'লে আমরাও আপনাদের অবশ্যই জানিয়ে দেব যে, আমরা কোনদিনই পৃথিবীর কোন মন্ত্রিসভা বা কোন জাতির জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহকারী বা জলতোলা ভিস্তি হবার জন্য আত্মসমর্পণ করব না।” এই সম্বোধন পত্রাপেক্ষা আরও বেশী নরম সুর ছিল জন ডিকিন্সন্-রচিত রাজার প্রতি আবেদন। অতীত অভ্যাস অনুযায়ী তিনি দোষ চাপিয়েছিলেন “সেই সব অভিসন্ধিপরায়ণ বিপজ্জনক লোকদের উপরে যারা দুঃসাহসভরে রাজা এবং তাঁর অনুগত প্রজাদের মধ্যে নিজেদের দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিল” এবং “যারা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে অতিশয় বিরক্তিকর ও লোক-ক্ষ্যাপানো দমন-মূলক পরিকল্পনা” চালু করেছিল। ঠিক এই সময় পর্য্যন্তও রাজাকে সমালোচনার হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কানাডাবাসী ফরাসীদের সম্পর্কে জন ডিকিন্সন্ একেবারে উল্টো সুরে কথা বললেন। তিনি তাঁর “কুইবেক প্রদেশবাসীদের উদ্দেশে” নামক একখানি খোলা চিঠিতে তাদের সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, তারা যেন উপনিবেশগুলির উপর জুলুম ও জোর-জবরদস্তিতে নিমগ্ন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন না করেন এবং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে কুইবেক আইনের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, ঐ আইনটি ক্যাথলিকদের বিবেকবুদ্ধির স্বাধীনতা অপহরণ করেছে।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হবার পূর্ব্বে ঔপনিবেশিক কার্য্যাবলী কোন-না-কোনও ভাবে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সিদ্ধান্ত করা হয় যে,

যদি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে'র মধ্যে আমেরিকার অভিযোগগুলি দূর করার ব্যবস্থা না হয় তা হ'লে ঐ তারিখ থেকেই পুনরায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পরেও এমনকি বামপন্থীদের মনেও নূতন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। ঠিক এরূপ সন্দেহের মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল জন অ্যাডামসের এক লেখায়ঃ "অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল, আর তার মধ্যেই আমরা বিদায় নিলুম ফিলাডেলফিয়া থেকে—আমেরিকার সুখী, শান্তিপূর্ণ, সুন্দর ও সংযত, অতিথি-বৎসল এবং বিনয়নম্র সেই ফিলাডেলফিয়া। আবার কোন দিন আমি পৃথিবীর এই অংশটি দেখতে পারব, এ সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু এই সহরে আমি যে অসংখ্য সৌজন্য ও ভদ্রতার পরিচয় পেয়েছি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ সহকারে সেই স্মৃতিটিকে আমি আমার চিত্তপটে চিরকাল অটুট রেখে দেব। ..."

প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেসে যথেষ্ট নরম মনোভাব প্রকাশ করা হ'লেও এবং আমেরিকার অধিকাংশ লোক তখন পর্য্যন্ত রাজার প্রতি অনুগত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলেও ইংল্যাণ্ডের পরিস্থিতি কিন্তু আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার অনুকূল ছিল না। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়লাভ ক'রে লর্ড নর্থের মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় বহাল থাকেন। মন্ত্রিসভার, আমেরিকা বিধায়ক সচিব আর্ল অব ডার্টমাউথ, যিনি আপোষ-মীমাংসার জন্য একটি কমিশন প্রেরণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং যুদ্ধসচিব ব্যারিংটন, যিনি সরাসরি অভিযানের পরিবর্ত্তে নৌ অবরোধ অধিক পছন্দ ক'রতেন ও ম্যাসাচুসেট্‌স্ থেকে সৈন্যদের সরিয়ে আনবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরা নূতন মন্ত্রিসভায় শীঘ্রই সংখ্যালঘু হ'য়ে পড়লেন। মন্ত্রিসভার জনৈক সদস্য বললেন যে, প্রথম কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণী "বিদ্রোহের সর্ব্বপ্রকার ধারণাকেই অতিক্রম করেছে।" ইতোমধ্যে আমেরিকার নানাস্থানে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হবার সংবাদে ব্রিটেনে এক তীব্র মার্কিণ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছিল এবং এমন কি ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও এই প্রতিকূলতা প্রসারিত

হচ্ছিল। সরকার-বিরোধী দলটিতে অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে এক ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল। বার্ক ও রকিংহাম-গোষ্ঠীর সঙ্গে লর্ড চ্যাথামের বিভেদ সৃষ্টি হয়, ফলে লর্ড চ্যাথামকে দেখা যায় ক্রমশই অধিকতর বামপন্থী মনোভাব গ্রহণ ক'রতে। সরকার-বিরোধী দু'টি গোষ্ঠিই আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব এনেছিলেন, কিন্তু পার্লামেণ্টে সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। এ সময় অবশ্য রাজা ও তাঁর মিত্রবর্গ যুদ্ধের পক্ষেই ভিড়ে পড়েছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ প্রধান মন্ত্রী নর্থকে লিখে পাঠালেন যে, "নিউ ইংল্যাণ্ডের সরকারগুলি একেবারে বিদ্রোহ করেছে,...একমাত্র আঘাত হেনেই স্থির করতে হবে তারা এই দেশের অধীন থাকবে না সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে।"

যুদ্ধ-আরম্ভ

রাজা তৃতীয় জর্জ্জ অভ্রান্তই ছিলেন। একমাত্র আঘাতেই সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ণয় করবে ; তবে, তিনি যেরকমটি ভেবেছিলেন সেরকম আঘাত অবশ্য নয়। রাজা এবং তাঁর মন্ত্রিসভা ম্যাসাচুসেট্‌স্‌কে সামরিক শক্তির সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পদানত রাখার যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন সেই সিদ্ধান্ত একেবারে অনড় এরূপ যদি ধরে নেওয়া হয় এবং বে-কলোনীর (অর্থাৎ যার সম্পূর্ণ নাম ছিল "দি ম্যাসাচুসেট্‌স্ বে-কলোনী") জনসাধারণ সাফোকস্ সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজেদের অস্ত্র-সজ্জিত করার যে কঠোর সঙ্কল্প করেছিল তাও যদি অপরিবর্ত্তনীয় হয় তা হ'লে উভয়পক্ষে সঙ্ঘর্ষ যে অবশ্যম্ভাবী, তা একরূপ নিশ্চিতই বলা চলে। এ অবস্থায় কিরূপ ঘটনা সঙ্ঘর্ষের আগুন জ্বালাতে পারত তাও অনায়াসে অনুমান করা যেত। ৯ই ফেব্রুরারী তারিখে পার্লামেণ্টের উভয় সভাই ঘোষণা ক'রল যে, ম্যাসাচুসেট্‌স্ বিদ্রোহ করেছে। পরে মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে রাজার পক্ষ থেকে এমন একটি আইনে সম্মতি দেওয়া হ'ল যাতে ১লা জুলাই-এর পর থেকে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ব্যতীত অন্য কোন দেশের সঙ্গে নিউ ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলির সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। এ ছাড়া উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের মৎস্য শিকারের

এলাকাগুলিতেও নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীদের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই, এপ্রিল মাসে ঐ আইনটির কার্য্যকারিতা আরও পাঁচটি উপনিবেশে সম্প্রসারিত করা হয়, কারণ এই পাঁচটি উপনিবেশও পূর্ব্বোক্ত মহাদেশীয় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তগুলি পাকাপাকি ভাবে অনুমোদন ক'রেছে ব'লে লণ্ডনে খবর গিয়েছিল। এবার দেখা গেল ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তাদের দক্ষিণ হস্তে শাণিত তরবারি আর বামহস্তে শান্তির প্রতীক জলপাই গাছের ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লর্ড নর্থ আপোষ-মীমাংসার যে পরিকল্পনা পেশ ক'রলেন কমন্স সভায় তা অনুমোদন লাভ ক'রল। এই পরিকল্পনায় বলা হ'ল, "যে সব উপনিবেশ তাদের নিজ নিজ আইনসভা মারফৎ সাধারণ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রাদেশিক অসামরিক শাসনব্যবস্থার পরিপোষণকল্পে নিজেদের উপর যথোপযুক্ত পরিমাণে কর ধার্য্য করেছে, অতঃপর রাজার অনুমতিসাপেক্ষে সেই সব আমেরিকান উপনিবেশের উপরে একমাত্র নিয়ামক কর ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কর ধার্য্য করা থেকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্পূর্ণ বিরত থাকবে।"

কিন্তু পরবর্ত্তী যে মাসগুলিতে ভাগ্য নির্ণীত হ'তে চলেছিল, সে সময়ে আপোষ-মীমাংসা ও সুবিধাদানের পরিবর্ত্তে উৎপীড়ন ও তার প্রতিরোধই ঘটনাপ্রবাহের গতি ও প্রকৃতির নির্ণায়ক হ'য়ে উঠল। প্রথম ও দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠানের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে জেনারেল গেজের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত বস্টন ব্যতীত ম্যাসাচুসেট্‌স্ উপনিবেশের অন্যান্য সব জায়গাতেই নতুন ক'রে গণবাহিনী গঠিত হ'ল এবং নানাপ্রকার সামরিক রসদ সংগ্রহ করা শুরু হ'ল। টমাস গেজ ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্রের লোক। বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী হ'লেও তিনি এ ব্যাপারে প্রায় কখনই আগুয়ান হ'য়ে হাত দেননি এবং অত্যন্ত স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে গুরুতর ঝুঁকি এড়িয়ে যেতেন। এখন কিন্তু তিনিও দমননীতি অবলম্বনের জন্য বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বস্টনের সমবেত বামপন্থী নেতাদের সম্পর্কে ব'লতে গিয়ে

তিনি ঘোষণা করেন যে, "আমি আশঙ্কা করছি, যতদিন তাদের বন্দী ক'রে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া না হয় ততদিন হয়ত আমাদের পক্ষে কোনরকম শান্তিই লাভ করা যাবে না।" জবরদস্তিমূলক নীতি অবলম্বন সম্পর্কে তিনি লর্ড ব্যারিংটনকে পরামর্শ দিলেন, "আপনি যদি আত্মসমর্পণ না ক'রে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে চান, তা হ'লে গোড়া থেকেই সেই প্রতিরোধকে সফল করে তোলা দরকার। আপনি যদি মনে করেন এ কাজে দশ হাজার লোক হ'লে চলবে, তা হ'লে বিশ হাজার লোক পাঠাবেন এবং যদি মনে করেন, দশ লক্ষ পাউণ্ড হ'লে চলবে তা হ'লে বিশ লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ করুন। দেখবেন, এতে শেষ পর্য্যন্ত রাজকোষ এবং মানুষের জীবন—এই দু'য়েরই সাশ্রয় হবে। বিরাট বাহিনী হ'লে তা একটা ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করবে এবং ফলে অনেকেই আপনার পক্ষে যোগ দেবে, কিন্তু বাহিনী যদি মাঝারি আকারের হয় তা হ'লে তাতে অপর পক্ষের প্রতিরোধপ্রবণতাই উৎসাহিত হবে এবং তার ফলে কোন সার্থকতাই লাভ করা যাবে না।" কিন্তু, সম্ভবতঃ রাজা তৃতীয় জর্জ্জের দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং অংশতঃ তাঁর নিজেরই কুসংস্কারের দরুণ সামরিক খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হ'ল তাতে নিতান্তই কার্পণ্যের পরিচয় দেওয়া হ'ল।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল গেজ "পর্য্যাপ্ত সামরিক শক্তির সাহায্যে সমগ্র দেশের সাথে মোকাবিলা করার এবং এভাবে তাদের উপর আধিপত্য বহাল রাখার" অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ব্যারিংটনকে পুনরায় লিখেছিলেন: "একমাত্র বস্টন সহরেই চুপচাপ বসে থাকলে সব ব্যাপারের সুরাহা হ'য়ে যাবে না। সেনাবাহিনীকে অবশ্যই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে।" এপ্রিল মাসের মধ্যেই জেনারেল গেজ মনে করলেন যে, এবার আঘাত হানা দরকার। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, ম্যাসাচুসেট্সের গণবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র হ'চ্ছে কংকর্ড সহর। এ অবস্থায় তিনি লাইট ইনফ্যান্ট্রি এবং গ্রেণেডিয়ার

—এই দুইটি বাহিনীকে প্রহরার কাজ থেকে সরিয়ে আনলেন এবং সমুদ্রতরী হিসাবে ব্যবহৃত নৌকাগুলিকে তীরে নিয়ে এলেন। তারপর ১৮ই এপ্রিল রাত প্রায় দশটার সময় তাঁর সৈন্যগণ ময়দানের মধ্য দিয়ে মার্চ্চ ক'রে ছোট্ট 'চার্লস রিভার' নৌকাযোগে পার হ'ল এবং কেমব্রিজ অভিমুখে এগুতে লাগল। সৈন্যদের গন্তব্যস্থলের হদিস্ পেয়ে বস্টন নিরাপত্তা সমিতি পল রিভিয়ার এবং উইলিয়ম ডয়েজকে পল্লী অঞ্চলকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। পল রিভিয়ার লেক্সিংটনে গিয়ে স্যামুয়েল অ্যাডামস এবং জন হ্যানকককে সাবধান ক'রে দিলেন। সকালেই লেঃ কর্ণেল ফ্রান্সিস স্মিথের নেতৃত্বে একদল সৈন্য সেখানে পৌছেছিল। লেঃ কর্ণেল স্মিথের ফৌজকে বাধা দেবার জন্য প্রদেশিক কংগ্রেস ৭০ জন লোকের একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কথা ছিল যে, মাত্র এক মিনিটের নোটিশে এরা সঙ্ঘর্ষস্থলে গিয়ে হাজির হবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ব্রিটিশ পুরোবর্ত্তী বাহিনীর নেতা মেজর জন পিটকেয়ার্ন বার বার নির্দ্দেশ দেবার পর সশস্ত্র আমেরিকানদের দলটি একটু দূরে গিয়ে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াতে লাগল, কিন্তু তাঁর আদেশমত তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করল না। এ সময় অকস্মাৎ এক অজ্ঞাত গুলির আওয়াজে মেজর পিটকেয়ার্নের নির্দ্দেশ ব্যতীতই ব্রিটিশ প্লেটুনটি থেকে পর পর গুলি ছোড়া আরম্ভ হ'ল, এবং আমেরিকানদের পক্ষ থেকেও কয়েকবার পাল্টা জবাব গেল। আটজন আমেরিকান নিহত ও দশজন আহত হ'ল, কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষে আহত বা নিহত হ'ল মাত্র একজন।

লেঃ কর্ণেল স্মিথ এবার তাঁর বাহিনীকে পুনর্গঠিত ক'রে কংকর্ডে মার্চ্চ করলেন এবং সেখানে কিছু ময়দা ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ধ্বংস ক'রলেন। কিন্তু কংকর্ডের নর্থ ব্রীজে গণবাহিণীর সৈন্যদের সংখ্যা ক্রমশঃ স্ফীত হতে লাগল এবং এরা একটি ব্রিটিশ প্লেটুনকে আক্রমণ ক'রে বসল। এর পর স্মিথ যখন কংকর্ড থেকে পশ্চাদপসরণ ক'রে বস্টনে

ফিরে আসার জন্য রওনা হ'লেন, তখন তিনি দেখলেন যে সমস্ত দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গণবাহিনীর লোকদের দ্বারা তাঁর বাহিনী পরিবৃত হ'য়ে পড়েছে। যখন তিনি লেক্সিংটনে পৌছলেন তখন আরও নতুন সৈন্য এসে পড়াতেই মাত্র তিনি সমূহ বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। অভিযাত্রী বাহিনী চার্লস্ টাউনে পৌছে বন্দরে উপনীত হবার পর সেই পোতাশ্রয়ে অবস্থিত যুদ্ধজাহাজগুলির কামানের গোলার অন্তরালে আত্ম-রক্ষার সুযোগ না পাওয়া পর্য্যন্ত গণবাহিনীর পক্ষ থেকে অবিরাম আক্রমণ চলেছিল। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের হতাহতের তালিকায় দেখা যায়—৭৩ জন নিহত, ১৭৪ জন আহত এবং ২৬ জন নিখোঁজ হয়েছে; অন্যদিকে আমেরিকান গণবাহিনীর পক্ষে হতাহত ও নিখোঁজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৯৩ জন।

লেক্সিংটনের যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছিল যে, গণবাহিনীর অনভিজ্ঞ ও অপটু লোকেরা যুদ্ধে অভিজ্ঞ ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং ঐ যুদ্ধের ফলে দেশপ্রেমিকরা উদ্যোগী হয়ে উঠল। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই বস্টন সহরে প্রবেশের বিভিন্ন পথ অবরুদ্ধ হয় এবং বস্টন অবরোধ শুরু হয়।

"সারা পৃথিবীতে যে গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হ'য়েছিল" অনতিবিলম্বেই তার তাৎপর্য্য বোঝা গেল। "দি নিউ ইয়র্ক মার্কারী" ঘোষণা করল: "১৯শে এপ্রিল তারিখের ঘটনাবলী উপনিবেশগুলি তথা সমগ্র মহাদেশকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ ক'রেছে।···জমি চাষ এবং রোপণের কাজ ছাড়া এখন আর যা কিছু করা হচ্ছে তা সমস্তই কেবল যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য।" যে লর্ড পার্সি সময় মত নতুন সৈন্য পঠিয়ে লালকোর্ত্তাদের (ব্রিটিশ সৈন্যগণ লাল ইউনিফর্ম পরিধান ক'রত ব'লে তাদের বলা হ'ত রেড কোট বা লালকোর্ত্তা। অনুবাদক) সমূলে উচ্ছেদ হ'য়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি মন্তব্য ক'রলেন: "যদি কেউ নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীদের একটা বিশৃঙ্খল জনতা ব'লে ভাবেন তা হ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল ক'রবেন।"

সমগ্র পল্লীঅঞ্চল দেশভক্তদের হাতে চলে আসাতে জেনারেল গেজ ব্রিটিশ অধিকৃত বস্টনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি দেখলেন, চার্লস্ টাউন এবং ডরচেস্টার হাইট্‌স্ থেকে বস্টনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অনায়াসে বিঘ্নিত করা সম্ভব। চার্লস্ টাউনের নিকটবর্ত্তী বাঙ্কার হিল অথবা ব্রিড পাহাড়ে একটি সাধারণ আকারের কামান বসিয়ে তার সাহায্যেই উত্তরদিকের নোঙর-ঘাটিতে ব্রিটিশ রণপোতের প্রবেশ অসাধ্য ক'রে তুলে সহরের উত্তর প্রান্তকে বিপন্ন করা যায়। আবার ডরচেস্টার হাইট্‌স্ থেকে অনায়াসে বন্দরস্থিত রণপোত এবং দুর্গের উপর আধিপত্য স্থাপন করা চলে। জেনারেল গেজ ডরচেস্টার হাইট্‌সের উপর সৈন্য সমাবেশ করার মতলব করেছেন, এই সংবাদ পেয়ে সমর পরিষদ্ (কাউন্সিল অব ওয়ার) অবিলম্বে চার্লস টাউন উপদ্বীপের উঁচু টিলাটি দখল ক'রে নেবার পাণ্টা আয়োজনের সিদ্ধান্ত করলেন। ব্রীড পাহাড়ে দেশপ্রেমিকরা আস্তানা গেড়েছেন, একথা যখন ১৭ই জুন প্রত্যুষে জানা গেল তখন পোতাশ্রয়ে অবস্থিত ব্রিটিশ রণতরীগুলি থেকে গোলাবর্ষণ করা আরম্ভ হ'ল। সম্মুখ দিক থেকে দেশপ্রেমিকদের উপর আক্রমণ চালাবার সিদ্ধান্ত ক'রে জেনারেল গেজ ২৪ শত আক্রমণকারী সৈন্যের একটি বাহিনীর ভার দিলেন জেনারেল স্যার উইলিয়াম হো-র (১৭২৯-১৮১৪) উপর জেনারেল হো এবং স্যার হেনরি ক্লিণ্টন (১৭৩৮?—১৭৯৫) ও জন বার্‌গোয়েন (১৭২২-১৭৯২)—শেষোক্ত দু'জনই মেজর জেনারেল—সপ্তাহ তিনেক পূর্ব্বে নতুন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমেরিকায় উপস্থিত হ'য়েছিলেন। আমেরিকানদের প্রধান ব্যূহটিতে ১৬ শত লোক এবং ৬টি কামান ছিল। এদের নেতৃত্ব ক'রছিলেন কর্ণেল উইলিয়াম্ প্রেসকট। হো-র সৈন্যদল ভারী বোঝা সঙ্গে নিয়ে খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে আমেরিকানদের পাহাড়টির দিকে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু দুই-দুইবার প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সম্মুখে ফিরে আসতে বাধ্য হ'ল। এবার ক্লিণ্টন এসে সদলবলে যোগ দেওয়ায় হো

তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, তারা যেন তাদের বোঝা ফেলে দিয়ে এগিয়ে যায় ও বেয়নেট চালাতে শুরু করে। এতে পাহাড়স্থ আমেরিকানরা পরাজিত হোল। কারণ দেশভক্তবাহিনীর গোলাবারুদ ইতিমধ্যে ফুরিয়ে গিয়েছিল। এর পর দ্রুত বাঙ্কার হিল আক্রমণ ক'রে জয় ক'রে নেওয়া হ'ল এবং আমেরিকানরা পশ্চাদপসরণের সময় প্রায় ধ্বংস হ'য়ে গেল। জেনারেল হো অতিরিক্ত মাত্রায় সতর্ক হবার দরুণ বিদ্রোহীদের উপর চাপ দিলেন না। পাহাড়টির পাদদেশ পর্য্যন্ত এসে তিনি পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত হ'লেন।

ব্রিটিশপক্ষকে এই জয়লাভের জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হ'য়েছিল। কারণ ব্রিটিশ-পক্ষে হতাহতের সংখ্যা এক সহস্র অতিক্রম ক'রেছিল, যা দেশভক্তদের হতাহত সংখ্যার তিনগুণ। তাছাড়া, ব্রিটিশপক্ষে বহু অফিসার হতাহত হ'য়েছিল। এ সম্পর্কে জনৈক ব্রিটিশ রাজপুরুষ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রসাল ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ক'রেছিলেন : "এ রকম আরো গুটিআষ্টেক জয় হ'লে, সেই জয়ের সংবাদ স্বদেশে ব'য়ে আনবার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।" যতদিন ডরচেস্টার হাইটস্ ব্রিটিশের দিক দিয়ে নিরাপদ না হ'চ্ছে ততদিন বস্টনে জেনারেল গেজের আধিপত্য মোটেই দৃঢ় হ'তে পারেনা। সুতরাং এ অবস্থায় গোলন্দাজ বাহিনীর এবং তার সঙ্গে কামানের অভাব তীব্রভাবে উপলব্ধি ক'রে ম্যাসাচুসেট্‌স্ নিরাপত্তা সমিতি এপ্রিল মাসের শেষাশেষি বেনেডিক্ট আর্ণিল্ডকে (১৭৪১-১৮০১) পশ্চিম-ম্যাসাচুসেট্‌সে ৪ শত লোক সংগ্রহের জন্য ভার দিলেন। বলা হ'ল লেক চ্যাম্‌প্লেন নামক হ্রদের তীরবর্ত্তী কামান ও অন্যান্য রণসম্ভারে পরিপূর্ণ এবং রণনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ টিকোন-ডারোগা দুর্গটি আক্রমণ ক'রতে হবে। ইত্যবসরে ভারমণ্টের "গ্রীণ মাউণ্টেন বয়েজ" বা হরিৎ পার্ব্বত্য বাহিনীর নেতা ইথান অ্যালেন (১৭৩৮-১৭৮৯) তাঁর নিজ রাজ্য কনেটিকাট থেকে স্বতন্ত্রভাবে আজ্ঞা পেয়ে ঐ দুর্গটি দখল করবার জন্য রওনা হ'লেন। "হরিৎ পার্ব্বত্য বাহিনীর" তরুণগণ তাদের নিজ নিজ

অফিসারের অধীনে ব্যতীত যুদ্ধ ক'রতে অস্বীকার ক'রল এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'ল যে, অ্যালেন এবং আর্ণল্ড উভয়েই একযোগে সেনাপতিত্ব ক'রবেন। বাঙ্কার হিলের ঘটনার সাত দিন আগে আমেরিকানরা অতর্কিতে ক্ষুদ্র ব্রিটিশ সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। মাত্র একজন নিহত হবার পরই সৈন্যাবাসটি আত্মসমর্পণ করে। এর কয়েকদিন পরে টিকোনডারোগার উত্তরে ক্রাউন পয়েন্ট অবরুদ্ধ হয় এবং ১৬ই মে তারিখে আর্ণল্ড কানাডার সীমান্তের অপর পারে সেণ্টজনস্ নামক স্থানটি দখল ক'রে নেন।

কিন্তু বস্টনে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের উপর টিকোনডারোগা ছুর্গের পতনের প্রভাব ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পূর্ব্বে অনুভব করা যায়নি। সে সময় জেনারেল হেনরি নক্স (১৭৫০-১৮০৬) ৪৩টি কামান এবং ১৬টি মরটার নিয়ে লেক চ্যাম্প্লেন থেকে অত্যন্ত কষ্টে স্থলপথে কেমব্রিজে পৌছেন। কামান হ'তে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করে জেনারেল জন টমাস (১৭২৪-১৭৭৬) মার্চ্চ মাসের গোড়ার দিকে ডরচেষ্টার হাইটস্ দখল করেন। প্রতিকূল আবহাওয়ায় হো-র পাণ্টা আক্রমণ ব্যর্থ হ'য়ে যাওয়ায় তিনি বস্টন ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। জেনারেল হো অক্টোবর মাসে জেনারেল গেজের স্থলবর্ত্তী হ'য়ে ব্রিটিশ বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। হো-র এই সিদ্ধান্তের পর এক হাজার রাজভক্তসহ ইংরেজ সৈন্যগণ পোতাশ্রয়ে গিয়ে সৈন্যবাহী জাহাজে আরোহণ ক'রল এবং ২৬শে মার্চ্চ এই জাহাজ বন্দর ত্যাগ ক'রে নোভাস্কোশিয়ার হ্যালিফ্যাক্স অভিমুখে যাত্রা ক'রল। মাত্র এগারো মাসের সামান্য কিছু বেশী দিন অভিযান চালিয়ে আমেরিকার দেশভক্তরা এভাবে গোটা নিউ ইংল্যাণ্ডকে রাজকীয় ফৌজ শূন্য করল।

স্বাধীনতার পথে

১০ই মে তারিখে যখন ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল, তখন যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গিয়েছে। অবশ্য, ঐ দিন নিউ ইংল্যা- বাহিনীর নিকট টিকোনডারোগা ছুর্গের পতনের সংবাদ কংগ্রেসে তখন

পৌছায়নি। গ্যালওয়ে এবং আইজাক লো-র মত নেতৃস্থানীয় রক্ষণশীলগণকে এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে দেখা গেলনা, কিন্তু বামপন্থী র‍্যাডিকেলদের কয়েকজন নূতন মুখপাত্র সেখানে উপস্থিত হ'লেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পেনসিলভ্যানিয়া থেকে আগত বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ও জেমস্ উইলসন, ম্যাসাচুসেট্‌স্ থেকে জন হ্যানকক এবং কংগ্রেসের শেষের দিকে উপস্থিত হন ভার্জ্জিনিয়ার টমাস জেফারসন্। প্রথম কংগ্রেসে সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন ভার্জ্জিনিয়ার পেটন র‍্যাণ্ডল্‌ফ, কিন্তু এবারকার কংগ্রেসে তাঁর স্থানে সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'লেন জন হ্যানকক। দ্বিতীয় কংগ্রেসের মনোভাব কি রকম ছিল তা এই নির্ব্বাচন থেকেই বুঝতে পারা যায়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের কয়েকটি অধিবেশনে মাত্র সভাপতিত্ব করবার পর র‍্যাণ্ডল্‌ফ ভার্জ্জিনিয়ায় ফিরে যান। সুতরাং তাঁর স্থানে নূতন সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রশ্ন উঠলে জন হ্যানকককেই এই পদে বসান হ'ল। কারণ হ্যানকক শুধু নিউ ইংল্যাণ্ডের একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ীই ছিলেন না, ইংরেজদের নিকট তিনি স্যামুয়েল অ্যাডামসের সঙ্গে একযোগে রাষ্ট্রীয় শত্রু ব'লে পরিচিত হ'যে উঠেছিলেন। এঁরা তুজনেই ছিলেন যথাক্রমে এক নম্বর ও তুই নম্বর রাষ্ট্রীয় শত্রু। তাছাড়া, জন হ্যানকক ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় বামপন্থী সংগ্রামী। উপরন্তু সবেমাত্র তিনি লেক্সিংটন যুদ্ধের দিন রাত্রিতে ব্রিটিশের হাতে বন্দী হওয়া থেকে রেহাই পেয়ে এসেছেন এবং ব্রিটিশ সরকার এক ঘোষণা দ্বারা তাঁকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

যাই হোক, এই নূতন কংগ্রেসের প্রকৃতি কিছুটা বামপন্থীঘেঁষা হ'লেও, এর কার্য্যকলাপ কিন্তু ততদূর উগ্র ছিল না। সুদীর্ঘ ১৪ মাস যাবৎ এই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু এঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তুই পক্ষেই সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছিল এবং প্রধান প্রধান যুদ্ধগুলিও এই সময়েই হ'য়েছিল। কিন্তু তবু, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের আগে কংগ্রেস আপোষ-মীমাংসার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করেননি অথবা কোন রকমের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ সহ এক নূতন ব্যবস্থার অধীনে

পুরাতন সাম্রাজ্যের সঙ্গে নূতন ক'রে সংযোগ প্রতিষ্ঠার আশাও ছেড়ে দেননি। তবে, এ সমস্ত আশা সত্ত্বেও যুদ্ধ পরিচালনা করার কাজটিকে আদৌ অবহেলা করা হয়নি।

গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি করা হ'য়েছিল তা হ'চ্ছে, জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সৈন্যাধক্ষ পদে নির্ব্বাচন। এই প্রস্তাবটি প্রথমে উত্থাপন করেন জন ও স্যামুয়েল অ্যাডামস্। পরে মেরীল্যাণ্ডের টমাস জন্‌সন্ প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করলে কংগ্রেসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেস জর্জ্জ ওয়াশিংটন ব্যতীত আরও ৪ জন মেজর জেনারেল নির্ব্বাচন করেন, এরা হচ্ছেন,—আর্টেমাস ওয়ার্ড (১৭২৭-১৮০০), চার্লস লী (১৭৩১-১৭৮২), ফিলিপ স্যুইলার (১৭৩৩-১৮০৪) এবং ইজরায়েল পুটনাম (১৭১৮-১৭৯০)। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস ২০ লক্ষ ডলার ঋণগ্রহণের হুণ্ডি দেবারও সিদ্ধান্ত করেন। এই হুণ্ডিতে "১২টি যৌথরাষ্ট্রীয় উপনিবেশ" অঙ্গীকার করে যে, তারা তাদের নিজ নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে এই ঋণ-মোচনের ভার গ্রহণ করবে। ১৭ই জুন বাঙ্কার হিলে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হবার দুই সপ্তাহ পরে ওয়াশিংটন কেমব্রিজে উপনীত হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ে চৌদ্দ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

এর দুই দিন পরে ৫ই জুলাই তারিখে তথাকথিত "অলিভ ব্র্যাঞ্চ পিটিশন" বা শান্তির আবেদন কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এই আবেদনটি রচনা ক'রেছিলেন জন ডিকিন্‌সন্। শীঘ্রই দেখা গেল, যে রক্ষণশীল অংশটিকে গ্যালওয়ে প্রথম কংগ্রেসে জীবন্ত রেখেছিলেন তিনি সেই অংশটির নেতা হ'য়ে উঠেছেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের প্রতি আমেরিকাবাসীদের আনুগত্য জানিয়ে আবেদনটিতে ঐক্য ও মিলন পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ করা হ'ল এবং রাজার নিকট প্রার্থনা করা হ'ল যে, যতক্ষণ আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা না করা যায় ততক্ষণ যেন তিনি শত্রুতামূলক কার্য্যকলাপ নিবারণের ব্যবস্থা করেন। ডিকিন্‌সনের

এই অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতায় কতকটা বিস্ময়াপন্ন হ'য়ে জন অ্যাডামস্ তাঁর জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত এক পত্রে অসাবধানতাবশতঃ লেখেন যে, এই পেনসিলভ্যানিয়াবাসীটি "এক মহাভাগ্যবান ব্যক্তি, তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা অসাধারণ, অথচ অত্যন্ত উচ্চনাদেই তাঁর খ্যাতির জয়ঢাক পেটানো হয়েছে।" জন অ্যাডামস্ ডিকিন্‌সন্‌কে এই ব'লে নিন্দা করেন যে, তিনি "আমাদের সমস্ত কাজকারবারকে একেবারে খেলো ক'রে দিয়েছেন।" দুর্ভাগ্যবশতঃ অ্যাডামসের এই পত্রখানি ইংরেজদের হাতে পড়ে এবং ঠিক যে সময় ডিনিক্‌সনের আবেদনপত্রটি মন্ত্রিসভার হাতে গিয়ে পৌছায়, প্রায় সেই সময়ই উহা ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ ঘটনা শুধু অ্যাডামসেরই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক নয়, ইংল্যাণ্ডে ডিকিন্‌সনের ঐ সরকারী দলিলটির সাদর অভ্যর্থনা লাভের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক ছিল।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশকে উক্ত সুবিধাটুকু দেওয়া হ'লেও উপনিবেশগুলিতে যুদ্ধের প্রস্তুতির দিকে কংগ্রেস দ্রুত অগ্রসর হ'ল। ৬ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস "অস্ত্রধারণের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ঘোষণা" গৃহীত হ'ল। এই প্রস্তাবটির অধিকাংশই রচনা ক'রেছিলেন ডিকিন্‌সন্। স্বাধীনতার প্রশ্নটি এতে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তা হ'লেও এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হ'ল যে, আমেরিকানরা বরং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে, তবু ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবে না; এবং আভাষ দেওয়া হ'ল যে, আমেরিকানদের পক্ষে বিদেশী সাহায্য পাবারও সম্ভাবনা আছে। অতঃপর কংগ্রেস যুদ্ধসম্ভার সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট "মহাদেশীয় সমিতির" কার্য্যকারিতা বাতিল ক'রেন এবং ৩১শে জুলাই তারিখে লর্ড নর্থের আপোষ-মীমাংসার পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করেন। সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল, তখন সেখানে জর্জ্জিয়ার একদল প্রতিনিধি উপস্থিত থাকায় সর্ব্বপ্রথম এই মহাদেশীয় কংগ্রেস ১৩টি উপনিবেশের সবগুলিরই প্রতিনিধিস্থানীয় যৌথরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসে রূপান্তরিত হ'ল। সেপ্টেম্বর অধিবেশনে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ

ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল। এই সময়ই একটি নৌ-বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা ক'রে তার কমোডোর পদে নিয়োগ করা হ'ল রোড-আইল্যাণ্ডের ইসেক হপকিন্‌স্‌কে (১৭১৮-১৮০২)। স্থির হ'ল যে, এই নৌবাহিনীতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সশস্ত্র জাহাজগুলি যোগ দেবে।

এই সামরিক ব্যবস্থাগুলির চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল পাঁচজন সদস্য নিয়ে একটি "গোপন যোগাযোগরক্ষা কমিটি" গঠন। ব্রিটেনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের দিক থেকে এই সিদ্ধান্তের খুবই তাৎপর্য্য ছিল। কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত এই কমিটির "একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গ্রেট ব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে আমেরিকার যে সকল হিতৈষী আছেন তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ মারফৎ যোগাযোগ রক্ষা করা। "পৃথিবীর অন্যান্য অংশ"—এই কথাগুলির মধ্যেই কমিটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত হ'য়েছিল এবং একেবারে গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে কমিটিকে বিস্তৃত স্বাধিকার দেওয়া হ'য়েছিল। এই কমিটি থেকেই পরবর্ত্তীকালে আমেরিকান ডিপার্টমেণ্ট অব স্টেট বা মার্কিণ পররাষ্ট্র-দফতরের উৎপত্তি ঘটে। ক্রমে ক্রমে উক্ত কমিটির কর্তৃত্বের পরিধি বর্দ্ধিত ক'রে পররাষ্ট্র বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যাপারকেই এর আওতায় আনা হয়। এই কমিটিতে সর্ব্বপ্রথমে ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন, জে, ডিকিন্‌সন্‌, টমাস জন্‌সন্‌ (১৭৩২-১৮১৯) এবং বেঞ্জামিন হ্যারিসন (১৭২৬-১৭৯১)।

স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল

দ্বিতীয় কংগ্রেস আহূত হবার পর লী-রচিত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ চৌদ্দ মাসকাল অসংখ্য বিষয় যুগপৎ মিলিত হ'য়ে, আমেরিকাকে চূড়ান্তভাবে রাজার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, যার মধ্যে কোনপ্রকার মীমাংসারই সন্ধান পাওয়া আর সম্ভব ছিল না। এ সকল বিষয়ের কয়েকটি উদ্ভূত হ'য়েছিল সুগভীর কারণ হ'তে এবং বাকীগুলি এসেছিল রাজনৈতিক এবং সামরিক ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তন থেকে।

র্কিণ জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান

প্রথমে আমেরিকার স্বাধীনতাকে মার্কিণ জাতীয়তাবাদের ক্রম-উদীয়মান তনার যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি হিসাবে বিচার করা যাক। আমেরিকায় নূতন তীয়তাবাদের চেতনা প্রতিফলিত হ'য়েছিল ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার নবর্দ্ধমান সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মধ্যে এবং আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে নবিকতার দিক থেকে একটা ঐক্যবোধ ও সাংস্কৃতিক আত্ম-সচেতনতা মশঃ তীব্রতর হওয়ার মধ্যে। বিপ্লব আরম্ভের প্রাক্কালে আন্তঃ-ঔপনিবেশিক বসায়িক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক ও মানসিক বুদ্ধিগত সংযোগ প্রাদেশিকতা সাম্প্রদায়িকতার বাধা ক্রমশঃ অপসারিত করার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ায়তা ক'রেছিল। এক উপনিবেশ থেকে অন্য উপনিবেশে যাতায়াত সুগম য়েছিল চারিদিকে সড়ক ও পথঘাট নির্ম্মিত হওয়ায় এবং সামাজিক ও মানসিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, উন্নত ডাক-ব্যবস্থা ও উন্নমশীল সংবাদপত্র গোষ্ঠীর হায্যে। এছাড়া আমেরিকার বিভিন্ন ধর্ম্মীয় গোষ্ঠীগুলি ক্রমশঃ বৈদেশিক য়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করা শুরু ক'রেছিল। ইংরেজদের ধারা থেকে ামেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থাও ক্রমশঃ লক্ষণীয়ভাবে সরে আসছিল এবং দশাস্ত্রবিদ্ ও অভিধান-প্রণেতা নোয়া ওয়েবস্টার আমেরিকার ভাষাকে ীতিবিধির দিক থেকে পৃথক বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। অধিকন্তু, ১৭৫৬ ষ্টাব্দেই স্যামুয়েল জন্‌সন্ "আমেরিকান ডায়েলেক্ট" বা এক পৃথক স্থানীয় ামার উল্লেখ ক'রেছিলেন।

এদিকে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ এখন ক্রমশঃ তুঙ্গে উঠছিল। ১৭৬৭ ষ্টাব্দে আমেরিকার জাতীয়তাবাদের উদ্গাতাদের প্রথম ফ্র্যাঙ্কলিন অভিযোগ 'রেছিলেন যে, "ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি লোককেই মনে হয়, সে যেন নিজেকে মরিকার একজন রাজা ব'লে মনে করে। মনে হয় সে যেন রাজার ঙ্গে গিয়ে ঠিক তার সিংহাসনেই উপবেশন করেছে এবং তার মুখ থেকে মেশাই "উপনিবেশগুলিতে আমাদের প্রজা" ঐ ধরণের কথা শোনা যায়।

ইংল্যাণ্ডবাসীদের এই মনোভাবের উল্লেখ ক'রে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যে, "আমেরিকা অবশ্যই জনবসতিপূর্ণ এক মহান শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে এবং সাধারণতঃ যে ধারণা করা হয়, তার চেয়েও অনেক কম সময়ে তার উপর যে সকল শৃঙ্খল চাপানো হতে পারে তার সবগুলিই ছিন্ন করতে সমর্থ হবে।"

আমেরিকায় যখন প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, মার্কিণ জাতীয়তাবাদ তখন অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভার্জ্জিনিয়ার সুবিখ্যাত বক্তা পেট্রিক হেনরি এক চমৎকারী বক্তৃতার শুরুতে "এখন থেকে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা বাতিল হ'য়ে গেল," এই বৈদ্যুতিক ঝলক-খেলানো কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে ঘোষণা ক'রেছিলেনঃ "আর ভেদ নাই, এখন থেকে ভার্জ্জিনিয়াবাসী, পেনসিলভ্যানিয়াবাসী, নিউ ইয়র্কবাসী এবং নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই। আমি এখন আর ভার্জ্জিনিয়াবাসী নই, এখন থেকে আমি আমেরিকান।" কংগ্রেসের সেক্রেটারী চার্লস্ টমসন্ লণ্ডনে ফ্র্যাঙ্কলিনকে এক পত্রে লিখেছিলেনঃ "আশা করছি, শাসনকর্ত্তারা এখন থেকে দেখেশুনে বুঝতে পারবেন যে ক্ষুদে একটা কুচক্রী দল নয়, নোভা স্কোশিয়া থেকে জর্জ্জিয়া পর্য্যন্ত আমেরিকান স্বাধীনতাকামীদের একটা গোটা দল এখন অভিযোগ করছে এবং তার প্রতিকার চাইছে; এবং আমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, ঐ দলটি আত্মসমর্পণ না করে বরং সর্ব্বতোভাবে প্রতিরোধই করবে।..."

আমেরিকানদের নিকট পুরানো দুনিয়ার (যে সময় আমেরিকাবাসীরা ইউরোপকে পুরানো দুনিয়া নামে অভিহিত করত। আমেরিকা ছিল তাদের কাছে নয়া দুনিয়া—অনুবাদক) তুলনায় তাঁদের নূতন বাসভূমি ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি-বিবর্জ্জিত। এই ধারণার মধ্যে ইউরোপীয় সমাজের দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবার যে ইঙ্গিত প্রকাশ পাচ্ছে তা'ই পরবর্ত্তীকালে ইউরোপীয়দের কাছ থেকে দূরে থাকার নীতির বীজস্বরূপ। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে

ফ্র্যাঙ্কলিন লণ্ডন থেকে জোসেফ গ্যালওয়ের নিকট লিখিত এক পত্রে মাতৃদেশের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার পরিকল্পনা পাছে সফল হয় এই আশঙ্কায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি ঐ পত্রে লিখেছিলেন যে," ঘনিষ্ঠতর সংহতি প্রতিষ্ঠিত হ'লে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ এবং ক্ষতিই যে বেশী হবে, এই আশঙ্কা না ক'রে আমি পারছি না।" ঐ পত্রে তিনি অতঃপর লিখেছিলেন : "আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে, যে বেপরোয়া অবস্থায় এরা পড়েছে এবং যে অবিচার ও অর্থলোলুপতা এদের পেয়ে বসেছে তাতে বাধ্য হ'য়ে এরা যে যুদ্ধই ক'রবে তাতেই আমাদের টেনে নেবে ব'লে মনে হয়। তাছাড়া এদের দরাজ হাতের বিরাট অপচয় এবং অসম্ভব বিলাসিতার সমুদ্র আমাদের দুঃখকষ্ট ভোগ করে দেওয়া সমস্ত সাহায্যই গ্রাস করে ফেলবে।" ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আরও অধিকসংখ্যক উপনিবেশবাসী ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজদের বাঁকাচোখে দেখতে শুরু ক'রলেন। জন ডিকিন্‌সনের কাছে, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে স্বাধীনতা ছিল মৃত এবং চার্ল্‌স্ লী ব'লতেন, আমেরিকা হ'চ্ছে "নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত স্বাধীনতার শেষ আশ্রয়স্থল।" ফিলিপ ফ্রেনো ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "পোয়েম্ অন্ দি রাইজিং গ্লোরী অব আমেরিকা" নামক কবিতায় লেখেন যে, এদেশ হ'চ্ছে সেই দেশ যেখানে "ন্যায়সম্মত স্বাধীনতা চিরকাল বিরাজ করবে"। বাস্তবিক, আমেরিকানরা সে সময় তাদের দেশকে দরিদ্র ও নিপীড়িতদের আশ্রয়স্থল-রূপেই গর্ব্বের সঙ্গে বর্ণনা করা শুরু ক'রেছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই জেফারসন্ ইংরেজদের আমেরিকায় বিদেশী ব'লে অভিহিত করছিলেন।

বিদেশী পর্য্যবেক্ষকগণ আমেরিকাকে সুরম্য কাব্যময় দেশ রূপে চিত্রিত ক'রে আমেরিকা সম্বন্ধে নানা কাহিনীর সৃষ্টিতে সাহায্য ক'রেছিলেন। আমেরিকার ফরাসী অধিবাসী জে, হেক্টর সেণ্ট জন দ্য ক্রেভ্‌কার্ তাঁর "জনৈক মার্কিণ কৃষকের চিঠি"—নামক পত্রাবলীতে যেমন চমৎকার ভাবে তদানীন্তন আমেরিকান জীবনধারাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেরকমটি আর কেউই বোধ হয় পারেননি। ক্রেভ্‌কার্ আমেরিকাকে দেখেছিলেন এক অফুরন্ত

সম্ভাবনাপূর্ণ দেশরূপে, যেখানে ইউরোপের সুযোগ-সুবিধা-হীন লোকেরা এসে নিজ নিজ কঠোর শ্রমে একান্ত পরপদানতের অবস্থা থেকে অনায়াসেই উন্নত হ'য়ে স্বাধীন মানুষ ও সর্ব্বাধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে। আমেরিকার অধিবাসীরা যে বহু জাতি থেকে এসেছে, এই কথাটির উল্লেখ ক'রে ক্রেভ্‌কার্‌ ব'লেছিলেন; "এখন যাদের আমেরিকান বলা হ'চ্ছে সেই জাতিটির উদ্ভব ঘটেছে এই বহুজাতির সংমিশ্রণে।"

কেউ কেউ আমেরিকায় দেখতেন একতা, আবার কেউ কেউ দেখতেন বিভেদ। এমনকি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসেও অত্যুগ্র মার্কিণ জাতীয়তাবাদ ও রাজার প্রতি সুতীব্র আনুগত্যের সংমিশ্রণ স্বরূপ টমাস হাচিন্‌সন্‌ ব'লেছিলেন, মনে হ'চ্ছে উপনিবেশগুলির সংহতি ভেঙ্গে গিয়েছে এবং আশা প্রকাশ ক'রেছিলেন যে, ওই ভাঙ্গন আর কোনদিন জোড়া লাগবেনা। সে সময় বামপন্থী মনোভাব সাময়িকভাবে কতকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়া ছাড়াও নূতন নূতন প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতার প্রকাশ দেখে বহু রাজভক্তই স্থির-নিশ্চয় হ'য়ে ভেবেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রণ্ট কায়াহীন হ'য়েই থাকবে। কারণ সে সময় নিউ ইয়র্ক এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার 'গ্রীণ মাউণ্টেন' এলাকা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হ'য়েছে। অপর একটি এলাকার দখলদারি-সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে ওয়াইয়োমিং উপত্যকায় কনেটিকাট এবং পেনসিলভ্যানিয়ার মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এ ছাড়া মাত্র অল্প কয়েক বছর আগে নিউ ইয়র্ক উপনিবেশের উত্তরাঞ্চলের দিকে বড় বড় জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের এক বিদ্রোহ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হ'য়েছিল। অধিকন্তু ঐ প্রদেশেরই দু'টি বৃহৎ বংশ—ডি ল্যান্সি পরিবার এবং লিভিংষ্টোন পরিবার দু'টির বহুকালের প্রাচীন বিবাদ তাদের মধ্যে রাজনৈতিক মিলনের অন্তরায় হ'য়ে উঠেছিল। নিউজার্সির প্রতিটি কাউন্টিতে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে তিক্ত বিরোধের ঝড় ব'য়ে গিয়েছিল, এবং পেনসিলভ্যানিয়ার সীমান্তবাসীরা তাদের অঞ্চলের জন্য সুষ্ঠুতর রক্ষা ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে

ফিলাডেলফিয়ায় চালিয়েছিল বিক্ষোভ অভিযান। উত্তর ক্যারোলাইনার পল্লী অঞ্চলের "রেগুলেটর্স" বা নিয়ামক বাহিনী নামক একদল লোক পিডমণ্ট (অর্থাৎ পর্ব্বতের সানুদেশ) অঞ্চলের লোকদের আইনসভায় কোন প্রতিনিধি না থাকায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে এবং টাইডওয়াটার (প্রদেশের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত অঞ্চল) অঞ্চলের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও বলপূর্ব্বক অর্থ আদায়ের অভিযোগ ক'রে নিজেদের পছন্দমত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে "ব্লাডি অ্যাক্ট" নামক আইন পাস ক'রে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করা হয়, কিন্তু তাতেও প্রতিরোধকারীদের মনোবল ভঙ্গ করা যায়নি। শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণর উইলিয়ম্ ট্রিয়ন (১৭২৯-১৭৮৮) অ্যালাম্যান্সের যুদ্ধে রেগুলেটরদের পরাজিত করেন এবং জনসাতেক বিদ্রোহী নেতাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে একজনকে ফাঁসী দেওয়া হয় যুদ্ধক্ষেত্রেই।

এ সকল প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক বিরোধ অত্যন্ত গভীর হ'লেও এগুলি যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামকে বন্ধ ক'রতে পারেনি, এই সত্যই তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের শক্তি এবং সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদের উপর তৎকালীন ঘটনাবলীর প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। তবে যাই হোক, আমেরিকার বিপ্লবের সামরিক পর্য্যায়ে এইসব বিরোধ ও বিসম্বাদের প্রতিক্রিয়া হ'য়েছিল এবং সেই সঙ্ঘর্ষকে গৃহযুদ্ধের পর্য্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবের পূর্ব্বে যে সকল অঞ্চলে পূর্ব্বাঞ্চল বিরোধী মনোভাব সবচেয়ে তীব্র ও উগ্র ছিল সে সকল অঞ্চলেই প্রায়শঃই টোরিবাদ বা নিরপেক্ষতার মূল ঘাঁটি দেখা যেত।

রাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাবের উদ্ভব

যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকার বিভিন্ন দেশভক্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে রাজতন্ত্রের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রমসূচক মনোভাব কার্য্যতঃ অন্তর্হিত না হ'ল, ততদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা ঘোষণা করা বাস্তব দিক থেকে সম্ভব ছিল না। রাজা ছিল

সাম্রাজ্যের বন্ধনসূত্র এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসেও কংগ্রেস রাজার প্রতি আনুগত্য পুনরায় প্রকাশ ক'রেছিল। অবশ্য আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে রাজতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়নি। এক পুরুষেরও অধিককাল যাবৎ এই চেতনা ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছিল। বহু আগেই, ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজদ্রোহিতামূলক মানহানির দায়ে অভিযুক্ত জন পিটার জেঙ্গারের বিখ্যাত মামলার বিচারের সময় তার কৌসুলী এ্যাণ্ড্রু হ্যামিণ্টন জুরির সমক্ষে এক চমৎকার ভাষণে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তেজোদ্দীপ্ত আক্রমণ করেন। অপরকে বুঝিয়ে বলার অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন ক'রে তিনি বলেন যে, "স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ যদি নির্য্যাতিত ব'লে মনে করেন তা হ'লে তাঁদের মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা শাসকদের থাকা উচিত নয়।" মানহানির সংবাদ জানাবার যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এমনকি তার বিরুদ্ধেও তিনি আক্রমণ ক'রে বলেন যে "এটা হ'চ্ছে দুষ্ট রাজার হাতের তরবারি।" এর কয়েকবছর পরে স্যামুয়েল জন্‌সন্ (ইনি পরবর্ত্তীকালে কিংস্ কলেজের প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ হ'য়েছিলেন। তদানীন্তন কিংস্ কলেজই বর্ত্তমানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত—অনুবাদক) এক ভাষণে উল্লেখ করেন যে, আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মত ত্যাগীদের যে বিরাট দল রয়েছে তারা "সাধারণতঃ রাজতন্ত্র এবং প্রচলিত বিশপতন্ত্রের বিরোধী।" বিপরীতপক্ষে আবার ইংল্যাণ্ড থেকে স্বতন্ত্র থাকার যে কোন পরিকল্পনাই "এখানকার এই তামাক ও তূলাক্ষেত অঞ্চলের গীর্জ্জার লোকদের কাছে একেবারেই অপছন্দের ব্যাপার।" লেক্সিংটন ঘটনার ২৫ বছর আগে রাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাবে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল বস্টনের ওয়েষ্টচার্চ্চের ধর্ম্মপ্রচারক জোনাথান মে হিউর এক বক্তৃতায়। জন লকের (ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিখ্যাত "সোস্যাল কন্‌ট্রাক্ট থিওরি" বা সামাজিক চুক্তির মতবাদ গ'ড়ে তোলেন —অনুবাদক) রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষিত হ'য়ে মে হিউ জনসাধারণ কর্ত্তৃক

বিপ্লব করার অধিকার সমর্থন ক'রে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং বার বার জোর দিয়ে বলেন, যে রাজা নিজেকে আইনের উর্দ্ধে নিয়ে যান, তিনি অত্যাচারীর পর্য্যায়ে উপনীত হ'য়ে তাঁর রাজকীয় সত্তা হারিয়ে ফেলেন। এরূপ অবস্থায় রাজার প্রতি অনুগত থাকবার যে বাধ্য-বাধকতা প্রজাদের রয়েছে তা আর থাকেনা এবং "বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যেমন বিদ্রোহ নয়, তেমনি এরূপ অবস্থায় রাজার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করাও বিদ্রোহ নয়···।"

মে হিউ-র এই উক্তির বছর বারো পরে আবার রাজতন্ত্রবিরোধী কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যানোভার কাউন্টি আদালতে রেভারেণ্ড জেমস্ মওরি বাকী চাঁদা পরিশোধের দায়ে ভার্জ্জিনিয়ার একটি প্যারিশের (কোনও ধর্ম্মযাজকের অধীন এক-একটি বিশেষ এলাকাকে বলা হয় প্যারিশ। এই প্যারিশের লোকেরা ঐ ধর্ম্মযাজকের যজমান—অনুবাদক) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ক'রলে তরুণ ব্যবহারজীবী পেট্রিক হেনরী বিবাদী পক্ষ সমর্থন করেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ার মূল আইনে অ্যাঙ্গলিক্যান গির্জ্জার পুরোহিতদের বেতন মুদ্রার হিসাবে প্রতি পাউণ্ড তামাকের বদলে দুই পেনি ক'রে দেওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল এমন এক সময়ে এই আইনটি বরবাদ ক'রেছিলেন যখন অনাবৃষ্টির দরুণ তামাকের চাষ নষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় আরও বেশী দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রিভি কাউন্সিলের এই নির্দ্দেশের ফলেই হ্যানোভার কাউন্টির আদালতে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়। বিবাদী পক্ষের সমর্থনে বক্তৃতা ক'রতে উঠে তরুণ হেনরি জুরিদের সম্বোধন ক'রে বলেন যে, সমাজের কোন একটি অনুগৃহীত শ্রেণীর অনুরোধে আইন বরবাদ ক'রে দিয়ে "রাজা প্রজাদের পিতৃস্থানীয় থাকবার পরিবর্ত্তে অত্যাচারীতে পরিণত হ'য়েছেন এবং এ অবস্থায় প্রজাদের আনুগত্য দাবী করবার কোন অধিকারই তাঁর নেই।" এই চরম বিবৃতিতে রুষ্ট হবার পরিবর্ত্তে জুরি উক্ত ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনটি "মোটেই আইন নয়", বিচারকের এই রুলিং অগ্রাহ্য ক'রলেন এবং বাদীর অনুকূলে প্রতি পাউণ্ডে মাত্র এক পেনি পাবার ডিক্রী

দিয়ে রায় দেন। এই মামলাটি "পারসন্‌স্ কজ" বা "পুরোহিতের মামলা" নামে পরিচিত হ'য়ে ওঠে। এ ঘটনায় একদিকে যেমন রাজকীয় ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পর্কে জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি অ্যাঙ্গলিক্যান যাজক সম্প্রদায় ও তাঁদের ভার্জ্জিনিয়াবাসী যজমানদের সম্পর্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাঙ্গনও লোকচক্ষুতে ধরা পড়ে। এই একই রাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাব পুনর্ব্বার প্রকাশিত হ'য়েছিল হেনরির অন্য একটি বক্তৃতায়। ষ্ট্যাম্প আইনের তীব্র নিন্দা ক'রে ভার্জ্জিনিয়ার প্রতিনিধিসভায় এক প্রস্তাবাবলী পেশ ক'রতে গিয়ে হেনরি ঐ বক্তৃতা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে যাঁরা সর্ব্বপ্রথম কুশাসনের সমস্ত দোষ স্বয়ং রাজার ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হেনরিও ছিলেন একজন।

অবশ্য, এ ধরণের চরম মনোভাব দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। এমনকি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেও দেখা গিয়েছিল যে, জন অ্যাডামস্ তাঁর "নোভান্‌লাস্" নামক পত্রে লিখছেন—"আমরা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নেরই অঙ্গীভূত, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের রাজারই অধীন এবং এরূপ থাকাই আমাদের স্বার্থ ও কর্ত্তব্য।" পরে ঐ বছরেই জুলাই মাসে আমেরিকার দেশভক্তগণ ইচ্ছা ক'রেই রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ক'রে এক আবেদনপত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করেন। অথচ, ঠিক তখনই রাজকীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশভক্তগণ যথারীতি সংগ্রামে রত ছিলেন।

এর পরবর্ত্তী কাজটি ক'রলেন রাজা নিজেই এবং তাঁর সেই কাজের ফলেই আমেরিকা চিরতরে শত্রু হ'য়ে গেল। তৃতীয় জর্জ্জ অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজ দেখিয়ে উপনিবেশগুলির পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং জন ডিকিন্‌সন্ কর্তৃক রচিত 'শান্তির আবেদন' (অলিভ ব্রাঞ্চ পিটিশন) গ্রহণ ক'রতে অস্বীকার ক'রে ২৩শে আগষ্ট তারিখে আমেরিকান উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করেছে ব'লে ঘোষণা ক'রলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, এমনকি ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস যখন রাজার ঘোষণার জবাব দিয়েছিলেন তখনও, তাঁরা

চমৎকার ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের পরিচয় দিলেন। পার্ল'ামেণ্টের প্রতি সর্ব্বপ্রকার আনুগত্য অস্বীকার ক'রলেও রাজার সার্ব্বভৌম সত্ত্বা অমান্য করার কোন উদ্দেশ্যই যে তাঁদের নেই কংগ্রেস এ কথা ঘোষণা ক'রলেন।

অতঃপর, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহিলাদের পোশাক নির্ম্মাতা জনৈক কোয়েকার পন্থীর ('কোয়েকারগণ' একটি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ্জ ফক্স নামক এক ব্যক্তি 'কোয়েকার' ধর্ম্মমতের প্রচলন করেন। ইউরোপে এঁরা নিজেদের 'ফ্রেণ্ডস' বা বন্ধু ব'লতেন। কথিত আছে যে জর্জ্জ ফক্সকে এক মামলায় অভিযুক্ত ক'রে আদালতে আনা হ'লে সেই আদালতের বিচারপতি তাঁকে 'কোয়েকার' আখ্যা দেন। ফক্স উক্ত বিচারপতির উদ্দেশে ব'লেছিলেন, পরম প্রভুর সম্মুখে বিচারপতিকেও কেঁপে উঠতে হবে।—অনুবাদক) পুত্র এক পুস্তিকা রচনা ক'রে আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এই কোয়েকারপন্থী পরিবারটি মাত্র বছর দুই আগে ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় আসেন, কিন্তু তবু পুস্তিকাটির আহ্বানে সবগুলি উপনিবেশেই যেন এক তড়িৎ-প্রবাহ খেলে গেল। এরপর প্রকাশিত হয় টমাস্ পেনের 'কমন সেন্স' বা "সাধারণ বুদ্ধি" নামীয় পুস্তিকাখানি। এই পুস্তিকায় টমাস্ পেন শুধু রাজতন্ত্র ও তার বিধি-বিধানকেই আক্রমণ ক'রলেন না, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ কর্ত্তৃক রাজপদের অপব্যবহারের বিরুদ্ধেও আক্রমণ ক'রলেন। রাজা ও মন্ত্রিসভা এবং রাজা ও পার্ল'ামেণ্টের মধ্যে একটা পার্থক্যের অলীক ধারণা প্রচলিত ছিল, তিনি তাও ধূলিসাৎ ক'রে দেন। রাজা নিজেকে সমগ্র রাষ্ট্রের প্রভু ক'রে তুলেছিলেন এবং মন্ত্রিসভা ছিল তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। পেন অভিযোগ ক'রলেন যে, রাজা কমন্স সভাকে দুর্নীতি-পরায়ণ ক'রে তুলে কার্য্যতঃ ব্রিটিশ সংবিধানের সেই একমাত্র অংশটিকেও ধ্বংশ ক'রেছিলেন, যা বাঁচিয়ে রাখার যোগ্য ছিল। তৃতীয় জর্জ্জকে "রাজকীয় পশু" আখ্যা দিয়ে তিনি মুখ্যতঃ তাঁকেই উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত কুৎসিত আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাগুলির জন্য দায়ী করেন। পেন উপনিবেশবাসীদের

সতর্ক ক'রে দিয়ে ব'ললেন যে, এখনই হ'চ্ছে আঘাত হানবার প্রকৃষ্ট সময়। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যত বিলম্ব ঘটবে ততই "তা অর্জ্জনের পক্ষে কঠিনতর হ'য়ে উঠবে।"

বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যের ব্যবহার

বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে ভাড়াটে বিদেশী সৈন্য নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত আমেরিকায় যে রকম ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি ক'রল, তেমন মনোভাব বোধ হয় রাজা ও তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য কোন কাজের ফলেই সৃষ্টি হয়নি। রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিন দি গ্রেটের নিকটে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হবার পর ব্রিটিশ সরকার ৬ জন ক্ষুদে জার্ম্মাণ শাসকের নিকট থেকে সৈন্য ভাড়া ক'রে আনতে সফল হন। মোটের উপর ব্রিটিশ-মার্কিণ সঙ্ঘর্ষে প্রায় ৩০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য যুদ্ধ ক'রেছিল। এর মধ্যে ১৭ হাজারই এসেছিল হেসে-ক্যাসেলের ল্যাণ্ডগ্রেভের নিকট থেকে। এজন্য সমস্ত ভাড়াটে জার্ম্মাণ সৈন্যকেই সাধারণভাবে 'হেসিয়ান' বলা হ'ত। সৈন্য ভাড়া ক'রে এনে যুদ্ধ ক'রবার নীতি অনুসরণের জন্য নর্থ মন্ত্রিসভা প্রচুর ভোটে পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করেন। অবশ্য কমন্স সভায় চার্লস্ জেমস্ ফক্স (১৭৪৯-১৮০৬) এবং লর্ডসভায় তাঁর পিতৃব্য রিচমণ্ডের ডিউক এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন।

লী'র প্রস্তাব

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে সাধারণভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল যে, জনসাধারণ কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য এই জনসাধারণের মধ্য থেকে রাজ-দরদী গোষ্ঠীটিকে বাদ দিতে হবে। ১লা এপ্রিল তারিখে ম্যাসাচুসেট্‌সের দেশভক্ত ব্যবহারজীবী জোসেফ্ হলী (১৭২৩-১৭৮৮) স্যামুয়েল অ্যাডামস্‌কে লিখেছিলেন, "জনতা এখন আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছে। আজ এই পরিস্থিতিতে বিভেদ ও অনৈক্য নিবারণের একমাত্র উপায় হ'চ্ছে, যতক্ষণ লৌহ

তপ্ত থাকে ততক্ষণের মধ্যেই আঘাত করা। জনতার রক্ত এখন এত গরম হ'য়ে উঠেছে যে, তাদের পক্ষে আর বিলম্ব সইছে না।" জন অ্যাডামস্ জনতার এই উদ্দাম উচ্ছ্বাসের কথা মেনে নিলেন। তিনি তখন মন্তব্য ক'রেছিলেন: "প্রত্যেকটি দিন এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটি দুর্নিবার স্রোতের মত স্বাধীনতাকে আমাদের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।"

তবুও মধ্যাঞ্চলস্থ উপনিবেশগুলির, বিশেষতঃ পেনসিলভ্যানিয়ার, প্রতিনিধিরা এই পরিস্থিতিতেও এগিয়ে যেতে চাইলেন না। ইত্যবসরে দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলি এগিয়ে গেলেন। ঐ অঞ্চলে জনসাধারণের ক্রোধ ক্রমশই তীব্রতর হ'য়ে উঠছিল। কারণ ভার্জ্জিনিয়ার গভর্ণর লর্ড ডানমোর (১৭৩২-১৮০৯) নিগ্রো ক্রীতদাসদের রাজকীয় পতাকার তলে সমবেত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু নিগ্রো ক্রীতদাস মনিবদের পরিত্যাগ ক'রে চলে এসে একটি নিগ্রো রেজিমেণ্টে (সেনাবাহিনী) যোগ দিল। এদিকে, ডানমোর কিন্তু তূলা ও তামাক বাগিচার মালিকদের গোটা শ্রেণীরই সমর্থন হারিয়ে ফেললেন। ১২ই এপ্রিল তারিখে উত্তর ক্যারোলাইনার এক সম্মেলনে কংগ্রেসে প্রেরিত প্রতিনিধিদলকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবার ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। ১৫ই মে তারিখে ভার্জ্জিনিয়াও এই পথ অনুসরণ করে। প্রদেশের পক্ষ থেকে এরূপ ক্ষমতা পেয়ে রিচার্ড হেনরি লী ৭ই জুন তারিখে কংগ্রেসে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন ক'রলেন যে, সংযুক্ত রাষ্ট্র-মণ্ডলী (ইউনাইটেড স্টেটস) 'মুক্ত এবং স্বাধীন রাজ্য', এবং নিজ অধিকার বলে তদ্রূপই হওয়া উচিত। ১লা জুলাই পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা স্থগিত রইল, কিন্তু এরকম একটি ঘোষণা করবার জন্য জেফারসন, ফ্র্যাঙ্কলিন, জন অ্যাডামস্, রবার্ট আর লিভিংষ্টোন (১৭৪৬-১৮১৩) এবং রজার শারম্যানকে (১৭২১-১৭৯৩) নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হ'ল। ১লা জুলাই তারিখে লী'র প্রস্তাবটি যখন কমিটি হিসাবে মিলিত সমগ্র প্রতিনিধিদের

বৈঠকে উত্থাপিত হ'ল তখন নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া, ডেলাওয়ার এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনা সেটি অনুমোদনে বিরত রইল। ২রা জুলাই অবশ্য কার্য্যতঃ প্রায় সকলের সম্মতিই পাওয়া গেল। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা সকলের ইচ্ছার নিকট নতি স্বীকার ক'রল। সীজার রডনি উপস্থিত হওয়ায় ডেলওয়ারকেও অনুমোদকের দলে পাওয়া গেল এবং পেনসিলভ্যানিয়ার কতিপয় প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত থাকায় ঐ প্রদেশের ভোটও এসে গেল। নিউ ইয়র্ক ভোটদানে বিরত থাকলেও প্রস্তাবটি অনুমোদন ক'রল। পরে ৯ই জুলাই তারিখে নিউ ইয়র্ক রাজ্যসম্মেলনে সেই অনুমোদন সমর্থিত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা

এবার স্বাধীনতার প্রস্তাবটি কংগ্রেসে অনুমোদিত হ'ল। এখন সমগ্র জগতের সম্মুখে আমেরিকার এই অভিমতকে যুক্তিসম্মত ব'লে প্রমাণ করতে হবে। কমিটি এ কাজের ভার দিলেন টমাস্ জেফারসনের উপর। টমাস্ জেফারসন যে খসড়া প্রণয়ন করলেন তাতে ছোটখাট সামান্য পরিবর্ত্তন ক'রলেন ফ্র্যাঙ্কলিন ও অ্যাডামস্, কংগ্রেসে বিতর্কের সময় তার আরো কিছু সংশোধন হ'ল এবং তারপর ৪ঠা জুলাই* তারিখে কোনরকম মতানৈক্য ব্যতিরেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হ'ল। নিউ ইয়র্ক এই দিন অসম্মতি না জানালেও ভোটদানে বিরত ছিল। সে সময় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে জন হ্যানকক এবং কর্ম্মসচিব হিসাবে চার্লস্ টমসন্ই মাত্র ঐ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন। পরে ২রা আগস্ট তারিখে ৫৫টি স্বাক্ষরের প্রায় সবই উহাতে নিবদ্ধ হয়।

এই ঘোষণার বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল, উপনিবেশগুলি যে যে কারণে তাদের রাজনৈতিক বন্ধন ছিন্ন ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে তা ঘোষণা করা এবং "প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্রষ্টা পরমেশ্বর তাদের যে পৃথক ও সমান সত্তার অধিকারী ক'রেছেন,

* এই দিনটি আমেরিকার স্বাধীনতা-দিবসে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পরিশিষ্টে দেখুন।

ন্যান্য পার্থিব ক্ষমতার সঙ্গে সেই সকল অধিকার গ্রহণ করা।" স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদেই এই কথাগুলি ব্যক্ত হ'য়েছে। উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার অনুকূলে তখন যে যুক্তি উত্থাপন করা হ'য়েছিল তার ভিত্তি ল এক সাধারণ রাজনৈতিক মূল তত্ত্ব। জন্মসূত্রে প্রত্যেকটি মানুষ সমান এবং ্মাবধি তাদের এমন কতকগুলি অধিকার সৃষ্ট হয়, যে অধিকারগুলি কোন মেই হরণ করা যায় না—এই তত্ত্বটিই হ'চ্ছে ঐ দর্শনের মূল। বলা হ'ল যে, ানুষের এ সকল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই সরকার গঠন করা হয় শাসিত জনগণের সম্মতিক্রমেই সেই সরকার কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা ভ করেন। আরও বলা হ'ল যে, "যখনই কোন সরকার এই মৌলিক ্যগুলির ধ্বংস সাধনে অগ্রসর হন তখনই তার পরিবর্ত্তন বা বিলোপ সাধনের ধিকার জনসাধারণের আছে।"

কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বিপ্লব সাধনের অধিকারের পক্ষে যুক্তি র্শনের পর ঘোষণা-পত্রে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলা হয় তার ইতিহাস "বারংবার বহু মানুষের ক্ষতি সাধন ও বলপূর্ব্বক অপরের দ্ গ্রাস করার" কাহিনীতে পূর্ণ।" এর পর ঘোষণাপত্রে অসংখ্য "সত্য ঘটনার" সুদীর্ঘ তালিকা "অকপট জগৎবাসীর" সম্মুখে উত্থাপন ক'রে দেখানো যে, রাজা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে অসদ্ অভিসন্ধি নিয়ে সমস্ত কাজ ক'রছেন। ামেণ্টের প্রসঙ্গটি মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ করা হয়। ঘোষণায় ত্র বেশ লক্ষণীয়ভাবে তার আর কোন উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। এতদ্ব্যতীত টিশপ্রজারূপে অধিকারের ভিত্তিতেও আর যুক্তি গড়ে তোলা হয়নি। কারণ, কপট জগৎবাসীর" নিকট ব্রিটিশপ্রজারূপে অধিকারের মূল্য একরূপ নেই লেই চলে, কিন্তু মানুষের কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে—এই আবেদনে হয়ত অনেক দ্রুত সাড়া দিতে পারেন।

এই ঘটনার ৫০ বছর পরে একদিন জেফারসন লিখেছিলেন যে, "কোনও ন মূলনীতি বা কোন নূতন যুক্তি যা কেউ কোনদিন ভাবেননি, সে রকম

নীতি বা যুক্তি প্রদর্শন করা অথবা যা পূর্ব্বে কেউ কোনদিন বলেননি শু
তেমন কিছু বলাই এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য, অত্যন্ত সহ
ভাষায় ও দৃঢ়তার সঙ্গে খুবই সহজ ও সরল সাধারণ সত্যটি মানবজাতির সম্মুখে
তুলে ধরা যা'তে অনায়াসেই তাদের সমর্থন পাওয়া যায়।" জেফারসন
ব্যাপারে "সম্পূর্ণ অভিনব" কিছু হাজির করা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব্বে
কোন রচনা থেকে ধার করার কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তার সে
প্রচেষ্টাকে তদানীন্তন কালের সর্ব্বোত্তম চিন্তাধারার সঙ্গতিসাধন ব'লে মা
ক'রতেন—"এরিস্টোটল, সিসেরো, লক এবং সিডনী প্রভৃতি মনীষীদের রচি
জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কিত প্রাথমিক পুস্তকসমূহেই এসব কথা পাও
যেতে পারে।" একথা সন্দেহাতীত, জেফারসনের যুগে জনসাধারণের বিপ্ল
করার অধিকার সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক ছিলেন জন লক এ
তাঁরই রচিত "অসামরিক শাসন-পদ্ধতি" (অফ্ সিভিল গভর্ণমেণ্ট) নাম
দ্বিতীয় গ্রন্থখানি স্পষ্টতঃই জেফারসনের মনের উপর অতিশয় প্রভাব বিস্
ক'রেছিল। কিন্তু ঘোষণাপত্রের রচয়িতা টমাস্ জেফারসন নিজেকে শুধু
ইংরাজ চিন্তানায়কদের চিন্তাধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ভল্‌টেয়
পিউফেন ডর্‌ফ এবং বার্লাম্যাকির মত ইউরোপের অন্যান্য লেখকদের চিং
ধারার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ব্যবহারজীবী হিসাবে তিনি স্
এডওয়ার্ড কোকের বিভিন্ন সাংবিধানিক তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচি
ছিলেন এবং টোরি মনোভাবসম্পন্ন স্যার্ উইলিয়াম ব্ল্যাকষ্টোনের রচ
থেকে স্বাভাবিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা ও জন্মগত স্বাধীনত
অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে এ
শেষোক্ত চিন্তানায়কের "কমেণ্টারীজ" নামক রচনাবলী ফিলাডেলফিয়া
প্রকাশিত হয়।

অপরদিকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটিতে তদানীন্তন আমেরিকা
সর্ব্বোত্তম হুইগ চিন্তাধারাও প্রতিবিম্বিত হ'য়েছিল। রিচার্ড ব্ল্যাণ্ড, জেম

উইলসন, ডিকিনসন, অ্যাডামস্, জন জে এবং উইলিয়াম লিভিংষ্টোন পূর্ব্বে
যে সকল মতবাদ প্রচার করেছিলেন সেগুলিও ঘোষণাপত্রের অঙ্গীভূত হ'য়েছিল।
জেফারসন যে "অপরিহরণীয় অধিকারসমূহের কথা বলেছিলেন তার মধ্যে
জন ডিকিনসনের রচিত 'কুইবেক প্রদেশবাসীদের উদ্দেশে খোলা চিঠিতে'
(পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য) লিপিবদ্ধ মূল অধিকারগুলিরই রেশ পাওয়া যায়।
১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে কংগ্রেস জন ডিকিনসনের এই খোলা চিঠি
অনুমোদন করেন। এতদ্ব্যতীত স্বাধীনতার সনদ অনুমোদিত হওয়ার সপ্তাহ
অনেক পূর্ব্বে ভার্জ্জিনিয়ার প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত 'ভার্জ্জিনিয়ার
অধিকারাবলীর সনদের' সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিও জেফারসন রচিত
ঘোষণার মধ্যে দেখা যায়। ভার্জ্জিনিয়া সনদের খসড়া রচনা ক'রেছিলেন
জর্জ ম্যাসন।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যে ৫৫ জন প্রতিনিধি স্বাক্ষর ক'রেছিলেন তাঁদের
মধ্যে অনেকেই ছিলেন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ও বিপুল ভূ-সম্পত্তির
মালিক। এঁদের প্রত্যেকেই ঐ মহতী ঘোষণার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বে
বিশ্বাসী থাকুন বা নাই থাকুন, উহা জগদ্বাসীর নিকট আমেরিকার স্বাধীনতার
যৌক্তিকতা প্রমাণ ছাড়াও আরও গভীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক'রেছিল। কারণ,
পরে এটাই ভবিষ্যৎ স্বাধীন সমাজের মানদণ্ড হ'য়ে ওঠে। অবশ্যই এ প্রসঙ্গে
স্বীকার ক'রতে হয় যে, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আমেরিকা সম্পর্কে যথার্থ বর্ণনা
ক'রতে গেলে "জন্মসূত্রে প্রত্যেকটি মানুষ সমান"—এই বাক্যটি সে বর্ণনায়
স্থান পেতে পারে না। কারণ, সে সময়কার আমেরিকায় প্রায় পাঁচ লক্ষের
ও লোক ছিল ক্রীতদাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসনের
যুগের কথা ব'লতে গিয়ে লিঙ্কন যা ব'লেছিলেন এখানে সে কথা কয়টি
অবশ্যই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

"তাঁরা চেয়েছিলেন এক স্বাধীন সমাজব্যবস্থার আদর্শস্থানীয় মূলনীতি
সৃষ্টি ক'রতে; সদাসর্ব্বদাই সেই মূলনীতির দিকে নজর রাখতে হবে, সর্ব্বদা

তা পালনের জন্য চেষ্টা ক'রতে হবে এবং কোনদিন যদি সেই লক্ষ্যে সম্পূ নিখুঁত ভাবে উপনীত হওয়া সম্ভব নাও হয় তথাপি সর্ব্বদাই যতদূর সম্ভব নিকটবর্ত্তী হ'তে হবে। এ ভাবে এর প্রভাব অনুক্ষণ ব্যাপকতর ও গভীরত ক'রে তুলে সর্ব্ব স্থানের সর্ব্ব জাতির সকল মানুষের জীবনের মূল্য ও সু বৃদ্ধির ব্যবস্থা ক'রতে হবে।"

দুই

বিপ্লবে জয়লাভ

সামরিক হিসাব-নিকাশ

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে যদি একটা সামরিক হিসাব-নিকাশ করা হ'ত, তা হ'লে দেখা যেত যে, আমেরিকাস্থিত ব্রিটিশ সেনানায়কদের হাতে বহু সুবিধাই রয়েছে। সু-সজ্জিত, সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী; স্থলভাগে সৈন্য অবতরণ করানো, তাদের স্থানান্তরিত করা এবং সমুদ্রস্থিত সরবরাহ পথগুলি সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্রিটিশ নৌবাহিনী; দেশভক্তদের তুলনায় বহুগুণ অধিক আর্থিক সঙ্গতি যার ফলে নিজেদের সৈন্য ব্যতীতও বিদেশী সৈন্য ভাড়া ক'রে আনা সম্ভব হ'য়েছিল, এবং বহুগুণ স্থলসৈন্য—ব্রিটিশ সেনানায়কদের অনুকূলে এর সবগুলিই ছিল। তাছাড়া পঞ্চমবাহিনী হিসাবে কাজ ক'রবে, আমেরিকায় এমন একটি সক্রিয় দলও ছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষের এই সুবিধাগুলি অংশতঃ নিষ্ফল হয়েছিল এই কারণে যে, আমেরিকার দেশপ্রেমিকরা যুদ্ধ ক'রছিলেন তাদের নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে, এবং আমেরিকার প্রায় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই ছিলেন বন্দুক ব্যবহারে অভ্যস্ত। তাছাড়া, পাল্লা এবং নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদের দিক থেকে আমেরিকানদের রাইফেল ব্রিটিশ পক্ষের মসৃণ-একনলা বন্দুকের (মাস্কেট) চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল। মার্কিণ দেশভক্তদের বাহিনীতে বহুসংখ্যক অভিজাত অফিসারও ছিলেন। ফরাসী ও রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এঁরা সবাই যুদ্ধ সম্পর্কে মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। এঁদের মধ্যেই অতুলনীয় নেতৃত্বের অধিকারী হ'য়ে উঠেছিলেন জর্জ্জ ওয়াশিংটন। আর্ণল্ড এবং গ্রীণ প্রভৃতি অন্যান্য অফিসাররাও স্বাধীনতার যুদ্ধে বিশিষ্ট সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন দেশভক্তদের বিচ্ছিন্ন বাহিনীটিকে নূতন রূপ দিয়ে গণবাহিনীতে পরিণত ক'রলেন। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না, কারণ অংশতঃ কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত মহাদেশীয় প্রতিষ্ঠানের লোকদের নিয়ে এবং অংশতঃ পুরাতন গণবাহিনীর লোকদের নিয়ে ওয়াশিংটনের এই নূতন সেনাবাহিনী গঠিত হোল। এই সব সেনানীর অধিকাংশেরই না ছিল সামরিক শিক্ষা, না ছিল সামরিক শৃঙ্খলাবোধ। নিউ ইংল্যাণ্ডে যে বাহিনী-গুলি গঠিত হয়, গণতন্ত্র সম্পর্কে কতগুলি মাত্রাতিরিক্ত ধারণার ফলে সেগুলিতে সামরিক শৃঙ্খলাবোধ ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছিল। সেখানে অধিকাংশ অফিসারই ভোটে নির্ব্বাচিত হ'তেন এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই সামরিক পদের পার্থক্য মেনে নিতে অস্বীকার ক'রেছিলেন। অধিকন্তু নায়ক-অফিসারগণ অল্পদিনের জন্য তালিকাভুক্ত হ'তেন ব'লে তাঁদের কাজ-কর্ম্ম বিশেষভাবে পঙ্গু হ'য়ে পড়ত। এতদ্ব্যতীত সময় সময় গোলা-বারুদ, খাদ্য, পরিধেয় এবং ঔষধপত্রাদিতে মারাত্মক অভাব দেখা দিত। উপরন্তু, আমেরিকার বন্দরগুলিকে ব্রিটিশ অবরোধ থেকে মুক্ত রাখবার মত কোন কার্য্যকরী নৌ-শক্তিও দেশভক্তদের ছিল না। এই গুরুতর দুর্ব্বলতাগুলি ছাড়াও দেশভক্তদের আরও একটি গুরুতর অসুবিধা ছিল। আমেরিকা-বাসীদের মধ্যে বেশ মোটা একটি অংশ, সম্ভবতঃ প্রায় তিনভাগের এক ভাগ দেশভক্তদের বিরোধী ছিল এবং তাদের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোক নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করাই সমীচীন মনে ক'রেছিলেন।

সামরিক দিক থেকে এই হিসাব-নিকাশে মনে হবে তুলাদণ্ডের পাল্লাটি ব্রিটিশ পক্ষেরই অনুকূলে। তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে ব্রিটিশ পক্ষ পরাজয় বরণে বাধ্য হয়। তাদের এই পরাজয়ের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁদের রণনীতি ও রণকৌশলের মারাত্মক ত্রুটি, ব্রিটেন থেকে রণাঙ্গনের অপরিসীম দূরত্ব যার ফলে ব্রিটেন এক সুদীর্ঘ পথ জুড়ে ক্ষীণ সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে বাধ্য হ'য়েছিল, এবং সামরিক ও অসামরিক নেতৃত্বের অভাব।

প্রথমতঃ ব্রিটিশপক্ষের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শত্রুপক্ষের শক্তিকে মারাত্মকভাবে খেলো মনে করেছিলেন। ব্রিটিশ নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ লর্ড স্যাণ্ডউইচ আমেরিকানদের সম্বন্ধে ব'লেছিলেন ; "ওরা একেবারে আনাড়ী, শৃঙ্খলাবোধহীন কাপুরুষের দল। আমি চাই যে তারা চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ হাজার সাহসী লোককে না পাঠিয়ে অন্ততঃ দুই লক্ষ লোককে যুদ্ধে পাঠাক। এদের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই আমাদের সুবিধা, কারণ তাতে আমাদের জয়লাভ বেশী সহজ হবে।" নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে ওয়াশিংটনের বাহিনী পরাজিত হবার পর জারমেন স্থির-নিশ্চয় হ'য়ে ভেবেছিলেন, "বিদ্রোহীরা আর কখনও রাজার সৈন্যদের সম্মুখীন হবে না।" ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাও এই আশায় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, প্রচণ্ড শীতের দুঃসহ কষ্ট সহ্য ক'রতে না পেরে ওয়াশিংটন তাঁর সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেবেন এবং মুদ্রা-স্ফীতিতে জর্জ্জরিত অর্থনীতির চাপে পড়ে এবং যুদ্ধের নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতিতে নিতান্ত দুর্গত হ'য়ে বিদ্রোহী সরকার আত্ম-সমর্পণ করবে। রঙ্গীন কল্পনা-প্রিয়তার এটি এক চমৎকার দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের উদ্যোগী হ'য়ে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনবার আকাঙ্ক্ষা অথবা বিশেষ যোগ্যতা সাধারণ অফিসারদের ছিল না। গেজ, হো এবং ক্লিণ্টন সম্পর্কে একথা অত্যন্ত সত্য ছিল। কিন্তু বারগোয়েন ও কর্ণওয়ালিস সম্পর্কে অতটা বলা না গেলেও এবং এঁদের দুজনেই বহু ব্যাপারে বিরাট ঝুঁকি বরণ ক'রে নিলেও এঁরা যুদ্ধে নিদারুণভাবে পরাজিত হন। অথচ গেজ-হো-ক্লীণ্টনেরা যে কোন ভাবেই হোক পরাজয়ের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষা ক'রতে পেরেছিলেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিযুক্ত অফিসারদের নাম শোনবার পর লর্ড চ্যাথাম নাকি বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন ঃ "শত্রুদের মনের উপর এই নামগুলির প্রভাব কি হবে জানিনা, আমি কিন্তু স্বীকার না ক'রে পারছিনা, এই নামগুলি শুনে আমার কম্প হ'চ্ছে।"

এর চেয়েও বেশী অযোগ্য ছিল যুদ্ধকালীন অসামরিক নেতৃত্ব। তদানীন্তন উপনিবেশ-সচিব লর্ড জর্জ্জ জারমেন বারগোয়েনের সমূহ-বিনাশের ব্যাপারে জেনারেল হো-র সমানই দায়ী ছিলেন। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের সময় মিনডেনের সংগ্রামে এই লোকটিই কাপুরুষতা ও ভীরুতার জন্য সামরিক আদালতে অভিযুক্ত হ'য়ে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তখন ঘোষণা করা হ'য়েছিল, "কোন প্রকার সামরিক পদে নিযুক্ত হ'য়ে সম্রাটের সেবা করার কোন রকম যোগ্যতাই তার নেই।" তবু এই উগ্র জবরদস্তিবাজ লোকটির উপরই আমেরিকার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ছিল। এছাড়া ব্রিটিশপক্ষের নৌ-বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল আর্ল অব্ স্যাণ্ডউইচের উপর। অসামরিক এই লোকটি ছিলেন ফার্স্ট লর্ড অব্ এডমির্যালটি অর্থাৎ নৌ-সচিব। অশেষ দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন এই লোকটি নাকি নৌ-বাহিনীকে সব দিক থেকে যুদ্ধোপযোগী ক'রতে চেয়েছিলেন, কিন্তু একদিকে কাঠের অভাব এবং অন্যদিকে প্রধান মন্ত্রী নর্থ ও রাজা স্বয়ং কানাকড়িটির দিকেও নজর রেখে চলায় তা ক'রে উঠতে পারেন নি। রাজা অবশ্য সামরিক বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর সমস্ত ব্যাপারেই নিয়মিতভাবে পরামর্শ দিতেন। সে পরামর্শ সহজে অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না।

কানাডা অভিযান

যুদ্ধ যখন আরম্ভ হ'ল তখন ব্রিটিশ রণনীতির উর্দ্ধতন প্রণেতৃবর্গ আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশের বিরুদ্ধে কঠোর নৌ-অবরোধের প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে একটা বড় রকমের অভিযানের জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত ক'রলেন। কিন্তু রণনীতির সামগ্রিক রূপের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা র'য়ে গেল। কোন একটি বিশেষ জায়গায় বিপুল সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রতে তাঁরা অসমর্থ হ'লেন। সে সময় ব্রিটিশ রণনীতির দিক থেকে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিউ ইয়র্ককে আয়ত্তে রাখা। কারণ এই

উপনিবেশটিতে শুধু যে রাজভক্তের সংখ্যাই বেশী ছিল তা নয়, উত্তরের বিদ্রোহী নিউ ইংল্যাণ্ডকে দক্ষিণের উপনিবেশগুলি থেকে পৃথক ক'রে দিয়ে উভয় অঞ্চলেরই প্রতিরোধশক্তি পৃথক-পৃথক ভাবে উচ্ছেদ করাও এর ফলে ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব হ'ত। নিউ ইয়র্ক প্রদেশটিকে আয়ত্তে রাখার জন্য অবশ্য তিনটি বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার চেষ্টা হ'য়েছিল। প্রথম চেষ্টা হয় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে; তখন স্যার গাই কার্লটন কানাডা থেকে নিউ ইয়র্ক অভিযানের পরিকল্পনা করেন। তারপর ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে জেনারেল হো নৌ-বাহিনীর সহায়তায় নিউ ইয়র্কের উপকূলবর্ত্তী কাউন্টিগুলিকে দখল ক'রে নেন। পরবর্ত্তী বৎসরে বারগোয়েন যে ত্রিশূল অভিযানের আয়োজন করেন তা অবশ্য অংশতঃমাত্র কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা হ'য়েছিল।

কানাডা থেকে নিউ ইয়র্ক আক্রান্ত হবার আশঙ্কা ক'রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেনারেল ফিলিপ স্যুইলারের উপর উপনিবেশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় কানাডার যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে তা দখল ক'রে নেবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই কাজের জন্য স্যুইলারের অভিযাত্রী বাহিনীর ফিল্ড কমাণ্ডার নিযুক্ত হন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিচার্ড মণ্টগোমারী (১৭৩৮-১৭৭৫)। ব্রিটেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই অফিসারটি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সেণ্ট জনস্ ও মন্ট্রিল দখল করবার জন্য অগ্রসর হন। ব্রিটিশ সেনাপতি কার্লটনের বাহিনীকে তিনি প্রায় ঘেরাও ক'রে ফেললেন, অতি অল্পের জন্য কার্লটন কুইবেকে পালিয়ে গেলেন। আমেরিকানদের দ্বিতীয় একটি বাহিনী বেনেডিক্ট আর্ণল্ডের নেতৃত্বে মেইন উপনিবেশের ভেতর দিয়ে কুইবেকের সেণ্ট লরেন্স অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই বাহিনীর প্রায় এগারশ' স্বেচ্ছাসেবকের সকলেই কেমব্রিজে নাম লিখিয়েছিল। আর্ণল্ডের এই দলের সঙ্গে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে সেণ্ট লরেন্সে এসে মিলিত হ'লেন মণ্টগোমারীর সঙ্গে তিনশত সৈন্যের এক বাহিনী। ৩১শে ডিসেম্বর সকালে এই দুই বাহিনী একযোগে ওখানকার ব্রিটিশ দুর্গের উপর আক্রমণ ক'রল,

কিন্তু আমেরিকার পক্ষে তার ফল হ'ল শোচনীয়। মণ্টগোমারী রণক্ষেত্রেই নিহত হন, আর্ণল্ড আহত হন এবং হতাহত হয় আরও প্রায় একশ' জন। এছাড়া বন্দী হ'য়েছিল তিনশ' জনেরও বেশী। সারাটা শীতকাল সহরের চারিদিক কোন রকমে ঘেরাও ক'রে রেখে আর্ণল্ড শেষ পর্য্যন্ত জেনারেল ডেভিড উষ্টারের (১৭১১-১৭৭৭) হাতে সৈন্যবাহিনীর ভার অর্পণ করেন। পরে উষ্টারের জায়গায় আসেন জেনারেল জন টমাস। কিন্তু এদিকে মে মাসে কার্লটনের সাহায্যার্থে নূতন ব্রিটিশ সৈন্য এসে পড়ল, ফলে আমেরিকান বাহিনী অবরোধ পরিত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'ল।

আমেরিকার দেশভক্তগণকে এখন উত্তর অঞ্চলে আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ ক'রতে হ'ল। উভয় পক্ষই প্রস্তুত হ'তে থাকল লেক চ্যাম্প্লেন দখলে রাখার সংগ্রামের জন্য, কারণ লেক চ্যাম্প্লেন ছিল ঐ অঞ্চলে রণনীতির দিক থেকে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ্রদ। আর্ণল্ড এবং কার্লটন উভয়েই নিজ নিজ নৌ-বহরের জন্য জাহাজ নির্ম্মাণ ক'রে সমাবেশ ক'রতে লাগলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর উভয় নৌ-বহরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বেধে গেল। কার্লটনের বিপুল সংখ্যক কামানে সুসজ্জিত নৌ-বহরের সঙ্গে ভ্যালকর উপসাগরের যুদ্ধে আমেরিকানদের অধিকাংশ জাহাজগুলিই পঙ্গু হ'য়ে গেল। সেই রাত্রিতে আর্ণল্ডের অবশিষ্ট কয়েকখানা জাহাজ ব্রিটিশের হাত থেকে রক্ষা পেলেও দুই দিন পরে সামরিক শক্তি হিসাবে আমেরিকান 'ফ্লোটিলা' একেবারে বিধ্বস্ত হ'ল। যাহোক, আর্ণল্ডের এই প্রয়াসের ফলে কার্লটনের পরিকল্পিত অভিযানসূচী বানচাল হ'য়ে যায়। ক্রাউন পয়েণ্ট অধিকার ক'রবার পর ব্রিটিশ সেনাপতি সেই দুর্গটি পরিত্যাগ ক'রে সৈন্যদের কানাডায় সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এভাবেই অচল অবস্থার মধ্যে উত্তর অঞ্চলে প্রথম সামরিক অভিযানটির পরিসমাপ্তি ঘটল। ইত্যবসরে ঐ অঞ্চলে ব্রিটিশপক্ষ সাময়িকভাবে আক্রমণোগুম হারিয়ে ফেলেছে।

দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম অভিযান

প্রচণ্ড আঘাত হানবার জন্য বিপুল পরিমাণ সামরিক শক্তি সমাবেশ করার পরিবর্তে ব্রিটিশপক্ষ তাদের বাহিনীকে জেনারেল ক্লিণ্টন এবং স্যার উইলিয়ম হো-র মধ্যে বিভক্ত ক'রে দিয়ে এক মারাত্মক ভুল ক'রে বসল। ক্লিণ্টনকে ভার দেওয়া হ'য়েছিল দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানবার এবং জেনারেল হো-র উপর নির্দ্দেশ ছিল নিউ ইয়র্ক সহর দখল ক'রে নিয়ে মধ্যাঞ্চলের উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে তাকে ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করার। ক্লিণ্টনের দক্ষিণাঞ্চলের অভিযান সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হ'ল। উত্তর ক্যারোলাইনার উইলমিংটনের নিকটবর্ত্তী মূরস্ ক্রিক ব্রীজের যুদ্ধে রাজভক্তদের বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবার সংবাদ পেয়ে ক্লিণ্টন কর্ণওয়ালিসের নূতন বাহিনীর যোগদানে বলীয়ান হ'য়ে আরো দক্ষিণে গিয়ে চার্লসটন নামক জায়গাটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত ক'রলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে ব্রিটিশ নৌ-বহর মার্কিণ পক্ষের আত্মরক্ষা-মূলক প্রধান ঘাঁটি আক্রমণ করে। এই ঘাঁটিটি ছিল তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী, পরে এর নাম দেওয়া হ'য়েছিল ফোর্ট মুলট্রি (এটি রক্ষা ক'রেছিলেন কর্ণেল উইলিয়াম মুলট্রি [১৭৩০-১৮০৫], তাঁর নামানুসারেই দুর্গটির এই নাম দেওয়া হয়)। ব্রিটিশ সেনাপতির সবগুলি জাহাজই ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে এবং বেশ কিছু লোক হতাহত হ'লে তিনি আক্রমণ পরিত্যাগে বাধ্য হন। এদিকে তার সৈন্যরাও অভীষ্টসিদ্ধিতে অপারগ হয়। এরপর দুই বৎসরেরও অধিককাল দক্ষিণ ক্যারোলাইনা রণাঙ্গনে ব্রিটিশপক্ষ থেকে আর নূতন ক'রে অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

মধ্যাঞ্চলের রাজ্যসমূহে অভিযান

জেনারেল হো নিউ ইয়র্ক আক্রমণ ক'রবেন, এই আশঙ্কা ক'রে জর্জ্জ ওয়াশিংটন ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালেই তাঁর সেনাবাহিনীকে বস্টন থেকে সরিয়ে এনেছিলেন। জেনারেল হো তাঁর ভ্রাতা এডমিরাল লর্ড রিচার্ড হো-র নেতৃত্বে পরিচালিত একটি শক্তিশালী নৌ-বহরের আশ্রয়ে থেকে ১৭৭৬

খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে লং আইল্যাণ্ডে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নামিয়ে দেন। এই সময় তাঁর বাহিনীতে ক্রমশঃই সৈন্যসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে এবং কমবেশী ৯ হাজার ভাড়াটে জার্ম্মাণ সৈন্য সমেত সংখ্যা ৩২ হাজারে গিয়ে পৌছায়। সেখানে জেনারেল পুটনামের অধীন প্রধান মার্কিণ বাহিনীটি প্রায় খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে যায় এবং প্রায় বন্দী হয়। কিন্তু জেন্যরেল উইলিয়াম আলেক জাণ্ডারের এক অসমসাহসিক বিলম্বিত-করার কৌশলে মাকিণ বাহিনীর পলায়ন পথ রক্ষিত হয়। জেনারেল উইলিয়াম আলেকজাণ্ডার নিজেকে "লর্ড ষ্টার্লিং" উপাধির অধিকারী ব'লে দাবী ক'রতেন। ব্রুকলীনে অবস্থান ক'রে ব্রিটিশ নৌ-বহরকে ইষ্ট রিভারে যেতে দিয়ে আপন সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ ছিন্ন হ'য়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেবার পরিবর্ত্তে জর্জ্জ ওয়াশিংটন ২৯-৩০শে আগষ্ট রাত্রিতে সুকৌশলে জেনারেল পুটনামের গোটা বাহিনীকেই ম্যানহ্যাট্টানে সরিয়ে আনলেন। এরপর তিনি ম্যানহাট্টান দ্বীপের উপকূলভাগে ব্রিটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরিবৃত হ'য়ে পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে পুনর্ব্বার পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত করেন এবং নিউ ইয়র্ক সহর খালি করে দিয়ে তাঁর প্রধান বাহিনীকে সরিয়ে নেন।

ইত্যবসরে, শান্তি কমিশনাররূপে নিযুক্ত হবার দলিল সঙ্গে ক'রে নিয়ে হো-ভ্রাতৃদ্বয় স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ডে ফ্র্যাঙ্কলিন, জন অ্যাডামস্ এবং এডওয়ার্ড রাটলেজের (১৭৪৯-১৮০০) সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে এক শান্তি সম্মেলনে মিলিত হ'লেন। শেষোক্ত তিনজন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব ক'রছিলেন, কিন্তু হো-ভ্রাতৃদ্বয়ের এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যাতে বিধি-বহির্ভূত কংগ্রেস ও কনভেনশনগুলি ভেঙ্গে না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন উপনিবেশের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা ক'রতে পারেন। উপরন্তু, যেহেতু হো-ভ্রাতৃদ্বয় দাবী ক'রলেন যে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পূর্ব্বে প্রত্যাহার না ক'রলে শান্তি আলোচনা চলতে পারেনা ; সুতরাং সম্মেলনটি ভেঙ্গে গেল।

সেপ্টেম্বর মাসে ম্যানহাট্টানের পূর্ব্বদিকে কিপ উপসাগরের তীরে ব্রিটিশ বাহিনী অবতরণ করার পর জেনারেল হো ওয়াশিংটনের বাহিনীকে প্রায়

চারদিক থেকেই ঘেরাও ক'রে ফেলেছিলেন। তিনি ঐ দ্বীপের উত্তরাংশে ওয়াশিংটনের শক্তিশালী ঘাঁটিকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রলেন। হো-র সেনাবাহিনীর প্রধান অংশটি ইষ্ট রিভারের উপর দিকে লং আইল্যাণ্ড সাউণ্ড বরাবর জাহাজ যোগে প্রধান ভূখণ্ডের পেনস্ পয়েণ্টে অবতরণ করে। চারিদিক থেকে পরিবেষ্টিত হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হবার জন্য ওয়াশিংটন তাঁর প্রধান বাহিনীকে ম্যানহ্যাট্টান থেকে সরিয়ে আনলেন। হোয়াইট প্লেনস্ নামক জায়গাটিতে তিনি হো'কে বাধা দিলেন এবং নর্থ ক্যাস্‌ল্ নামক স্থানে কোনও রকমে হো-র হাত থেকে পিছলে সরে পড়লেন। কিন্তু উত্তর ম্যানহ্যাট্টানে "ফোর্ট ওয়াশিংটন" দুর্গটি একটি শক্তিশালী সৈন্যাবাস হ'লেও ১৬ই নভেম্বর তারিখে বিরাট ব্রিটিশ বাহিনীর অপরিমিত চাপে পড়ে আত্মসমর্পণ ক'রল। এই যুদ্ধটিই সমগ্র অভিযানের মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের সবচেয়ে বড় আক্রমণ ছিল।

হাডসন নদী অতিক্রম ক'রে ওয়াশিংটনের পশ্চাদপসরণ এবং জার্সির মধ্য দিয়ে ডেলাওয়ারের দিকে সরে আসার ফলে দেশভক্তদের মধ্যে একটা সর্ব্বজনীন উৎসাহহীনতা প্রকাশ পেল। উপরন্তু কর্ণওয়ালিস সে সময় ওয়াশিংটনের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকায় তাঁরা আরও হতোদ্যম হ'য়ে পড়েন। টম পেন তাঁর "দি ক্রাইসিস" নামক পুস্তিকায় লিখলেন: "এইসব মুহূর্ত্তেই মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা হ'য়ে যায়।" জেনারেল হো'কে সুরের রেশ টেনে রাখবার সুযোগ না দিয়ে পাল্টা আক্রমণের স্থান ও সময় বেছে নিতে ওয়াশিংটন কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। ডেলাওয়ারের তুষারাচ্ছন্ন ভূমিভাগ অতিক্রম ক'রে ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি ট্রেণ্টনে অবস্থিত হেসিয়ান (জার্ম্মাণ) সৈন্যাবাসটি চকিতে আক্রমণ ক'রে দখল ক'রে নেন। কালমাত্র বিলম্ব না ক'রে জেনারেল হো কর্ণওয়ালিসকে পাঠিয়ে দিলেন জেনারেল জেমস গ্র্যাণ্টের সঙ্গে প্রিন্সটনে গিয়ে মিলিত হবার জন্য। ২রা জানুয়ারী তারিখে ট্রেণ্টনের পূর্ব্বদিকে ওয়াশিংটনের ৫ হাজার সৈন্যের সঙ্গে ব্রিটিশ

বাহিনীর সাক্ষাৎ হ'ল, কিন্তু কর্ণওয়ালিস স্থির ক'রলেন যে, পরের দিন তিনি আক্রমণ করবেন এবং তাতেই "শেয়াল ধরা" পড়বে। এদিকে ওয়াশিংটন তাঁর শিবিরটি অধিকৃত আছে এমন একটা মোহজাল সৃষ্টি করার মত সামান্য কিছু সৈন্যকে পেছনে ফেলে রেখে গোপনে কর্ণওয়ালিসের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন এবং ৩রা জানুয়ারী তারিখে সকালে প্রিন্সটনের কাছাকাছি এসে পড়লেন। জেনারেল হিউ মার্সারের (আনুমানিক ১৭২৫-১৭৭৭) নেতৃত্বাধীনে মার্কিণ অগ্রদূত বাহিনীটি কর্ণেল মহুডের হাতে বিধ্বস্ত হবার পর ওয়াশিংটনের প্রধান বাহিনী ইংরেজদের নিউ ব্রান্সডইকের দিকে তাড়িয়ে দেয় এবং বহুসংখ্যক লোককে হতাহত ক'রে ব্রিটিশ পক্ষের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। দেশভক্তদের উপর বিজয়লক্ষ্মীর এই করুণা বর্ষিত হবার ফলে একমাত্র পূর্ব্ব নিউ জার্সির সর্ব্বশেষ ভাগ ছাড়া আর সমস্ত অঞ্চল থেকেই শত্রুবাহিনী বিতাড়িত হ'ল এবং ওয়াশিংটনের পক্ষেও মরিসটাউনের নিকটবর্ত্তী পাহাড়গুলিতে নিরাপদে শীতকালীন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হ'ল। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল, ট্রেণ্টন এবং প্রিন্সটনের জয়লাভ ভগ্নোগুম দেশভক্তদের শতধা খণ্ডিত মনোবল পুনরায় ফিরিয়ে আনতে অপরিসীম সাহায্য করল।

বারগোয়েনের সর্ব্বনাশা আঘাত

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনারেল জন বারগোয়েন আর একবার ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে জারমেনের নিকট নিউ ইংল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য তাঁর ত্রিশূল অভিযানের পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় কমপক্ষে ৮ হাজার নিয়মিত সৈন্যের একটি প্রধান বাহিনীকে দক্ষিণ অভিমুখে লেক চ্যাম্‌প্লেন এবং হাডসন নদীর উৎস মুখ বরাবর পাঠাবার কথা বলা হয়। একটি সাহায্যকারী বাহিনী মোহক উপত্যকার ভেতর দিয়ে অসওয়েগো থেকে অভিযান ক'রবে এবং জেনারেল হো হাডসনের উৎস বরাবর একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠাবেন। জারমেন এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন ক'রলেন এবং কার্লটনের পরিবর্ত্তে বারগোয়েনের উপর এই অভিযানের নেতৃত্ব ভার অর্পণ

'রলেন। কিন্তু এদিকে আবার ৩রা মার্চ্চ তারিখে জারমেন জেনারেল হো-র ফিলাডেলফিয়া আক্রমণের পরিকল্পনাটিও অনুমোদন করেন। তাঁর আশা ছিল, জেনারেল হো যথাসময়ে এই লক্ষ্য পূর্ণ ক'রে ফিরে এসে বারগোয়েনের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবেন। কিন্তু বস্তুতঃ কানাডা পরিত্যাগের পূর্ব্বে বারগোয়েন কার্লটনের নিকট লিখিত জেনারেল হো-র একখানি পত্রে জানতে পারলেন যে, ওয়াশিংটন যদি উত্তরাঞ্চলের মার্কিণ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা না করেন তা হ'লে হো-র পক্ষে কোনরূপ সাহায্য দেওয়া সম্ভব হবে না। অবশ্য এ সময় তিনি যে চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়েছেন, এমন কোন ইঙ্গিতই ছিল না।

বেশ শুভ আরম্ভের মধ্য দিয়েই বারগোয়েনের অভিযান শুরু হয়। জেনারেল আর্থার সেণ্ট ক্লেয়ার (১৭৩৬-১৮১৮) অতিশয় অসাবধানতাবশে মাউণ্ট ডিফায়েন্স অরক্ষিত রেখে দেবার ফলে টিকোনডারোগা দুর্গটি বারগোয়েন দখল ক'রে নেন। এই দুর্গ দখলের জন্য ব্রিটিশ বাহিনী ঐ পাহাড়টির উপর (অর্থাৎ মাউণ্ট ডিফায়েন্স) কামান সন্নিবেশিত ক'রেছিল। বারগোয়েন সেণ্ট ক্লেয়ারকে দক্ষিণ অভিমুখে তাড়িয়ে নিয়ে যান। কিন্তু গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে অরণ্যসঙ্কুল এবড়োখেবড়ো রণভূমির উপর দিয়ে চলতে গিয়ে এবং স্যুইলারের সৈন্যগণ পথিমধ্যে অসংখ্য গাছ কেটে রাখায় তাঁর গতি মন্থর হ'য়ে যায়। ইত্যবসরে, নিউ ইংল্যাণ্ডের সামরিক অফিসারগণ স্যুইলারকে পশ্চাৎ অপসরণের জন্য দোষী ক'রে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করায় ৪ঠা আগষ্ট তারিখে কংগ্রেস স্যুইলারের পরিবর্ত্তে জেনারেল হোরেশিয়ো গেট্‌স্‌কে (১৭২৯-১৮০৬) সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন। হোরেশিয়ো গেট্‌স্ ছিলেন একজন রাজনৈতিক সেনাপতি, যাঁর কথায় বহুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্যই কান দিতেন।

স্যুইলারের পরিবর্ত্তে নূতন সেনাপতি নিযুক্ত হবার পূর্ব্ব থেকেই বিজয়ের স্রোত দেশভক্তদের অনুকূল হ'য়ে উঠছিল। ১৮ শত সৈন্যের একটি

ব্রিটিশ বাহিনী কর্ণেল বেরি সেণ্ট লেজারের নেতৃত্বে অস্‌ওয়েগো থেকে পূর্ব্ব দিকে লেক অণ্টারিও অভিমুখে অগ্রসর হ'তে থাকে। এই বাহিনীটির অধিকাংশই ছিল রাজভক্ত এবং জোসেফ ব্রাণ্টের (১৭৪২-১৮০৭) নেতৃত্বে পরিচালিত রেড-ইণ্ডিয়ান সৈন্য। ৩রা অগষ্ট তারিখে সেণ্ট লেজার মোহক নদের তীরবর্ত্তী ফোর্ট স্ট্যানউইক্স দুর্গটি অবরোধ করেন। এই সৈন্যাবাসটিতে কর্ণেল পিটার গেনসভুর্টের (১৭৪৯-১৮১২) অধীনে ৭৫০ জন সৈন্য অবস্থান করছিল। এদের সাহায্যকল্পে সদলবলে অগ্রসর হবার সময় ওরিসক্যানি নামক স্থানে জেনারেল নিকোলাস হারকিমারের (১৭২৮-১৭৭৭) সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্ঘর্ষ হ'ল। কিন্তু অবরুদ্ধ দুর্গটির সৈন্যগণ ব্রিটিশ শিবিরের বিরুদ্ধে এক আক্রমণ চালাবার ফলে হারকিমার পূর্ব্বদিকে সরে যেতে সমর্থ হ'লেন, অবশ্য তার অর্দ্ধেকের বেশী শক্তি এখানে খোয়া গেল।

এদিকে স্যুইলার ফোর্ট স্ট্যানউইক্স দুর্গটির মারাত্মক সঙ্কট উপলব্ধি ক'রে একটি সাহায্যকারী অভিযাত্রী বাহিনীর প্রেরণকল্পে স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন করলেন। স্যুইলারের ষ্টাফের অনেকেই এভাবে অন্যদিকে শক্তি সন্নিবেশ করা অবিজ্ঞজনোচিত মনে ক'রলেন এবং যখন দেখা গেল কোন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলই স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত হ'লেন না, সাহসী মেজর জেনারেল বেনেডিক্ট আর্ণল্ড এ কাজের ভার নেবার জন্য এগিয়ে এলেন। এই উষ্ণ মস্তিষ্ক ও অপূর্ব্ব স্বতঃস্ফূর্ত্ত চেতনাবিশিষ্ট লোকটি কর্ণেল গেনসভুর্টকে সাহায্য করবার জন্য এক সহস্র স্বেচ্ছাসেবকের একটি বাহিনী নিয়ে ঐ দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হ'লেন। সম্পূর্ণ একটা ভাওতা দিয়ে অবরোধকারী রেড-ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের ভয় পাইয়ে দেওয়া হ'ল এবং ফলে ব্রিটিশ পক্ষ স্ট্যানউইক্স দুর্গে অবরোধ পরিত্যাগ ক'রে পুনরায় অস্‌ওয়েগোতে ফিরে গেল।

এ সময় একদিকে যখন বারগোয়েন তাঁর আক্রমণকারী শক্তির একটি বাহু হারাতে চলেছিলেন, সে সময় তাঁর দ্বিতীয় বাহুটি ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল। এ সময় তাঁর রসদ সরবরাহের সমস্যা প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছিল। সুতরাং তিনি

লেঃ কর্ণেল বমের নেতৃত্বে ৭ শত সৈন্যের একটি বাহিনীকে দেশভক্তদের বেনিংটনস্থিত সামরিক রসদাগারটি দখল ক'রবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কর্ণেল বমকে বাধা দিলেন জেনারেল জন স্টার্ক (১৭২৮-১৮২২) এবং কমবেশী ২৬ শত অনভিজ্ঞ লোক। এরা সবাই অবশ্য দেশভক্তদের গণবাহিনীতে ভর্ত্তি হ'য়েছিল। এই যুদ্ধে বম নিজে এমন সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাতেই তাঁর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। তাছাড়া, তাঁর প্রায় সমগ্র বাহিনীটি নিহত বা বন্দী হয়। কর্ণেল বমের সাহায্যার্থে এসেছিলেন কর্ণেল ব্রেম্যান, কিন্তু অত্যধিক বিলম্ব হবার দরুণ তিনি সাহায্য ত দিতে পারলেনই , পরন্তু সেঠ ওয়ার্ণারের নেতৃত্বে ম্যাসাচুসেট্সের কমবেশী ৪ শত অভিজ্ঞ সৈন্যের সহযোগিতায় জেনারেল স্টার্ক তাঁর বাহিনীকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে ফেললেন। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে ব্রেম্যান আবার বারগোয়েনের কাছে ফিরে গেলেন।

বারগোয়েনের সামরিক অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটজনক হ'য়ে উঠলেও, ব্রিটিশ সেনাপতি অ্যালব্যানির উপরই চাপ দেবার সিদ্ধান্ত ক'রলেন। কারণ তাতে নিউ ইয়র্ক রণাঙ্গনের ক্লিণ্টনের বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে, আর এই জিনিষটির প্রয়োজনই তাঁর কাছে অপরিসীম হ'য়ে উঠেছিল। ফলে তিনি যখন দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হলেন, তখন তাঁর পশ্চাদভাগ ছিন্ন হ'য়ে গেল। জন ব্রাউন এবং সেঠ ওয়ার্ণার দখল ক'রলেন মাউণ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এবং ইথান অ্যালেন নিয়ে নিলেন মাউণ্ট ডিফায়েন্স।

তবু কিন্তু দক্ষিণ থেকে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। ৩রা অক্টোবর তারিখে জেনারেল ক্লিণ্টন নিউ ইয়র্ক সহরস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদের নিয়ে হাডসন নদীর উৎস অভিমুখে অগ্রসর হ'লেন এবং ক্লিণ্টন ও মণ্টগোমারি নামক দুর্গ দুইটি অধিকার ক'রে ব্রিটিশ নৌ-বহরকে একেবারে ঈসোপাশ (কিংসটন) পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ এই ঈসোপাশ নামক স্থানটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ক'রে ফেলল। কিন্তু ক্লিণ্টন অ্যালব্যানি পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া

নিরাপদ মনে ক'রলেন না, সুতরাং আরও সৈন্য সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি নিউ ইয়র্ক সহরে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলেন।

এদিকে হো ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে উদ্দেশ্যহীনভাবেই আক্রমণ ক'রে ফিলাডেলফিয়া সহরটি দখল ক'রে নেন। ওয়াশিংটন জার্ম্মাণটাউনে যে পাল্টা আক্রমণ ক'রেছিলেন ৪ঠা অক্টোবর তারিখে তিনি তা পরাস্ত করেন এবং নভেম্বরের শেষভাগের মধ্যে উত্তরে ফিলাডেলফিয়া থেকে প্রায় সমগ্র ডেলাওয়ার ব্রিটিশ নৌ-বহরের জাহাজগুলির পক্ষে নির্ব্বিঘ্ন হ'য়ে যায়। একথা অবশ্য সত্য হো যত সত্বর কার্য্য সমাধা করবেন ভেবেছিলেন, ওয়াশিংটনের তীব্র প্রতিরোধে তত সত্বর তা ক'রতে পারলেন না এবং বারগোয়েনের জন্য সৈন্য ছেড়ে দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বারগোয়েন এবার অ্যালব্যানি অভিমুখে অগ্রসর হ'তে থাকলেন। হাডসন নদী পেরিয়ে তিনি পশ্চিম তীরে উপনীত হলেন এবং বেমিস্ হাইটস্-এ (পাহাড়) জেনারেল গেটস্ পরিখাবেষ্টিত হ'য়ে যে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা ক'রে ব'সেছিলেন, সেখানে আক্রমণ ক'রলেন। গেটস্ যে অতিরিক্ত সৈন্য পেলেন তাতে তাঁর বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ৭ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল মহাদেশীয় বাহিনীর (কংগ্রেস কর্ত্তৃক সবগুলি উপনিবেশের জন্য গঠিত সৈন্যবাহিনী) লোক। এছাড়া গণবাহিনীর লোকেরা প্রতিদিন যোগ দিয়ে দল ভারী করছিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে বারগোয়েন আমেরিকানদের বাঁদিকের উঁচু জমিটি দখল ক'রে নেবার চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্যস্থানের সামান্য একটু আগে ফ্রীম্যান্স্ ফার্মে আর্ণল্ডের একটি বাহিনী তাঁকে থামিয়ে দেয়। আর্ণল্ড ফ্রেজারের বাম এবং বারগোয়েনের দক্ষিণে একটি দুর্ব্বল জায়গা লক্ষ্য ক'রে এই ব্যবস্থা করেন, যদিও ব্রিটিশ পক্ষের মধ্যভাগটি পুরাদস্তুর শক্তিশালীই ছিল।

জে গেটস্-এর করায়ত্ব ছিল, কিন্তু তিনি আক্রমণ না চালাবার সিদ্ধান্ত ক'রলেন। ৭ই অক্টোবর তারিখে বারগোয়েন সদলবলে টহ

দিতে বেরিয়ে সাহস করে নিজের সীমানা ছাড়িয়ে আমেরিকান পক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে গেটস্ পাল্টা অভিযান ক'রলেন এবং বেনেডিক্ট আর্ণল্ড সেদিন কোন বাহিনীর নেতৃত্ব না ক'রলেও ব্রম্যানের দুর্গের উপর এক ভীষণ আঘাত হানলেন। এই আঘাতের ফলে ব্রিটিশ পক্ষ বেমিস্ হাইটস্‌এ পুনরায় নিক্ষিপ্ত হ'ল। বারগোয়েন এখন তাঁর সৈন্যসংখ্যার তিনগুণ সৈন্যসংখ্যাবিশিষ্ট আমেরিকান বাহিনী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে পড়ায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হলেন। এই সময় বারগোয়েন এবং গেটসের মধ্যে 'স্যারাটোগা কনভেনশন্' বা স্যারাটোগা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর অবশিষ্ট ৫,৭০০ শত সৈন্য অস্ত্রত্যাগে বাধ্য হয়। স্থির হয় যে তাদের মার্চ্চ করিয়ে বস্টনে নিয়ে যেতে হবে, তারপর সেখান থেকে জাহাজযোগে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং অঙ্গীকার করা হ'ল যে আমেরিকায় আর কোনদিনই যুদ্ধের জন্য তাদের নিয়োগ করা হবেনা। যাহোক গেটস্ এই চুক্তিতে ব্রিটিশ পক্ষের আত্মসমর্পণের জন্য অত্যন্ত নরম সর্ত্ত মঞ্জুর করায় কংগ্রেস বিস্মিত হ'য়ে যান এবং ব্রিটিশ পক্ষই এই চুক্তিটি ঠিক ঠিক মত পালন করেননি, এই অজুহাত দেখিয়ে চুক্তিতে উল্লিখিত আমেরিকার দায়িত্বগুলি পালন না করার সিদ্ধান্ত করলেন।

ইংল্যাণ্ডে স্যারাটোগা চুক্তির প্রভাব

স্যারাটোগা চুক্তির ফলে সমগ্র জগতেই সে সময় প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে এর ফলে প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ পদত্যাগের অনুমতির জন্য অনুরোধ ক'রে বসলেন, কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাঁর বহুকালের শত্রু লর্ড চ্যাথামের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণে সম্মত না থাকায় প্রধানমন্ত্রীর এই অনুরোধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রলেন। বিভিন্ন খাতে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য লর্ড নর্থ রাজার নিকট বিশেষভাবে ঋণী থাকায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং নিজের অযোগ্যতা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থেকেও প্রধান-

মন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যেতে সম্মত হ'লেন। এদিকে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। ক্রমবর্দ্ধমান দেশপ্রেমের খাতিরে বিরোধী পক্ষ সরকারের পতন ঘটানোয় বিরত থাকল। রাজা তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রদর্শন ক'রেছিলেন সত্য, কিন্তু দেশের সর্ব্বোত্তম স্বার্থ সম্পর্কে তিনি যে অন্ধ এবং স্বার্থপরতাই যে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এ জিনিষটিও তাঁর আচরণে ফুটে উঠেছিল। লেকি এই ঘটনাকে "রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সমগ্র রাজত্বকালের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধমূলক" আখ্যা দিয়েছিলেন এবং ব'লেছিলেন যে, যে সকল কার্য্যের ফলে রাজা প্রথম চার্লসের ফাঁসী হ'য়েছিল, তার যে কোন একটি কার্য্যের সঙ্গে রাজা তৃতীয় জর্জ্জের কার্য্যটি সমানভাবে তুলনীয় এবং সমান দোষাবহ।"

স্যারাটোগায় আমেরিকানদের বিজয়লাভে ব্রিটিশ রণনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হ'ল। জেনারেল হো-র পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হ'লেন জেনারেল ক্লিণ্টন। ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত ক'রলেন যে, এখন থেকে আমেরিকার যুদ্ধে মুখ্যতঃ একটি নৌ-যুদ্ধ এবং ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ অপেক্ষা এতে কম গুরুত্ব আরোপ করা হবে। প্রয়োজন হ'লে ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে দিতে হবে (এ সময়টা ছিল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস) এবং দক্ষিণাঞ্চলে রাজভক্তির প্রাবল্য থাকায় সেখানে একটা অভিযান শুরু ক'রতে হবে।

ইত্যবসরে, খাস ব্রিটেনে আমেরিকার সঙ্গে শান্তি স্থাপনের একটা মনোভাব মধ্যে ক্রমশঃ প্রবল হ'য়ে উঠছিল। প্রাচীনপন্থী হুইগগণ আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটাবার দাবী জানিয়ে ব'ললেন যে, আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেওয়া হোক এবং "তার সঙ্গে এক স্থায়ী যৌথরাষ্ট্রীয় মিত্রতামূলক সম্বন্ধ স্থাপিত হোক।" ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এভাবে অচিরেই ভেঙ্গে যাবে, এই চিন্তা লর্ড চ্যাথামের পক্ষে দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠেছিল এবং লর্ড সভা থেকে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্

বিরোধীপক্ষের সমালোচনার জবাব দেবার জন্য এবং ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার মৈত্রী চুক্তি অনুমোদিত হ'তে পারে, এই আশঙ্কা ক'রে লর্ড নর্থ আমেরিকায় কার্লাইলের নেতৃত্বে গঠিত একটি শান্তি কমিশন পাঠালেন। কার্লাইল কমিশনকে আমেরিকার কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা করার অধিকার দিয়ে বলা হ'য়েছিল যে, প্রয়োজন হ'লে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ ক'রে যে সকল আইন পাশ করা হ'য়েছে তার সব কয়টিই সাময়িকভাবে বাতিল ক'রে দেওয়ার সর্ত্তে কমিশন সম্মত হ'তে পারবেন। কিন্তু কংগ্রেস আমেরিকা থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ এবং আমেরিকার পূর্ণ স্বাধীনতা— এই দুটি বিষয় ব্যতীত অপর কোন কিছুতেই শান্তি কমিশনের সঙ্গে কোনরূপ আপোষ-আলোচনা ক'রতে অস্বীকৃত হ'লেন। কমিশন কতিপয় কংগ্রেস সদস্যকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করার এবং কংগ্রেসের মাথার উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে আমেরিকাবাসী জনসাধারণের নিকট আবেদন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন এবং সম্পূর্ণ বিফলমনোরথ হ'য়ে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা

স্যারোটোগায় জয়লাভের অব্যবহিত পরেই আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ফ্রান্স। ফলে আমেরিকার বিপ্লবের মোড় ঘুরে গেল। ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে সঙ্ঘর্ষের শুরু থেকেই ফ্রান্স বেসরকারীভাবে আমেরিকানদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং অর্থ দুই-ই দিয়ে আসছিল। পাছে আমেরিকা ব্রিটেনের সঙ্গে কোনরকম সন্ধি ক'রে ফেলে এই আশঙ্কায় সে এবার তাড়াতাড়ি মৈত্রী চুক্তির জন্য এগিয়ে এল। বস্তুতপক্ষে ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার এই মিত্রতা স্থাপনের ব্যাপারটি ছিল বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের ব্যক্তিগত এক বিরাট সাফল্য। তিনি সে সময় ফ্রান্সে আমেরিকার কমিশনার অর্থাৎ নিযুক্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধি, প্রতিভা এবং অপরকে মুগ্ধ করবার অপূর্ব্ব ক্ষমতার বলে তিনি ফরাসী রাজার দরবার এবং সমগ্র দেশের অন্যান্য উদার মতাবলম্বী ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ জয় ক'রে ফেলেছিলেন

স্পেন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে অস্বীকার ক'রলে এবং যথার্থই আমেরিকার স্বাধীনতার বিরোধিতা ক'রলেও, সে শেষ পর্য্যন্ত ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের মিত্র হিসাবে যুদ্ধে যোগ দেয়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্রান্স যেরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, স্পেন তদ্রূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিল না। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া, ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যে এক চুক্তির বলে "সশস্ত্র নিরপেক্ষ সঙ্ঘ" (লীগ অব আর্ম্‌ড্‌ নিউট্রালিটি) গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করা। ফ্রান্স এবং স্পেনকে অবরু করার জন্য ব্রিটেনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এভাবে যে আঘাত হানা হ'ল, পরবর্ত্তী দু'বছরে নেদার্ল্যাণ্ড (হল্যাণ্ড), প্রাশিয়া, পর্তুগাল, অষ্ট্রিয়া এবং উভয় সিসিলী নিয়ে গঠিত রাজ্যটি যোগদানের উপর সে আঘাত আরও জোরদার হ'য়ে উঠল। ব্রিটেন শেষ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সেণ্ট ইউস্টাটিয়াস নামক ওলন্দাজ-অধিকৃত দ্বীপটির মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ করতে সমর্থ হ'লেও সশস্ত্র নিরপেক্ষ সঙ্ঘটি মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর তরফ থেকে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনেরই অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রিটেন শেষ পর্য্যন্ত নেদার্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়েছিল।

আমেরিকায় স্যারাটোগা চুক্তির ফলাফল

স্যারাটোগায় জয়লাভের পর মার্কিণ দেশভক্তদের মধ্যে যে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল তার অত্যল্পকাল পরেই এলো ভেদ-বিভেদ, মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্রমশঃ মনোবলের অধঃপতন। কংগ্রেসের মধ্যে কেউ কেউ ফিলাডেলফিয়ার পতনের জন্য ওয়াশিংটনের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা ক'রছিলেন এবং তাঁরা জেনারেল গেটসের বিপুল বিজয়লাভের তুলনায় ওয়াশিংটনের রণকৌশলকে একেবারে নগণ্য ব'লে প্রমাণ করার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছিলেন। ডাঃ বেঞ্জামিন রাশ্‌ সে সময় কংগ্রেসের সদস্য না থাকলেও প্রস্তাব ক'রে বসলেন যে ওয়াশিংটনের পরিবর্ত্তে জেনারেল গেটস্‌কেই প্রধান সেনাপতি করা হোক

ফরাসী সেনাবাহিনীর প্রাক্তন আইরিশ কর্ণেল জেনারেল টমাস কনওয়ে (১৭৩৫-আনুমানিক ১৮০০) অত্যন্ত অবিবেচকের মত গেটসের নিকট লিখিত এক পত্রে আভাসে লিখলেন যে, গেটস্ শীঘ্রই ওয়াশিংটনকে ছাড়িয়ে যাবেন ব'লে তিনি আশা করছেন। অবশ্য এই মার্কিণ সেনাপতিটি কংগ্রেসে ওয়াশিংটন-বিরোধী উপদলটির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যাই হোক, সেনাবাহিনীর উপর ওয়াশিংটনের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা জেনারেল গেটসের বিশেষভাবে জানা থাকায় তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে কোন-প্রকারেই জড়িত থাকতে চাননি। ফলে এই তথাকথিত "কনওয়ে ক্যাবাল" বা কনওয়ের কুচক্রটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৭৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালের সেই কঠোর দুঃখ-কষ্টের দিনগুলিতে ভ্যালি ফোর্জস নামক জায়গায় আমেরিকার সৈন্যগণ শীতে, অনাহারে, ব্যাধিতে এবং অসামরিক বে-বন্দোবস্তের ফলে যে অসহনীয় কষ্ট ভোগ ক'রছিল, তাতে জর্জ্জ ওয়াশিংটন ছাড়া অন্য কেউ মার্কিণ সেনাবাহিনীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন কি না খুবই সন্দেহের বিষয়।

বস্তুতঃ স্যারাটোগার জয়লাভের পরবর্ত্তী কালে দেশভক্তদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছিল। ১৭৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে নিদারুণ খাদ্যাভাব এবং মাইনে বাকী পড়ার বিরুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হ'তে থাকে। ফলে এই সময়ের মধ্যে পরপর কতকগুলি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে দমন ক'রবার পূর্ব্বে তাদের কতিপয় পাণ্ডাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। কিন্তু সবচাইতে শোচনীয় আঘাত এল এককালের বীর বেনেডিক্ট আর্ণল্ডের নিকট থেকে। প্রকাশ হ'য়ে পড়ল যে, বিশ্বাসঘাতক বেনেডিক্ট আর্ণল্ড ওয়েষ্ট পয়েন্টকে ব্রিটেনের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থাটি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন।

সংগ্রামের অপর দিক: নৌযুদ্ধ

যুদ্ধের প্রথম দিকেই ব্রিটিশরা উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে এক কঠোর নৌ-অবরোধ যদি চালু করতেন, তা হ'লে হয়তো এই অবরোধই ব্রিটেন বনাম

আমেরিকার এই যুদ্ধের চূড়ান্ত নির্ণায়ক হ'তে পারত। কারণ, মার্কিণ কংগ্রেস এসেক হপকিন্‌স্-এর নেতৃত্বে যে ক্ষুদ্র নৌ-স্কোয়াড্রনটি প্রথমে গঠন ক'রেছিল তা নিতান্তই শক্তিহীন ছিল। ব্রিটিশ অবরোধ ভেদ করে এই স্কোয়াড্রনের কোন জাহাজ, যখনই উপকূল ছেড়ে সমুদ্রে নিষ্ক্রান্ত হ'তে পারত একমাত্র তখনই এরা ছোটখাট নৌ-যুদ্ধে ব্যাপৃত হ'তে পারত, নৌ-বহর হিসাবে কাজ করবার ক্ষমতা এদের তখন ছিল না। কিন্তু ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর আর সে অবস্থা রইল না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত সশস্ত্র মার্কিণ জাহাজগুলির কমবেশী ১০ হাজার লোক এবার সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে নৌ-যুদ্ধ শুরু করল। এসময় শক্তিশালী ফরাসী নৌ-বহর তাদের সঙ্গে যোগ দিল। এইবার মার্কিণ জাহাজগুলি ব্রিটিশ জাহাজগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্য প্রকাশ্যে তটভাগের ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলিও ব্যবহার ক'রতে লাগল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে জন পল জোনস্ নামে জনৈক স্কটিশ নাবিক আমেরিকার আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে ইংল্যাণ্ডের হোয়াইট হ্যাভেনে গিয়ে অবতরণ করে এবং সেখানকার দুর্গটির কামানগুলিকে অকেজো ক'রে দেয় এবং নোঙর-করা একখানি ব্রিটিশ জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জোনস্ পুনরায় কেরী উপকূলে টহল দিতে থাকে এবং বাল্‌টিক উপসাগর থেকে আগত একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য নৌ-বহরকে বাধা দেয়। যুদ্ধের যখন সমাপ্তি ঘটে তখন মার্কিণ বেসরকারী নৌ-বহর কমবেশী ৬ শতখানা জাহাজ দখল করেছিল বলে হিসাব পাওয়া যায়। মালসমেত এদের মূল্য ছিল মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারেরও অধিক। মার্কিণ নৌ-বাহিনী শত্রুপক্ষের ১৯৬ খানা জাহাজ দখল করে অথবা ধ্বংস করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জোনস্ কর্ত্তৃক "সেরাপিস" নামক জাহাজখানা এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাপ্তান জন বেরী কর্ত্তৃক "মার্‌স্" ও "মিনার্ভা" নামক জাহাজ দুখানি দখল করার ঘটনা।

ইংল্যাণ্ড সে সময় আক্রমণ প্রত্যাসন্ন মনে ক'রে শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু একান্ত নগণ্য সমরোপকরণ এবং বহুধা বিভক্ত দুর্ব্বল নেতৃত্বের ফলে সে সময় এতবড় সাহসিক আঘাত হানবার মত সামর্থ্য ফ্রান্সের ছিল না। এর পরিবর্ত্তে ফরাসীরা কোমতে ন্ত-এস্তাইন্-এর নেতৃত্বে নিউপোর্টস্থিত একটি ব্রিটিশ সৈন্যাবাসের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের সঙ্গে সংযুক্তভাবে যুদ্ধ ক'রতে এগিয়ে এল। কোমতে যখন ফিলাডেলফিয়া পৌছান, জলপথে ফিলাডেলফিয়া ত্যাগকারী ব্রিটিশ বাহিনীর গতিরোধ করার আর সময় ছিল না। যাই হোক, নিউপোর্টে অ্যাডমিরাল হো এবং ফরাসী নৌবহরের মধ্যে জয়-পরাজয় সূচক কোন যুদ্ধ হ'তে পারেনি, কারণ এক ভয়াবহ ঝটিকা উভয় পক্ষকেই ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয়। এ সময় জেনারেল জন স্যুলিভ্যানের (১৭৪০-১৭৯৫) নেতৃত্বাধীন আমেরিকান স্থলবাহিনীটিও হটে আসতে বাধ্য হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, কর্ণওয়ালিসের আত্মসমপর্ণের পরে ছাড়া ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী আর যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন আয়ত্তে আনতে পারেনি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সেণ্টসের যুদ্ধে অ্যাডমিরাল জর্জ্জ রডনীর জয়লাভ এবং জিব্রাণ্টারের উপর এক হামলা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করার পরই ব্রিটিশরা মনোবল ফিরে পান।

দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান

জেনারেল ক্লিণ্টন তাঁর সেনাবাহিনীর কিয়দংশ জলপথে এবং কিয়দংশ স্থলপথে ফিলাডেলফিয়া থেকে অপসারণের ব্যবস্থা ক'রতে পেরেছিলেন এবং নিউ জার্সির মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে সরে আসবার সময় প্রধানতঃ জেনারেল চার্লস্ লী'র ভীরুতা অথবা নির্বুদ্ধিতার জন্য মনমাথে ওয়াশিংটনকেও জব্দ রাখতে পেরেছিলেন। ফলে এখন থেকে যুদ্ধের সরগরমটা পড়ল গিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের উপর। তবে এসময় ছোটখাট যে যুদ্ধটি হ'য়েছিল শান্তির সন্ধি রচনার সময় তার সর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণে সেই যুদ্ধটির প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল। এই যুদ্ধটি ঘটেছিল ওল্ড নর্থওয়েষ্ট নামক অঞ্চলে। ১৭৭৮ এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে

ভার্জ্জিনিয়া রাজ্যের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হ'য়ে জর্জ্জ রজার্স ক্লার্ক (১৭৫২-১৮১৮) ঐ অঞ্চলের সবগুলি ব্রিটিশ দুর্গ অধিকার ক'রে ফেলেন।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশপক্ষের নিকট স্যাভানার পতন ঘটে এবং অগাস্টার পতন ঘটে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠিত কয়েকটি যুদ্ধে একটি রাজভক্তবাহিনী ফেব্রুয়ারী মাসে কর্ণেল এণ্ড্রু পিকেন্স্-এর (১৭৩৯-১৮১৭) নিকট পরাজিত হয় এবং এপ্রিল মাসে উত্তর ক্যারোলাইনা ও ভার্জ্জিনিয়ার সৈন্যদল সাফল্যের সঙ্গে টেনেসীর অন্তর্গত চিকামৌগা রেড-ইণ্ডিয়ানদের পল্লীগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে হামলা চালায়। স্ত-এস্তাইন এবং জেনারেল লিঙ্কন সমুদ্রপথে ও স্থলপথে একযোগে স্যাভানার উপর পাল্টা আক্রমণ করেন, কিন্তু সে আক্রমণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় এবং এই সংযুক্ত শক্তির মারাত্মক ক্ষতি হয়। ফলে যুদ্ধে সুবিধা-সুযোগ আর একবার ব্রিটিশের হাতে চলে যায়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জেনারেল ক্লিণ্টন চার্লস্টন-স্থিত ৫৪ শত সৈন্য সমন্বিত আমেরিকান সৈন্যাবাসটি অধিকার করেন।

ক্লিণ্টন মনে ক'রলেন, দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় এবার পুনরায় সম্রাটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং তিনি কর্ণওয়ালিসের হেফাজতে ৮০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী রেখে বললেন, তিনি যেন দক্ষিণ ক্যারোলাইনা রক্ষা করেন এবং সম্ভব হ'লে দক্ষিণে ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত করেন। এদিকে পিকেন্স্, ফ্রান্সিস মেরিয়ন (আনুমানিক ১৭৩২-১৭৯৫) এবং টমাস সামটারের (১৭৩৪-১৮৩২) নেতৃত্বে দলে দলে গেরিলা ফৌজ ব্রিটিশ বাহিনীকে এমন উত্যক্ত ক'রে তুলল যে, তাদের পক্ষে আর শক্তি সংহত করা সম্ভব হ'লনা। এ সময় মহাদেশীয় বাহিনীর একদল সৈন্যকে ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে এনে কংগ্রেস একটি "সাদার্ণ আর্মি" বা দক্ষিণ-বাহিনী গঠন ক'রলেন এবং তার নেতৃত্বভার অর্পণ ক'রলেন জেনারেল গেটসের উপর। কর্ণওয়ালিসের বিরুদ্ধে গেটস্ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হ'লেন, কিন্তু আগষ্ট মাসে ক্যামডেনের যুদ্ধে

ভীষণভাবে পরাজিত হ'লেন। কর্ণওয়ালিস এখন মনে ক'রলেন যে, উত্তর ক্যারোলাইনা আক্রমণের পক্ষে সমস্ত বাধাই অপসারিত হ'য়ে গিয়েছে।

কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে ঐ ক্যামডেনেই হ'ল বিটিশ পক্ষের সর্ব্বশেষ জয়লাভ। কারণ, এরপর থেকেই যুদ্ধের গতি ব্রিটিশের প্রতিকূল হ'য়ে উঠল। অক্টোবর মাসে কর্ণওয়ালিসের বামদিকে রক্ষাকার্য্যে রত একটি রাজভক্ত-বাহিনী উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনার মধ্যবর্ত্তী 'কিংস্ মাউণ্টেন' নামক পাহাড়ের উপরে আটকা পড়ার ফলে কর্ণওয়ালিস উত্তর ক্যারোলাইনা অভিযানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক'রে দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় পশ্চাদপসরণে বাধ্য হ'লেন।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান আমেরিকান বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হ'ল জেনারেল ন্যাথানিয়েল গ্রীণের (১৭৪২-১৭৮৬) হাতে। এতদিন পরে অবশেষে এলো সুযোগ্য নেতৃত্ব। জেনারেল গ্রীণ নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রেই জেনারেল ডেনিয়েল মরগ্যানকে (১৭৩৬-১৮০২) ৮ শত লোক দিয়ে পাঠালেন পশ্চিম দিকে ত্বরিত আক্রমণের জন্যে এবং 'লাইট্ হর্স-হ্যারি' লীকে (১৭৫৬-১৮১৮) নিযুক্ত ক'রলেন উইন্স্‌বরো এবং চার্লস্টনের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত কর্ণওয়ালিসের বাহিনীটির বিরুদ্ধে গেরিলা কার্য্যকলাপ চালাবার জন্য। গ্রীণের এই চালে কর্ণওয়ালিস বাধ্য হ'য়ে পাল্টা আক্রমণ করেন। কাউপেন্স নামক স্থানে মরগ্যান টার্লটনের আক্রমণ সামলালেন। যদিও টার্লটনের সৈন্যসংখ্যা মরগ্যানের তুলনায় বহুগুণ অধিক ছিল, তবু মরগ্যানের নিকট তিনি মারাত্মক-ভাবে পরাজিত হ'লেন। ক্রুদ্ধ ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস এবার মরগ্যানের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে গিল্ডফোর্ড কোর্টহাউসে এসে তাঁকে এবং জেনারেল গ্রীণকে ধরে ফেললেন। ব্রিটিশবাহিনী সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ ক'রলেও এমন ভয়ঙ্কর ক্ষতি বরণ ক'রে নিতে হ'ল যে, কর্ণওয়ালিস উইলমিংটনের সমুদ্রোপ-কূলে হটে যেতে বাধ্য হলেন। এরপর তিনি অগ্রসর হলেন উত্তর দিকে ভার্জ্জিনিয়া অভিমুখে। সেখানে উপনীত হবার পর বিরাট একদল নতুন সৈন্য

এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল, কিন্তু এই নতুন শক্তি নিয়েও ভার্জ্জিনিয়ার অভ্যন্তরে তাঁর আক্রমণ যথেষ্ট ফলপ্রসূ হ'তে পারলনা। কারণ, সেখানে লাফায়েত এবং ফন স্ট্যুবেনের নেতৃত্বে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র মার্কিণ বাহিনী ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিল এণ্টনী ওয়েনের (১৭৪৫-১৭৯৬) বাহিনী। সুতরাং কর্ণওয়ালিসকে আবার সমুদ্রোপকূলের দিকেই ফিরে যেতে হ'ল যা'তে সেখানে কোন ঘাঁটি তৈরী ক'রে জেনারেল ক্লিণ্টনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয়।

এদিকে ছ গ্র্যাসির অধীনে ফরাসী অধিকৃত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ফরাসী নৌ-বহরটিকে পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত চীসাপিক উপসাগর অঞ্চলে ব্যবহার করার জন্য পাওয়া যেতে পারে, এই খবর পেয়ে ওয়াশিংটন সিদ্ধান্ত ক'রলেন যে, তাঁর নিজের বাহিনী এবং রোশাম্বোর বাহিনীটি ভার্জ্জিনিয়ার অভ্যন্তরে অভিযানের জন্য নিয়োগ ক'রবেন। তাঁরা যেন নিউ ইয়র্ক অভিমুখে অগ্রসর হ'চ্ছেন, এরূপ একটা ভাব দেখিয়ে উভয়ের সেনাবাহিনীই হাডসন নদী পার হলেন। অতঃপর তাঁরা ভান ক'রলেন যেন স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ডই তাঁদের লক্ষ্যস্থল। তারপর চট ক'রে স'রে গিয়ে তাঁরা নিউ জার্সির ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। তাঁদের আসল গতি কোন্ দিকে, ক্লিণ্টন তা স্থির ক'রতে পারার আগেই ওয়াশিংটনের বাহিনীর অধিকাংশই ফিলাডেলফিয়া থেকে বহুদূরে পৌছে গিয়েছিল।

ছ গ্র্যাসি ৩০শে আগষ্ট তারিখে ইয়র্কটাউনের অদূরে পৌছে এক নৌ-অবরোধের ব্যবস্থা ক'রলেন এবং স্থলপথে অগ্রসর হ'য়ে যা'তে কর্ণওয়ালিসের বিরুদ্ধে লাফায়েতের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারেন তার জন্য আপন সেনাবাহিনীকে সেখানে নামিয়ে দিলেন। এসময় অ্যাডমির‍্যাল গ্রেভ্সের অধীন নৌ-বহরটিকে একেবারে পরাজিত করা হয় এবং কর্ণওয়ালিসের দুর্ভাগ্যও পুরাপুরি নির্ণীত হ'য়ে যায়। ৯ হাজার আমেরিকান এবং ৭ হাজার ৮ শত ফরাসী সৈন্যের একটি মিলিত বাহিনী ইয়র্কটাউন অবরোধ ক'রে। ফলে

১৭ই অক্টোবর ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস তাঁর ৮ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করেন।

অসামরিক রণাঙ্গনের সংগ্রাম

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেমস্ ওয়ারেণের নিকট লিখিত এক পত্রে জন অ্যাডামস্ একটি বিজ্ঞজনোচিত মন্তব্য করেন। তিনি লিখেছিলেন যে, "সম্মিলিত উপনিবেশগুলির মত বিরাট অথচ জটিল একটি রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যবস্থাপনা রীতিমত দুঃসাধ্য। এর জন্য প্রয়োজন মোজেসের মত স্থৈর্য্য, জবের মত ধৈর্য্য এবং ডেভিডের শৌর্য্যের সঙ্গে সলোমনের বিজ্ঞতা।" বাইবেলে উল্লিখিত প্রাচীনকালের এই সকল মনীষী যদি তদানীন্তন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হ'তেন, তা হ'লে তাঁরা উপলব্ধি ক'রতে পারতেন, একদিকে একান্ত দুর্ব্বল কেন্দ্রীয় সরকার এবং অপরদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ১৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করা কত কঠিন কাজ।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে (ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট) যথাযোগ্য দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করার কাজটি নানাভাবেই বিঘ্নিত হ'য়েছিল। সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন ছিল, অঙ্গরাষ্ট্রগুলির পক্ষ হ'তে তাদের স্বস্ব সার্ব্বভৌম অধিকার বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ ক'রতে অস্বীকৃতি। সে সময় কংগ্রেসকে মনে করা হ'ত কেবলমাত্র সর্ব্বোচ্চ "পর্য্যবেক্ষণকারী শক্তি।" কনেটিকাট নিজেকে একটি প্রজাতন্ত্র ব'লেই মনে ক'রত, ভার্জ্জিনিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে অনুষ্ঠিত চুক্তিটি পৃথকভাবে অনুমোদন করে এবং অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র ও জাহাজ সংগ্রহের জন্য ইউরোপে তাদের এজেণ্ট (প্রতিনিধি) পাঠায়। এদিকে কংগ্রেসের ভেতরে এক-একটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিদল গোষ্ঠীগতভাবে ভোট দিতে থাকে। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা ক'রেছিলেন, সেই পরিকল্পনাটিতে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব থাকায় তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডিকিন্‌সনের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটি সংযুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে এক সংশোধিত পরিকল্পনা পেশ

ক'রেছিলেন। এই পরিকল্পনাটির নাম ছিল "আর্টিকল্‌স্‌ অব্‌ কন্‌ফেডারেশন অ্যাণ্ড পারপেচুয়্যাল ইউনিয়ন" বা যৌথরাষ্ট্র এবং স্থায়ী সংহতির মূল বিধি-সমূহ। এই পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের একটি ক'রে ভোট থাকবে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ক'রতে হ'লে সেই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ন্যূনপক্ষে ৯টি ভোট থাকা চাই। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে এই বিধিগুলি (আর্টিকল্‌স্‌) গৃহীত হ'লেও ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত হয়নি। যে সকল অঙ্গ-রাষ্ট্র পশ্চিমাঞ্চলের জমিগুলির উপর অধিকার দাবী করেছিল তারা যদি যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ঐ সকল জমি ছেড়ে না দেয় তা হ'লে মেরীল্যাণ্ড উক্ত প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ক'রবে না, মেরীল্যাণ্ডের এই সঙ্কল্পের দরুণই উক্ত বিলম্ব ঘটে। ভার্জ্জিনিয়া তার দাবী পরিত্যাগ করায় মেরীল্যাণ্ড উক্ত বিধিসমূহ অনুমোদন করে এবং তার পর থেকেই পুরাতন কংগ্রেস "দি ইউনাইটেড স্টেটস ইন কংগ্রেস এসেম্বলড" এই নূতন নামে কাজ ক'রতে থাকে।

যৌথরাষ্ট্রীয় বিধিসমূহের মধ্যে (আর্টিকল্‌স্‌ অব্‌ কন্‌ফেডারেশন) কোন শক্তিশালী শাসনপরিচালন বিভাগ বা করধার্য্য করার ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কোন কার্য্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা না থাকায় কংগ্রেস কতকগুলি কমিটি মারফৎ যুদ্ধের কাজ পরিচালনা করতে বাধ্য হ'চ্ছিলেন। কিন্তু কমিটি মারফৎ কাজ করার এই পদ্ধতিটির কর্ম্মকুশলতাও সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বিরোধ এবং ব্যক্তিগত অহঙ্কার ও অভিযানের ফলে ব্যাহত হচ্ছিল। কংগ্রেস সদস্য জে এসম্পর্কে একবার লিখেছিলেন যে, "ঠিক ভ্যাটিক্যানের মত এই সরকারী ভবনেও (স্টেট-হাউস) সমান পরিমাণ চক্রান্ত ও দলাদলি রয়েছে কিন্তু বোর্ডিং-স্কুলের মতই এখানেও কোনরূপ গোপনতা নেই।"

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুল্ক ধার্য্য করার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকায় যুদ্ধ পরিচালনার কাজে বিভিন্ন বিভাগের সংহতি সাধন ক্রমশই অধিকতর

বিঘ্নিত হচ্ছিল। ফলে দেখা গেল, সমগ্র জাতিই যেন এক মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি ও শুল্কসঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলেছে। ফ্রান্স এবং স্পেন গোটা যুদ্ধের সময় জুড়ে সাহায্য ও ঋণ হিসাবে মোট প্রায় ৯০ লক্ষ ডলার দিলেও ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর আমেরিকার অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হ'য়েছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই কংগ্রেস ২৫ কোটি ডলারেরও অধিক পরিমাণ কাগজী মুদ্রা (কন্টিনেণ্টাল্স্), কোয়ার্টার মাস্টার সার্টিফিকেট এবং লোন অফিস্ সার্টিফিকেট চালু করেন। এছাড়া সৈন্যদের বকেয়া বেতন পরিশোধকল্পে আরো কিছু সার্টিফিকেট ইস্যু ক'রে সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রলেন। এদিকে কংগ্রেসের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রেই বিভিন্ন রাজ্যের পক্ষ থেকে আরও অতিরিক্ত ২০ কোটি ডলারের কাগজী মুদ্রা চালু করা হ'য়েছিল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কন্টিনেণ্টাল্ কারেন্সীতে প্রতি ৮টি কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যেত, কিন্তু ঐ বছরই শেষের দিকে এই বিনিময় হার আরও হ্রাস পেয়ে প্রতি ৪০টির পরিবর্ত্তে একটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রাহিসাবে হুণ্ডির প্রচলন সীমাবদ্ধ করার জন্য কংগ্রেস সিদ্ধান্ত ক'রলেন যে, অঙ্গরাজ্যগুলির নিকট কংগ্রেসের যে পাওনা আছে তা ঐ হুণ্ডিগুলি ফেরৎ দিয়ে শোধ করা যাবে, কিন্তু ওদের চলতি দাম যা হবে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ মাত্র হুণ্ডির মূল্য হবে। মুদ্রাসঙ্কট যাতে আরও খারাপের দিকে না যায় তজ্জন্য কংগ্রেস ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট মরিসকে (১৭৩৪-১৮০৬) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ফাইনান্স বা অর্থপর্য্যবেক্ষক (আমেরিকার বর্ত্তমান সেক্রেটারী অব্ ট্রেজারী বা অর্থসচিবের পদটির এইভাবেই উৎপত্তি হ'য়েছিল।—অনুবাদক) নিযুক্ত করেন। মরিস্ একটি 'জাতীয় ব্যাঙ্ক' (দি ব্যাঙ্ক অব্ নর্থ আমেরিকা) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন এবং উহার একটি সনদ প্রণয়নের পর ব্যাঙ্কটি স্থাপনও করেন, অঙ্গরাজ্যগুলির নিকট থেকে হুকুম জারী ক'রে আদায় করার অকেজো পদ্ধতি বরবাদ ক'রে দিয়ে তার পরিবর্ত্তে সেনাবাহিনীকে

রসদাদি সরবরাহ করবার জন্য ঠিকাপ্রথা চালু করেন এবং ফ্রান্সের নিকট থেকে যথাসময়ে আর্থিক সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করেন। এর সঙ্গে ফ্রান্সের সমর্থনে নেদার্ল্যাণ্ড থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রে মরিস্ বছরের শেষভাগেই দেশের মুদ্রাসঙ্কট দূর ক'রে অর্থনীতিকে ধাতুমুদ্রাভিত্তিক ক'রে তোলেন।

যুদ্ধের ব্যয়ভার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যগুলির সরকার পণ্যমূল্য ও মজুরীর স্ফীতি রোধ করার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে নিউ ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে (কনভেনশন্) মজুরী ও পণ্যমূল্যের সর্ব্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছিল। কংগ্রেসে জিনিষপত্রের দাম বেঁধে দেবার প্রস্তাব উত্থাপিত হ'লে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না ক'রে ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু কঠিনতম যুদ্ধের দিনগুলিতে যে ফাটকাবাজি ও মুনাফাখোরির মনোভাব ব্যাপক হ'য়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে জর্জ্জ ওয়াশিংটন অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন এবং এজন্য তিনি পণ্যের মূল্য ও মুনাফার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার কর্ত্তৃক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রচলিত মুদ্রার মূল্য দ্রুতগতিতে হ্রাস পেতে থাকায় অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহে এবং আঞ্চলিক সম্মেলনে হামেশাই আঞ্চলিক, রাজ্যিক এবং স্থানিক পণ্য মূল্যের তালিকা সংশোধন ক'রতে হ'ত। যেহেতু এই সকল সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রধানতঃ নির্ভর ক'রতে হ'ত বয়কট ও সামাজিক দিক থেকে একঘরে করা প্রভৃতি শাস্তির উপর, সুতরাং সেগুলি ব্যর্থ হ'ল। আর্থনীতিক নিয়ামক বিধিসমূহ কার্য্যকরী করা স্বতঃই অসম্ভব ছিল, এরকমটি অবশ্য এই ব্যর্থতার কারণ নয়। আসল কারণ ছিল, মুদ্রাসঙ্কট দূরীকরণে মহাদেশীয় কংগ্রেস এবং অঙ্গরাজ্যগুলির ব্যর্থতা। মুদ্রার মূল্যে স্থায়িত্ব না থাকলে মজুরী ও পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যে নিতান্তই অসম্ভব, এটাই সে সময় প্রমাণিত হ'য়ে গিয়েছিল।

আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হ'য়েছিল, তার একটা সংশয়াতীত ফল হ'য়েছিল এই যে যুক্তরাষ্ট্র যে সময় কনফেডারেশন ছিল সেই সময় *Laissez-faire* বা অবাধনীতির উদ্ভব ঘটে। আমেরিকান শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মহল মনে ক'রতে থাকেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর থেকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা-নিষেধ বিলুপ্ত করা হ'লে এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়মনের ব্যবস্থা ক'রে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে স্বদেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের নিমিত্ত বিবিধ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ক'রলে আর্থনীতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পুনরায়ণ শুরু হবে।

শান্তি আলোচনা

ইয়র্কটাউনে ব্রিটিশপক্ষের পরাজয় এবং নর্থ মন্ত্রিসভার পতনের পর রাজা তৃতীয় জর্জ্জ সিংহাসন পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'লেন, কিন্তু পুনরায় ভেবে-চিন্তে বিরোধীপক্ষের মন্ত্রিসভা মেনে নিতে সম্মত হ'লেন। এই মন্ত্রিসভায় রকিংহাম হ'লেন প্রধানমন্ত্রী এবং দুটি রাষ্ট্রসচিবের পদ পেলেন যথাক্রমে চার্লস্ জেমস্ ফক্স এবং শেলবার্ণ। ইউরোপ-সংক্রান্ত বিবিধ দায়িত্ব পেলেন ফক্স এবং শেলবার্ণ পেলেন আমেরিকা-বিষয়ক দায়িত্ব। শেলবার্ণ মন্ত্রী হ'য়েই রিচার্ড অসওয়াল্ডকে পাঠালেন প্যারিসে ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে শান্তি-আলোচনা শুরু করার জন্য। এর অবশ্য অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল: ফ্রান্সের পক্ষ থেকে মার্কিণ দেশভক্তদের সরিয়ে আনা। স্পেন আমেরিকার স্বাধীনতা এবং তার রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিল, সুতরাং মার্কিণ সরকারী কর্ম্মচারীরা একটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক হ'য়ে উঠলেন। সম্ভাবনাটি হচ্ছে, স্পেনের সঙ্গে স্বার্থ-সঙ্ঘাতের ফলে যদি প্রকৃতই কোন যুদ্ধ উপস্থিত হয় তা হ'লে ফ্রান্স তখন আমেরিকাকে সমর্থন ক'রবেনা।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন শান্তি-আলোচনা শুরু ক'রলেন। পরে এসে মিন যোগ দিলেন জন জে, জন অ্যাডামস্ এবং সর্ব্বশেষে হেনরি লরেন্স (১৭২৪-

১৭৯২)। এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি লণ্ডন টাওয়ারে বন্দী ছিলেন। রকিংহামের মৃত্যুর পর শেলবার্ণ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হ'য়ে অসওয়াল্ডের মারফৎ শান্তি-আলোচনা চালাতে লাগ্‌লেন। বহুদিন আলোচনা চলবার পর শেষ পর্য্যন্ত অসওয়াল্ডকে "তেরোটি মিলিত রাষ্ট্রের" কমিশনারদের সঙ্গে সন্ধি করার ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। বস্তুতঃ এই ক্ষমতা প্রদানই আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেবার সামিল হ'ল। শান্তি-আলোচনায় যোগদানকারী আমেরিকান প্রতিনিধি জন জে ক্রমশঃই ফ্রান্সের সম্পর্কে সন্দিহান হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি অপরাপর আমেরিকান প্রতিনিধিদের বোঝালেন যে, ফ্রান্সের সঙ্গে আগাগোড়া পরামর্শ ক'রে নেবার জন্য কংগ্রেস যে নির্দ্দেশ পাঠিয়েছিলেন তা না মেনে প্রতিনিধিরা যেন নিজেদের উদ্যোগেই অগ্রসর হন।

এই শান্তি-আলোচনার ফলে যে সন্ধিপত্রটি রচিত হ'ল তা বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ও তাঁর সহযোগীদের উঁচুদরের কূটনৈতিক কৃতিত্বের নিদর্শন। এই সন্ধিতে আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়া ছাড়াও অন্য একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাও ছিল। এই সন্ধির ফলেই অ্যাপালেশিয়ান পর্ব্বতমালার পশ্চিম পার্শ্বস্থ মিসিসিপি নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ আমেরিকার অধিকারে আসে এবং বিরাট নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও নোভাস্কোশিয়া অঞ্চলে বহুকাল ধ মাছ ধরবার যে অধিকারটি আমেরিকা ভোগ ক'রে আসছিল সেই অধিকারটি সংরক্ষিত হয়। এর পরবর্ত্তে উত্তরদিকে ইংল্যাণ্ডকে সীমানার দিক থেকে এখানে ওখানে সামান্য কিছু করে সুবিধা দেওয়া হয়। তাছাড়া ব্রিটি মহাজনদের নিকটে আমেরিকাবাসীরা ব্যক্তিগতভাবে যে সকল ঋণে ছিলেন প্রতিনিধিরা সেগুলি বৈধ বলে স্বীকার ক'রে নিতে সম্মত হন এব স্বীকার করেন যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্রের আইনসভা গুলির নিকট আমেরিকাবাসী রাজভক্তদের সম্পত্তি ও অধিকার পুনরা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুপারিশ করা হবে।

তিন

বিপ্লবের গণতান্ত্রিক পরিণতি

প্রজাতান্ত্রিকতা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা

আমেরিকার বিপ্লব পরিণতি লাভ করে ব্রিটেনের নিকট থেকে স্বরাজ-লাভের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে। কিন্তু তার গতিপথে বিমুক্ত হ'য়ে যায় এমন কতকগুলি গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী শক্তি যেগুলি আমেরিকায় জীবনের ধারা গভীরভাবে পরিবর্ত্তিত করে।

প্রথমতঃ এই বিপ্লবের ফলেই সমগ্র জগতের নিকট প্রমাণিত হ'য়ে যায় যে, প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গেই চালানো যেতে পারে। ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আঘাত লাগে।

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম বহুসংখ্যক সম্প্রদায় নিজ নিজ সরকার গঠন করে। তেরোটি অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে মোটের উপর এগারোটি অঙ্গরাষ্ট্র সংবিধান রচনা করেছিল। বাদ ছিল শুধু রোড-আইল্যাণ্ড এবং কনেটিকাট্। এই দুইটি রাষ্ট্রই তাদের পুরাতন সনদ ব্যবহার করতে থাকে, কিন্তু সনদে যেখানেই 'ব্রিটিশ রাজার' কথা লিখিত ছিল সেখান থেকেই ঐ কথাটি তুলে দেওয়া হয়। ম্যাসাচুসেট্স্ রাজ্যে সংবিধান রচনার জন্য একটি কনভেনশন্ বা সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সম্মেলন কর্ত্তৃক রচিত সংবিধানটি জনসাধারণের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু বাদবাকী সবগুলি সংবিধানই ছিল বৈপ্লবিক কংগ্রেস বা কনভেনশনসমূহের অবদান।

অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এই সব সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, একমাত্র পেনসিল-ভ্যানিয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঙ্গরাষ্ট্রই আইন প্রণয়নের জন্য দ্বৈত সভার ব্যবস্থা। তাছাড়া, শাসন বিভাগের প্রধানকে ক্ষমতাশূন্য ক'রে একেবারে দুর্ব্বল ক'রে দেওয়া হয় (নয়টি অঙ্গরাষ্ট্রের গভর্ণরকে ভিটো প্রয়োগের

ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়); আইনসভাগুলিকে শক্তিশালী করা হয় এবং বিচারকদের নিয়োগের ব্যবস্থা হয় ও তাঁদের কার্য্যকাল সদাচরণ-সাপেক্ষ ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু সম্পত্তির ভিত্তিতে বিশেষ পদে নিয়োগ ও ভোট দেবার অধিকার স্থির করার প্রথাটি বিপ্লবের ফলে বিলুপ্ত হ'ল না। সরকারী পদের জন্য বিরাট পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি থাকার আবশ্যকতা যথারীতি বহাল থেকে যায়, কিন্তু ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ভূ-সম্পত্তিগত মাপকাঠি কমিয়ে দেওয়া হয়। নিউ হ্যাম্পশায়ার ও পেনসিলভ্যানিয়াতে পোল ট্যাক্স দিলেই ভোট দেবার অধিকার পাওয়া যেত এবং সেখানে সম্পত্তির মালিকদের পুত্রেরা কোনরকম খাজনা না দিলেও ভোটাধিকার পেত। আর ভর্জ্জিনিয়াতে ভোটের অধিকার পাবার জন্য আবাদ বা বসতি আছে এমন ২৫ একর জমি এবং আবাদ বা বসতি নেই এমন ৫ শত একর জমির মালিকানা দরকার হ'ত।

অনেক সংবিধানেই অধিকারাবলীর সনদ সন্নিবেশিত হয়, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হয় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে ভার্জ্জিনিয়ার সংবিধানে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে যে প্রথম দশটি সংশোধন সংযোজিত হয়, তারও পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় ঐ সনদ থেকে। সুতরাং, জেফারসন যে অপরিহরণীয় অধিকারের কথা বলেছিলেন, সেগুলি সমগ্র দেশের মূল আইনের স্থায়ী অঙ্গে পরিণত হ'য়ে যায়।

বিপ্লবের সামাজিক ফলাফল কিন্তু গাণিতিক অঙ্ক ব্যবহার ক'রে নির্ণয় করা যাবেনা। যে সব অঞ্চলে সম্পত্তির মালিকদের প্রভূত আধিপত্য ছিল, বোধ হয় সে সব অঞ্চলেই এর প্রভাব সবচেয়ে সরাসরি গিয়ে পড়ে। পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে জমি দখল করার উপর রাজার যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা এখন চলে গিয়েছিল এবং রাজার খাস অধিকারভুক্ত বিরাট বিরাট ডোমিনিয়ন (ভূখণ্ড) এখন রাজ্য-আইনসভাগুলির অধিকারে আসে। তারা এই সকল ডোমিনিয়নে অবিলম্বে বসতি গড়ে তুলবার জন্য অতিশয় উদার সর্ত্তে জমি বন্দোবস্ত করার আগ্রহ প্রকাশ ক'রতে থাকেন। এছাড়া বিপ্লবের সময় যারা সামরিক

বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, বহুক্ষেত্রে বিনামূল্যেই তাঁদের জমি প্রদানের ব্যবস্থা করা হ'তে থাকে।

সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষগুলি বিপ্লবের স্রোতে সম্পূর্ণ ভেসে যায়। রাজা অথবা ঔপনিবেশিক মালিকগণ পূর্ব্বে যে খাজনা আদায় ক'রতেন সেগুলি আর ছিল না। অভিজাত ভূম্যধিকারীদের আভিজাত্যের অন্যান্য স্তম্ভও ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়। বহু রাজ্যেই আইন পাস ক'রে জমি হস্তান্তরিত করার বিরুদ্ধে যে সকল বিধান ছিল সেগুলি রদ ক'রে অবাধে হস্তান্তরিত করা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করার বিধি চালু করা হয়। নিউ ইয়র্ক এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে নিয়ম ছিল যে, কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে। এই নিয়মটি রদ ক'রে সমস্ত পুত্রকেই সমানভাবে ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আইনের বিধানটি যতখানি কঠোর বলে মনে হয়, আসলে ততখানি কঠোর ছিল না। কারণ, বিপুল সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁদের কনিষ্ঠ সন্তানদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে রেখে যেতেন না। অধিকন্তু গৃহযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে তূলা চাষের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতির অধীনে বিরাট বিরাট তূলা ক্ষেত রাখার পদ্ধতিটিই সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে ওঠে, যদিও সেখানে জমি হস্তান্তরিত করার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল না এবং কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির মালিকানা লাভ করবে, এই নিয়মটিও চালু ছিল না।

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি লিখেছেন যে, ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই টোরিদের জমিদারীগুলি বাজেয়াপ্ত ক'রে দেওয়া হয়। জর্জ্জিয়ার স্যার জেমস্ রাইট, ভার্জ্জিনিয়ার ষষ্ঠতম লর্ড ফেয়ারফ্যাকস্ এবং নিউ ইয়র্কের মোহক কাউন্টির স্যার জন জন্‌সন্ প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিরাট বিরাট জমিদারী নিলামের তালিকায় ফেলে দেওয়া হয়। আসলে কিন্তু এই সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্য ছিল পিটুনীর ব্যবস্থা করা এবং অর্থের সংস্থান করা। এর সাহায্যে একদিকে যেমন সক্রিয় টোরিদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হয়, অন্যদিকে

তেমনি অঙ্গরাজ্যগুলির পক্ষে যুদ্ধ চালাবার জন্য নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে চাষী স্বত্বাধিকারী সমন্বিত কোন বিশেষ ধরণের ভূমিপ্রথা প্রতিষ্ঠা করার অভিলাষ বা উদ্দেশ্য ঐ বাজেয়াপ্ত করার পেছনে ছিল না, আর এইজন্যই কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন নিউ ইয়র্ক রাজ্যের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কাউন্টিগুলিতে, যখন বড় বড় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন সেগুলি সত্যিকারের বসতিস্থাপনকারীদের পরিবর্ত্তে বিত্তবান্ এবং ফাটকাবাজ লোকদের হাতেই চলে যায়, কারণ বিত্তবান্ ও ফাটকাবাজদের হাতেই প্রচুর নগদ অর্থ ছিল, কিন্তু সত্যিকারের বসতিস্থাপনকারীদের তা ছিল না। আবার অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে, যেমন নিউ জার্সির সোমারসেটের মত কয়েকটি কাউন্টিতে, রাজভক্তদের সম্পত্তির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য ছিল। সেখানে দেশভক্তরা প্রায়শঃই নিজ নিজ জমির সীমানা বাড়িয়ে পূর্ণতা বিধান ক'রতেন ঐ রাজভক্তদের জমি দখল ক'রে নিয়ে। এসব ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করার প্রকৃত অর্থ ছিল সংযুক্ত করা, জমি বণ্টন করা নয়। অবশ্য রাজভক্তদের বা টোরিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ধারাটি দুটো রূপই নিয়েছিল। ফাটকাবাজরা জমি ধরে রাখতনা, বিক্রী করে দিত। তাই শেষপর্য্যন্ত ক্ষুদে স্বত্বাধিকারীদের হাতে গিয়েই তা পৌছত। এজন্যই জমি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থাটি পরিণামে জমিদার অভিজাত তন্ত্রের বিলোপ সাধনেই সাহায্য করে। তবে এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমেরিকায় যে সকল রাজভক্তকে ক্ষতি বরণ ক'রতে হ'য়েছিল ব্রিটিশ সরকার তাদের সকলকেই দরাজ হাতে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন এবং নোভাস্কোশিয়া ও পূর্ব্ব-কানাডা অঞ্চলে তাদের অনেকেরই পুনর্ব্বাসনে সাহায্য করেছিলেন। অন্যান্যরা তাদের জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ইংল্যাণ্ডেই নির্ব্বাসিতের মত কাটিয়ে দেয়। এবং কিছু লোক আপন আপন জন্মভূমির মায়া কাটাতে না পেরে আবার আমেরিকায় ফিরে আসে।

বৈপ্লবিক যুগ শুরু হবার পর আমেরিকায় মানবতাবোধও পরিব্যাপ্ত হ'তে থাকে। ধর্ম্মসম্পর্কে সহনশীলতার মনোভাব অনুশীলন করার আন্দোলন এর

ফলেই ছড়িয়ে পড়ে এবং যে সব উপনিবেশে কর আদায় ক'রে অ্যাঙ্গলিক্যান গির্জ্জা পোষণ করা হ'ত সে সব উপনিবেশ থেকে ঐ গির্জ্জা উঠে যায়। দণ্ডবিধি এবং কারাগারের প্রচলিত ব্যবস্থা এর ফলেই সংস্কারসাধিত হয়। রাষ্ট্রের উদ্যোগে শিক্ষা দানের পরিকল্পনার এক নূতন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেখানেই শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের উদ্যোগে পরিচালিত হ'তে থাকে সেখানেই ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ ঘটে।

পরিশেষে, বৈপ্লবিক যুগে যে সাম্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল সেটি দাসপ্রথার প্রতি পর্য্যন্ত আমেরিকানদের সাধারণ মনোভাবেও প্রতিফলিত হয়। বিপ্লবের সময় বা তার অত্যল্পকাল পরেই এগারোটি অঙ্গরাষ্ট্রে দাস-ব্যবসা হয় বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, না হয় অত্যন্ত উচ্চ হারে তার উপর কর ধার্য্য করা হয়। ম্যাসাচুসেট্‌স্ এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারে দাসপ্রথার বিলোপ-সাধন করা হয় এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য অঙ্গরাষ্ট্রে দাসদের ক্রমে ক্রমে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলেও বহু ব্যক্তি দাসপ্রথাকে পাপ ব'লে মনে ক'রতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এই প্রথার পরিবর্ত্তন সাধিত হবে বলে আশা ক'রতেন। এই সব মহানুভব ব্যক্তিরা ক্রীতদাসদের ভবিষ্যৎ মুক্তির জন্য হয় কোন দলিল অথবা কোন উইল ক'রে রেখে যেতেন। প্যাট্রিক হেনরির মত আরো অনেকেই মনে করতেন, একদিন-না-একদিন এই চরম অসাম্যের অবসান ঘটবেই। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি বলেছিলেন: "আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, এমন একদিন আসবে যেদিন এই শোচনীয় পাপটি বিলুপ্ত করবার মত সুযোগ উপস্থিত হবে। যদি আমাদের সময়েই এই সুযোগ উপস্থিত হয় তা হ'লে আমরা এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি ক'রতে পারব। কিন্তু যদি তা না হয়, তা হ'লে আমরা যেন আমাদের বংশধরদের জন্য এই দাসদের সাথে আরো দুটো জিনিষ রেখে যেতে পারি—তার একটি হচ্ছে, হতভাগ্য দাসদের দুর্দ্দশার প্রতি করুণা ও দয়া এবং অপরটি হচ্ছে, দাসপ্রথার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা।"

পরিশিষ্ট

(ক)

ষ্ট্যাম্প আইনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ[১]

ষ্ট্যাম্প আইনসংক্রান্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা প্যাট্রিক হেনরি বিরচিত প্রস্তাবগুলিতে অধিকতর চরম মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেসে সমাগত সদস্যদের চিন্তাধারার উপরেও যে ঐ প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এ'টা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। হেনরির শেষ প্রস্তাবটি দু'টি ভার্জ্জিনিয়ার আইনসভায় অনুমোদিত হয়নি, এবং পঞ্চম প্রস্তাবটি হয়েছিল কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবে একথা ঠিক, তদানীন্তন ঔপনিবেশিক সংবাদপত্রগুলিতে হেনরির সাতটি প্রস্তাবই প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়েই বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধিরা একটি কংগ্রেসে সমবেত হ'য়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের সম্ভাব্যতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন।

*　　　*　　　*　　　*

১। ভার্জ্জিনিয়ার সিদ্ধান্তসমূহ

সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে ব্রিটিশ সম্রাটের উপনিবেশ ও ভার্জ্জিনিয়া ডোমিনিয়নের আদি ও প্রথম দুঃসাহসিক বসতিস্থাপনকারীরা গ্রেট ব্রিটেনের জনগণ যে সকল স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা, ভোট দেবার অধিকার এবং অন্যান্য রক্ষাকবচের অধিকারী ছিলেন এবং যেগুলি তাঁরা ভোগ করতেন, তার

১। ১৭৬১-১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (রিচমণ্ড, ১৯০৭) "জার্নালস্ অব্ দি হাউস অব্ বার্জ্জেসেস্ অব্ ভার্জ্জিনিয়া" নামক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় উল্লিখিত ভার্জ্জিনিয়া সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিত হ'য়েছে। জন অ্যালমন কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে ষ্ট্যাম্প-এ্যাক্ট সিদ্ধান্তগুলি সন্নিবেশিত হ'য়েছে গ্রন্থখানির নাম "Collection of Interesting, Authentic Papers Relative to the Dispute between Great Britain and America."

সবগুলিই এদেশে আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, এবং সেগুলি তাঁরা তাদের উত্তরপুরুষকে ও ব্রিটিশরাজের অপরাপর সকল প্রজাকে দিয়ে গিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, রাজা প্রথম জেমস্ যে দুইটি রাজকীয় সনদ মঞ্জুর করেছিলেন, তাতে উক্ত সকল উপনিবেশবাসীকেই ঠিক ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে জন্ম হ'লে এবং অনুগত থাকলে যেরূপ অধিবাসী বা স্বাভাবিক প্রজারূপে পরিগণিত হ'য়ে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা এবং রক্ষাকবচের অধিকারী হওয়া যায় তদনুরূপ সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা ও রক্ষাকবচের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সে ঘোষণা সর্ব্বউদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য ছিল।

সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, জনসাধারণ নিজেরা বা তাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা, যাঁরাই শুধু জানেন কোন্ কোন্ কর জনসাধারণের পক্ষে প্রদান করা সম্ভব বা সেই কর আদায়ের সহজতম পন্থা কি, এবং যাঁরা নিজেরা জনসাধারণের উপর ধার্য্য প্রত্যেকটি করই প্রদান করতে বাধ্য হন, একমাত্র তাঁরাই জনসাধারণের উপর কর ধার্য্য করতে পারেন। একমাত্র এই পন্থাতেই দুর্ব্বহ করভারের হাত থেকে নিরাপদ থাকা যেতে পারে এবং ইহাই সেই ব্রিটিশ স্বাধীনতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যাকে বাদ দিলে প্রাচীন সংবিধানের অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, সম্রাটের এই সর্ব্বপ্রাচীন এবং রাজভক্ত উপনিবেশের একান্ত অনুগত জনসাধারণ এতাবৎকাল কোনরূপ বাধার সম্মুখীন না হয়েই এমন সব আইনের দ্বারা শাসিত হবার মহামূল্যবান্ অধিকার ভোগ করেছেন যে আইনগুলি সম্রাট বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অন্য কাহারও অনুমতিসাপেক্ষে তাদের নিজেদের সম্মতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এবং যে শাসনব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংগঠন ও কর ধার্য্য করার পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। এই মহামূল্যবান্ অধিকারটিকে কোন দিনই হরণ করা বা বর্জ্জন করা হয়নি,

বরং গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণ এবং সমস্ত রাজাই এই অধিকারটিকে সর্ব্বদা স্বীকার করে এসেছেন।

অতএব সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, এই উপনিবেশের সাধারণ পরিষদই এখানকার অধিবাসীদের উপর কর ধার্য্য করার একমাত্র অধিকারী, এবং উক্ত সাধারণ পরিষদ ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর এরকম ক্ষমতা বা অধিকার ন্যস্ত করার প্রত্যেকটি চেষ্টার মধ্যেই ব্রিটিশ তথা আমেরিকান স্বাধীনতা বিনাশের সুস্পষ্ট প্রবণতা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, সম্রাটের একান্ত অনুগত এই উপনিবেশের জনসাধারণ উপরিউক্ত সাধারণ পরিষদের আইন বা অর্ডিন্যান্স ব্যতীত কর ধার্য্য করার উদ্দেশ্যে রচিত অন্য যে কোন প্রকার আইন বা অর্ডিন্যান্সের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য নয়।

সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, যদি কোন ব্যক্তি বাক্যে বা লেখার মধ্য দিয়ে এরূপ ঘোষণা করে বা এরূপ অভিমত পোষণ করে যে, এই উপনিবেশের সাধারণ পরিষদ্ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের এরূপ অধিকার বা ক্ষমতা আছে যে সে বা তারা এখানকার জনগণের উপর যে কোন প্রকার কর আরোপ বা ধার্য্য করতে পারে, তা হ'লে সেই ব্যক্তিকে সম্রাটের উপনিবেশের শত্রু বলে মনে করা হবে।

২। ষ্ট্যাম্প আইনসম্পর্কে আহূত কংগ্রেসে সিদ্ধান্তসমূহ

এই কংগ্রেসের সদস্যগণ সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁর সরকারের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরক্ত ও কর্ত্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ। বর্ত্তমানে যে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট উত্তরাধিকার স্থাপিত হয়েছে তাতে তারা সুখী এবং তার সঙ্গে তারা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই মহাদেশস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির বর্ত্তমান এবং অত্যাসন্ন দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ে গভীরভাবে অভিভূত হয়ে, এবং উক্ত উপনিবেশসমূহের বর্ত্তমান অবস্থায় যতখানি পরিপক্কতার সঙ্গে সম্ভব ততখানি পরিপক্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে এই কংগ্রেসের

সদস্যগণ মনে করেছেন যে, ঔপনিবেশিকদের একান্ত অপরিহার্য্য অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ সম্পর্কে আমাদের অভিমত প্রকাশ ক'রে, এবং সম্প্রতি প্রণীত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কতিপয় আইনের ফলে ঔপনিবেশিকগণ যে সকল অভাব-অভিযোগের মধ্যে অতিকষ্টে কালাতিপাত করছেন, সেই সকল অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন ক'রে নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা করা আমাদের একান্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ঃ—

১। গ্রেট বৃটেনের রাজার প্রতি সেই দেশেরই অভ্যন্তরে জাত তার প্রজাবৃন্দ যেরূপ অনুগত এই উপনিবেশগুলিতে মহামান্য সম্রাটের প্রজাবৃন্দও তদ্রূপ তাঁ'র প্রতি অনুগত, এবং গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্টেরও যথাযথ বশ্যতা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে থাকে।

২। গ্রেট ব্রিটেনের অভ্যন্তরে জাত মহামান্য সম্রাটের স্বাভাবিক প্রজাদের যে সকল জন্মগত অধিকার ও স্বাধীনতা আছে, এই উপনিবেশগুলির অধিবাসী অনুগত প্রজাবৃন্দেরও সেই সকল জন্মগত অধিকার এবং স্বাধীনতা রয়েছে।

৩। কোন একটি জনসমষ্টির উপর তাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রদত্ত বা প্রতিনিধি মারফতে প্রদত্ত সম্মতি ব্যতিরেকে যে কোনও প্রকার করই ধার্য্য করা চলতে পারে না, এ'টা তাদের স্বাধীনতার পক্ষে একান্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রয়োজনীয় এবং এ'টা ইংরেজের সংশয়াতীত অধিকার।

৪। এই উপনিবেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের কমন্স সভায় কোন প্রতিনিধি নাই এবং এখানকার স্থানীয় অবস্থানুসারে এখানকার কোন প্রতিনিধি সেখানে থাকতেও পারেনা।

৫। এই উপনিবেশগুলির জনসাধারণের প্রতিনিধি হচ্ছেন একমাত্র সেই সব ব্যক্তি যাঁরা উপনিবেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েছেন। একমাত্র তাদের স্ব স্ব আইনসভা ব্যতীত অন্য কেউই এতাবৎকাল কোনদিনই কর ধার্য্য করেনি অথবা সংবিধান অনুসারে করাও যেতে পারে না।

৬। সম্রাটকে যে সকল দ্রব্যসম্ভার প্রদান করা হয় সেগুলি সবই জনসাধারণ কর্তৃক বিনামূল্যে দানস্বরূপ প্রদত্ত হওয়ায়, গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণ কর্তৃক মহামান্য সম্রাটকে উপনিবেশবাসীদের সম্পত্তি প্রদান করা অসঙ্গত এবং ব্রিটিশ সংবিধানের মূলনীতি ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

৭। জুরির সাহায্যে ন্যায়বিচার লাভের মহামূল্য জন্মগত অধিকারটি এই উপনিবেশগুলির প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজারই আছে।

৮। "আমেরিকাস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহ এবং খামারসমূহে ষ্ট্যাম্পের উপর ধার্য্য কতিপয় শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক বসান ও মঞ্জুর করা সংক্রান্ত আইন"—এই নামে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্প্রতি যে আইনটি পাশ করেছেন তার সাহায্যে এই উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের উপর কর ধার্য্য করায় এবং ঐ আইন ও অন্যান্য কতিপয় আইন অ্যাডমিরাল্টি আদালত-সমূহের এখ্তিয়ারের পুরাতন সীমা অতিক্রম করে আরও সম্প্রসারিত করায় উপনিবেশবাসীদের অধিকার ও স্বাধীনতা অবদমিত রাখবার একটা সুস্পষ্ট প্রবণতার প্রমাণ দিয়েছে।

৯। এই উপনিবেশগুলির কতকগুলি বিশেষ অবস্থার দরুণ পার্লামেণ্টের সর্ব্বশেষ আইনগুলির সাহায্যে যে সকল শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে সে সকল শুল্ক অতিশয় দুর্ব্বহ হবে ও দুর্ভোগ সৃষ্টি করবে। এবং যেহেতু এখানে ধাতুমুদ্রার একান্ত অভাব সেইহেতু ঐ শুল্ক প্রদান করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হ'বে।

১০। যেহেতু এই উপনিবেশগুলির বাণিজ্য থেকে যে লাভ হ'য়ে থাকে তা গ্রেট ব্রিটেন থেকে শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য কিনতে বাধ্য হবার ফলে শেষ পর্য্যন্ত সেখানে গিয়েই জমা হয়, সুতরাং সেখানে সম্রাটকে যে সকল দ্রব্য প্রদান করা হয় তার একটা বিরাট অংশই শেষ পর্য্যন্ত এই উপনিবেশগুলিই দিয়ে থাকে।

১১। পার্লামেণ্টের কতিপয় সর্ব্বশেষ আইনে এই উপনিবেশগুলির বাণিজ্যের উপর যে সকল বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে, সেগুলির ফলে এই উপনিবেশগুলি গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয়ে অসমর্থ হ'য়ে পড়বে।

১২। এই উপনিবেশগুলির সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করে ও বৃদ্ধি পায় তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণভাবে এবং অবাধে ভোগ করার উপর, এবং পরস্পরের সুবিধা হ'তে পারে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত এরূপ পারস্পরিক প্রীতিপূর্ণ সংযোগের উপর।

১৩। রাজার নিকটে অথবা পার্লামেণ্টের যে কোন একটি সভার নিকটে আর্জ্জি পেশ করার অধিকার এই উপনিবেশগুলির ব্রিটিশ প্রজাদের রয়েছে।

পরিশেষে, এই উপনিবেশগুলির রাজার প্রতি, মাতৃদেশের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি একান্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হ'ল, মহামান্য সম্রাটের নিকট আনুগত্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতাসূচক আবেদন করা ও পার্লামেণ্টের উভয় সভার নিকট বিনম্রভাবে আর্জ্জি পেশ করার মাধ্যমে এরূপ চেষ্টা করা, যা'তে ষ্ট্যাম্পের উপর কোন কোন শুল্ক ধার্য্য করা ও মঞ্জুর করা সংক্রান্ত আইনটি রদ করার ব্যবস্থা হয়, এবং পার্লামেণ্টের অন্য যে কোন আইনের যে সকল ধারার বলে অ্যাডমিরাল্‌টি আদালতের এখ্‌তিয়ার বাড়ানো হয়েছে সে সকল ধারা এবং আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টির জন্য সর্ব্বশেষে অন্যান্য যে সকল আইন প্রণীত হয়েছে তা সমস্তই প্রত্যাহারের ব্যবস্থা হয়।

পরিশিষ্ট

(খ)

গ্রেণভিল পরিকল্পনা সম্পর্কে পিট এবং ফ্র্যাঙ্কলিন

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী কমন্স সভায় ষ্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহার সম্পর্কে পিট একটি ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে এই সত্যটি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে

গ্রেণভিলের পরিকল্পনার সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে পার্লামেণ্টের তদানীন্তন সদস্যবর্গের মধ্যে মূলতঃ মতভেদ ছিল। উপনিবেশগুলির জন্য আইন প্রণয়নের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হ'লেও আমেরিকার উপর কর ধার্য্য করার অধিকার পার্লামেণ্টের নেই, এই ছিল পিটের অভিমত। পিটের

ভাষণের জবাব দিতে গিয়ে গ্রেণভিল অভিযোগ করলেন যে, "পার্লামেণ্টের দলাদলির জন্যই উপনিবেশগুলির মধ্যে রাজদ্রোহিতার মনোভাব সৃষ্টি হ'তে পেরেছে।" তিনি আমেরিকানদের বিরুদ্ধে কটূক্তি বর্ষণ ক'রে তাদের "অকৃতজ্ঞ" অ্যাখ্যা দিলেন। কালমাত্র বিলম্ব না ক'রে পাণ্টা জবাব দিলেন পিট, ঘোষণা করলেন: "আমেরিকা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছে দেখে আমি হর্ষ প্রকাশ না করে পারছি না। ত্রিশ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতার সবরকম অনুভূতি ও চেতনা হারিয়ে যদি স্বেচ্ছায় ক্রীতদাসত্ব বরণ ক'রে নিত, তা হ'লে বাকী সবকেই ক্রীতদাস বানাবার চমৎকার হাতিয়ারে পরিণত হ'য়ে যেত তারা।"

গ্রেণভিল পরিকল্পনা সম্পর্কে আমেরিকার জনসাধারণের মনোভাব কি ছিল এবং সে সময়কার আমেরিকায় আর্থিক অবস্থাই বা কি রকম ছিল তার একটা প্রকৃষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় ফ্র্যাঙ্কলিনের বিখ্যাত সওয়াল জবাবে। ষ্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্র্যাঙ্কলিনকে কমন্স সভায় ডেকে জেরা করা হয়। জেরার জবাবে তিনি ডেনিয়েল ডুলানির অভিমত সমর্থন করে ঘোষণা করলেন, আমেরিকার অভ্যন্তরে কর ধার্য করার কোন অধিকারই পার্লামেণ্টের নেই। কিন্তু বহিঃশুল্কাদি সম্পর্কে আমেরিকা ভবিষ্যতে কি পন্থা গ্রহণ করবে, সে কথাটি বললেন না এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানে মতামত প্রকাশ করলেন।

সংবাদপত্রের চিঠিপত্র শীর্ষক কলমটি ব্যবহার ক'রে ফ্র্যাঙ্কলিন দেখিয়ে দিলেন, আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার দিক থেকে তিনি বাক্‌বিতণ্ডায় খুবই পারদর্শী এবং তাঁকে পরাজিত করা বেশ দুরূহ কাজ। এসব চিঠিপত্র সাধারণতঃ বেনামীতে প্রকাশিত হ'ত, এবং তার অনেকগুলি ফ্র্যাঙ্কলিনের লেখা বলে এই সেদিনমাত্র বলা হয়েছে। আমদানী বন্ধ ক'রে দেবার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এবং গ্রেণভিল পরিকল্পনা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের দিক থেকে তার মূল্য সম্পর্কে তিনি যে আর্থ-

নীতিক বিশ্লেষণ করেন, তা খুবই ফলপ্রসূ হ'য়েছিল। অবশ্য পিট এর অনেক আগেই এসব কথা বলেছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহারের বিষয় নিয়ে তিনি এক বক্তৃতায় উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ক'রে গ্রেট ব্রিটেনের কতখানি সুবিধা হচ্ছিল তার হিসাব দেন এবং আলঙ্কারিক ভাষায় বলেন যে "কোনও হতভাগা অর্থপতি কি এসে গর্ব্ব ক'রে জাতির দশ লক্ষ মুদ্রা ক্ষতির বিনিময়ে রাজকোষে কানাকড়ি মুনাফা নিয়ে আসবে!"

* * * * *

১। ষ্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহার সম্পর্কে উইলিয়াম পিটের ভাষণ

মিঃ স্পীকার, বহুকাল পরে আমি আবার পার্লামেণ্টে উপস্থিত হয়েছি। আমেরিকার উপর ট্যাক্স বসানোর সিদ্ধান্তটি যেদিন পার্লামেণ্টে করা হয়েছিল সেদিন আমি পীড়িত হ'য়ে শয্যাশায়ী ছিলাম। সেদিন সেই শয্যাশায়ী অবস্থায় আমার মন এত উত্তেজিত ছিল যে, যদি কোনও প্রকারে রোগশয্যা পরিত্যাগ করে এখানে উপস্থিত হবার মত শক্তি আমার থাকত তা হ'লে কাউকে বলতাম, দয়া করে তিনি যেন আমাকে এখানে পৌঁছে দেন যা'তে ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি আমার অভিমত প্রকাশ করতে পারি। এখন অবশ্য পার্লামেণ্টের সে সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হ'য়ে গিয়েছে। এই সভায় যত আইন পাস হ'য়েছে তার সবকটি সম্বন্ধেই হয়তঃ আমি পরিমার্জ্জিত ভাষায় কথা বলব, কিন্তু এই আইনটি সম্পর্কে মতামত প্রকাশের ব্যাপারে আমি সভার নিকট অনুরোধ করছি তাঁরা যেন আমাকে স্বাধীনতা দেন।

আমি আশা করছি আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রের অবস্থা কি, সেটি আলোচনার জন্য শীঘ্রই একটি দিন ধার্য্য করা হবে। আমি আরও আশা করছি, মহামান্য সম্রাট পার্লামেণ্টে সদস্যদের যে রকম মেজাজ ও অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এবং যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে তার গুরুত্ব অনুসারে যে রকম মেজাজ ও মনোভাব হওয়া সঙ্গত, পার্লামেণ্টের মাননীয় সদস্যবর্গ সে রকম মেজাজ ও

অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এখানে সেদিন আসবেন। একথাটি মনে রাখা দরকার, আলোচ্য বিষয়টির মত গুরুতর বিষয় নিয়ে পার্লামেণ্টে আর কোনও-দিনই আলোচনা হয়নি। অবশ্য প্রায় এক শতাব্দী আগে যেদিন সেই বিরাট প্রশ্ন—অর্থাৎ এই আপনারা, নিজেরা স্বাধীন হবেন, না শৃঙ্খলিত থাকবেন, এই প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল সেদিনকার কথা এখানে বলছিনা।

ইত্যবসরে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরকম, তা'তে আমার পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই, আমি আজই এখানে কিছু বলে যেতে চাই; অবশ্য, এই আইনের ন্যায়বিচার, সাম্য, সরকারী-নীতি এবং বাঞ্ছিত ফল-প্রাপ্তির দিকগুলি কতদূর কি রক্ষিত হয়েছে সেকথা ভবিষ্যতের জন্যই রেখে যাব। আমি মাত্র একটা বিষয়ে কথা বলব, যে বিষয়টা সম্ভবতঃ সবাই বুঝতে পারেননি। আমি এখানে বলব—অধিকারের কথা। কোনও কোনও ভদ্রমহোদয় (মিঃ নিউজেণ্টের দিকে ইঙ্গিত করে) এ বিষয়টিকে মনে করে নিয়েছেন আত্মসম্মান রক্ষার ব্যাপার। ভদ্রমহোদয়গণ যদি এ দৃষ্টিতেই এটিকে দেখতে থাকেন, তা হ'লে ন্যায়-অন্যায়ের সমস্ত মাপকাঠিই তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন বলতে হয়। এতে তাঁরা শুধু এমন একটা অলীক আলেয়ার পেছনে ছুটবেন যা তাঁদের সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে,—সমূলে ধ্বংস করবে। আমার মতে রাজ্যশাসন ও আইনপ্রণয়নের যে কোনও ক্ষেত্রেই সর্ব্বোচ্চ ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকবার জন্য এই রাজত্ব উপনিবেশগুলির উপর কর ধার্য্য করতে পারবে, এমন কোন অধিকার তার নেই। উপনিবেশবাসীরা এই রাজত্বের প্রজা, আপনাদের মত তাঁরাও সমান স্বাভাবিক অধিকারসম্পন্ন, এবং ইংরেজ হিসেবে আপনাদের যে সকল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে, তাঁরাও সে সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী।

এই স্বাধীন ও মুক্ত দেশের আইনের প্রতি তারাও আপনাদের মত সমানভাবে আনুগত্যসম্পন্ন এবং এদেশের সংবিধান তাদের সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় আমেরিকানরা ইংল্যাণ্ডের বৈধ সন্তানই বটে, জারজ সন্তান

নয়। কর ধার্য্য করাটা মোটেই রাজ্যশাসন বা আইনপ্রণয়নের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত নয়। কর বা খাজনা হ'চ্ছে কমন্স বা সাধারণ প্রজাদের স্বেচ্ছাকৃত উপহার ও দান। আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজত্বে তিনটি অঙ্গই সমানভাবে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু কর ধার্য্য করার ক্ষেত্রে রাজা (ক্রাউন) ও লর্ডদের মতৈক্যের যে প্রয়োজন হয় সেটা শুধু ওটাকে একটা আইনের মত ক'রে দেখবার জন্য।

উপহার ও দানটা শুধু কমন্স বা সাধারণ প্রজাদের ব্যাপার। প্রাচীনকালে রাজা, ব্যারণ (অভিজাত জমিদার) এবং যাজক সম্প্রদায়ের হাতেই ছিল সমস্ত জমি। সে সময় ব্যারণগণ এবং যাজকগণই শুধু রাজাকে দান করতেন এবং তার জন্য বিষয়-আশয় বা অর্থ মঞ্জুর করতেন। নিজেদের জিনিষই তারা উপহার ও দান হিসেবে রাজাকে দিতেন। কিন্তু আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হ'বার পর থেকে, এবং অন্যান্য অবস্থার ফলে সাধারণ প্রজারা জমির মালিকানা লাভ করেছে। রাজ্য তাঁর বিরাট বিরাট 'এস্টেট' (ভূ-সম্পত্তি) থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। গির্জ্জা অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায় (ভগবান এঁদের কল্যাণ করুন) এখন শুধু সামান্য ভাতা পেয়ে থাকেন ; আর লর্ডদের সম্পত্তির পরিমাণ তো সাধারণ প্রজাদের তুলনায় সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। আর এই সভা প্রতিনিধিত্ব করছে ঐ সাধারণ প্রজাদেরই, যারা মালিক ; আবার জমির ঐ মালিকরাই হচ্ছে অবশিষ্ট সমস্ত অধিবাসীর প্রতিনিধি।

সুতরাং এই সভায় বসে যখন আমরা রাজাকে কিছু দিই, বা রাজার জন্য কিছু মঞ্জুর করি, তখন আমরা আমাদের নিজেদের জিনিষই দিই বা মঞ্জুর করি। কিন্তু আমেরিকার উপর ট্যাক্স বসানো হ'লে তখন আমরা কি করি? আমরা, অর্থাৎ মহামান্য সম্রাটের গ্রেট ব্রিটেনবাসী সাধারণ প্রজাবৃন্দ মহামান্য সম্রাটকে দিই বা তার জন্য মঞ্জুর করি—কি জিনিষ? সেটা কি আমাদের নিজেদের সম্পত্তি?—না। এক্ষেত্রে আমরা সম্রাটকে দিচ্ছি বা তাঁর জন্য মঞ্জুর করছি মহামান্য সম্রাটের আমেরিকাবাসী সাধারণ প্রজাবৃন্দের সম্পত্তি। একেবারে স্ববিরোধী কথা, একেবারে আজগুবি ব্যাপার। আইনপ্রণয়ন বা

কর ধার্য্য করা—এদু'টো বিষয়ের মধ্যে যে প্রভেদ সেটা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। রাজা ও সম্ভ্রান্ত লর্ডগণ এবং কমন্স অর্থাৎ সাধারণ প্রজা—আইন রচনার ক্ষেত্রে এই তিনটিই সমানভাবে সংশ্লিষ্ট। কর ধার্য্য করা যদি সাধারণ আইন রচনারই ব্যাপার হয়, তা হ'লে আপনারা যেমন কর ধার্য্য করার অধিকারী, রাজা ও লর্ড ঠিক তেমনি ভাবে অধিকারী আর যখনই শক্তি প্রয়োগ ক'রে এই নীতি বলবৎ করা সম্ভব হবে রাজা ও লর্ডগণ তখনই এই অধিকার দাবী করবেন, এবং কার্য্যতঃ প্রয়োগ করবেন।

আবার কেউ কেউ মনে করেন—কেন? এই সভাই তো কার্য্যতঃ উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করছে। তা হ'লে আমি সানন্দে জানতে চাইব এখানে কোন্ ব্যক্তি একজন আমেরিকান অধিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছেন? রাজত্বে কোনও কাউন্টির কোনও শায়ারের নাইট কি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছেন? ঈশ্বর রক্ষে করুন, ওরকম শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল আরও বৃহত্তর জনসমষ্টির জন্য। অথবা অনুগ্রহ ক'রে ঐ আমেরিকানটিকে বলবেন কি যে, বরো থেকে যে প্রতিনিধিরা এসেছেন তাঁদের যে কেউই তাঁর প্রতিনিধি অর্থাৎ যে বরো কেউ কোনও দিন সম্ভবতঃ দেখেননি? বরোর কথা বললাম, কারণ ঐ বরো বস্তুটাকে বলা হয়" "সংবিধানের একেবারে পর্য্যুসিত মাল।" একশ' বছর এ জিনিষ চলতে পারে না, সংবিধান থেকে ওটাকে যদি তুলে দেওয়া না হয় তবে অবশ্যই ওটাকে কেটে বাদ দিতে হবে। এই সভাই কার্য্যতঃ আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করছে, এ ধারণাটা অত্যন্ত জঘন্য। মানুষের মস্তিষ্কে এ যাবৎ যত ঘৃণ্য ধারণার উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে এই ধারণাটি।—বাস্তবিক, যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবার মত বিষয়ও এটা নয়।

আমেরিকার 'কমন' গণ (সাধারণ প্রজাবৃন্দ) কতিপয় প্রতিনিধিস্থানীয় আইনসভার (এসেম্বলী) মারফৎ তাদের এই মূল সংবিধানগত অধিকারটি অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের অর্থ দেওয়া বা মঞ্জুর করার অধিকার আগাগোড়াই ভোগ ক'রে আসছেন। যদি তা না ভোগ করতেন, তা হ'লে তাঁরা

ক্রীতদাসই হ'য়ে যেতেন। আবার এর সঙ্গে একথাও সত্য যে, রাজ্যশাসন ও আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতিভূ হিসেবে এই রাজত্ব সর্ব্বদাই তার আইন ও নিয়ামক বিধি-বিধানের সাহায্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, নৌচালনা, শ্রমশিল্পের উৎপাদন প্রভৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিষেধাত্মক নিয়ম-কানুনের সাহায্যে উপনিবেশগুলিকে আবদ্ধ করে এসেছে, একমাত্র তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের পকেট থেকে তাদেরই অর্থ বা'র করে নেওয়া ছাড়া। আজ এখানেই আমি শেষ করছি শুধু এইটুকু ব'লে ঃ "অধিকারের একটা সীমা আছে ; সে সীমার বাইরে গেলে, অথবা সে সীমার কম হ'লে, অধিকার কোনও ঠাই খুঁজে পায়না।"

* * *

২। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কমন্স সভায় ফ্র্যাঙ্কলিনের সওয়াল জবাব

প্রঃ আপনার নাম কি ? নিবাস কোথায় ?

উঃ ফ্র্যাঙ্কলিন, থাকি ফিলাডেলফিয়ায়।

প্রঃ আমেরিকানরা কি তাদের নিজেদের মধ্যে প্রচুর কর দেয় ?

উঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়। প্রচুর, এবং অত্যন্ত বেশী।

প্রঃ পেনসিলভ্যানিয়ার উপনিবেশটিতে তার আইন অনুযায়ী বর্ত্তমানে কি কি কর চালু আছে ?

উঃ সবরকম সম্পত্তির উপর তা প্রজাপত্তনী ভূসম্পত্তিই হোক, বা ব্যক্তিগত ভোগদখলের অধীন সম্পত্তিই হোক, কর ধার্য্য আছে। তাছাড়া আছে পোল ট্যাক্স (ভোটদাতাদের উপর ধার্য্য কর— অনুবাদক), মুনাফা অনুযায়ী সবরকম পদ, পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ধার্য্য কর, সকল প্রকার মাদকদ্রব্য—মদ্য, রাম ও অন্যান্য স্পিরিটের উপর ধার্য্য আবগারি শুল্ক ; এবং নিগ্রো আমদানী করার জন্য মাথাপ্রতি ১০ পাউণ্ড ক'রে আমদানী শুল্ক ও আরও অনেক প্রকার শুল্ক।

প্রঃ এ সকল কর ধার্য্য করার উদ্দেশ্য কি ?

উঃ দেশের সামরিক ও অসামরিক সংস্থাসমূহের পোষণ এবং গত যুদ্ধের বিপুল দেনা শোধ দেওয়া।

প্রঃ কতকাল ঐ সব কর ধার্য্য থাকবে ?

উঃ দেনাশোধ দেবার জন্য ধার্য্য করগুলি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলবে। ঐ সময়ের মধ্যে শোধ না হ'লে আরও অধিককাল চলবে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত করই চিরকাল থাকবে।···

প্রঃ উপনিবেশগুলির যে রকম অবস্থা, তাতে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দেবার যথেষ্ট সামর্থ্য তাঁদের আছে না কি ?

উঃ আমার মতে, উপনিবেশগুলিতে এতো পর্য্যাপ্ত সোনা বা রূপা নেই যা দিয়ে মাত্র এক বছরও তারা ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে পারে।···

প্রঃ ব্রিটেন থেকে এক বছরে পেনসিলভ্যানিয়ায় কি পরিমাণ দ্রব্যাদি আমদানী করা হয় বলে আপনার মনে হয় ?

উঃ আমি শুনেছি, আমাদের ব্যবসায়ীরা নাকি হিসেব করেছেন—ব্রিটেন থেকে আমদানীর পরিমাণ বছরে ৫ লক্ষ পাউণ্ডের উপর।

প্রঃ আপনার প্রদেশ থেকে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি ব্রিটেনে রপ্তানী হয় বলে আপনি মনে করেন ?

উঃ নিশ্চয়ই খুব সামান্য। কারণ, ব্রিটেনের দরকার হয় এমন জিনিষ খুব কমই আমরা উৎপন্ন করি। আমার ধারণা রপ্তানীর পরিমাণ ৪০ হাজার পাউণ্ডের বেশী হ'তে পারে না।

প্রঃ তা হ'লে আপনারা বাকীটা মেটান কি করে ?

উঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে আমরা যে মাল পাঠাই এবং আমাদের নিজেদের দ্বীপগুলিতে আমরা যে মাল বিক্রী করি তাই দিয়েই আমরা বাকীটা মিটিয়ে থাকি। এছাড়া ফরাসী, স্প্যানিশ, দিনেমার এবং ওলন্দাজের কাছে যা বিক্রী করি, উত্তর আমেরিকার অন্যান্য

উপনিবেশগুলিতে—যেমন নিউ ইংল্যাণ্ড, নোভাস্কোশিয়া, নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড, ক্যারোলাইনা এবং জর্জ্জিয়ায় আমরা যে মাল পাঠাই এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে—যেমন স্পেন, পোর্ত্তুগাল ও ইতালীতে আমরা যে মাল রপ্তানী করি, সেগুলি দিয়েই আমরা ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণ করে থাকি। এর সব জায়গা থেকেই আমরা নগদ অর্থ, বিল অব্ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডি, অথবা ব্রিটেনে পাঠাবার উপযোগী দ্রব্যাদি পেয়ে থাকি। এসব অর্থ, হুণ্ডি এবং মাল, এবং আমাদের ব্যবসায়ী ও নাগরিকগণ ঐ সকল সমুদ্র-যাত্রা থেকে যা লাভ করেন ও জাহাজে ক'রে মাল বয়ে নিয়ে যে ভাড়া পান তা সবই ব্রিটেনে গিয়ে জড় হয়, আর তা দিয়েই ব্রিটেনের পাওনা মেটানো হয়, এবং ব্রিটেনের যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য আমাদের দেশে অব্যাহতভাবে ব্যবহার করা হয় বা আমাদের ব্যবসায়ীরা বিদেশীদের নিকট বিক্রয় করেন সে সকল দ্রব্যের দাম দেওয়া হয়।...

প্রঃ আপনি কি এটা সঙ্গত মনে করেন যে, এই দেশ আমেরিকাকে রক্ষা করবে, কিন্তু আমেরিকা তার জন্য ব্যয়ের কোন অংশই বহন করবে না ?

উঃ ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়। গত যুদ্ধের সময় উপনিবেশগুলি প্রায় ২৫ হাজার লোক দিয়েছে, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়েছে, তাদের মাইনে দিয়েছে। আর খরচ করেছে বহুলক্ষ পাউণ্ড।

প্রঃ পার্লামেণ্ট আপনাদের অর্থ ফেরৎ দেয়নি কি ?

উঃ আমাদের শুধু সামান্য পরিমাণ অর্থ-ই ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, যেটা আপনাদের বিচারে আমরা বেশী দিয়েছি বা আমাদের কাছ থেকে যতটা সঙ্গতভাবে আশা করা যেতে পারে, তার চেয়ে বেশী দেওয়া হয়েছে বলে মনে হ'য়েছে। আর যা ফেরৎ দেওয়া হ'য়েছে তার

পরিমাণ আমাদের মোট ব্যয়ের নিতান্ত সামান্য একটা অংশ মাত্র। বিশেষ করে পেনসিলভ্যানিয়ার কথা বলছি। সে দিয়েছিল ৫ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু মোটের উপর যা ফেরৎ পেয়েছে তার পরিমাণ ৬০ হাজার পাউণ্ডের বেশী নয়।

প্রঃ আপনি বলেছেন, পেনসিলভ্যানিয়ায় আপনারা বিপুল পরিমাণ কর দিয়ে থাকেন। আচ্ছা, প্রতি পাউণ্ডে তার পরিমাণ কি রকম দাঁড়াতে পারে?

উঃ সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির উপর ধার্য্য কর প্রতি পাউণ্ডে ১ শিঃ ৬ পেঃ। এটা সম্পূর্ণভাবে হিসেব করার পরই দেখা গিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশা থেকে লাভের উপর ধার্য্য কর ও অন্যান্য কর মিলে আমার মনে হয়, প্রতি পাউণ্ডে পুরোপুরি ২ শিঃ ৬ পেঃ।...

প্রঃ ষ্ট্যাম্পের উপর ধার্য্য শুল্কের হার যদি কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয় তা হ'লে আমেরিকা ঐ শুল্ক দিতে রাজী হবে বলে কি আপনার মনে হয় না?

উঃ না, কোন দিনই না। অবশ্য অস্ত্রের শক্তিতে যদি তাদের বাধ্য করা না হয়।...

প্রঃ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে ব্রিটেনের প্রতি আমেরিকার মনোভাব কি রকম ছিল?

উঃ সারা দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্বোত্তম। স্বেচ্ছায় তারা রাজার শাসনের নিকট নতি স্বীকার করেছে, তাদের সমস্ত আদালতেই পার্লামেন্টের আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। কতিপয় প্রদেশে যেমন তারা বিভক্ত, তেমনি তাদের সংখ্যাও অনেক। দুর্গ, সৈন্যাবাস বা সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের অনুগত রাখতে আপনাদের কোন খরচই হয় না। সামান্য কাগজ, কালি আর কলমের সাহায্যে এই দেশ তাদের শাসন করেছে। একটা সূত্র মাত্র তাদের

চালিত করেছে। গ্রেট ব্রিটেনকে তারা শুধু শ্রদ্ধাই করত না, একটা মমতাও বোধ করত তার প্রতি। ব্রিটেনের আইন, তার আচার-পদ্ধতি এবং হাবভাব এ সবের প্রতিই তারা অনুরক্ত ছিল ; এমন কি ব্রিটেনের ফ্যাসন পর্য্যন্ত তারা পছন্দ করত যার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। যারা খোদ ব্রিটেনের অধিবাসী তাদের প্রতি বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হ'ত, ওল্ড-ইংল্যাণ্ডের (অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের—অনুবাদক) লোক হওয়াটা সম্ভ্রান্ততার চিহ্ন ছিল, আমাদের মধ্যে সেটা একটা পদগৌরবেরও ব্যাপার ছিল।

প্রঃ আচ্ছা, এখন তাদের মনোভাব কি রকম ?

উঃ ওঃ, অনেক বদলে গিয়েছে।

প্রঃ আপনি খুব সম্প্রতি কখনও আমেরিকার জন্য পার্লামেণ্টের আইন-প্রণয়ন করার ক্ষমতার বিরুদ্ধে কিছু শুনেছেন ?

উঃ একমাত্র আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে কর ধার্য্য করা ছাড়া অন্য সর্ব্বপ্রকার আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাই পার্লামেণ্টের আছে, এটা স্বীকার করা হয়। বাস্তবিক, বাণিজ্যনিয়ামক শুল্ক প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কোনও দিনই কিছু বলা হয়নি।

প্রঃ আমেরিকার জনসংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ?

উঃ আমার মনে হয়, গত পঁচিশ বছরে সবগুলি প্রদেশের লোকসংখ্যা মিলে গড়ে দ্বিগুণ হ'য়েছে। কিন্তু ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা এর চেয়ে অনেক দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, কারণ কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতেই পণ্য ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, দাম দেবার ক্ষমতার বৃদ্ধি পেলে একই জনসমষ্টি অনেক বেশী কিনে থাকে। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন থেকে পেনসিলভ্যানিয়ায় মোট আমদানীর পরিমাণ ছিল মোট ১৫ হাজার পাউণ্ড, কিন্তু এখন তা প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড।

প্রঃ আমেরিকার লোকেরা গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেণ্টকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন ?

উঃ তাঁরা মনে করতেন, পার্লামেণ্ট হচ্ছে তাঁদের স্বাধীনতা ও বিবিধ সুযোগ-সুবিধার মহান্ রক্ষক এবং নিরাপত্তাবিধায়ক। চিরকালই তাঁরা পার্লামেণ্ট সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতেন। কোন কোন স্বৈরাচারী মন্ত্রী হয়তঃ কখনো কখনো তাঁদের উপর পীড়নের চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু পার্লামেণ্টের উপর তাদের বিশ্বাস ছিল এবং মনে করতেন যে, যথাযথভাবে আর্জ্জী পেশ করতে পারলে পার্লামেণ্ট অবশ্যই তাদের অভিযোগ মোচন করবেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁরা স্মরণ করতেন এরকম একটি ঘটনার কথা। একবার পার্লামেণ্টে একটি বিল আনা হয়েছিল ; তাতে একটি উপধারা ছিল যে, কমন্স সভা পাশ পাশ করবেন না এমন সব রাজকীয় নির্দ্দেশ উপনিবেশগুলিতে আইন বলে গণ্য হবে। বিলটি পার্লামেণ্টে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

প্রঃ বর্ত্তমানে কি তাঁদের সেরকম শ্রদ্ধা নেই ?

উঃ না, অনেক কমে গিয়েছে।

প্রঃ কি কারণে এরূপ হয়েছে ?

উঃ নানারকমের কারণই এর পেছনে আছে ; যেমন সম্প্রতি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের .উপর নিষেধাত্মক নিয়ম-কানুন জারী ক'রে উপনিবেশগুলির অভ্যন্তরে বিদেশী সোনা বা রূপা আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হ'য়েছে, তাছাড়া, তাদের নিজেদের মধ্যে কাগজের মুদ্রা প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ করা হ'য়েছে, এবং তার উপর ষ্ট্যাম্পের সাহায্যে তাদের নিকট থেকে এক নূতন ও বিরাট কর দাবী করা হচ্ছে। এদিকে এর সঙ্গে সঙ্গে আবার জুরির সাহায্যে বিচারের

ব্যবস্থাটি তুলে দেওয়া হ'য়েছে এবং তাদের নম্র আরজী গ্রহণ ও শ্রবণে অস্বীকার করা হ'য়েছে।

প্রঃ ষ্ট্যাম্প আইনটির সংশোধন করে যদি তার আপত্তিজনক অংশগুলি বাদ দেওয়া হয় এবং শুল্ক হ্রাস ক'রে যদি কেবল বিশেষ কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ধার্য্য করার ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে তারা আইনটি মান্য করবে বলে কি আপনি মনে করেন না?

উঃ না; কোন দিনই তারা এরূপ আইন মান্য করবে না।

প্রঃ ষ্ট্যাম্প আইন যে নীতিতে রচিত হ'য়েছে সেই নীতিতেই ভবিষ্যতে কোনও কর ধার্য্য করা হ'লে আমেরিকানরা সেটি কি ভাবে গ্রহণ করবেন বলে আপনার মনে হয়?

উঃ ঠিক বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁরা যা করেছেন, তখনও তাই করবেন। স্রেফ্ তাঁরা কর দেবেন না।

প্রঃ এই সভা এবং লর্ডসভায় গৃহীত কতকগুলি সিদ্ধান্তে বলা হ'য়েছে যে, আমেরিকার জনসাধারণের উপর কর ধার্য্য করার ক্ষমতাসমেত সেখানকার ব্যাপারে পার্লামেণ্টের অধিকার আছে। আপনি কি সেই সিদ্ধান্তগুলির কথা শোনেন নি?

উঃ হ্যাঁ, আমি সে সব সিদ্ধান্তের কথা শুনেছি।

প্রঃ ঐ সকল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমেরিকানদের অভিমত কি হবে?

উঃ তাঁরা ঐগুলিকে সংবিধান-বিরোধী এবং অন্যায্য ব'লে মনে করবেন।...

প্রঃ ষ্ট্যাম্প আইন রদ করা হ'লে আমেরিকানরা কি এরকম ভাববেন না যে, তাঁরা বর্ত্তমানে যে সকল বহিঃশুল্ক-বিষয়ক আইন বলবৎ আছে তার প্রত্যেকটি রদ করতেই পার্লামেণ্টকে বাধ্য করতে পারেন?

উঃ আমেরিকাবাসীরা কি ভাবেন সেটা এতদূরে বসে বলা খুবই কঠিন।

প্রঃ আইন-রদ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁরা কি চিন্তা করবেন বলে আপনি কল্পনা করেন ?

উঃ কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বলেই আইনটি প্রত্যাহার করা হ'চ্ছে, আমার মনে হয় তাঁরা এরূপই চিন্তা করবেন। তারা আরও যে সত্যটির উপর নির্ভর করবেন তা হ'চ্ছে এই যে, যতদিন কার্য্যতঃ প্রয়োগ করার সম্ভাবনা থাকবে না ততদিন আপনারা এ ধরণের কোনও আইন প্রণয়ন করতে যাবেন না।...

প্রঃ ষ্ট্যাম্প আইন সম্পর্কে কোনওরূপ চিন্তা পর্য্যন্ত যখন হয়নি, তখন কি তাঁরা পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ?

উঃ না।

প্রঃ পেনসিলভ্যানিয়া সনদে পরিষ্কার ভাষায় বলা হ'য়েছে সেখানে কর ধার্য্য করার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। এই সত্যটি কি আপনি জানেন না ?

উঃ আমি জানি যে, সনদে এরূপ একটি ধারা আছে যেখানে রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পার্লামেণ্ট বা প্রাদেশিক আইনসভার সম্মতি ব্যতিরেকে তিনি এই উপনিবেশের উপর কোনও কর ধার্য্য করবেন না।

প্রঃ তা হ'লে পেনসিলভ্যানিয়ার আইনসভা কি ক'রে বললেন যে, ষ্ট্যাম্প আইন অনুসারে কর ধার্য্য ক'রে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হ'য়েছে ?

উঃ তারা ব্যাপারটি এভাবে বুঝেছেন : ঐ সনদ বলে এবং অন্যান্যভাবে তাঁরা ইংরেজ হিসেবে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। মহান্ সনদ্গুলিতে এবং অধিকারা-বলীর আর্জ্জী (পিটিশন) এবং ঘোষণাপত্রে তাঁরা দেখেছেন

যে, তাঁদের সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁদের কোনও কর ধার্য্য করা চলে না। সুতরাং বসতি প্রতিষ্ঠার আরম্ভ থেকে পেনসিলভ্যানিয়া-বাসীরা এর উপরই নির্ভর ক'রে এসেছেন। তাঁরা ভেবেছেন, যাদের উপর কর ধার্য্য করা হবে পার্লামেণ্টে তাঁদের প্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকার দিয়ে উক্ত সাধারণ সম্মতির ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট কখনই পেনসিলভ্যানিয়া সনদের এই ধারণাটির দোহাই দিয়ে কর ধার্য্য করার অধিকার চাইবেন না বা চাইতে পারেনও না।

প্রঃ ঐ সনদে কি এমন কোনও শব্দ আছে যার সাহায্যে এরূপ যুক্তির সমর্থন মেলে?

উঃ "ইংরেজদের সাধারণ অধিকার" প্রভৃতি ম্যাগ্না কার্টায় উল্লিখিত শব্দাবলী এবং "পিটিশন অব্ রাইট" বা "অধিকারাবলীর আর্জ্জী"—এ সবই এই যুক্তি সমর্থন করে।

প্রঃ সনদের শব্দাবলী থেকে আভ্যন্তরীণ কর ও বহিঃশুল্ক—এরকম কোনও পার্থক্যের অস্তিত্ব সমর্থিত হয়কি?

উঃ না, আমার বিশ্বাস—না।

প্রঃ আচ্ছা, তা হ'লে ঠিক একই রকম ব্যাখ্যা ক'রে তাঁরা পার্লামেণ্ট কর্তৃক বহিঃশুল্ক প্রবর্ত্তনেরও কি বিরোধিতা করতে পারেন না?

উঃ এখন পর্য্যন্ত কোনও দিনই তাঁরা তা করেন নি। এখানে সম্প্রতি বহু যুক্তিতর্কেরই অবতারণা ক'রে তাঁদের দেখাবার চেষ্টা করা হ'য়েছে যে, এই দুই প্রকার কর প্রবর্ত্তনের মধ্যে অধিকারের দিক থেকে কোনও পার্থক্য নেই। আরও বলা হ'য়েছে যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কর ধার্য্য করবার অধিকার আপনাদের যদি না থেকে থাকে, তা হ'লে বহির্ব্বিষয়ে কর ধার্য্য করার অধিকারও আপনাদের থাকতে পারে না। এর জন্য অন্য কোনও আইনপ্রণয়ন ক'রে তাদের আবদ্ধ করার কথাও বলা হ'য়েছে। বর্ত্তমানে আমেরিকাবাসীরা

মোটেই এভাবে চিন্তা করছেন না ; তবে ভবিষ্যতে হয়ত এসব যুক্তি তারা মেনে নিতে পারেন।...

প্রঃ ডাক-শুল্ক কি পার্লামেণ্টের আইন অনুযায়ী প্রবর্ত্তিত একটি আভ্যন্তরীণ কর নয়?

উঃ আমি তার জবাব দিয়েছি।

প্রঃ উপনিবেশগুলির সমস্ত অংশই কি কর দেবার সমান সামর্থ্য রাখে?

উঃ না, নিশ্চয়ই না। সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলির উপর শত্রুরা ধ্বংসকার্য্য চালিয়েছে, সেখানকার লোকদের সেজন্য কর দেবার সামর্থ্য খুবই কম ; আমাদের কর ধার্য্য করার আইনগুলিতে এজন্য সাধারণতঃ এসব লোকদের বিশেষ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে।

প্রঃ এত দূরে বসে কি কি বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত সেটা বিচার করবার মত যোগ্য লোক কি আমরা বিবেচিত হ'তে পারি?

উঃ পার্লামেণ্ট আমেরিকার জন্য কর ধার্য্য করার আইন রচনার অধিকার দাবী ক'রে ঠিক এরকমই ধরে নিয়েছেন ; আমার মনে হয়, এটা অসম্ভব।...

প্রঃ ষ্ট্যাম্প আইন রদ করা হ'লে আমেরিকার আইনসভাগুলি কি পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁদের উপর কর ধার্য্য করার ক্ষমতাটি মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হবেন? তাঁরা কি তাঁদের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করবেন?

উঃ না, কোন দিনই না।

প্রঃ ঐ প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করতে তাঁদের বাধ্য করবার কোনও উপায়ই কি নেই?

উঃ এমন কোনও উপায় আছে ব'লে আমি জানি না ; অস্ত্রের জোরে বাধ্য করা না হ'লে তাঁরা কোন দিনই তা করবেন না।

প্রঃ পৃথিবীতে কি এমন কোনও শক্তি আছে যার সাহায্যে ঐ প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহারে তাঁদের বাধ্য করা যায়?

উঃ যত বড়ই হোক না কেন, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যার সাহায্যে মানুষকে তার মত বদলাতে বাধ্য করা যায়।…

প্রঃ আগে আমেরিকানদের গর্ব্বের বস্তু কি ছিল ?

উঃ গ্রেট ব্রিটেনের ফ্যাসন অনুকরণ করা এবং তার শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভোগে নিমগ্ন থাকা।

প্রঃ এখন তাদের গর্ব্বের বস্তু কি ?

উঃ যতদিন তাঁরা নিজেরা নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করতে না পারেন ততদিন আবার তাঁদের সেই পুরাতন পোষাক-পরিচ্ছদই পরিধান করা।

পরিশিষ্ট
(গ)

স্টন হত্যাকাণ্ড[১]

লালকোর্ত্তাদের সঙ্গে বস্টনের অসামরিক নাগরিকদের সঙ্ঘর্ষ বার এক সপ্তাহের মধ্যেই টাউন কমিটিগুলি বহু জবানবন্দী প্রস্তুত ক'রে ফলেন। সেই সকল জবানবন্দীতে লালকোর্ত্তা সৈন্যগণ কর্ত্তৃক গুলী লাবার সময় পর্য্যন্ত কবে কি ঘটেছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়। পরে খন ব্রিটিশ সৈনিকদের বিচার হয় তখন সাক্ষ্য হিসেবে এই জবানবন্দীগুলি াদালতে পেশ করা হ'য়েছিল।

* *

স্টন টাউন কমিটির রিপোর্ট

ফেনিউল হলে বস্টন শহরবাসীদের যে সম্মেলনটি আনুষ্ঠানিকভাবে

১। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে "দি ট্রায়াল অব্ দি সোলজার্স" নামক পুস্তকের সঙ্গে বষ্টন টাউন কমিটির রিপোর্ট (A Report of the Committee of the Town of Boston) এবং বষ্টনের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত কাহিনী (A Short Narrative of the Horrid Massacre in Boston) প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক কিডার লিখিত "বষ্টন হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস" History of the Boston Massacre নামক গ্রন্থে ইহা পুনরায় মুদ্রিত হয়।

আহূত হ'য়েছিল, সেই সম্মেলন থেকে: আমাদের উপর অর্থাৎ শহরবাসীদের কমিটির উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, আমরা যেন আপনাদের সকলকেই শহরবাসীদের বর্ত্তমান নিদারুণ শোচনীয় অবস্থার কথা বিশেষভাবে জানাবার ব্যবস্থা করি। সামরিক শক্তির মাত্রাধিক্যের ফলেই ঐ অবস্থার উদ্ভব হ'য়েছে। অসদভিসন্ধিপরায়ণ দুষ্ট লোকেরা আমাদের সকলকে দাসত্ব ও বশ্যতা এবং সর্ব্বনাশের মুখে নিয়ে যাবার জন্য চক্রান্ত করার ফলে মানুষ হিসেবে, ব্রিটিশপ্রজা হিসেবে, যে সকল অধিকার আমাদের রয়েছে সে সকলকে সরাসরি অস্বীকার ক'রেই ঐ সামরিক শক্তিকে বহুদিন হ'ল আমাদের মধ্যে রেখে দেওয়া হ'য়েছে।

প্রথম উপস্থিতির দিন থেকেই সৈন্যগণ আমাদের সঙ্গে আচারে ব্যবহারে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। এই ঔদ্ধত্য থেকে যেটা বুঝতে পারা গিয়েছে তা হচ্ছে গোড়া থেকেই তারা আমাদের সম্পর্কে একটা কু-ধারণা নিয়ে এখানে এসেছে। আমাদের ক্ষমাহীন শত্রুরা জঘন্য মাৎসর্য্য বশতঃ আমরা সকলে বিদ্রোহী এ রকম একটা ধারণা তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেদিন এই সৈন্যগণ আমাদের সহরে অবতরণ করে সেদিনই তাদে মধ্যে শত্রুতার সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। গর্ব্বোদ্ধত শিরে তারা সহরের ভেতর দিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে যায়। স্পষ্টতই বুঝতে পার যায় যে, এই সহরের আধিবাসীদের সৈন্যাবাসের কঠিন শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করার মতলবেই তারা এখানে এসেছে। এখানকার লোকদের গালিগালাজ করে এবং বিচারালয়ে সোপর্দ্দ করা বন্দীদের কেড়ে নিয়ে তারা নিজেদের বিরাটত্ব প্রতিপাদন করার কাজ সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি ঈশ্বর তথা রাজার অধীন শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের উপর পথেঘাটে গুলী বর্ষণ করছে। আমাদের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমরা যখন এর প্রতিকারের জন্য আবেদন জানাই তখনই দেখা যায় আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এবং আদালত গুলি তাদের ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছেন। এই সৈন্যদের নিকট তাঁরা

এতখানি হীন বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছেন যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা অতিশয় স্থিরমস্তিষ্ক ও বিবেচনাসম্পন্ন বলে পরিচিত তাঁরাও অত্যন্ত বিরক্ত না হ'য়ে পারেননি। এই হচ্ছে আমাদের এই সহরের সাধারণ চিত্র।

এ মাসের ২রা তারিখ শুক্রবার ২৯তম (ব্রিটিশ) পল্টনের কতিপয় সৈনিকের সঙ্গে রজ্জু নিৰ্ম্মাণ কারখানার কয়েকজন ঠিকা মজুর ও শিক্ষা-নবীশের প্রথমে ঝগড়া বাধে। পরে সেই ঝগড়া এতদূর গড়ায় যে, উভয়-পক্ষে মারাত্মক সঙ্ঘর্ষের ফলে প্রাণহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয়, এবং অনেকেই আহত হয়। দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ও পরস্পরের প্রতি প্রতিশোধ নেবার মনোভাব পরবর্ত্তী সোমবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলতে থাকে। ঐ সময় ক্যাপ্টেন প্রেস্টনের নেতৃত্বে প্রধানরক্ষীবাহিনীর জন সাত-আট সৈন্য বাহিরে আসে এবং প্রেস্টনের আদেশ পেয়ে কিং ষ্ট্রীটে তত্রত্য অধিবাসীদের উপর দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে গুলীবর্ষণ করতে থাকে। তাঁরা কি চায় সে সম্পর্কে কোনোমাত্র ইঙ্গিত না দিয়ে বা কোনোমাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ না করেই তারা এই কাজটি করে এবং অকুস্থলে তিনজনকে হত্যা করে। অন্য একজন গুলীর আঘাতে পরে মারা যায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা ভীষণভাবে আহত হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মারা যেতে পারে, এমন আশঙ্কাও করা হচ্ছে। ক্যাপ্টেন প্রেস্টন এবং তাঁর দলবল বর্ত্তমানে কারাগারে বন্দী আছেন।

এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বর্ত্তমানে তদন্ত চালানো হচ্ছে। এখন এমন কয়েকটি প্রমাণ মিলেছে, যাতে একান্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশঙ্কা হচ্ছে যে, এখানকার অধিবাসীদের পাইকারী হারে হত্যা করার একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্যই অন্যান্য কুচক্রিগণ এই সৈন্যদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে। অতিশয় দুশ্চরিত্র দুজন লোক রাস্তার উপর অকস্মাৎ একটি লোককে হত্যা করে। শুল্ক বিভাগীয় অফিসাররা

উক্ত লোকদুটিকে নিযুক্ত করেছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অবশ্য এমন কয়েকজন সাক্ষী পাওয়া গিয়াছে যাঁরা শপথ করে বলেছেন যে, সৈন্যরা যখন গুলী চালায় তখন শুল্ক বিভাগের বাড়ী থেকেও কতিপয় গুলী বর্ষিত হয়। এই বাড়ীটিতেই কমিশনারদের বোর্ড রয়েছে এবং তাদের সম্মুখেই এই শোকাবহ বিয়োগান্তক ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয়। শুল্ক বিভাগের একজন ক্ষুদে অফিসারের ভৃত্যরূপে কাজ করছে এমন একটি বালক শপথ করে অভিযোগ করেছে যে, তার মনিব ঐ বাড়ীরই জানালা দিয়ে বাহিরের লোকদের উপর গুলী চালিয়েছে। সে সময় উক্ত অফিসারের ঐ ঘরটীতে আরও বহু লোক ছিল। বালকটি আরও স্বীকার করেছে যে, অমান্য করলে হত্যা করা হ'বে এই ভয় দেখিয়ে তাকে লোকদের উপর গুলী চালাতে বাধ্য করা হয়; এবং এজন্য সে নিজেই ঐ দলের আদেশে দুবার বন্দুক থেকে গুলী চালিয়েছে।

এই ভয়াবহ ঘটনার ফলে এখানকার অধিবাসীদের মন বিপদের আশঙ্কায় ও উদ্বেগে অতিশয় অভিভূত হ'য়ে পড়েছে। এজন্য তারা বাধ্য হ'য়ে নিজেদের সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বোধ করছে। মহামান্য সম্রাটের পরিষদ ও শহরে সৈন্যদের অবস্থিতির বিপদ সম্পর্কে এতদূর স্থির নিশ্চয় হয়েছেন যে, এখানকার অধিবাসীরা লিখিত আবেদন পেশ করার অব্যবহিত পরেই তারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণরকে সৈন্যদের সরিয়ে নেবার জন্য পরামর্শ দেন। বর্ত্তমানে লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল ড্যালরিম্পল্ সমস্ত সৈন্যদের সরিয়ে নিয়েছেন ক্যাসল্ উইলিয়ামে। আপনাদের একান্ত বিশ্বস্ত ও বশংবদ জন হ্যানকক, স্যাম এডামস্, ডব্লিউ মলিনো, জোসুয়া হেন্‌শ, উইলিয়ম ফিলিপস্, জোসেফ ওয়ারেন, স্যামুয়েল পেম্বার্টন, বস্টন টাউন কমিটির সদস্যবৃন্দ।

টমাস পাওনাল মহোদয় সমীপেষু,

বস্টন, ১২ই মার্চ্চ, ১৭৭০

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ সোমবার মালিকানাস্বত্ববিশিষ্ট ভূস্বামিগণ ও বস্টন শহরের অন্যান্য অধিবাসীবৃন্দ ফেনিউল হলে এক সভায় সমবেত হন। বিগত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিবরণসহ নিম্নলিখিত রিপোর্টটি শহরবাসীদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। উপরিলিখিত জবানবন্দীগুলি থেকে এটা বেশ স্পষ্টতই বোঝা যায় যে শহরবাসীদের উপর একটা অসাধারণ হিংসাত্মক কোন কিছু করার জন্য অন্ততপক্ষে ২৯তম পল্টনটির সৈন্যদের মধ্যে একটা সাধারণ যোগসাজস ছিল। যদি অধিবাসীদের পক্ষ থেকে একটি মাত্র গুলী ছুঁড়েও তাদের এই হিংসাত্মক কার্য্যের প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়, তা' হ'লে ১৪তম পল্টনটি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে এবং সেজন্য প্রস্তুত থাকবার নিমিত্ত তাদের ও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এই সত্যটিও স্পষ্ট বোঝা যায়। কিং ষ্ট্রীটের বিগত হত্যাকাণ্ডের দিনে উক্ত অপরাধীদের নিকট একটি মাত্র বন্দুক থেকেও গুলী বর্ষিত যদি হ'তো তা হ'লে উক্ত উদ্দেশ্য নিয়েই তারা যে সত্য সত্যই প্রস্তুত ছিল একথাও বুঝতে পারা যায়।

নানা রকমের জবানবন্দী থেকে মনে হয় যে, সন্ধ্যে ছ'টা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত ঐ ঘটনার দিন শহরের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের অবমানিত করা হয় এবং রাস্তাগুলিতে প্রহরারত সশস্ত্র সৈনিকগণ তাদের গালিগালাজ করে অথচ এসব করার মত কোনরকম প্ররোচনাই তাদের দেওয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, স্যামুয়েল ড্রাউন জানিয়েছেন, চলতি বৎসরের মার্চ্চ মাসের ৫ই তারিখে রাত গোটা নয়েকের সময় কর্ণহিলে তিনি তার বাড়ীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পান যে, ২৯তম পল্টনের চোদ্দ-পনরজন সৈন্য. দণ্ডায়মান বা পথচারী নাগরিকদের উপর হামলা করতে থাকে এবং নানা রকমের অশ্লীল

গালিগালাজ বর্ষণ করে। কোনও কোনও নাগরিককে মারধরও করে। এরা সবাই মারের ব্যারাক থেকে তরবারি, কুক্‌রি, কৃপাণ ইত্যাদি উন্মুক্ত করে নিয়ে বার হয়ে আসে। নাগরিকদের অধিকাংশেরই হাতে একখানা ছোট লাঠি পর্য্যন্ত ছিল না, সুতরাং আত্মরক্ষার কোন সামর্থ্যই ছিল না তাঁদের। চাঁদের আলোয় তিনি ব্যাপারটা আগাগোড়া সবই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁকে নিজেকে এই সৈন্যদের হাতে মারধর খেতে হয়েছিল। উক্ত সৈন্যদের প্রায় সকলকেই তিনি কিং ষ্ট্রীটের দিকে চলে যেতে দেখেন, (কেউ কেউ অবশ্য রয়াল এক্সচেঞ্জ লেন দিয়েও যায়)। তিনি তাদের পিছু পিছু চলতে থাকেন এবং দেখতে পান যে, তারা সেখানে যাকেই দেখছে তার সঙ্গে ঝগড়া করছে। যখন সৈন্যরা প্রথম উল্লিখিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাস্তায় বার হয় তখন পথচারী লোকের সংখ্যা জনবারোর মত হবে, তা'র বেশী নয় বলেই তার মনে হয়েছে।

এই ডাণ্ডাবাজের দল প্রথমে কর্ণহিলের বহুলোককে আক্রমণ ক'রে আহত করে, তারপর (তাদের অধিকাংশই) রয়াল এক্সচেঞ্জ লেন দিয়ে কিং ষ্ট্রীটে গিয়ে পড়ে। সেখানে যে কয়েকজন লোক তাদের সামনে পড়ে যায় তাদের মারধর করে এবং তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর তরোয়াল, কৃপাণ ইত্যাদি ঘোরাতে ঘোরাতে চীৎকার করে বলতে থাকে: "কোথায় গেল ভীরুর দল? কোথায় সব চুতিয়ারা?" ওদের ওরকম চীৎকার, হৈহুল্লোড়, গুণ্ডামি আর ভয় দেখানোর কলরব শুনে কিং ষ্ট্রীটের প্রান্তে মিটিং হাউসের ঘণ্টাটি আগুন লাগালে যেমন দ্রুত বাজানো হয়, এবারও ঠিক তেমনি দ্রুত বাজানো হ'তে থাকে। ফলে লোকেরা সেখানে ছুটে আসে এবং শীঘ্রই ব্যাপারটা উপলব্ধি করে কিং ষ্ট্রীটের যেখানে ঐ সৈন্যরা সামান্য কিছুক্ষণ আগে মাত্র থেমেছিল, সেদিকে ছুটতে থাকে। কাষ্টম হাউসের প্রহরারত লোকটির চারিদিকে একদল ছেলে এসে জোটে সৈন্যদের ওখানে আসতে দেখে। ছেলের দল প্রহারারত লোকটিকেই সৈন্যদের একজন

ভেবেছিল কিনা, বা প্রহরীই আগে ছেলেদের উপর কিছু করেছিল কিনা জানা যায় না। তবে কয়েকজনের জবানবন্দী থেকে প্রহরীর দোষই সমর্থিত হয়। দেখা যায় যে, ওখানে প্রহরীর সঙ্গে ছেলেদের বচসা শুরু হয়েছে এবং উভয় পক্ষ থেকে অশ্লীল বাক্যাদি বর্ষিত হচ্ছে। প্রহরী[১] তার সঙ্গীন দিয়ে ছেলেদের খোঁচা মারতে থাকে, ছেলেরাও তার দিকে বরফের চাঙ্ ছুঁড়ে মারে। ফলে সে দ্রুত গিয়ে কাস্টম হাউসের দরজায় ধাক্কা মারে। ক্যাপ্টন প্রেস্টন ছিল সেখানে প্রহরারত অফিসার। সঙ্গীন লাগানো বন্দুকে সজ্জিত জন সাত-আট সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন প্রেস্টন গার্ড হাউস থেকে বার হয়ে কাস্টম হাউসের দোরগোড়ায় ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। পথে সৈন্যরা কয়েকজন লোককে সঙ্গীন দিয়ে খোঁচা মারে এবং এমনভাবে লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে এগুতে থাকে যে, স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায় তারা একটা হাঙ্গামা বাধাবার জন্য বদ্ধপরিকর। ওদের এই আচরণের জন্য কেউ কেউ ওদের উপর বরফের চাঙ্ ছুড়ে মারে। এই শেষোক্ত কাজটুকু ছাড়া ঐ সৈন্যদের আর কোনরকম প্ররোচনাই দেওয়া হয়নি।

মিঃ নক্স[২] নামক এক ভদ্রলোক (অকুস্থলে তাঁর সঙ্গে ক্যাপ্টেন প্রেস্টনের কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছিল) বলেছেন যে, ক্যাপ্টেন প্রেস্টনের সঙ্গে তিনি যখন কথা বলছিলেন, সে সময়ই কতিপয় সৈন্য বন্দুকের সঙ্গীন দিয়ে লোকদের উপর আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন প্রেস্টন বা তাঁর দলবলকে কোনও রকম প্ররোচনাই দেওয়া হয়নি। লোকেরা সে সময় পেছন ফিরে

১। কতকগুলি জবানবন্দী থেকে সমর্থিত হয়েছে যে, প্রহরী জনদুয়েক ক্ষৌরকারের দোকানের কর্ম্মচারীর সঙ্গে বচসার পর তাদের একজনের মাথায় বন্দুকের ব্যাটন দিয়ে আঘাত দেয় এবং বলে যে, "দূর হ, শূয়রের বাচ্চা, এক্ষুনি এখান থেকে না গেলে বেশ কিছু শিখিয়ে দেব।" এর পরেই সে সঙ্গীন দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে ছেলেদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

২। মিঃ নক্স সে সময় ছিলেন পুস্তক ব্যবসায়ী। পরে তিনি বিপ্লবের সময় একজন সামরিক অফিসার এবং তারও পরে ওয়াশিংটনের মন্ত্রিসভায় যুদ্ধসচিবের পদলাভ করেন।

দৌড়াচ্ছিল। মিঃ নক্স আরও বলেছেন যে, ক্যাপ্টেন প্রেস্টনকে সে সময় অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে খুব তাড়াহুড়া করতে দেখা যায়। কিংষ্ট্রীটে তখন ৭০ বা ৮০ জনের বেশী লোক ছিল না।

ক্যাপ্টেন পেস্টনের দলটি কাষ্টম হাউসের দোরগোড়ায় অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে লোকদের উপর গুলী চালাতে থাকে। ক্যাপ্টেন প্রেস্টনই নাকি এই গুলী চালাবার আদেশ দিয়েছিলেন এবং পুনর্ব্বার সে আদেশ ঘোষণা করেন। প্রথমে একবার গুলী চালানো হয়, তারপর ক্রমান্বয়ে গুলী বর্ষিত হ'তে থাকে। সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে এইরূপে দশ অথবা বারো বার গুলী চালানো হয়। এতে এগারোজন লোক হতাহত হয়। নানা রকমের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘটিত এই ঘটনাগুলি যে সত্য তারও প্রমাণ মিলেছে বহুলোকের জবানবন্দী থেকে।

গুলীবর্ষণের অল্পকাল পরেই প্রধান রক্ষীবাহিনীর একটি দল ভেরী বাজিয়ে মারের ব্যারাক ও অন্যান্য ব্যারাকের দিকে চলে যায়। পথে যেতে যেতে তারা লোকদের মনে ভীতি সঞ্চার করতে থাকে; লোকেরা মনে করে যে, গুলীবর্ষণের পর এবার আরও কঠোর ব্যবস্থা শুরু হবে। এরপর ২৯তম পল্টনের সমস্ত সৈনিকই কিং ষ্ট্রীটে উপস্থিত হয়। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয় যে, তারা আরও মানুষ হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর। অত্যন্ত কষ্টে তাদের এই জিঘাংসা নিবারণ করা হয়। তারা স্টেট হাউস এবং মেন গার্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গিয়ে সমবেত হয় রাস্তা বরাবর। কিং ষ্ট্রীটের দিকে লক্ষ্য ক'রে সুসজ্জিত থাকে। প্রথম সারির সৈন্যরা হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে এবং প্রথম প্লেটুনের গোটা সৈন্যদলকেই নির্দ্দেশ পাওয়ামাত্র গুলী চালাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে দেখা যায়। বহুক্ষণ তারা ঐরূপ ভঙ্গীতে সেখানে অপেক্ষা করে। শুধু করুণাময় জগদীশ্বরের অসীম অনুকম্পাবশতঃই তারা গুলীবর্ষণ থেকে বিরত থাকে।

পরিশিষ্ট

(ঘ)

প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেসের ঘোষণাবলী এবং সিদ্ধান্তসমূহ

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর আমেরিকায় প্রথম মহাদেশীয় (কন্টিনেণ্টাল) কংগ্রেসে রক্ষণশীল তথা দ্রুত-সংস্কারপন্থী (র‍্যাডিকাল) সদস্যদের মধ্যে একটা আপোষের ভিত্তিতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সিদ্ধান্তসমূহ এবং ঘোষণাবলীতে কতকগুলি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়, বহির্বাণিজ্যাদির ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের নিয়ামক বিধিনিষেধ মান্য করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'লেও উপনিবেশগুলির উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইনপ্রণয়নগত কর্তৃত্ব ভাবে ও ইঙ্গিতে অস্বীকার করা হয়, এবং রাজার প্রতি অনুগত থাকার সঙ্কল্প প্রকাশ করা হয়। কিন্তু উপনিবেশগুলির আইনপ্রণয়ন ক্ষমতার উপর কিছুদিন পূর্ব্বে রাজার পক্ষ থেকে যে সকল অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হ'য়েছে, সেগুলি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়, এই বলে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

*　　　*　　　*　　　*

যেহেতু, গতযুদ্ধের অবসানের সময় থেকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সর্ব্ববিষয়ে আমেরিকার জনগণকে আইন দ্বারা আবদ্ধ করার ক্ষমতা আপন অধিকারবলে দাবী করে আসছেন এবং কোনও কোনও আইন প্রণয়ন করে তাদের উপর সুস্পষ্টভাবে কর ধার্য্য করেছেন; অন্যান্য ক্ষেত্রে নানাবিধ ছলছুতা ক'রে কিন্তু আসলে রাজকোষের জন্য রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্য নিয়ে এই উপনিবেশগুলির উপর নানাপ্রকার কর ও শুল্ক ধার্য্য করেছেন, সম্পূর্ণ সংবিধান-বহির্ভূত উপায়ে একটি 'বোর্ড অব্ কমিশনার্স' বা কমিশনার পর্ষৎ স্থাপন করেছেন, এবং উক্ত শুল্কসমূহ আদায় করার জন্যই শুধু নয়, যে কোনও কাউন্টির অভ্যন্তরে যে কোনও কারণে উদ্ভূত মামলার বিচারের জন্য অ্যাডমিরাল্টি কোর্টগুলির এখ্তিয়ার সম্প্রসারিত করেছেন।

যেহেতু, যে সকল বিচারক আপন ইচ্ছায় পদে সমাসীন থাকাকালে ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারতেন তাঁদের সকলকে বেতনাদি বিষয়ের দিক থেকে অন্যান্য আইনের বলে একমাত্র রাজার উপরই নির্ভরশীল ক'রে তোলা হ'য়েছে, এবং শান্তির সময়ে স্থায়ী সৈন্যদল মোতায়েন রাখা হ'য়েছে; এবং সম্প্রতি পার্লামেণ্টে সিদ্ধান্ত করা হ'য়েছে যে, অষ্টম হেনরির রাজত্বকালের পঞ্চত্রিংশতম বৎসরে প্রণীত একটি আইনের বলে উপনিবেশবাসীদের ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত ক'রে উপনিবেশে কৃত রাজদ্রোহিতামূলক কার্য্যাদি অনুষ্ঠান অথবা ঐরূপ কার্য্যাদি গোপন করার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিচার করা চলতে পারে; এবং খুবই সম্প্রতি রচিত একটি আইনে এবম্বিধ বিচার-অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে।

যেহেতু, পার্লামেণ্টের বিগত অধিবেশনে [জবরদস্তিমূলক আইনগুলি এবং কুইবেক আইনটি প্রণীত হয়]·········এর সবগুলিই অবিজ্ঞজনোচিত, অন্যায়, নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় এবং সংবিধানবহির্ভূত, অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং আমেরিকানদের অধিকার-নাশক।

এবং যেহেতু, জনসাধারণ যখনই তাদের অভাব-অভিযোগের সম্পর্কে আলোচনায় তৎপর হ'য়েছে তখনই তাদের অধিকার অগ্রাহ্য ক'রে আইন সভাগুলিকে ভেঙে দেওয়া হ'য়েছে, এবং এসকল অভাব-অভিযোগের প্রতিকারার্থে অত্যন্ত নম্রতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে একান্ত অনুগতভাবে সুযুক্তিপূর্ণ আর্জ্জী পেশ করা হ'লে মহামান্য সম্রাটের রাষ্ট্রসচিবগণ বার বার তাঁর প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে।

একারণ, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ম্যাসাচুসেট্‌স্-বে, রোড-আইল্যাণ্ড এবং প্রোভিডেন্স প্লাণ্টেশনস্, কনেটিকাট, নিউ ইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভ্যানিয়া, নিউক্যাসল কেণ্ট এবং ডেলাওয়ারের উপর সাসেক্স, মেরীল্যাণ্ড, ভার্জ্জিনিয়া, উত্তর-ক্যারোলাইনা এবং দক্ষিণ-ক্যারোলাইনা এই কতিপয় উপনিবেশের সকল অধিবাসীবৃন্দ পার্লামেণ্ট এবং শাসনপরিচালকগণের এইসব স্বৈরাচারমূলক

কার্য্যকলাপে অতিশয় সঙ্গতভাবেই ভীতিগ্রস্ত হ'য়ে, পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন নিয়োগ করে ফিলাডেলফিয়া সহরে একটি সাধারণ কংগ্রেসে মিলিত হবার জন্য পাঠিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম আইনকানুন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাগুলি যাতে কিছুতেই বিনষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করা এবং তদনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

এরপর, এই সকল উপনিবেশের স্বাধীন ও পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতাসম্পন্ন উক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা সম্পর্কে অতিশয় গুরুত্ব দিয়ে সর্ব্ববিধ বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনার পর তাঁদের পিতৃপিতামহ ইংরেজগণ অনুরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা করে গিয়েছেন সেইভাবে তাঁদের অধিকার ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেছেন যে, প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় বিধি অনুসারে ইংরেজজাতির সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী এবং কতিপয় সনদ অথবা মূল চুক্তি অনুসারে উত্তর আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলির অধিবাসীবৃন্দের নিম্নলিখিত অধিকার রয়েছে ঃ

১। বেচে থাকবার, স্বাধীনতা ভোগের এবং সম্পত্তি অর্জ্জনের অধিকার তাঁদের আছে এবং কোনও সার্ব্বভৌম ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের নিকটই তাঁরা এমন কোনও অধিকার অর্পণ করেননি যার বলে তাঁদের সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত অধিকারগুলি থেকে তাঁদের বিচ্যুত করা যেতে পারে।

২। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন মাতৃদেশ থেকে প্রথম এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন তখন তাঁরা ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে জাত স্বাভাবিক ইংরেজ প্রজাদের সমস্ত অধিকার, স্বাধীনতা এবং রক্ষাকবচেরই অধিকারী ছিলেন।

৩। এভাবে দেশ ছেড়ে চলে আসবার ফলে কোনও ক্রমেই তাঁদের সে সকল অধিকার বাজেয়াপ্ত হ'য়ে যায়নি, তাঁরা সে অধিকার সমর্পণ করেও আসেননি বা হারিয়েও ফেলেননি'। পরন্তু তখন তাঁরা, এবং এখন তাঁদের

বংশধরগণ, বর্ত্তমান স্থানীয় অবস্থানুসারে সর্ব্বতোভাবে সে সব অধিকার প্রয়োগ ও ভোগের অধিকারী।

৪। ইংরেজ জাতির তথা সমস্ত স্বাধীন ব্যবস্থারই স্বাধীনতার ভিত্তি হচ্ছে নিজেদের আইন প্রণয়নের কাজে যোগ দেবার অধিকার; এবং যেহেতু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ইংরেজ ঔপনিবেশিক কোন প্রতিনিধিই নেই ও স্থানীয় তথা অন্যান্য কারণে সেরূপ প্রতিনিধি সেখানে পাঠাবার সম্ভাবনাও নেই, সুতরাং তাদের কতিপয় প্রাদেশিক আইনসভায় আইন প্রণয়নের অবাধ ও অবিভাজ্য অধিকার তাঁদের আছে। এরকম আইনসভাতেই মাত্র সর্ব্বপ্রকার করধার্য্য সংক্রান্ত বিষয়াদি ও আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যের ব্যাপারে তাঁদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। এর আগে তাঁরা যেভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছেন, একমাত্র সেইভাবে তাঁদের সার্ব্বভৌম নরপতির নেতিবাচক আজ্ঞা ঐ সকল আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁরা মেনে নিতে রাজী আছেন। কিন্তু, অবস্থার প্রয়োজনে এবং উভয় দেশেরই পারস্পরিক স্বার্থের কথা বিবেচনা ক'রে আমরা সানন্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সেই সকল আইনে সম্মতি দিচ্ছি যাহা সত্য সত্যই মাতৃদেশের জন্য গোটা সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সুবিধা সৃষ্টি করা এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য সদস্যবর্গের ও বাণিজ্যিক কল্যাণবিধানের উদ্দেশ্যে রচিত হ'য়েছে। অবশ্য, এরূপ ক্ষেত্রে আমেরিকাস্থিত প্রজাদের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজকোষের নিমিত্ত রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোনও প্রকার আভ্যন্তরীণ কর বা বহিঃশুল্কাদি জাতীয় কর ধার্য্য করার ধারণা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করতে হবে।

৫। সংশ্লিষ্ট এই উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ডের 'কমন ল' বা সাধারণ আইন অনুযায়ী বিচারলাভের অধিকারী, বিশেষতঃ ঐ আইনের বলে স্থানীয় বিচারকদের দিয়েই তাঁদের মামলার বিচার করার মহামূল্যবান্ সুবিধাটি লাভ করার অধিকার তাঁদের আছে।

৬। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সময় ইংরেজ জাতির যে সকল মূলবিধির অস্তিত্ব ছিল এবং যেগুলি আপন অভিজ্ঞতায় তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ও অন্যান্য অবস্থায়

প্রয়োগযোগ্য বলেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন সে সকল মূলবিধির সুবিধা লাভেরও তাঁরা অধিকারী।

৭। মহামান্য সম্রাটের এই উপনিবেশগুলি অনুরূপভাবে সেই সকল সুযোগ-সুবিধা এবং রক্ষাকবচেরও অধিকারী যেগুলি রাজকীয় সনদে মঞ্জুর এবং সমর্থিত হ'য়েছে অথবা প্রাদেশিক আইনের কতিপয় বিধির মধ্য দিয়ে অর্জ্জিত হয়েছে।

৮। শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হবার, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা ও বিবেচনা করার এবং রাজার নিকটে আর্জ্জী পেশ করার অধিকার তাঁদের রয়েছে, এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে যে সকল মামলা দায়ের করা হ'য়েছে, যে সকল নিষেধাত্মক ঘোষণা করা হ'য়েছে ও করবার প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে, সে সবই অবৈধ।

৯। সংশ্লিষ্ট আইনসভার অনুমতি না নিয়ে শান্তির সময়ে এখানকার যে কোনও উপনিবেশে স্থায়ী সৈন্যদল মোতায়েন রাখা সম্পূর্ণ বে-আইনী।

১০। সুশাসনের পক্ষে, এবং ইংরেজ জাতির সংবিধান অনুসারেও, এটা একান্তই অপরিহার্য্য যে, আইনসভার বিভিন্ন শাখা পরস্পর সর্ব্বতোভাবে অনপেক্ষ হবে; সুতরাং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাঁর ইচ্ছার উপর যার অস্তিত্ব নির্ভরশীল এমন একটি পরিষদ কর্তৃক কতিপয় উপনিবেশে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যবহার সংবিধান-বহির্ভূত, বিপজ্জনক, এবং আমেরিকায় আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা আছে তার সংহারক।

উল্লিখিত প্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজেদের পক্ষ থেকে এবং তাঁদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ঐ অধিকারগুলির প্রত্যেকটিই তাঁদের আছে বলে ঘোষণা করছেন, ওর জন্য দাবী জানাচ্ছেন এবং ওগুলি যে তাঁদের সংশয়াতীত অধিকার ও স্বাধীনতা, একথা বেশ জোর দিয়ে বলছেন। ঐ অধিকারগুলি তাঁদের কতিপয় আইনসভায় সমবেত প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে

তাঁদের সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই কোনও ক্ষমতাবলে কারও পক্ষে, তা যেই হোক, আইনতঃ কেড়ে নেওয়া যায় না।

আমরা যে তদন্ত করেছি তাতে দেখেছি, উক্ত অধিকারগুলি বহু ক্ষেত্রে ভঙ্গ করা হ'য়েছে এবং অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হ'য়েছে। তবে ঐক্য এবং প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ও স্বার্থ রক্ষার্থে পারস্পরিক সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার তীব্র ও ব্যাকুল আগ্রহবশতঃ আমরা আপাততঃ সে সকল নজির পরিহার করছি, এবং পরিবর্ত্তে কেবল সে সকল আইন এবং সরকারী কার্য্যের উল্লেখ করছি যেগুলি গতযুদ্ধের পর থেকে গৃহীত হ'য়েছে এবং যেগুলিকে দেখলে মনে হয় আমেরিকাকে দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ করারই একটা ব্যবস্থামাত্র।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, পার্লামেণ্টের নিম্নলিখিত আইনগুলিতে ঔপনিবেশিকদের অধিকারের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাঁদের সেই সব অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হ'য়েছে। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকান উপনিবেশগুলির মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই আইনগুলি রদ করা অবশ্য প্রয়োজন :

৪ জর্জ্জ ৩য়, সি. ১৫, ৩৪ ; ৫ জর্জ্জ ৩য়, সি. ২৫ ; ৫ জর্জ্জ ৩য়, সি. ২৫ ৬ জর্জ্জ ৩য়, সি. ৫২ ; ৭ জর্জ্জ ৩য়, সি. ৪১, ৪৬ ; ৮ জর্জ্জ ৩য়, সি ২২।

এই আইনগুলি আমেরিকা থেকে রাজকোষের নিমিত্ত রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিবিধ শুল্ক প্রবর্ত্তন করছে, অ্যাডমিরাল্‌টি কোর্টগুলির সুপ্রাচীন এখ্‌তিয়ারের বাইরে তার সীমানা প্রসারিত করেছে, জুরির সাহায্যে বিচারলাভের সুবিধা থেকে আমেরিকান প্রজাদের বঞ্চিত করেছে, কোন বাদীপক্ষ যে সকল ক্ষতির জন্য অন্য উপায়ে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী সে সকল ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ও জজের সার্টিফিকেট গ্রহণ করা এবং আটক জাহাজ ও মালপত্রের কোন দাবীদারকে তার সম্পত্তির পক্ষে আইনগত সমর্থন উপস্থিত করার অনুমতি দেবার আগে অতিশয় পীড়নমূল

জামানত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হ'য়েছে। এগুলি সমস্তই আমেরিকান অধিকারের বিনাশক।

…"মহামান্য সম্রাটের ডকগুলি আরও ভালভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত, ইত্যাদি" যে আইনটিতে আমেরিকায় একটি নূতন অপরাধ ঘোষিত হ'য়েছে, এবং স্থানীয় জুরির সাহায্যে নিয়মতান্ত্রিক বিচারের সুবিধা থেকে আমেরিকান প্রজাকে বঞ্চিত করা হ'য়েছে…

…পার্লামেণ্টের বিগত অধিবেশনেই বস্টন বন্দর বন্ধ ক'রে দেওয়া ও পোতাশ্রয়টি অবরোধ করার জন্য, ম্যাসাচুসেট্স্-বে উপনিবেশটির সনদ ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে যে আইনটি রচনা করা হ'য়েছে এবং যার নাম দেওয়া হ'য়েছে "অ্যান্ অ্যাক্ট ফর্ দি বেটার অ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন অব্ জাস্টিস্"…

…যে আইনটিতে কুইবেক প্রদেশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে ও ইংল্যাণ্ডীয় আইনের সমতা বিলুপ্ত করা হ'য়েছে এবং পীড়নমূলক শাসনব্যবস্থার পত্তন করা হ'য়েছে…

…যে আইনে উত্তর আমেরিকায় মহামান্য সম্রাটের সামরিক বাহিনীতে কর্ম্মরত অফিসার ও সৈন্যদের উপযুক্ত বাসস্থান প্রদানের কথা বলা হ'য়েছে…

…এবং সংশিষ্ট আইনসভার সম্মতি ব্যতিরেকে শান্তির সময়ে কতিপয় উপনিবেশে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা আইনবিরুদ্ধ।

এই সকল কঠোর ও নিষ্ঠুর আইন ও বিধি-বিধানের নিকট আমেরিকানরা নতি স্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তবু গ্রেট ব্রিটেনে অবস্থিত আমাদেরই ভ্রাতৃস্থানীয় সহচারী প্রজাবৃন্দ এসকল আইন পুনর্ব্বার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন ক'রে আমাদের দুই-দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির সহায়ক অবস্থার উদ্ভব ঘটাবেন, এই আশা নিয়েই আমরা আপাততঃ কেবল নিম্নলিখিত শান্তি-মূলক ব্যবস্থাগুলিই গ্রহণ করছি: (১) ব্রিটিশ পণ্য আমদানী বন্ধ করা এবং ভোগ বা ব্যবহার না করা এবং ব্রিটেনে রপ্তানী বন্ধ করার জন্য একটি

চুক্তি করা হবে ; (২) গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের উদ্দেশে একটি আনুষ্ঠানিক লিপি ও ব্রিটিশ আমেরিকার অধিবাসীবর্গের উদ্দেশে একটি স্মারকপত্র প্রণয়ন করা হবে ; এবং (৩) উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির অনুকূল হয় এমন-ভাবে মহামান্য সম্রাটের উদ্দেশে একান্ত অনুগত একখানি আনুষ্ঠানিক লিপি তৈরী করা হবে।

পরিশিষ্ট

(৬)

কুইবেক প্রদেশের অধিবাসীদের উদ্দেশে খোলা চিঠি

জন ডিকিনসন এই চিঠিখানির খসড়া তৈরী করেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর প্রথম মহাদেশীয় (কন্টিনেণ্টাল) কংগ্রেসে চিঠিখানি গৃহীত হয়। স্বাভাবিক অধিকারের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের দিক থেকে চিঠিখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে যে "অপরিহরণীয় অধিকারের" কথা বলা হ'য়েছে, এবং ভার্জ্জিনিয়ার "অধিকারাবলীর সনদে" যেগুলির উল্লেখ করা হ'য়েছে, এই খোলা চিঠিতে তারই সূচনা দেখতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রথম যে শ্রেষ্ঠ অধিকারটির কথা বলতে হয় তা হ'চ্ছে এমন একটি **জনসমষ্টির,** যারা তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফতে নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনে অংশীদার হ'তে পেরেছে এবং তার ফলস্বরূপ, এমন সব "আইন" দ্বারা শাসিত হ'চ্ছে যে আইনগুলি তারা নিজেরাই

অনুমোদন করছে এবং যেগুলি সেইসব লোকদের "হুকুম মাফিক" হয়নি যাদের তারা কোনও রকমেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটা হ'চ্ছে এমন একটা দুর্ভেদ্য বস্তু যা তাদের সৎ পরিশ্রম ও যত্নের ফলে অর্জ্জিত সম্পত্তিকে ঘিরে রেখে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করছে; তাই এর কোনও অংশই তাদের পূর্ণ ও স্বাধীন সম্মতি ব্যতীত আইনতঃ তাদের নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না।...

তার পরের যে বড় অধিকারটির কথা বলতে হয়, তা হ'চ্ছে জুরির সাহায্যে বিচারলাভের অধিকার। এই অধিকারটিতেই বলা হ'য়েছে যে, প্রাণ, স্বাধীনতা অথবা সম্পত্তি—এর কোনওটিই এর অধিকারীর নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না, যদি না তার এলাকার সর্ব্বপ্রকার দোষত্রুটি-বিমুক্ত ১২জন স্বদেশবাসী ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি,—যাঁরা তার প্রতিবেশী হবার ফলে তার চরিত্র ও সাক্ষীবর্গের চরিত্রাদি বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার তথ্য সম্যক্ অবগত আছেন বলে যুক্তিসম্মতভাবেই ধরে নেওয়া যায়—যত সংখ্যক লোক আদালতে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক তত সংখ্যক লোকের সম্মুখে প্রকাশ্য আদালতে একেবারে মুখোমুখি বসে যথাযথভাবে বিচার ও তদন্তের পর শপথপূর্ব্বক তার বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ দেন।...

অপর যে অধিকারটি আছে সেটি শুধু কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি কোনও প্রজাকে আটক ক'রে কারাগারে বন্দী রাখা হয়, অবশ্য সে রকম কাজ যদি সরকারী আদেশে অনুষ্ঠিত হয় তা হ'লেও সেই প্রজা এই অধিকারটির বলে কোনও বিচারপতির (জজ) নিকট থেকে অনতিবিলম্বে এমন একটি আদেশ লাভ করতে পারেন, যাকে বলা হয় "হেবিয়াস কর্পাস" এবং এইটি মঞ্জুর করাই হ'চ্ছে বিচারপতির অঙ্গীকৃত কর্ত্তব্য। ঐ আদেশের বলে তিনি যেকোনও বে-আইনী বাধা-নিষেধ সম্পর্কে সত্বর তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারেন।

চতুর্থ অধিকারটি হ'চ্ছে, জমির বা ভূ-সম্পত্তির স্বত্বলাভ, যাতে সহজসাধ্য হারে খাজনা দিয়ে জমির মালিকানা অর্জ্জন করা যায়। তার জন্য কোনও কঠোর পীড়নমূলক শ্রমসাধনে বাধ্য হ'তে হয় না, অথবা পরিবারবর্গ বা কাজকর্ম্মাদি পরিত্যাগ ক'রে যে কাজ সমস্ত সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রেই কেবলমাত্র অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত লোকদের দিয়ে করানো হয় সেই কাজ করতে বাধ্য হয় না।

সর্ব্বশেষে যে অধিকারটির কথা আমরা বলব সে অধিকারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হ'য়েছে। সত্য, বৈজ্ঞানিকজ্ঞান, সুনীতি এবং সাধারণভাবে শিল্পকলাদি বিষয়ে অগ্রগতির দিক থেকে ত বটেই, অন্য যে দিকটি থেকেও এই অধিকারটির যথেষ্ট মূল্য ও গুরুত্ব আছে তা হ'চ্ছে, শাসনপরিচালনা সম্বন্ধে এই স্বাধীনতার ফলেই বহু উদার মতামত সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়, প্রজাদের মধ্যে সত্বর চিন্তা ও ধারণার বিনিময় ঘটে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির প্রসার ঘটে। আর এই সব ফলাফলের জন্য উৎপীড়ক সরকারী কর্ম্মচারীরা লজ্জিত বা ভীতিগ্রস্ত হ'য়ে ন্যায়সঙ্গত সম্মানজনক পন্থায় সরকারী কর্ত্তব্যাদি পালনে অগ্রসর হয়।

এগুলি সবই হ'চ্ছে আমাদের মহামূল্যবান্ অধিকার, যা আমাদের সংযত শাসনব্যবস্থারই একটি বৃহৎ অঙ্গবিশেষ। এই অধিকারগুলির সমতা সৃষ্টিকারী শক্তি সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত পদাধিকারী মনুষ্য সমাজে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে নিঃস্বকে রক্ষা করে ধনীর কবল থেকে, দুর্ব্বলকে রক্ষা করে শক্তিমানের হাত থেকে, শ্রমশীল উদ্যোগীকে রক্ষা করে পরশ্রমলোভীর নিকট থেকে, শান্তিকামীকে রক্ষা করে সঙ্ঘর্ষপ্রিয় সহিংসের হাত থেকে, প্রজাকে রক্ষা করে জমিদার-প্রভুর হাত থেকে এবং সবাইকে রক্ষা করে উচ্চতর ব্যক্তিদের হাত থেকে।

এগুলি হ'চ্ছে এমন সব অধিকার, যা না থাকলে কোনও জনসমষ্টিই স্বাধীন ও সুখী হ'তে পারেনা।

পরিশিষ্ট

(চ)

আমেরিকার সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা সম্পর্কে বার্কের ভাষণ

নিম্নে বার্কের বিখ্যাত ভাষণটির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রকাশিত হ'লো। জবরদস্তিমূলক আইনগুলির বিরোধিতা করে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধিবেশনে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে তিনি এই ভাষণ দিয়েছিলেন ঃ

*　　　*　　　*　　　*

...আমেরিকানদের এই চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে স্বাধীনতা-প্রীতি। এই স্বাধীনতা-প্রীতিই তাদের সকলের বিশেষত্ব। যাদের মধ্যে এরূপ তীব্র প্রীতি থাকে, তারা সর্ব্বদাই সন্দেহ-প্রবণ হয়, সুতরাং যখনই আপনাদের উপনিবেশগুলির অধিবাসীরা দেখতে পায় যে তাদের বাঁচবার একমাত্র সুবিধাটিকেও বলপ্রয়োগে অথবা শঠতা ক'রে তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হ'চ্ছে তখন তারা সন্দেহপরায়ণ এবং অশান্ত হ'য়ে ওঠে, তাদের বাগ মানানো পর্য্যন্ত কঠিন হ'য়ে পড়ে। বোধ হয় পৃথিবীর অন্য যে কোন জায়গা অপেক্ষাই ইংরেজ উপনিবেশগুলিতে এই স্বাধীনতা-প্রীতির তীব্রতা অনেক বেশী। বহুরকমের কারণ এর পশ্চাতে নিহিত রয়েছে; তাই তাদের যথার্থ পরিচয় অবগত হ'বার জন্য এই স্বাধীনতা-প্রীতি এবং সেই প্রীতি যেদিকে তাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই দিকটি সম্পর্কেই আরও কিছুটা বিশদভাবে যদি খোলাখুলি আলোচনা করা হয় তা হলে সেটা নিশ্চয় অন্যায় হবেনা।

প্রথমতঃ এই উপনিবেশগুলির লোকেরা সকলেই ইংরেজ-বংশধর। আর, ইংল্যাণ্ড, আপনারা জানেন, একটা জাতি যে তার স্বাধীনতাকে খুবই শ্রদ্ধা করে, পূর্ব্বে অবশ্য সে পূজাই করত। ঔপনিবেশিকগণ আপনাদের মধ্যে থেকে এমন একটা সময়ে সেখানে চলে গিয়েছিলেন, যখন স্বাধীনতাকে পূজা করাই ছিল আপনাদের চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আপনাদের এই

ভাবটি এবং আপনাদের চরিত্রের এই দিকটি তারা আপনাদের ছেড়ে যাবার মুহূর্ত্ত থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে যায়। .তাই তারা শুধু সাধারণ স্বাধীনতার প্রতিই অনুরক্ত নয়, যে স্বাধীনতা ব্রিটিশ ভাবধারায় এবং ব্রিটিশ মূলনীতি অনুযায়ী পুষ্ট সেই স্বাধীনতার প্রতিই তারা অনুরক্ত। অন্যান্য বিমূর্ত্ত বিষয় বা বস্তুর মত বিমূর্ত্ত স্বাধীনতা ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। স্বাধীনতা এমন একটি বস্তু যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এ সম্পর্কে আর একটি সত্য হ'চ্ছে, প্রত্যেক জাতিই একটা বিশেষ বস্তুকে তার একান্ত প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত করে তোলে। সেই বস্তুটিই যখন যথেষ্ট বিশিষ্টতা অর্জ্জন করে তখনই সেটি ঐ জাতির সুখ ও শান্তির মানদণ্ড হ'য়ে ওঠে। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের এই দেশে স্বাধীনতার জন্য বিরাট বিরাট সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। সেই সংগ্রামগুলির সমস্তই পরিচালিত হ'য়েছে মুখ্যতঃ এই করধার্য্য করবার প্রশ্ন নিয়েই। আপনারা জানেন, প্রাচীন কমনওয়েলথগুলিতে যে সকল সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হ'য়েছে তার অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত মুখ্যতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটদের নির্ব্বাচন করবার অধিকার অর্জ্জনে গিয়ে পর্য্যবসিত হ'য়েছে; অথবা কতিপয় রাষ্ট্রবিধির মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত হ'য়েছে। অর্থের প্রশ্ন তাদের কাছে একান্ত অব্যবহিতরূপে দেখা দেয়নি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার গ্রহণ করেছে। এই দেশে এই করধার্য্য করার ব্যাপারটা নিয়েই শক্তিশালী লেখকের লেখনী চালিত হ'য়েছে, উদাত্তবাণী নিঃসৃত হ'য়েছে শক্তিশালী কণ্ঠ থেকে। বহু মনীষী এবং বহু মহাজন এ ব্যাপারে কাজ করেছেন এবং তার জন্য দুর্ভোগও ভুগেছেন। এই খাজনা বা কর ধার্য্য করার ব্যাপারটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই কথাটিই ব্রিটিশ সংবিধানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণকারীরা বার বার বলেছেন। এজন্য, অর্থ বরাদ্দ করার সুযোগটির কথাই একেবারে নির্জ্জলা সত্য হিসেবে তাঁদের তুলে ধরতে হ'য়েছে এবং এটাও প্রমাণ করতে হ'য়েছে যে, প্রাচীন চর্ম্মনির্ম্মিত দলিলাদি

এ অধিকার স্বীকৃত হ'য়েছে ও সকলেই বিনা প্রশ্নে এই প্রথাটিকে মান্য করে আসছে। এই মনস্বিগণ একথাও বলেছেন যে, যে সংস্থাটির মাধ্যমে ঐ অধিকারটি জনসাধারণ ভোগ করেন সেটি হ'চ্ছে কমন্স সভা। অবশ্য, এখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, তাঁরা আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে কমন্স সভার যে রূপ রয়েছে সেটি বিচার করলে পুরাতন দলিলপত্রাদি এরূপ অধিকার স্বীকার করুক বা না করুক তাত্ত্বিক দিক থেকেও যে এ রকম না হ'য়ে পারে না মনস্বীবর্গ একথাও বলেছেন। যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে তাঁরা যে মূলনীতিটি সর্বপ্রকার রাজতন্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তা হ'চ্ছে, জনসাধারণই তাদের অর্থবরাদ্দ করার অধিকারী—তা সেটা প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক। অন্যথায়, স্বাধীনতার ছায়ামাত্রও টিকে থাকতে পারে না। উপনিবেশগুলির অধিবাসীরা আপনাদের রক্তেই জন্মেছে, তাই আপনাদের নিকট থেকেই তারা স্বাধীনতার এই সব ধারণা এবং মূলনীতি আহরণ করেছে। স্বাধীনতার জন্য তাদের যে প্রীতি সেটা ঠিক আপনাদের মতই এই কর ধার্য্য করার সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়টিকে ঘিরে সৃষ্টি হ'য়েছে এবং তার সঙ্গেই জড়িত রয়েছে। আরও অন্যান্য বিশকুড়িটি ব্যাপারে হয়ত স্বাধীনতা নিরাপদে থাকতে পারে বা বিপন্ন হ'তে পারে। কিন্তু সেজন্য তারা খুব বেশী খুশিও হবেনা অথবা আতঙ্কিতও হবে না। কিন্তু এই করধার্য্য করার প্রশ্নে এসে, তারা তাদের নাড়ী টিপে দেখে, নাড়ীর কম্পন দেখে বুঝে নেয় তারা সুস্থ, না অসুস্থ।...

তা ছাড়া আছে তাদের প্রদেশিক আইনসভা এবং লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থা। কোনও কোনও শাসনব্যবস্থা অবশ্য নামেমাত্র লোকায়ত্ত, কিন্তু সর্ব্বত্রই লোক-প্রতিনিধিদেরই মর্য্যাদা সর্ব্বাধিক। সাধারণ শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ এভাবে যোগ দিতে পারার ফলে তাদের মধ্যে বহু উচ্চ ধারণার বীজ উপ্ত হ'য়েছে, এবং যে জিনিষটির মধ্য দিয়ে তাদের এই গুরুত্ব প্রকাশিত

হয় সেটি থেকে তাদের বঞ্চিত করার যে কোনও প্রয়াসকেই তারা তীব্র ঘৃণা করতে শিখেছে।

শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয় দিকটি যদি কোনও-না-কোনও ভাবে উপেক্ষিত হয়, তাদের ধর্ম্মোপাসনা সেটি পূরণ করে। এই নবসৃষ্ট জনসমষ্টির নিকট ধর্ম্ম সর্ব্বদাই শক্তির একটি উৎস, এবং কোনও ভাবেই তাদের ধর্ম্মীয় মনোভাব একটুও হ্রাস পায়নি অথবা ধর্ম্মাচরণ ব্যাহত হয়নি। অধিকন্তু, তারা যেভাবে ধর্ম্মানুশীলন করেন, তাতেও ধর্ম্ম তাদের নিকট স্বাধীন চেতনার অন্যতম প্রধান উৎস হ'য়ে উঠেছে। ধর্ম্মমতের দিক থেকে তারা সর্ব্বদাই প্রোটেষ্টাণ্ট, যে কোনও রকম মানসিক বশ্যতা বা মতামতের বশ্যতা যাদের নিকট একান্তই অসহ্য। আমার এই যুক্তিটি স্বাধীনতার শুধু অনুকূলই নয়, পরন্ত স্বাধীনতাকে ভিত্তি করেই এর সৃষ্টি। নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনব্যবস্থা বলে যাকে মনে হ'চ্ছে, তার প্রতি অসম্মত গির্জ্জাগুলির এই বিরূপতার কারণ কিন্তু মোটেই তাদের ধর্ম্মীয় নীতি বা আদর্শের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সেটা পেতে হ'লে তাদের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই জানেন, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমত আগাগোড়া কমবেশী প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছে এবং সরকারের নিকট থেকেও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য এবং সমর্থন লাভ করে এসেছে। চার্চ্চ অব ইংল্যাণ্ডও গোড়া থেকেই একটি সুনিয়মিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারের আনুকূল্য লাভ করে এসেছে। কিন্তু তবু একটা বিরোধী স্বার্থের সৃষ্টি হ'য়েছে, সর্ব্বপ্রকার সাধারণ পার্থিব ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ক্ষমতার বিরোধিতার মধ্য দিয়েই। মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতার অধিকারটি সম্পর্কে শক্তিশালী দাবী উপস্থিত করাই ছিল এই বিরোধিতাকে সমর্থন করবার একমাত্র উপায়। এই বিরোধীদের সমস্ত সত্তাই নির্ভরশীল ছিল ঐ অধিকারটির উপর, এবং সেই অধিকারটির কথা যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ঘোষণা করার উপর। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতবাদের সবটাই,

এমনকি সবচেয়ে যেটা ধীরস্থির এবং নিষ্ক্রিয় সেটাও প্রচলিত এক ধরণের বিরোধিতা মাত্র। কিন্তু আমাদের উত্তরাঞ্চলের উপনিবেশগুলিতে যে ধর্ম্মমত সর্ব্বাধিক প্রচলিত সেটা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের যে নীতি সাধারণভাবে অনুসৃত হয় তারই পরিমার্জ্জিত রূপ। এটা হ'চ্ছে মেনে না নেবার নীতিটি সম্পর্কে একটা আত্মবিশ্বাসহীনতা, নিজের যুক্তি সম্পর্কে আরও নিঃসংশয় হবার প্রয়াস। বলা যেতে পারে, এটা হচ্ছে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমতেরই নতুন প্রতিবাদ-রূপ। এই প্রতিবাদী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমতই নানান রকমের সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'য়ে উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ উপনিবেশে গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার চেতনা ভিন্ন এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আর কোনও মিলই নেই। চার্চ্চ অব্ ইংল্যাণ্ডের আইনগত অধিকার যা'ই হোক না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চলের এই উপনিবেশগুলিতে সে যে একটা সাধারণ বেসরকারী সম্প্রদায়ের মত তাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের বেশী সম্ভবতঃ চার্চ্চ অব ইংল্যাণ্ডের অধীনে নয়। ঔপনিবেশিকরা ঠিক সেই সময়ই ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যান যখন ইংল্যাণ্ডে এই ধারণাগুলি ছিল খুবই প্রবল এবং তার মধ্যে আবার যারা দেশত্যাগ করলেন প্রতিবাদমুখরতা ছিল তাদের মধ্যেই সর্ব্বাধিক। আবার অন্যান্য দেশ থেকেও যারা ঐ উপনিবেশ-গুলিতে গিয়ে উপনীত হ'য়েছে তারাও সেই সব দেশে প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরোধিতা করেই সেখানে গিয়েছে। এদের চরিত্র এবং মনোভাব ও ব্রিটিশ-শ-সম্ভূত ঐ ঔপনিবেশিকদের চরিত্র ও মনোভাব থেকে মোটেই পৃথক ছিল না।............

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের উপনিবেশগুলি সম্পর্কে আর একটা বিষয়ও আমি উল্লেখ করতে চাই। ঔপনিবেশিকদের এই অদম্য চেতনার বিকাশ ও বৃদ্ধিতে ঐ বিষয়টির কার্য্যকারিতা মোটেই সামান্য হয়নি এটি হ'চ্ছে তাদের শিক্ষা। পৃথিবীর কোনও দেশেই বোধ হয় পাঠ্য হিসেবে আইনশাস্ত্র এতখানি সার্ব্বজনীন নয়। এই পেশাটিও অসংখ্য এবং প্রভূত ক্ষমতার আধার। প্রায়

সমস্ত প্রদেশেই আইন-ব্যবসাই সবচেয়ে বড়। কংগ্রেসে যারা প্রতিনিধি হ'য়ে গিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল আইন-ব্যবসায়ী। কিন্তু যে লোকই কিছু-না-কিছু পড়েছে (আর ওদেশে প্রায় সবাই পড়াশুনা করে) আইনশাস্ত্রে সেই কিছু-না-কিছু কাণ্ডজ্ঞান অর্জ্জন করে। একজন বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী আমাকে বলেছেন, খুব জনপ্রিয় বইগুলির পরেই আইনশাস্ত্রবিষয়ক বই তিনি সবচেয়ে বেশী রপ্তানী করেন আমেরিকার তূলা ও তামাকক্ষেতের মালিকদের কাছে। ঔপনিবেশিকগণ এখন নিজেরাই ঐসব পুস্তক মুদ্রিত করা শুরু করে দিয়েছে। আমি শুনলাম, ব্ল্যাকস্টোনের ভাষ্য ইংল্যাণ্ডে যে পরিমাণ বিক্রয় হ'যেছে আমেরিকাতেও তারা সে পরিমাণ বিক্রয় করেছে। আমেরিকানদের এই চরিত্রটিই গেজের লিপিতে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, তার সরকারে যত লোক আছে সবাই উকিল, অথবা অন্ততঃ আইনশাস্ত্র কিছুটা পড়েছে। সফল চতুরতার সাহায্যে তারা বস্টনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার বিধিটির সবটাই এড়িয়ে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এ সম্পর্কে যদি চুলচেরা বিতর্ক হয় তা হ'লে দেখা যাবে, আইনশাস্ত্র সম্পর্কে ঔপনিবেশিকদের ঐ জ্ঞানই তাদের আরও সুস্পষ্টভাবে শিখিয়ে দিচ্ছে আইনসভাগুলির কি কি অধিকার আছে, অনুগত থাকার বাধ্যবাধকতা কি এবং বিদ্রোহ করলেই বা কি শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই সবই বেশ ভাল। কিন্তু একটা কথা হ'চ্ছে এই যে, শিক্ষিত ও মাননীয় আমার যে বন্ধুটি এখানে আছেন তিনি হয়ত আমার ঐ সমালোচনামূলক যুক্তিকে বরদাস্ত করতে পারবেন না। আমার মত তিনিও জানেন যে, আইনশাস্ত্র সম্পর্কে ঐ জ্ঞান যদি প্রভূত চিত্ত ও প্রভূত সম্মানের বশীভূত হ'য়ে রাষ্ট্রের সেবার্থে নিযুক্ত না হয়, তখন তা শাসনব্যবস্থার দুর্জ্জয় রিপু হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠু উপায়ে যদি ঐ চেতনাকে বশীভূত ক'রে ভেঙ্গে না দেওয়া হয় তা হ'লে উহা অদম্য ও বিতর্ক-প্রিয় হ'য়ে ওঠে। কোনও বিষয় যদি বারবার অনুশীলন করা হয় তা হ'লে সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এই শাস্ত্র অধীত হ'লে মানুষ কুশা

অনুসন্ধিৎসু, কর্ম্মকুশল, আক্রমণে তৎপর, আত্মসমর্থনে সদাপ্রস্তুত এবং জ্ঞানাদিবৈভবে বিভবশালী হ'য়ে ওঠে। অন্যান্য দেশের লোকেরা এদের চেয়ে বেশী সাধাসিধে, এবং আকস্মিকভাবে পরিবর্ত্তনও তাদের চরিত্রে কম দেখা যায়। তাই সরকারের কোনও কুনীতি সম্পর্কে তারা যখন বিচার করে তখন তাদের বিচারের মানদণ্ড হয় কোনও প্রকৃত অভিযোগ। কিন্তু এখানে (অর্থাৎ আমেরিকায়) তারা নীতির অপকৃষ্টতার বিচার ক'রে মন্দ পরিণতির আশঙ্কা করে এবং বাস্তব ক্ষোভের পরিমাণ কি হওয়া উচিত তা স্থির করে। দূর থেকেই তারা কু-শাসনের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং কিছুমাত্র দূষিত বায়ু প্রবাহিত হ'লেই তার মধ্যে অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা আসন্ন হ'য়ে উঠছে বলে গন্ধ পায়।

উপনিবেশগুলির মধ্যে এই অবাধ্যতা সৃষ্টির সর্ব্বশেষ কারণটিও মোটেই কম জোরালো নয়। এই কারণটি কেবলমাত্র নৈতিকই নয় কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত বটে। আপনাদের এবং তাদের মধ্যে তিন হাজার মাইল সমুদ্রের ব্যবধান। এ ব্যবধান কোনও উপায়েই দূর করা যায় না, আর শাসনব্যবস্থা দুর্ব্বল ক'রে দেবার যে ক্ষমতা এই ব্যবধানের মধ্যে রয়েছে সেই ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটিও লোপ করা যায় না। একটি আদেশ জারী করার পর সেটি কার্য্যে পরিণত করা পর্য্যন্ত সমুদ্র গড়িয়ে চলে, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর সেই আদেশের বা পরিকল্পনার কোনও একটি বিশেষ বিষয় লোকদের দ্রুত বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা না থাকায় গোটা পরিকল্পনাটিই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষে, আপনারা এমন সব প্রতিশোধপরায়ণ কর্ম্মচারী রেখেছেন যাঁরা তাঁদের হাতের বজ্র সুদূরের সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু তারপরই একটা শক্তি এসে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং ক্রুদ্ধ ও উন্মুক্ত লোকদের ঔদ্ধত্য দাবিয়ে দেয়। সেই শক্তি এসে বলে, "তোমরা যতদূর গিয়েছ, ওখানেই থেমে পড়, আর এগিয়ে এসো না।" প্রকৃতির শিকলকে দংশন করা, তাকে

আরক্ত করা অথবা তাকে ক্ষয় করার সাধ্য আপনাদের কোথায়? যাঁদের বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আছে তাঁদের চেয়ে বেশী খারাপ কিছু আপনাদের ভাগ্যে ঘটবে না, আর আজ যা ঘটছে, তা যেকোন সাম্রাজ্যকেই উৎসাধন করার পক্ষে যথেষ্ট।...

আমি যথেষ্ট আশঙ্কার সঙ্গেই এই কথাটি বলছি যে, বর্ত্তমানে আমাদের উপনিবেশগুলিতে মানুষের মনোভাব যেরূপ উগ্র হ'য়ে উঠেছে, এবং তাঁদের চরিত্র যে আকার নিয়েছে, তাতে কোনরকম কৌশল করেই হয়তঃ তাঁদের সে মনোভাব ও চরিত্র বদলানো যাবে না। আমার আর একটা আশঙ্কা হ'চ্ছে যে, এই লোকদের বংশপরিচয়টাও আমাদের পক্ষে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। যে জাতির ধমনীতে স্বাধীনতার রক্ত প্রবাহিত হ'চ্ছে, সেই জাতি থেকে তারা উদ্ভূত হয়নি, এরকম কথাও তাদের বুঝানো যাবে না। কারণ যে ভাষায় আপনারা তাদের কাছে এসব কথা বলবেন, সেই ভাষাই আপনাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এর ইংরেজ যেকোন অসত্যতা তাদের কাছে ধরিয়ে দেবে। এই পৃথিবীতে অপর একজন ইংরেজকে যুক্তি দিয়ে দাসত্ব বরণ করানোর কাজে সবচেয়ে অযোগ্য।

ভদ্রমহোদয়গণ, তা হ'লে আপনাদের কাছে ঐ নৈতিক কারণগুলি পরিবর্ত্তিত করার (কেননা, স্বাভাবিক কারণগুলি দূর করা এতো সহজ নয়) জন্য অন্য কোনও পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করাও বেপরোয়া বলে মনে হ'চ্ছে। অথচ এই কারণগুলিই এমন সব কুসংস্কার উপনিবেশ-বাসীদের মধ্যে সৃষ্টি করছে, যেগুলির সঙ্গে আমাদের সাম্প্রতিক সার্ব্বভৌম ক্ষমতার প্রশ্নটির কোনও রূপ সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু কথা হ'চ্ছে এই, উপনিবেশবাসীদের এই অভ্রান্ত চেতনা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অব্যাহত থাকবে এবং এখন যেমন আছে তেমনই চলতে থাকলে এর এমন-সব পরিণতি দেখা যাবে যেগুলি এখনই আমাদের যথেষ্ট মুস্কিলে ফেলে

দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ চেতনার ফলে প্রকাশ্যে যে সব কাজ অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে তার সবগুলিকেই আমরা অপরাধমূলক আখ্যা দিতে পারি।

এই শেষোক্ত প্রসঙ্গে উপনীত হ'য়ে আমি একটু না থেমে পারছি না। ব্যবহারশাস্ত্র সম্পর্কে আমার ধারণাবলী এই ধারণার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে হ'চ্ছে। আমি যেভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি তাতে যুক্তি ও নীতির দিক থেকে দুটো ব্যাপারের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য রয়েছে। ছন্নছাড়া হ'য়ে এদিকে সেদিকে যে দুচারজন লোক অথবা এমনকি কতিপয় ক্ষুদ্রদল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, তাদের অনিয়মিত আচরণ, এবং একটা বিশাল সাম্রাজ্য যে সকল সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট প্রশ্নে যে আলোড়ন সৃষ্টি হ'চ্ছে ও সাধারণভাবে আইন অমান্য করার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হ'চ্ছে—তার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক তফাৎ আছে। সাধারণভাবে প্রকাশ্যে যে বিরোধিতা এখন করা হ'চ্ছে, তার বিরুদ্ধে সাধারণ ফৌজদারী ব্যবস্থার মনোভাব গ্রহণ করাটা আমার নিকট নিতান্তই সঙ্কীর্ণ ও পুঁথিগত বিদ্যাসুলভ অর্ব্বাচীনতা বলে মনে হ'চ্ছে। একটা সমগ্র জনসমষ্টির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ কিভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে আমি অন্ততঃ তা কোনও-দিন শুনিনি। এডওয়ার্ড কোক্ স্যার ওয়াণ্টার র‍্যালের মত একজন চমৎকার লোককে আদালতে উকিলদের মধ্যে অপমানিত করতে কসুর করেন নি। কিন্তু আমি সেরকম পারব না, পারব না আমারই মত লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোভাব ও অনুভূতিকে ব্যঙ্গ করতে, অপমানিত করতে। সাধারণের বিপুল মর্য্যাদাশালী এবং আইনানুসারে গঠিত যে সকল প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রভূত ক্ষমতা ও মর্য্যাদাসম্পন্ন শাসনপরিচালক ও বিচারকবর্গ রয়েছেন এবং যাঁদের হাতে সহরবাসী নাগরিকদের নিরাপত্তার ভার রয়েছে তাঁদেরই সমপর্য্যায়ের লোক হ'য়ে তাঁদের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করার মত যোগ্যতা ও প্রবীণতা আমার নেই। কোনও বিজ্ঞ লোকের

নিকটই একাজ সুবিবেচনার পরিচায়ক নয় বলেই আমি বিশ্বাস করি। আমি আরও মনে করি যে, যাঁরা সংযত স্বভাবের তাঁদের নিকট এ কাজ মোটেই সুরুচির পরিচায়ক নয়, এবং যাঁদের মনে মানবতাবোধ রয়েছে তাঁদের নিকট এটি অনুদার এবং নির্দ্দয় বলেই প্রতিভাত হবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, একটি একক রাষ্ট্র বা রাজত্বের সঙ্গে একটি সাম্রাজ্যের যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য সম্পর্কে আমি হয়তঃ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে আছি। কিন্তু তা হ'লেও আমি এখানে আমার ধারণাটিও ব্যক্ত করতে চাই। আমি মনে করি, একটি সাম্রাজ্য হ'চ্ছে বহু রাষ্ট্রের সমষ্টি, যাদের শীর্ষদেশে রয়েছেন একজন সাধারণ অধিপতি। সে অধিপতি রাজাও হ'তে পারেন, আবার সভাপতিরূপে সমাসীন কোনও প্রজাতন্ত্রও হ'তে পারে। এ ধরণের সংবিধানে প্রায়ই দেখা যায় (শোচনীয়, আন্তরিকতাহীন, নিষ্প্রাণ এবং সমভাবে ও সর্ব্বত্রভাবে প্রযুক্ত দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোনও কিছুই এরূপ অবস্থা নিবারণ করতে পারে না) যে, সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অঙ্গগুলি বহু স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা এবং রক্ষা-কবচের অধিকারী হ'য়েছে। সর্ব্বোচ্চ সাধারণ অধিপতির কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং এই সকল স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা ও রক্ষা-কবচের মধ্যে যে সীমারেখা, তা হয়তঃ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে উঠতে পারে। অবশ্যই বিরোধের, অনেক সময় অত্যন্ত তিক্ত বিরোধের এবং গভীর বৈরিতারও সৃষ্টি হবে। অবশ্য প্রত্যেক সুবিধাই যে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার সাধারণ এখ্‌তিয়ারের বাইরে একথা ঠিক, তবু তার মানে এই নয় যে, সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা সেখানে অস্বীকৃত হ'য়েছে। কোনও বিশেষ সুবিধা ভোগ করবার যে দাবী, সেটাকে ঐ শব্দার্থের গুরুত্ব থেকেই কতকটা উচ্চতর ক্ষমতা ব'লেই প্রতীত হয়। কারণ, কোন একটি রাষ্ট্রের বা কোন একজন ব্যক্তির বিশেষ সুবিধা আছে এই কথাটি বলা একেবারেই নিরর্থক হ'য়ে উঠবে যদি সেই রাষ্ট্র বা ব্যক্তির ঐ সুবিধার ক্ষেত্রে উচ্চতর ক্ষমতা না থাকে।

বহু সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত এই বিরাট রাজনৈতিক সঙ্ঘটির বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে যে বিরোধ ও কলহের সৃষ্টি হ'য়েছে, সেই সম্পর্কে আমার নিকট আমাদের এই সাম্রাজ্যের অধিনেতার পক্ষে যে কাজটি সম্পূর্ণভাবে অবিজ্ঞজনোচিত হবে ব'লে মনে হ'য়েছে, সেই কাজটি হ'চ্ছে, অধিনেতার ইচ্ছা বা তাঁরই কোনও আইনের বিরুদ্ধে বিশেষ অধিকার বা সুবিধার দাবী করা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের বিদ্রোহী ঘোষণা ক'রে অস্ত্রধারণ করা এবং অপরাধী প্রদেশগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা। মহোদয়গণ, সাম্রাজ্যের অধিনেতার এরূপ আচরণে প্রদেশগুলি কি ভাবতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে না যে, তাদের পক্ষ থেকে কোনও রকম পার্থক্যই দাবী করা চলবে না? তারা কি মনে করবে না যে, সরকারের নিকট ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলে বিবেচিত হয়, সেই সরকারের বশ্যতা স্বীকার করা ক্রীতদাসত্ব বরণ করারই সমতুল্য? অধীন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এরকম ধারণা সৃষ্টি হ'তে দেওয়া সব সময় সুবিধাজনক নাও হ'তে পারে।

আমেরিকানদের মধ্য থেকে স্বাধীনতার এই চেতনা সৃষ্ট হওয়ার কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে বা অন্ততঃ তাদের বেশীর ভাগ দূর করা যদি সম্ভবপর না হয়, তাদের আদালতে অভিযুক্ত করে অপরাধী সাব্যস্ত করার ধারণাগুলি যদি কার্য্যতঃ প্রয়োগ না করা যায়, বা প্রয়োগ করা গেলেও সেগুলি যদি অতিশয় অসুবিধাজনক হয় তা হ'লে আর কি পন্থা অবশিষ্ট থাকতে পারে? বাস্তবিক, আর কোনও পন্থা খোলাও নেই। কিন্তু তৃতীয় যে পন্থাটি আছে তা হ'চ্ছে, প্রয়োজনমত আমেরিকার এই চেতনা মেনে নেওয়া, অথবা অনুগ্রহ করে আপনারা এটাকে "অন্যায় হ'লেও অপরিহার্য্য"—এরূপ মনে করে নিতে পারেন।

এই পন্থা যদি আমরা গ্রহণ করি, আপোষ-মীমাংসা করতে এবং কিছুটা ত্যাগ করতে যদি আমরা সম্মত থাকি তা হ'লে কি ধরণের কতটুকু

ত্যাগ আমাদের করতে হবে সেটা বিচার করে দেখতে পারি। এটা বিচার করতে হ'লে তাদের অভিযোগটা কি সেটা আগে দেখতে হবে। উপনিবেশগুলি অভিযোগ করছে যে, ইংরেজদের স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যটি তারা ভোগ করতে পারছে না। এমন একটি পার্লামেণ্টের মাধ্যমে তাদের উপর কর ধার্য্য করা হ'চ্ছে, যে পার্লামেণ্টে তাদের কোনও প্রতিনিধি নেই। আপনারা যদি তাদের আদৌ সন্তুষ্ট করতে চান, তা হ'লে এই অভিযোগের কারণ দুর করেই তা করতে পারেন। আপনারা যদি কোনও জনসমষ্টিকে খুশি করতে চান তা হ'লে যে বস্তুটি তারা চাইছে সেটি তাদের দেওয়া দরকার। যে বস্তুটিকে আপনারা তাদের পক্ষে ভালই হবে বলে মনে করেন, সেটি নয়, একেবারে স্বতন্ত্র বস্তু। বিজ্ঞতার সঙ্গে নিয়মনের ব্যবস্থা করা এরকম একটি কাজ হ'তে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের পক্ষ থেকে কিছুই ত্যাগ করা হ'ল না। অথচ এখন আমরা ভাবছি কিভাবে তাদের সন্তুষ্টিবিধান করা যায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, করধার্য্যের অধিকার সম্পর্কে আমি এখানে আজ কিছুই বলব না। কোনও কোনও ভদ্রমহোদয় হয়তঃ একেবারে আঁতকে উঠবেন—কিন্তু আমি যা বল্লাম তাই সত্য। কেননা এ প্রশ্নটিকে আমি সম্পূর্ণভাবেই বিবেচনার বাইরে রেখেছি। আমার মতে এই অধিকারের প্রশ্ন একেবারে কিছুই নয়, অথবা তারও কম। বহু বিদ্যাবত্তার অধিকারী ভদ্রলোকেরা এরকম একটা গুরুতর বিষয় পেলে এরকম সব অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করাটা খুবই পছন্দ করেন। কিন্তু আমি যে জিনিষটি বলতে চাইছি সেটি খুবই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, এবং ঐ প্রশ্নের মধ্যে যে নীতি নিহিত রয়েছে সেই নীতির সঙ্গেই মাত্র জড়িত।...প্রজাদের দুর্গত ও দুঃস্থ করে তুলবার অধিকার আপনাদের আছে কিনা, সেটা আমার বিবেচ্য বা বিচার্য্য বিষয় নয়। প্রজাদের সুখী করার মধ্যে আপনাদের স্বার্থ আছে কিনা সেটাই আমার বিবেচ্য প্রশ্ন।

উকিল বা মোক্তারগণ আমি যা করতে পারি বলে বলেন সেটা আমার করণীয় নয়। মানবতাবোধ, যুক্তি এবং ন্যায়বিচার যা বলে, সেটাই আমার কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক কাজের মধ্যে যদি উদারতা থাকে, থাকে মমতাবোধ, তা হ'লে সেটা কি অপকৃষ্ট হ'য়ে যায়?…

আমার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, পরিচালনার বৈচিত্র্য রক্ষা ক'রেও আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে আমরা এই সাম্রাজ্যের মধ্যে মিলনের সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি, পারি সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে। আর এর জন্যে, যদি এমনও হয় যে, আমি নিশ্চিতরূপেই জানি—ঔপনিবেশিকগণ যখন এদেশ ছেড়ে চলে যান তখন তাঁরা স্থায়ী দাসত্বের চুক্তিতেই স্বাক্ষর করে গিয়েছিলেন; শপথ করে নাগরিকের সমুদয় অধিকারই পরিত্যাগ করেছিলেন; স্বাধীনতা-সংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার ধারণা অর্জ্জন করার জন্যে সঙ্কল্প করেছিলেন এবং সে বর্জ্জন শুধু তাদের পক্ষ থেকেই নয়, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষ থেকেও; তা হ'লেও আমি আজ তাদের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে যে চেতনার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি সেই চেতনাকেই মেনে নেব, এবং যে বিশ লক্ষ মানুষ আজ দাসত্বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য অধীর হ'য়ে উঠছে, স্বাধীনতার মূলনীতি অনুসরণ করেই তাদের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করব। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কোনও আইনের বিশেষ বিষয়ের প্রামাণিকতা নির্দ্ধারণ করছি না; আমি শুধু শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইছি; কোনও একটি জনসমষ্টির সাধারণ চরিত্র এবং অবস্থাই নির্ণয় করবে কি ধরণের শাসনব্যবস্থা তাদের সবচাইতে উপযোগী। আর, অন্য কোনও কিছুই এ বিষয়টি নির্ণয় করতে পারেনা, পারা উচিৎ নয়।

সুতরাং আমার অভিমত হ'চ্ছে এই যে, অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি, না অনুগ্রহবশতঃ তাদের এটা দিচ্ছি—একথা আদৌ বিচার না করে, আমাদের উপনিবেশগুলির লোকদের আমাদের সংবিধানের

এখ্তিয়ারের মধ্যে প্রবেশ করতে দিতে হবে, এবং পার্লামেণ্টের কার্য্যবিবরণীতে সেই প্রবেশের কথা লিপিবদ্ধ ক'রে অবস্থা অনুযায়ী সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আমরা সুনিয়মিতভাবে (ঔপনিবেশিকদের) ইচ্ছা পূরণ করে যাবার যে পবিত্র ঘোষণা করছি তা চিরকাল মেনে চলব।...

কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, কোনও সাংবিধানিক সমস্যা দেখা দিলে আমি যদি অপূর্ব্ব বিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্রিটিশ সংবিধানটির উল্লেখ করি, তা হ'লে আশা করি ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হব না। ব্রিটিশ সংবিধানের আলোচনা করে (এবং তা করেছি সর্ব্বতোভাবে সততা ও বিনয়ের সঙ্গে) আমি অনুরূপ চারটি দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছি। এই দৃষ্টান্তগুলি হ'চ্ছে—আয়ার্ল্যাণ্ডের, ওয়েলসের, চেষ্টারের এবং ডারহ্যামের।...

কিন্তু কথা হ'চ্ছে এই, আমেরিকার ক্ষেত্রে আপনাদের আইন-প্রণয়নের কর্ত্তৃত্ব সংবিধানের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিখুঁত বলে আপনারা বলে থাকেন। আচ্ছা ওয়েলস্, চেষ্টার এবং ডারহ্যামের বেলায় কি সেটা কম নিখুঁত ছিল? তারপরে হয়তঃ বলবেন, পার্লামেণ্টে কার্য্যতঃ আমেরিকান প্রতিনিধি রয়েছে। বাঃ! কার্য্যতঃ প্রতিনিধিত্বের তড়িৎ-প্রবাহটা কি আপনাদের একান্ত নিকটবর্ত্তী ওয়েলসের চাইতেও অতলান্তিক পেরিয়ে আমেরিকায় তাড়াতাড়ি যায় না কি? অথবা চেষ্টার এবং ডারহ্যামের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রচুর—যাদের দেখা যেত, যাদের অস্তিত্বই ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব। কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, এরকম কার্য্যতঃ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা, তা যতই প্রচুর ও পর্য্যাপ্ত হোক না কেন, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট ঐ রাজ্যগুলির স্বাধীনতার পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল মনে হ'য়েছিল—যদিও ঐ আয়তনে তারা ছিল নগন্য, এবং তাদের অবস্থান ছিল নিতান্ত নিকটে। তা হ'লে, সংখ্যায় যারা অনেক বেশী, অবস্থান যাদের অনেক দূরে—তাদেরও কার্য্যতঃ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটাকে আমি কেমন করে পর্য্যাপ্ত বলে মনে করতে পারি?

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা হয়তঃ এতক্ষণে নিশ্চয়ই কল্পনা করছেন যে, এখানে আমি উপনিবেশগুলির পক্ষ থেকে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠানো সম্পর্কে একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করতে চলেছি। সম্ভবতঃ এরকম একটা প্রস্তাব করার মত মনোভাবও আমার ছিল, কিন্তু বিরাট এক প্রতিকূল-প্রবাহ আমার সে গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। সৃষ্টির চিরন্তন বাধা আমার পক্ষে অপসারণ করা সম্ভব নয়।...আমরা যদি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কল্যাণ সৃষ্টি করতে না পারি, সেটাকে যেন কখনও পুরাপুরি অস্বীকার ক'রে না বসি। যদি মুখ্য বস্তুটি আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না হয়, তা হ'লে অন্ততঃ যেন তার কিছু দিতে পারি। কিন্তু সেটা কিভাবে দেবো? কোথায় দেবো? কি রকম বিকল্প হবে সেটা?

সৌভাগ্যক্রমে আমাকে আমার একান্ত নিজস্ব উদ্ভাবনশক্তির উপর এই বিকল্প বস্তুটির জন্য নির্ভর করতে হবে না। কাল্পনিক কমনওয়েলথের স্রষ্টা উর্ব্বর মস্তিষ্কগুলির প্রভূত ভাবসম্পদ্ থেকেও আমাকে কিছু আহরণ করতে হবে না। আমাকে যেতে হবে না প্লেটোর "প্রজাতন্ত্র," মোরের "ইউটোপিয়া" (স্যার টমাস মোর লিখিত "ইউটোপিয়া" নামক গ্রন্থখানিতে উল্লিখিত একটি আদর্শ দ্বীপ, যেখানে শাসনব্যবস্থা, আইন ও সামাজিক নিয়মকানুন একেবারে নিখুঁত, সর্ব্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত। গ্রন্থখানি ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে যে কোনও অলীক কল্পনাকেই "ইউটোপিয়া" আখ্যা দেওয়া হ'য়ে থাকে—অনুবাদক) অথবা হ্যারিংটনের "ওশিয়ানার" নিকট ধার করতে। এ বস্তুটি একেবারে আমার সম্মুখে, একেবারে আমার পায়ের কাছে আর,

......আঘাতে আঘাতে দীর্ণ, জীর্ণ পদক্ষেপে
প্রতিদিন গ্রাম্য বীর হেথা পথ চলে।...

এখানে আমার একমাত্র কাম্য হ'চ্ছে, অন্ততঃ তত্ত্বের খাতিরে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আপনারা এই রাজত্বের সুপ্রাচীন সাংবিধানিক নীতিটাকে স্বীকার

করে নিন। পার্লামেণ্টের বিভিন্ন আইনে যেভাবে ঐ নীতি প্রকাশিত হ'য়েছে এবং যেভাবে আপনাদের নিয়মিত অভিজ্ঞতায় ঐ নীতিটি সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হ'য়েছে, এবং যার ফলে আপনাদের নিরাপত্তা, সুবিধা এবং সম্মান ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সবই রক্ষিত হ'য়ে এসেছে, আপনারা যেন সেই নীতিটিকেই গ্রহণ করেন।

সুতরাং, আমার এই প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, আমেরিকার উপর করধার্য্য করার ব্যাপারে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কর তাদের উপরে 'আরোপ' করা হবে না, কর তারা "মঞ্জুর" করবে। শান্তির সময়ে ঔপনিবেশিক সরকারগুলিকে সমর্থন এবং যুদ্ধের সময়ে জনসাধারণের পক্ষ থেকে সাহায্যদানের ক্ষেত্র উপনিবেশগুলির আইনসভাসমূহকে "আইনগতভাবে যোগ্য" বলে মেনে নেওয়া। তা ছাড়া এই "আইনগত যোগ্যতা" যে কর্ত্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে কল্যাণজনকভাবে ব্যবহার করা যায়, আমাদের অভিজ্ঞতায় এরূপ যোগ্যতা মঞ্জুর করা যে কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হ'য়েছে, এবং রাজস্ব-সংগ্রহের পদ্ধতিরূপে পার্লামেণ্টের পক্ষ থেকে কর ধার্য্য করা যে একান্তই অর্থহীন—এসব সত্যও স্বীকার ক'রে নিতে হবে।...

এমন কথা অবশ্য বলা হ'য়ে থাকে যে, আমেরিকান আইনসভাগুলির হাতে ন্যস্ত অর্থমঞ্জুর করার এই ক্ষমতাটি সাম্রাজ্যের ঐক্য ভেঙে দেবে। ওয়েলস্, চেষ্টার এবং ডারহ্যামকে এর সঙ্গে সংযোজিত করা হ'লেও সেই ঐক্যকে কিন্তু অক্ষুণ্ণ রাখাই হ'য়েছে। মিঃ স্পীকার, সত্যই আমি এই ঐক্যের অর্থটা বুঝতে পারি না। এমনকি, এই দেশের সাংবিধানিক নীতির ক্ষেত্রে আমার জানা ঐক্যের ঐ বিশেষ অর্থের কথা কখনও শোনা যায়নি। অঙ্গরাজ্যকে পদানত রাখার ধারণাটাই কিন্তু এই সহজ ও অবিভাজ্য ঐক্যের ধারণার বিরোধী। ইংল্যাণ্ড হ'চ্ছে সাম্রাজ্যের অধিনেতা, কিন্তু সে একাই অধিনেতা এবং সমস্ত সদস্য নয়। গোঁড়া থেকেই আয়ার্ল্যাণ্ডের পৃথক

আইনসভা ছিল, যদিও সে আইনসভা স্বাধীন ছিল না। এই পৃথক আইনসভা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের ঐক্য ব্যাহত হয়নি, বরঞ্চ ঐক্য বৃদ্ধিতেই সহায়তা করেছিল। ইংরেজ-অধিরাজত্ব (ডোমিনিয়ন) বাঁচিয়ে রাখা এবং ইংরেজদের স্বাধীনতার ধারাকে প্রসারিত করার জন্য ব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ড—এই দুই দ্বীপের মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার মধুর সম্পর্ক ও সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতি বজায় রেখে সবকিছুই পরিচালিত হ'য়েছে। এই একই রকম কল্যাণকর পরিণতির সঙ্গে কেন ঐ কুড়িটি দ্বীপেও এসব জিনিষ বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবেনা, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা। উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিন্ন রয়েছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এটাই হ'চ্ছে আমেরিকা সম্পর্কে আমার নীতির রূপ। ঐ সব সময়ে যে সকল ঘটনা ঘটেছে সেই দৃষ্টান্তগুলি ছাড়া অন্য কোনও কিছু থেকে আমাদের সাম্রাজ্যের ঐক্যের রূপ আহরণ করা যায় বলে আমি জানিনা। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি তাতে বর্ত্তমানের তুলনায় বা বর্ত্তমান পদ্ধতিতে যা হ'তে পারে তার তুলনায় তখন ঐক্য অনেক বেশীই ছিল।...

আমি অবশ্য এটা খুব ভাল করেই জানি যে বাচাল এবং যান্ত্রিকবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজনীতিকদের যে দলটি শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ অপাত্র এবং আমাদের মধ্যে যাদের কোনওরকম স্থান নেই তাদের কাছে আমার এসব কথাবার্ত্তা একেবারেই বুনো এবং উদ্ভট বলে মনে হবে। এইসব রাজনীতিকেরা স্থূল বৈষয়িক বস্তু ব্যতীত অন্য কোনও কিছু থাকতে পারে এটা ভাবতেই পারেনা। সাম্রাজ্যের বিশাল রথচক্রের পরিচালক হওয়া দূরে থাক, একটা মেসিনের চাকা ঘুরানোর যোগ্যতাও এদের নেই। কিন্তু যাঁরা এ বিষয়ে যথার্থই নির্ভুল শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের কাছে এই প্রধান প্রধান নিয়ামক মূলনীতিগুলিই বস্তুতঃ সবকিছু, এবং সর্ব্বেসর্ব্বা; যদিও একটু আগে যাদের কথা বল্লাম তাদের বিচারে এই মূলনীতিগুলির মধ্যে স্যারবস্তু বলে কিছুই নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে মহানুভবতা সর্ব্বদাই সত্যিকারের বিজ্ঞতা, মহান্ সম্রাটের

সঙ্গে নীচ মনোবৃত্তির কোনও সামঞ্জস্য হ'তে পারেনা। আমরা যদি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকি, যদি আমরা আমাদের মর্য্যাদার উপযোগী কর্ত্তব্য করবার জন্য উৎসাহী থেকে থাকি, তা হ'লে আমেরিকা সম্পর্কে আমাদের সমস্ত কার্য্যকেই শুভ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং গীর্জ্জার সেই সতর্ক বাণীটি মনে রাখতে হবে—প্রভুর উদ্দেশ্যে তোমাদের অন্তরকে তুলে ধর *Sursum Corda!* ভগবদ্‌বিধানে যে মহতী আস্থা আজ আমাদের উপর স্থাপিত হয়েছে, তার উপযোগী করেই যেন আমরা আমাদের মনকে উন্নত করে তুলি। এই মহান্ আহ্বানের মর্য্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন বলেই আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ এক বর্ব্বর অরণ্য অঞ্চলকে গৌরবময় সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন। একমাত্র এইখানেই তাঁরা সম্মানজনকভাবে সর্ব্বাধিক স্থান জয় করেছেন। এখানে তাঁরা ধ্বংস তো করেনই নি, বরং মানবজাতির সম্পদ্, সংখ্যা এবং সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন। যেভাবে আমরা আমেরিকার সাম্রাজ্য পেয়েছি, সেইভাবেই যেন আমরা আমেরিকা থেকে রাজস্ব পাই। ইংরেজজাতির বিশেষ সুযোগ-সুবিধাই এ সকলের উদ্ভব ঘটিয়েছে, ইংরেজজাতির বিশেষ সুযোগ-সুবিধাই মাত্র যা হওয়া সম্ভবপর তাই করবে।

পরিশিষ্ট

(ছ)

আমেরিকান্ জাতি সম্পর্কে ক্রেভ্‌কার

আমেরিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সর্ব্বাঙ্গে জাতীয়তাবাদের নূতন চেতনার যে ছাপটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল তার মূলে ছিল আমেরিকা সম্পর্কে একটা সহজ ও সরল ধারণা। সেটা হ'ল, আমেরিকা হচ্ছে বিপুল সুযোগ-সুবিধার দেশ, যেখানে পরস্পরের প্রতি একটা সাম্যবোধ সমৃদ্ধ হ'য়ে

উঠেছিল এবং ইউরোপের সর্ব্বস্থান থেকেই দলে দলে লোকেরা এখানে এসে উপনীত হ'য়ে সাদর সম্ভাষণ লাভ করত। বাস্তবিক, এখানকার এই নূতন পরিবেশ থেকে একধরণের নূতন মানুষের স্মৃষ্টি হ'য়েছিল। সেই নূতন মানুষ হচ্ছে আমেরিকান্ হেক্টর সেণ্ট জন ডি ক্রেভ্‌কার (১৭৩৫—১৮১৩) এই নূতন মানুষটির চরিত্রের উপর এই সর্ব্ব-দিক-থেকে-আসা বহুমুখী স্রোতধারার পরিণতি সম্পর্কে যেমন সহজ ও প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন, সে রকম বর্ণনা বোধ হয় আর কোনও লেখকের লেখনী থেকেই বা'র হয়নি। ক্রেভ্‌কার ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন, এবং কানাডা যে সময় ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল তখন সেখানে চলে যান। পরে তিনি নিউ ইয়র্কের অরেঞ্জ কাউন্টিতে চাষবাস করবার জন্য এক খামারের পত্তন করেন। নিউ ইয়র্কে বসবাস করবার সময় তিনি "আমেরিকান্ কৃষকের চিঠি" নামে তাঁ'র বিখ্যাত পুস্তকখানি (১৭৮২) রচনা করেন। পরে অবশ্য ক্রেভ্‌কার তাঁর মাতৃভূমি ফ্রান্সে ফিরে গিয়েছিলেন।

* * * *

আমেরিকান্ হ'বার চিহ্ন কি কি?

একজন বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোক যখন সর্ব্বপ্রথম এদেশে পদার্পণ করেন তখন যে সকল অনুভূতি ও চিন্তা তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করে এবং তাঁর মনের মধ্যে গিয়ে রূপলাভ করে সেই সকল চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় থাকলে হয়তঃ খুবই ভাল হ'ত। সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই এই ভেবে অতিশয় হর্ষোৎফুল্ল হবেন যে, এমন চমৎকার দেশ আবিষ্কার হবার ও সেখানে বসতি গড়ে উঠবার সময়টাতেই, তিনি বেঁচে আছেন। তিনি অবশ্যই মনে মনে একটা জাতীয় গর্ব্ব অনুভব করবেন। এখানকার বিরাট সমুদ্রতটকে আশ্রয় করে অসংখ্য বসতির যে শৃঙ্খল গড়ে উঠেছে সেটা দেখেই তাঁর মনে এই গর্ব্বের উদয় হবে। তিনি মনে মনে বলবেন যে, এটা হচ্ছে আমারই স্বদেশ-

ম্বাসিগণের কীর্ত্তি। বহু কুচক্রীদলের চক্রান্তে নাজেহাল হবার পর তাঁরা বহু দুঃখ বহু কষ্ট এবং অভাব-অভিযোগে পীড়িত হ'য়ে এবং কোন কোন সময় অস্থির এবং ধৈর্য্যহীন হ'য়ে এই দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁরা সবাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন সমস্ত জাতীয় প্রতিভা যার জন্যে তাঁরা স্বাধীনতা এবং সম্পদ্ অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন এবং আজও তাঁরা সেগুলি ভোগ করছেন। এখানে এলেই তিনি দেখতে পান যে তাঁরই জন্মভূমির শ্রমশীলতা এক নূতন পদ্ধতিতে এখানে বিকশিত হচ্ছে। এঁদের কাজের মধ্যে তিনি নিরীক্ষণ করেন, সেই সব শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য প্রতিভার আদি ভ্রূণাবস্থা, যা ইউরোপে সমৃদ্ধতর রূপ নিয়েছে। এখানে এলে তিনি দেখতে পান সুন্দর সুন্দর শহর, বহু সমৃদ্ধিশালী গ্রাম, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত, সুন্দর সুরুচিপূর্ণ বাড়ীঘরে শোভিত প্রসারিত গ্রামাঞ্চল, চমৎকার রাস্তা, ফলের বাগান, ময়দান এবং সেতু। অথচ মাত্র একশ বছর আগে এখানকার সবকিছুই ছিল বুনো এবং অকর্ষিত!

এই মনোরম দৃশ্যগুলি যখন মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তখন কি চমৎকার চমৎকার কল্পনাই না খেলে যেতে থাকে! যে কোনও সুনাগরিকের চিত্তই সুন্দর সম্ভাবনার কথা ভেবে আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠবে। কিভাবে এখানকার এই সুবিস্তৃত জীবনটাকে গ্রহণ করতে হবে, সেটা স্থির করাই শুধু এখানে কষ্টকর! এই নূতন মহাদেশে উপনীত হ'লে এখানকার আধুনিক সমাজজীবন তাঁর কাছে অবারিত করে আপন দুয়ার, আগে কোনও দিনই তিনি যে রকমটি দেখেননি। ইউরোপের সমাজ যেমন প্রভূত বিত্তশালী একদল লর্ড এবং সর্ব্বস্বান্ত একদল মানুষ নিয়ে গঠিত, এখানে তেমনটি নয়; অভিজাত পরিবারের নামগন্ধও এখানে নেই, নেই অভিজাতদের দরবার। রাজা, বিশপ বা পুরোহিতদের প্রভুত্ব এখানে নেই। সহস্র সহস্র মানুষের শ্রমের মালিক বিরাট বিরাট শিল্পপতি অথবা বিলাসব্যসনে

পরাকাষ্ঠার কোনও নিদর্শন এখানে নেই। ইউরোপের মত এখানে ধনী ও দরিদ্র পরস্পর থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন নয়।

সামান্য কয়েকটি শহরকে বাদ দিলে নোভাস্কোশিয়া থেকে পশ্চিম ফ্লোরিডা পর্য্যন্ত এখানকার সর্ব্বত্রই শুধু চাষী; আমরা সবাই এখানে চাষ করি—ছড়িয়ে রয়েছি বিশাল অঞ্চল জুড়ে; চমৎকার সড়ক এবং সুনাব্য নদী আমাদের পরস্পরের যোগসূত্র; একটি সুসংযত শাসন-ব্যবস্থার কোমল বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। সবাই আমরা আইন মেনে চলি, ভয় হয় না তার ক্ষমতা দেখে, কারণ, সকলেরই জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য সেই আইন। উদ্যমশীলতা আমাদের মজ্জাগত; কেউ বাধাও দেয় না, কেউ শৃঙ্খলিতও করে না এই উদ্যমশক্তিকে, কেন না, এখানকার সকলেই নিজের শ্রমের ফল নিজেই ভোগ করে, অপরের জন্য কাউকে কাজ করতে হয় না। এখানকার গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গেলে কখনই কোন দুর্দ্দান্ত দুর্গ বা উদ্ধত অট্টালিকার অদূরে মাটীর কুঁড়ে বা দুঃখীর কুটির দেখতে পাবেন না, দেখবেন না পশু আর মানুষ এক সঙ্গে গা ঘেঁসে থেকে একে অপরকে গরম রাখার চেষ্টা করছে, দেখবেন না একটা কুৎসিত নীচতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ধোঁয়া আর কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ কালাতিপাত করছে। যেখানেই আমরা বাস করছি সেখানেই দেখবেন মানুষের বাঁচবার উপকরণগুলি যেমন উৎকৃষ্ট, ঠিক তেমনই একটা সুন্দর সাদৃশ্য সর্ব্বত্র। কাঠের কুটিরে যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যে দরিদ্রতমের গৃহটিও বেশ আরাম করে থাকবার মত খটখটে জায়গা। আমাদের শহরগুলিতে সবচেয়ে বড় পদবী হচ্ছে উকীল বা ব্যবসায়ী; আর গ্রামাঞ্চলে আমাদের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে কৃষক। ইংরেজ ভদ্রলোকটির পক্ষে আমাদের এই জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়ে নিতে বেশ কিছুটা দেরী হবে, কেন না সম্মান বা গৌরবের পদবী আমাদের এদেশের অভিধানে নিতান্তই কম। কোনও এক রবিবারে তিনি যদি আমাদের গির্জ্জায় যান তাহ'লে দেখবেন, ভদ্রদর্শন কৃষক ও তাঁদের

পত্নীরা এসে জমায়েৎ হয়েছেন সেখানে। বাড়ীতে তৈরী ধবধবে পোষাক তাঁদের পরনে; কেউ এসেছেন ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা এসেছেন তাঁর নিজের সাধাসিধে বগী গাড়ীতে চড়ে। নিরক্ষর ম্যাজিষ্ট্রেটটি ছাড়া এখানে কোনও নাইট বা এস্কোয়ারের বালাই নেই; গির্জ্জার পুরোহিত একেবারে গ্রামের সরল ও সাদাসিধে মানুষ, আর কৃষক যাঁরা এসেছেন তাঁদের কেউই অপরের শ্রমে পুষ্ট নন। কোনও রাজপুত্তুরের জন্যই আমাদের গতর খাটিয়ে অনাহারে থাকতে হয় না, রক্তপাত করতে হয় না দেহের। পৃথিবীর সেরা আদর্শ সমাজ হচ্ছে এইটি; যতখানি স্বাধীনতা মানুষের থাকা উচিত, ঠিক ততখানি স্বাধীনতাই তার এখানে আছে। আর, এই মনোরম বস্তুটি অন্যান্য বস্তুর মত অতো ক্ষণস্থায়ীও নয়। বহু পুরুষ অতিক্রান্ত হ'য়ে যাবে, কিন্তু আমাদের বিশাল হ্রদগুলির মনোহর তীরগুলিতে লোকবসতি ঘন হ'য়ে উঠবেনা, উত্তর আমেরিকার অজ্ঞাত সীমারেখা পর্য্যন্তও লোকবসতি যাবে না। কতদূর এর সীমারেখা কে জানে? কে জানে এই দেশেই একদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের বাসভূমি হয়ে উঠবে, আহার্য্য সংগ্রহ করবে এরই মৃত্তিকা থেকে? আজও পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে এই বিশাল মহাদেশের অর্দ্ধেকটাও পর্য্যটন করা সম্ভব হয়নি!

এই ইংরেজ পর্য্যটকের এর পরের অভিলাষ হবে এখানে যাঁরা বাস করছেন তাঁরা সব কোথাকার লোক সেটা জানবার। বহু জাতির সংমিশ্রণ এঁদের মধ্যে ঘটেছে—এখানে আছে ইংরেজ, স্কচ্, আইরিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, জার্ম্মাণ এবং সুইডিশ্। সর্ব্বজাতির এই সংমিশ্রণ থেকেই উৎপত্তি ঘটেছে একটি জাতির যাঁরা আজ "আমেরিকান" নামে পরিচিত হ'য়ে উঠেছেন। তবে পূর্ব্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিকে এই সংজ্ঞাটি থেকে বাদ দিতে হবে, কেননা, তাঁরা পুরাপুরি অবিমিশ্র ইংরেজ বংশধর। অবশ্য এঁদের মুখ থেকে এমন কথাও না শুনেছি তা নয় যে, তাঁরা যদি অন্যান্য প্রদেশের মত আরও মিশ্রিত হ'য়ে উঠতে পারতেন তবে ভাল হ'ত। কিন্তু

আমার কোনও দিন এমন ইচ্ছা হয়নি। যে রকমটি ঘটেছে, সে রকমটিই ভাল হ'য়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ, ঐ অঞ্চলের মানুষগুলি এই মহান্ বিচিত্র মনুষ্যসমাজে সবচেয়ে বিশিষ্ট হ'য়ে উঠেছেন। এখানকার এই তেরোটি উপনিবেশে যে মনোরম পরিপার্শ্ব দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁরাও সেই পরিপার্শ্বের একটা বড় অংশ অধিকার ক'রে রয়েছেন। তাঁ'দের উপর কটাক্ষপাত করা যে কতকটা ফ্যাশন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা আমি জানি। কিন্তু আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি; শ্রদ্ধা করি তাঁদের কাজের জন্যে, নিখুঁতভাবে বসতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্যে, আচার-আচরণে ভদ্রতা ও সুরুচির পরিচয় প্রদানের জন্যে, লেখাপড়ার প্রতি শৈশব ও কৈশোর থেকেই তাঁদের আগ্রহের জন্যে। বাস্তবিক, এখানে এই গোলার্দ্ধের প্রথম প্রাচীন কলেজটিও তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁদের শিল্পোদ্যোগের জন্য। কেননা আমার মত একজন নির্জ্জলা কৃষকের কাছে তাঁ'দের ঐ শিল্পই হচ্ছে সবকিছুর মূল। তাঁরা যেমন জায়গাতে রয়েছেন ওরকম জায়গাতে, বিশেষতঃ যেখানে বসুন্ধরা অত্যন্ত কৃপণহস্তা সেখানে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা যা করেছেন ওরকম খুবই কম লোকই অতীতে করতে পেরেছেন। আপনার কি মনে হয়, রাজতন্ত্রের যে মূল চিহ্নগুলি অন্যান্য সরকারের মধ্যে আজও দেদীপ্যমান রয়েছে, সেগুলি তাঁ'দের সর্ব্বপ্রকার অন্যায় কালিমা থেকে মুক্ত করেছে? তাঁদের ইতিহাস উল্টো সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

আমেরিকার এই বিশাল স্নেহাশ্রয়ে এসে কোনও না কোনও ভাবে সমবেত হয়েছেন ইউরোপের যত গরীব মানুষ, নানা রকমের কারণই তার পিছনে আছে। কি জন্যে তাঁ'রা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবেন, কে কোন্ দেশ থেকে এসেছেন? হায়, তাদের তিনভাগের মধ্যে দুভাগের কোনও দেশ নেই। যে হতভাগ্য কেবল ঘুরে বেড়ায়, যে গতর খাটিয়ে উপোস করে, যার সারা জীবনটাই কেবল একটানা দুঃখ আর দুঃসহ

যাতনায় আচ্ছন্ন, তার পক্ষে কি ইংল্যাণ্ড বা অন্য কোনও দেশকে তার নিজের দেশ বলা সম্ভব? যে দেশ তা'র মুখের অন্ন জোগায়নি যার মাটি তাকে ফসল দেয়নি, ধনীর বিকৃত মুখভঙ্গী এবং উপহাস ছাড়া যার ভাগ্যে অন্য কিছু জোটেনি, কঠোর আইনের নিপীড়ন, কারাবাস এবং শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পায়নি; এই গ্রহের সূচ্যগ্র ভূমির উপরও যে কোনও অধিকার লাভ করেনি তার পক্ষে কি সেই দেশকে নিজের বলে চিন্তা করা সম্ভব? না, কিছুতেই সম্ভব নয়। বহুরকমের উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা এখানে এসেছেন। এখানকার যা কিছু সবই তাঁদের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণে সাহায্য করেছে; এখানকার নূতন আইনকানুন, নূতন জীবনযাত্রাপ্রণালী, নূতন সমাজ-পদ্ধতি—এ-সবই তাঁদের মনুষ্যপদবাচ্য করে তুলেছে। ইউরোপে তাঁরা ছিলেন অকেজো কারখানার মত, প্রাণপ্রাচুর্য্যের একান্ত অভাব ছিল সেখানে। শুকিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা; অভাব, অনশন এবং যুদ্ধ তাঁ'দের মুড়াশুদ্ধ ছেঁটে দিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার তাঁরা ধরণীর বুকে রোপিত হ'য়েছেন, অন্য সমস্ত উদ্ভিদের মত আজ তাঁরাও শিকড় গেড়ে বসেছেন, সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। পূর্ব্বে স্বদেশের কোনও অসামরিক তালিকাতেই তাঁদের নাম ছিল না একমাত্র নিঃস্বদের তালিকায় ছাড়া। কিন্তু এখানে তাঁরা নাগরিকের মর্য্যাদা পেয়েছেন। কোন্ অদৃশ্য শক্তি এই অঘটন ঘটিয়েছে? সেই শক্তি হচ্ছে এখানকার আইন-কানুনের, এখানকার লোকদের শ্রমশীলতার। এখানকার আইন যা একেবারে দরাজহস্ত, এদেশে তাঁরা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই অভয়হস্ত প্রসারিত ক'রে দেয়; এদেশেরই সন্তানরূপে গ্রহণেরছাপটি কপালে লাগিয়ে দেয়। শ্রমের জন্য প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন, আর সেই সঞ্চিত পুরস্কারই তাঁদের জন্য এনে দেয় জমি। জমি হাতে এলেই তাঁরা হ'য়ে দাঁড়ান স্বাধীন মানুষ, আর সেই পদবীর জোরে লাভ করেন সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা, মানুষের পক্ষে যার প্রয়োজন সম্ভব হ'তে পারে। বাস্তবিক, এই মহত্তম কার্য্যটিই এদেশে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আইনগুলির সহায়তায়।

কোত্থেকে এলো সেই আইন? এসেছে আমাদের শাসন-ব্যবস্থা থেকে—সরকার থেকে। কোত্থেকে এসেছে সেই সরকার—এসেছে জনসাধারণের সেই মূল প্রতিভা ও সুদৃঢ় অভিলাষ থেকে, পরে সরকারের মধ্যে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এটিই হচ্ছে আমাদের মহান্ যোগসূত্র, এটিই আমাদের সমস্ত প্রদেশে পরিস্ফুট। অবশ্য নোভাস্কোশিয়া বাদে। সেখানে যা কিছু, সবই ব্রিটিশরাজের। হয় সেখানে নিতান্ত প্রতিভাবান্ লোকের অভাব, অথবা সেখানে সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ঐ প্রদেশটিতে লোকবসতি খুবই বিরল। ব্রিটিশরাজের প্রতাপের সঙ্গে বন্দুক-ধারী গোরাদের মিলন সেখানে বসতিস্থাপনে লোকদের বাধা দিয়েছে। তবু, এর কোনও কোনও অংশ সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠেছিল, শান্ত সৎপ্রকৃতির একদল লোক সেখানে বাস করতেন। কিন্তু কতিপয় নেতার দোষে তাঁরা সবাই এখন নির্ব্বাসিত হ'য়ে গিয়েছেন। ব্রিটিশ-রাজ আমেরিকায় কখনও যদি কোনও বৃহত্তম রাজনৈতিক ভুল ক'রে থাকেন তা'হচ্ছে, যে দেশ একমাত্র মানুষের বসতি ছাড়া আর কিছুই চায়নি, সেই দেশটিকে আমেরিকার অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

ইউরোপ থেকে যে দরিদ্র লোকটি এদেশে এসেছেন, সে দেশের প্রতি তাঁর টান থাকতে পারে, যে দেশে তাঁর কিছুই ছিল না? ভাষার বন্ধন, আর তাঁরই মত গরীব যাঁরা তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা—এই ছিল দেশের সঙ্গে তাঁদের যোগ। কিন্তু এদেশ তাঁর মুখে অন্ন দিয়েছে, জমি দিয়েছে, দিয়েছে দেশভক্তি এবং তার সমস্ত ফলাফল। *Ubi pains ibi patria* অর্থাৎ যেখানে আমার অন্ন, সেখানেই আমার দেশ—এই আদর্শই আজ সমস্ত নবাগতের হৃদয়ে। তাহ'লে, আমেরিকান্ কারা? কারা এই নতুন মানুষ? হয় কোনও ইউরোপীয় অথবা কোনও ইউরোপীয়ের বংশধর। আর তাই, এই অদ্ভুত রক্তের সংমিশ্রণ এই দেশটিতে, যেমনটি আর কোথায়ও আপনি খুঁজে পাবেন না। আপনাকে আমি এমন একটি লোকের সন্ধান দিতে পারি যার

পিতামহ ছিলেন ইংরেজ, স্ত্রী ওলন্দাজ, পুত্র বিয়ে করেছে একটি ফরাসী তরুণীকে এবং যার বর্ত্তমান চারটি ছেলেই বিয়ে করেছে চারটি বিভিন্ন জাতির মেয়েকে। সেই হচ্ছে আমেরিকান্, যে তার সমস্ত পুরাতন রীতিনীতি আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করে এই নূতন দেশের নূতন জীবনপদ্ধতি বরণ করে নিয়েছে এবং সেই নূতন জীবন, নূতন শাসনব্যবস্থা ও নূতন পদবী থেকে নূতন রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেছে। এই মহান্ মাতৃক্রোড়ে স্থানলাভের ফলে সে আমেরিকান হ'য়ে উঠেছে।

এখানে এসেই সবজাতির লোকেরা একাকার হ'য়ে গিয়েছে, গড়ে তুলেছে মানুষের এক নূতন জাতি, যাদের শ্রম এবং সন্তান-সন্ততিরা একদিন এই ধরিত্রীর বক্ষে বিপুল পরিবর্ত্তন সাধন করবে। আমেরিকানরা হচ্ছে পশ্চিমের তীর্থযাত্রী, যারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে প্রাচ্যের শিল্পকলা, বিজ্ঞান, প্রচুর জীবনীশক্তি এবং শিল্পোদ্যম। যে বিরাট বৃত্তাকার পথে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, সেই বৃত্তের পরিধি সম্পূর্ণ হয়েছে এই আমেরিকায়। একদিন সারা ইউরোপ জুড়ে যাঁরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিলেন, এখানে এসে তাঁরা সবাই সমবেত হয়েছেন এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনসমষ্টিতে। বোধ করি এমনটি পৃথিবীতে আর কোনও দিনই দেখা যায়নি। এদেশের পৃথক জলবায়ু একদিনের বিক্ষিপ্ত এই নূতন সমবেত জনসমষ্টিকে পৃথক্ সত্তা দান করবে, বিশেষত্ব সৃষ্টি করবে এদের মধ্যে। এজন্যই পিতা-পিতামহগণ অথবা তিনি নিজে যেদেশে জন্মেছেন সেই দেশটির চাইতে এই আমেরিকাই প্রত্যেকটি আমেরিকানের কাছে বেশী করে স্বদেশ বলে প্রতিভাত হবে। এখানে যিনি যেমন পরিশ্রম করেন, তেমন পুরস্কার তিনি পান। তাঁর শ্রমের ভিত্তি হচ্ছে স্বাভাবিক স্বার্থ। এই স্বাভাবিক স্বার্থের ঊর্দ্ধেও কি কোনও প্রলোভন থাকতে পারে যার জন্য তিনি কাজে উদ্‌বুদ্ধ হবেন? স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা একদিন ভুমুঠো অন্নের জন্য তাঁকে জ্বালাতন করত, কিন্তু আজ তাঁদের হাড়ে মাংস লেগেছে, চমৎকার স্ফুর্ত্তিবাজ হয়ে উঠেছেন তাঁরা। বাবার সঙ্গে ছেলে-

মেয়েরা সবাই এখন গিয়ে খামারের আগাছা সাফ করে, স্ত্রীও কাজ করতে যায় স্বামীর পার্শ্বে। ঐ খামার থেকেই তুলে আনতে হবে খাওয়া-পরার উপযোগী পর্য্যাপ্ত সম্পদ্। এই সম্পদের একটা কানাকড়িও কেউ দাবী করবে না, স্বৈরাচারী রাজপুত্তুর, ধনী মোহান্ত অথবা শক্তিমান্ কোনও লর্ড—এদের কেউই এসে তার এই শ্রমোপার্জ্জিত সম্পদের উপর ভাগ বসাবে না। ধর্ম্ম সেখানে সামান্যই তার কাছ থেকে দাবী করে—ইচ্ছায় তিনি যাজককে যা প্রণামী দেবেন ততটুকুই তিনি নেবেন। অবশ্য ভগবানের উদ্দেশে তাঁকে নিবেদন করতে হয় অন্তরের কৃতজ্ঞতা। এটুকু কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন? আমেরিকানরা নূতন মানুষ, নূতন নীতি অনুযায়ী তাঁরা চলেন। এজন্যই নূতন ধারণা, নূতন চিন্তা তাঁদের মাথায় আনতে হয়, নূতন মতামত স্থির করতে হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে একদিন তিনি অকর্ম্মা বসে থাকতে বাধ্য হ'তেন, একটা হীন পরাধীনতা তাঁকে মাথা পেতে গ্রহণ ক'রতে হত, কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করতে হ'ত, নিরর্থক গতর খাটিয়ে মরতে হ'ত। কিন্তু আজ আর তা নেই, তাঁর শ্রমের প্রকৃতিই এখন বদলে গিয়েছে, শ্রমের বদলে এখন তিনি প্রচুরই পেয়ে থাকেন।—এই নূতন মানুষই হচ্ছে আমেরিকান্।

আমেরিকাকে যদি কেউ তার যথার্থ চেহারায় দেখতে চান, তার সামান্য শুরু সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা করতে চান, তা হ'লে তাঁকে যেতে হবে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে, যেখানে আজও সেই অরণ্য বর্ব্বরতার স্থূল রূপটি বিদ্যমান। সেখানেই আমাদের সর্ব্বশেষ বসতি-স্থাপনকারী ভদ্রাসন সাজিয়ে বসেছেন, এবং বসতি-স্থাপনের আদিম শ্রমের চিহ্নগুলি আজও সেখানে জীবন্ত রয়েছে। সেখানেই, জঙ্গল সাফ ক'রে মনুষ্যবাস গড়ে তুলবার প্রাথমিক আয়োজন দেখা যাবে বিভিন্নরূপে। সেখানে মানুষ তার স্থানীয় চরিত্রের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, দৈহিক শ্রমসাধনের ক্ষমতাও তাদের সুনিশ্চিত নয়। অনেক সময়ই তাদের এ শ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়, কারণ

সুনীতি-সম্মত নিয়মকানুন মেনে না চলায় তাদের শ্রম কার্য্যকরী হ'তে পারে না। সৎ শ্রমের দৃষ্টান্ত তা'রা দেখতে পায়না, লজ্জাও তাদের সংযত করে না। তাই বহুপরিবারকেই সেখানে অত্যন্ত ঘৃণ্য কার্য্যে লিপ্ত দেখা যায়। সীমান্তের এই লোকগুলি হচ্ছে কতকটা পরিত্যক্ত আশার মত, যা দশ থেকে বারো বছর আগে আমাদের পথ করে রেখে দেয়। এদেরই অনুসরণ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একটি প্রবীণ বাহিনী। তারপর সমৃদ্ধির জোয়ারে অনেক পরিবারের সমস্ত পাপ বিধৌত হয়ে যাবে, এরা সব মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং আইনের কঠোরতা অপরাপরকে বিতাড়িত করবে। এই বিতাড়িতের দল তাদেরই মত অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরও দূরে সরে যাবে, আর তাদের পরিত্যক্ত জায়গায় স্থান দিয়ে যাবে অপেক্ষাকৃত বেশী শ্রমশীল লোকদের। এই শেষোক্তরাই জায়গাটার আরও উন্নতি সাধন করবে, কাঠের কুটিরগুলিকে চমৎকার বাসস্থানে রূপান্তরিত করবে এবং কঠোর প্রাথমিক শ্রমের এই সাফল্যে হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে এতদিনের বর্ব্বর অঞ্চলকে চমৎকার, উর্ব্বর, সুনিয়ন্ত্রিত একটি জিলায় পরিণত করবে।

এভাবেই আমরা এগিয়ে চলেছি; এভাবেই এই মহাদেশের অভ্যন্তরে ইউরোপীয়দের অভিযান অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। প্রত্যেক সমাজেই একদল লোক থাকেন যাঁরা ঠিক সমাজের বাইরে; এই অবিশুদ্ধ শ্রেণীটিই আমাদের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেন। আমার পিতাও এরূপ শ্রেণীর লোকেরই একজন ছিলেন। কিন্তু তিনি সততা ও সুনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং যে স্বল্প সংখ্যক লোক টিকে থাকতে পেরেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। সদাচার ও সৎমনোবৃত্তিবশতঃ তিনি আমার জন্যও শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার রেখে যেতে পেরেছিলেন। অথচ তাঁর সমসাময়িক ১৪জন লোকের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া আর কেউই এতো সম্পত্তি করতে পারেন নি।

চল্লিশ বছর আগে আমার এই জায়গাতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল। এখন এখান থেকে সমস্ত বর্ব্বর চরিত্রের লোকেরাই চলে গিয়েছে, সর্ব্বত্রই সাধারণ আচার-আচরণে ভদ্রতা ও স্বরুচি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। আর এভাবেই আমাদের ভাল ভাল জায়গাগুলির পত্তন হ'য়েছে।

ঐসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে প্রত্যেক প্রদেশের কতকগুলি স্বকীয় বিশিষ্টতা রয়েছে। শাসন-ব্যবস্থা, জলবায়ু, পশুপালনের পদ্ধতি, আচার-আচরণ এবং স্থানীয় অবস্থার বিশিষ্টতা—প্রত্যেক প্রদেশকেই একটা স্বকীয়তা দান করেছে। ইউরোপীয়রা এসে মাত্র কয়েক পুরুষের মধ্যেই শুধু আমেরিকান্ বনে যায় না, পরন্তু হয় পেনসিলভ্যানিয়ান্, ভার্জ্জিনিয়ান্, অথবা অন্যকোনও প্রদেশবাসী হ'য়ে পড়েন। এই মহাদেশ পর্য্যটনে বেরুলেই এই প্রভেদগুলি চোখে পড়বে, এবং আরও বহুকাল উত্তীর্ণ হ'লে এগুলিও বেড়ে যাবে। কানাডা, ম্যাসাচুসেট্‌স্, মধ্যাঞ্চলের প্রদেশগুলি অথবা দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশ—এর সবগুলিতেই জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যেমন পার্থক্য, জীবন-পদ্ধতিতেও তেমন পার্থক্য। তাদের একমাত্র বন্ধন হচ্ছে ভাষার এবং ধর্ম্মের।......

ইউরোপে আছে শুধুমাত্র লর্ড এবং প্রজা—এছাড়া আর কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু এই রমণীয় দেশটিতেই শুধু আছে *free holders* অর্থাৎ যে জমি তিনি আবাদ করেন তিনিই তার মালিক; যে সরকার তাঁরা মেনে চলেন সেই সরকারের সদস্যবর্গ এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের জন্য আইন-কানুন রচনা করেন এমন সব লোক। এই চিন্তাটি হৃদয়ে পোষণ করতেই আপনারা আমাকে শিখিয়েছেন; ইউরোপ থেকে আমাদের ব্যবধানের মানুষ হিসেবে, প্রজা হিসেবে আমাদের যে উপযোগিতা এবং তার যে পরিণতি—ওসবই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কমছে ত' নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি ইউরোপেই থেকে যেতেন তা হ'লে ওখানে শুধু ভিড়ই বাড়ত, এবং বহুকাল ধরে যে আলোড়ন ইউরোপের সমাজজীবনকে আলোড়িত

করছিল, তাকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলত। এদেশে চলে এসেছেন এমন যে কোনও শ্রমশীল ইউরোরোপীয়কেই এক বিশাল পাদপের মূল দেশে আশ্রিত নূতন বৃক্ষরূপে তুলনা করা যেতে পারে; খুব সামান্য রসই সে টেনে নিতে পারে। কিন্তু এই নূতন বৃক্ষটিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসুন, নূতন জায়গায় রোপণ করুন, দেখবেন সেও যথারীতি একটি স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, ফল ধারণ করছে। এজন্যই সর্ব্বাধিক উপযোগিতা সম্পন্ন প্রজা যে বিবেচনা পেয়ে থাকেন এখানকার এই ঔপনিবেশিক-গণও সেই বিবেচনালাভের অধিকারী। স্কটল্যাণ্ডের কোনও অঞ্চলে কোনওমতে কষ্টেস্থষ্টে যে একশতটি পরিবার বাস করছেন তারা এখানে এলে মাত্র ছয় বছর বসবাসের পরই বছরে ১০ হাজার বুশেল করে গম রপ্তানী করতে পারবেন। কারণ, ভাল জমি চাষ করতে পারলে এখানে এক একটি শ্রমশীল পরিবার অন্ততঃ পক্ষে ১০০ বুশেল করে গম বিক্রী করতে পারেন। তাই যারা অকর্ম্মা বসে আছে একমাত্র এখানেই তাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করা যেতে পারে, অকেজো কাজের হয়ে উঠতে পারে, দরিদ্র ধনী হ'তে পারে। কিন্তু সম্পদ্ বলতে আমি শুধু সোনা রূপাই বোঝাতে চাই না। সত্য কথা বলতে কি, সোনা এবং রূপা আমাদের খুব কমই আছে। আমি যা বোঝাতে চাই তা হচ্ছে, উৎকৃষ্টতর সম্পদ্ অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জমি, ভাল গবাদি পশু, ভাল বাসগৃহ, ভাল পরিধেয় এবং সেগুলি ভোগকরার মত বর্দ্ধিত জনসংখ্যা।

এদেশে থেকে যাবার মত ইউরোপীয়দের প্রলুব্ধ করার এত সব আকর্ষনীয় সামগ্রী এখানে রয়েছে দেখে তাজ্জব বনে যাবার কিছুই নেই। ইউরোপের যে কোন লোক যেই তার স্বস্থান পরিত্যাগ করে পর্য্যটনে বার হন, অমনি অপরিচিত আগন্তুক হয়ে পড়েন। কিন্তু এদেশে তেমনটি নয়। এদেশে আমরা সত্যই কাউকে অপরিচিত আগন্তুক ভাবি না। এদেশ সকলের। এখানে এত রকমের জমি, এত রকমের জলবায়ু, এত

রকমের শাসনব্যবস্থা এবং এত রকমের উৎপন্ন দ্রব্য রয়েছে' যে সকল লোকই এখানে কোন-না কোনও ভাবে সন্তুষ্ট। একজন ইউরোপীয়, এদেশে এসেই সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত আশার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি দেখতে পান। তিনি দেখেন, তিনি যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষাটিও এদেশে রয়েছে, তা'র স্বদেশের অনেক হাবভাবই তিনি এখানে লক্ষ্য করেন, শুনতে পান সব পরিচিত পারিবারিক নাম, পরিচিত সব সহরের নাম। সব জায়গাতেই তাঁর চোখে পড়ে সমৃদ্ধির ছবি। আতিথ্য, মমতা ও করুণা এবং প্রাচুর্য্য সর্ব্বত্রই। গরীব বলতে কেউ তাঁর চোখেই পড়েনা একরকম। শাস্তিদান অথবা ফাঁসীতে লটকানোর ঘটনা তাঁর কানে আসে না; আমাদের সহরগুলির তিনি বিস্মিত হয়ে যান। আমাদের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের শ্রমশীলতা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার গুণে। আমাদের গ্রামাঞ্চল, আমাদের চমৎকার রাস্তাঘাট, চমৎকার পান্থশালা, আমাদের প্রচুর থাকবার জায়গা—এসবের প্রশংসা যেন তাঁর মুখে আর ফুরোয় না। যেখানে সবকিছুই এত মনোরম সে জায়গাটাকে অজান্তেই তিনি ভাল না বেসে পারেন না। ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময় তিনি ছিলেন শুধু ইংরেজ। কিন্তু এখানে তিনি এই ভূ-গোলকেরই একটি বিরাট অংশের উপর দাঁড়িয়ে, যা অন্ততঃ ভূপৃষ্ঠের চারভাগের একভাগ। উত্তরে যে লৌহ এবং নৌ-সম্ভার তৈরী হয়, আয়ার্ল্যাণ্ডে যে সকল ব্যবস্থা আছে, মিশরে যে শস্য হয় এবং চীনে যে চাল ও নীল উৎপন্ন হয়—তার সবই এখানে আছে। কোথায়ও ইউরোপের মত জনাকীর্ণ সমাজ তাঁর চোখে পড়েনা। দলের সঙ্গে দলের চিরস্থায়ী সঙ্ঘর্ষ, শুরু করার সেই কৃচ্ছ্রতা, সেই বিরোধ যা বহু লোককে দমিয়ে দেয়—এর কোনটাই তিনি এখানে অনুভব করেন না।

সকলের জন্যেই আমেরিকায় স্থান আছে; কোনও বিশেষ প্রতিভা অথবা শ্রমশীলতা তার আছে কি? সেই বিশেষ প্রতিভা যদি জীবিকা সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন তা হ'লে অবশ্যই তা এদেশে সফল হবে। তিনি কি

ব্যবসায়ী? তা হ'লে তিনি দেখবেন, অসংখ্য পথ তাঁর খোলা আছে। কোনও বিষয়ে তিনি কি প্রখ্যাত হয়ে উঠেছেন? তা হ'লে তাঁকে কাজ দেওয়া হবে এবং তিনি সম্মান পাবেনই। পল্লীজীবন কি তাঁর পছন্দ? চমৎকারসব খামার পড়ে আছে তাঁর জন্য। ইচ্ছা করলেই তিনি প্রয়োজন মত জমি কিনে নিয়ে খামার-মালিক হ'য়ে বসতে পারেন। তিনি কি শ্রমিক? তিনি কি সংযত ও পরিশ্রমী? বেশীদূর তা হ'লে তাঁকে যেতে হবে না, বহু খবরাখবরও করতে হবেনা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজ জুটে যাবে; মালিকের সঙ্গে তার স্বচ্ছন্দ আহার্যের ব্যবস্থা করা হবে, ইউরোপে তিনি যা মজুরী পেতেন তার তিন-চারগুণ মজুরী পাবেন। তিনি কি অকর্ষিত জমি চান? হাজার হাজার একর জমি এখানে তাঁর জন্য পড়ে রয়েছে। অত্যন্ত সস্তায় তিনি তা কিনতে পারেন। তাঁর প্রতিভা বা ঝোঁক যেদিকেই হোক না কেন, যদি তা পরিমিত হয়, তা হ'লে তিনি তা অনায়াসেই সার্থক করতে পারবেন···।

কোনও ইউরোপীয় প্রথম যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা খুবই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এখানে এসে অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠি ঘুরে যায়। আগে দুশো মাইল তাঁর কাছে বড় বেশী দূর বলে প্রতিভাত হ'ত, কিন্তু এখন তা নিতান্ত সামান্য। আমাদের জলবায়ু তাঁর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে দেহে সঞ্চারিত হওয়া মাত্রই তিনি এমন এমন সব পরিকল্পনা ও নক্সা রচনা শুরু করে দেন, যা তিনি তাঁর দেশে কোনও দিন চিন্তাও করেন নি। সামাজিক বাধা সেখানে তাঁর বহু কল্পনা, বহু ধারণাকেই পঙ্গু করে দেয় এবং বহু প্রশংসনীয় পরিকল্পনাকেই বিনষ্ট ক'রে দেয়। কিন্তু এখানে সে সব কল্পনা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। আর এভাবেই ইউরোপীয়রা এদেশে এসে আমেরিকান্ হয়ে যান।···

আমি একজনকে বাকী সকলের প্রতীক হিসাবে বেছে নিচ্ছি। তাঁকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হল, তিনি চাকুরীও করতে গেলেন। ভালভাবেই

তিনি কাজ করতে পারেন। উদ্ধত একজন লোকের অধীন না হ'য়ে তিনি দেখতে পেলেন, কর্ম্মদাতা মালিক তারই মত লোক, খামার মালিকের সঙ্গে এক টেবিলেই তিনি খেতে পারছেন অথবা যা খেতে পান সেটাও বেশ ভাল।…ভালো মজুরী পান তিনি, চিরদিনের অভ্যস্ত অপ্রতুল বিছানায় এখন আর তাঁকে শুতে হয়না। যদি তাঁর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হয়, যদি তিনি বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন তা হ'লে তিনি পরিবারের একজনের মতই আদর-যত্ন পেয়ে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পুনর্জন্মলাভের অনুভূতি লাভ করেন। এতদিন তিনি জীবন ভোগ করতে পাননি, শুধু প্রাণটাকে বাঁচিয়ে এসেছেন। নিজেকে এখন তাঁর মানুষ বলে মনে হয়, কারণ সেরকম ব্যবহারই তিনি পেয়ে থাকেন। যেহেতু তিনি ক্ষুদ্র ছিলেন, তাই স্বদেশে তার আইন তাঁকে উপেক্ষা করে এসেছে। কিন্তু এখানকার আইনের ছত্রছায়ায় আছেন তিনি। একবার ভাবুন তো, এরকম পরিবর্ত্তন যাঁর জীবনে এসেছে, তাঁর মনে, তাঁর চিন্তায় কি রকম পরিবর্ত্তন আসতে পারে! পূর্ব্বতন দাসত্ব ও পরাধীনতার গ্লানি তিনি ভুলে যেতে থাকেন। অন্তর তাঁর আপনা হতেই স্ফীত হ'য়ে উঠে, প্রদীপ্ত হতে থাকে। অন্তরের প্রথম স্ফূর্ত্তিই তাঁকে ঐসব নূতন চিন্তায় ও নূতন কল্পনায় মাতিয়ে তোলে, আর ঐগুলির জন্যই তিনি আমেরিকান হয়ে উঠেন।…

এরকম একজন মানুষের জীবনে কি বিরাট ঘটনাই না ঘটেছে! এখন তিনি জমির মালিক, অথচ আগে তিনি ছিলেন সম্ভবতঃ কোনও জার্ম্মাণ চাষী এখন তিনি আমেরিকান্—পেনসিলভ্যানিয়ান্। নাগরিক অধিকার তিনি পেয়ে গিয়েছেন। প্রদেশের অন্যান্য নাগরিকদের তালিকায় তাঁর নামও সংযোজিত হয়েছে। হা-ঘরে না হয়ে এবার তিনি ঘর পেয়েছেন। এখন তিনি কোনও জিলা বা কাউন্টির অধিবাসী এবং জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম কোনও না কোনও ব্যাপারের জন্য অন্ততঃ তাঁকে গণনার মধ্যে আনা হচ্ছে। এতদিন তিনি ছিলেন মূল্যহীন। অনেকের মুখে যা শুনেছি এখানে

আমি কেবল সেই কথাগুলিই পুনর্ব্বার উল্লেখ করছি। এসব কথা বলবার সময় তাঁদের অন্তর যে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, বর্ণনাতীত অনুভূতির রাশি এ তাঁদের অভিভূত করে ফেলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যার কিছু ছিল না সে এখন অন্ততঃ কিছু হয়েছে, যিনি ছিলেন অপরের ভৃত্য—দা তিনি নিজেই এখন প্রভু—মালিক। কোনও স্বৈরাচারী রাজা বা রাজপুত্রে ক্রীতদাস থাকার স্তর থেকে তিনি এখন মুক্ত স্বাধীন মানুষ, জমির মালিক তিনি পৌর আইন তাঁর সে মালিকানা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। সত্যই ! অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ! এই পরিবর্ত্তনের ফলেই তিনি আজ আমেরিকান।...

এই বিরাট সমন্বয় তথা সংমিশ্রণের দুটো ফল ফলেছে ; এর ফলে তাঁ সর্ব্বপ্রকার ইউরোপীয় সংস্কার দূরীভূত হয়েছে, দারিদ্র্যের ফলে বশ্যতা মেনে নেবার যে প্রবৃত্তি, যে চারিত্রিক হীনমন্যতা তাঁর মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, সবই তিনি বিস্মৃত হয়েছেন ; কোনও কোনও সময় এই বিস্মৃতির প্রাবল্য তাঁ অপর চরমপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। যদি তিনি সংলোক হন তা হ'লে তিনি ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পরিকল্পনা করেন ; তিনি নিজে যতটুকু লেখাপড়া শিখতে পেরেছিলেন তার চেয়ে ভাল লেখাপড়া যাতে সন্তানসন্ততিরা শিখতে পা সেই ব্যবস্থা করেন, ভবিষ্যতে কিভাবে চলবেন সেকথা ভাবেন, আরও বে পরিশ্রম করবার জন্যে তাঁর মনের এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, সেরকম আর কোনও দিনই তিনি অনুভব করেন নি। একটা গর্ব্ব জাগে তাঁর তাই আইনে নিষিদ্ধ নয় এমন যে কোনও কাজেই তিনি এগিয়ে পড়েন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিয়ে তিনি তাকান সেই সরকারের দিকে, যে সরকারে বিজ্ঞতা তাঁকে এই নূতন সুখের সন্ধান এনে দিয়েছে এবং যার পক্ষাপুটাশ্র তিনি আজ বাস করছেন। এইগুলিই তাঁকে সৎমানুষে, সৎপ্রজা পরিণত করেছে।

অহো ! হতভাগ্য ইউরোপীয়গণ ! অহো ! তোমরা যারা মাথা ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করছ, তোমরা যারা গির্জ্জার দুয়ারে, লর্ডদের পদপ্রান্তে

আর তোমাদের সরকারের হস্তে এতগুলি করে খাদ্যশস্যের বোঝা দিয়ে আসো—অথচ তোমাদের নিজেদের জন্য কিছুই রাখতে পার না, প্রিয় শিকারী কুত্তা বা অকেজো কুকুরের চাইতেও যেখানে তোমাদের আদর কম, কেবল প্রকৃতির দেওয়া বাতাস, যা তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না, শুধু সেটুকুই নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারো, সেই তোমাদের উদ্দেশ্যেই বলছি, একমাত্র এখানে এলেই তোমরা সেইসব অনুভূতির অধিকারী হ'তে পারবে যার কথা আমি এখানে বর্ণনা করে আসছি। একমাত্র এখানেই স্বতঃই নাগরিক অধিকার লাভের আইনগুলি আমরা যে বিপুল শ্রমসাধন করছি, যে বিপুল সুখের অধিকারী হয়েছি তাতে প্রত্যেককেই যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, কোনও খাজনা বা ট্যাক্স দিতে হয় না এমন জমি চাষ করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে···।

ইউরোপের যে কোনও অংশ থেকেই যখনই কোন বিদেশী এসে উপনীত হন, এবং এখানকার নাগরিক হন তখন তিনি যেন মনোযোগ দিয়ে আমাদের এই মহীয়সী মায়ের কথাটি শ্রবণ করেন। তিনি বলেন: "ওহে আগত ইউরোপীয়, তোমায় আমার তীরে স্বাগত জানাচ্ছি; যে মুহূর্তে তুমি আমার এই শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রগুলি, এই চমৎকার সুনাব্য নদীগুলি, আর এই চিরসবুজ শৈলরাজি অবলোকন করবে, সেই মুহূর্ত্তটি আমার আশীর্ব্বাদে পুষ্ট হয়ে উঠুক। তুমি কাজ করলে আমি তোমাকে রুটি দেব। তুমি যদি সৎ, সংযত ও শ্রমশীল হও, আমি তোমাকে অনেক বৃহত্তর পুরস্কার প্রদান করব—দেব সুখ, আরাম আর স্বাধীনতা। আমি তোমায় খাওয়া-পরার মত পর্য্যাপ্ত জমি দেবো। আগুনের কুণ্ডের পাশে বসে তোমার সন্তানসন্ততিদের বলতে পারবে—কিভাবে তুমি সমৃদ্ধি লাভ করেছিলে; শান্তিতে শয়ন করবার উপযোগী সুন্দর সুরুচিপূর্ণ শয্যাও তোমায় দেব। এছাড়া, তোমায় দেব কতকগুলি অধিকার, যার বলে স্বাধীন মানুষ হিসাবে তুমি পাবে রক্ষাকবচ। তুমি যদি সযত্নে তোমার সন্তানসন্ততিদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কর,

ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শেখাও এবং যে সরকার—যে জনহিতৈষী সরকার এদেশে এতগুলি লোককে সুখী করে তুলেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শেখাও তা হ'লে আমি তোমার সন্তানসন্ততিদের জন্যও ব্যবস্থা করে দেব; আর প্রত্যেকটি সৎলোকের নিকট এটাই সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে আন্তরিক ইচ্ছা হওয়া উচিত; সে যখন মরণের সম্মুখীন হবে তখন এটাই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার বিষয় হওয়া উচিত। আচ্ছা, যাও, কাজ কর, চাষ কর; দেখবে, তুমিও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছো, অবশ্য যদি তুমি ন্যায়পরায়ণ, কৃতজ্ঞ এবং শ্রমশীল হও।"

পরিশিষ্ট

(জ)

অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদানের পক্ষে টম পেনের যুক্তি

সাহিত্যিক রচনার ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন টম পেন (১৭৩৭-১৮০৯) তাঁর 'সাধারণ জ্ঞান' (Common Sense) নামক পুস্তিকাখানিতে। ব্যবসায়ে উন্নতি করার সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসেন। ফিলাডেলফিয়ায় তিনি মসী ধারণ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দেশভক্তদের আদর্শের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক হ'য়ে ওঠেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী ফিলাডেলফিয়াতে ঐ পুস্তিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। সহজ ভাষায় এমন চমৎকার করে রাজতন্ত্রের কুফলগুলি তিনি লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেন যে, সহস্র সহস্র মানুষ স্বাধীনতার সমর্থক হ'য়ে ওঠেন।

* * * * *

রাষ্ট্রে সমাজ হচ্ছে আশীর্ব্বাদের মত; কিন্তু সবচাইতে উৎকৃষ্ট হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা অপকৃষ্ট অথচ না হ'লেও চলেনা। কিন্তু রাষ্ট্রই যেখানে অপকৃষ্ট,

সরকার সেখানে অসহনীয়; কারণ সরকার না থাকলে কোনও দেশে যে দুর্গতি ভোগ করতে হ'ত, যখন আমরা সেই সব দুর্গতিই ভোগ করি সরকারের নিকট থেকে, তখন আমাদের অবস্থা দুর্ব্বিষহ হয়—কারণ, তখন আমাদের মনে হ'তে থাকে, এই দুর্গতির হেতুটি আমরাই সৃষ্টি করেছি। পরিধেয় বস্তুর মত সরকার হচ্ছে হৃত সাধুতার প্রতীক; রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদ বা অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় স্বর্গের কুসুমকুঞ্জের ধ্বংসাবশেষের উপর। মানুষের চেতনাজাত অন্তপ্রেরণার শক্তিগুলি যদি স্পষ্ট, সুসমঞ্জস বা সুষম হয়, এবং সেগুলিকে যদি দুর্নিবার হ'য়ে মেনে চলা হয়, তা হ'লে মানুষের পক্ষে অন্য কোনও আইন-প্রণেতারই প্রয়োজন হ'ত না; কিন্তু ঘটনাটা সেভাবে ঘটেনা বলেই মানুষ তার সম্পত্তির একাংশ সমর্পণ করবার আবশ্যকতা অনুভব করে এবং বিনিময়ে সম্পদ্ ও সম্পত্তির অপরাংশকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করে। আর, মানুষ যে এ কাজটা করে, তাও সেই মন্দের ভালো বেছে নেবার চিরাচরিত পদ্ধতির অনুসরণেই করে থাকে। সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যেহেতু নিরাপত্তা বিধান করা, সুতরাং একথা একেবারে নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, সবচেয়ে বেশী লোকের মঙ্গলার্থে সর্ব্বাধিক নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে সমর্থ সরকারই অন্য যে-কোনও সরকারের চাইতে প্রিয়তর হবে।............

প্রকৃতির একটি মূলনীতি থেকে সরকারের রূপ সম্পর্কে আমি আমার ধারণাটি তৈরী করে নিয়েছি। কোনও রকম কলা-কৌশলেই এই মূলনীতিটি পরিবর্ত্তিত হবার নয়। প্রকৃতির এই মূলনীতিটি হচ্ছে, যে বস্তু যত সহজ, সে বস্তুতে বিশৃঙ্খলা ঘটবার সম্ভাবনাও ঠিক তত কম। পরন্তু কখনও কখনও বিশৃঙ্খলা ঘটে গেলেও তা আবার সহজেই ঠিক করে নেওয়া যায়। এই সত্যটির দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি ইংল্যাণ্ডের বহু গর্ব্বের আধার সংবিধানটি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করব। অন্ধকার যুগে যখন দাসত্বই ছিল সমাজের একমাত্র বৈশিষ্ট্য, সে যুগে এ সংবিধানের খুবই মাহাত্ম্য ছিল, সেটা ধরেই নিচ্ছি। সারা দুনিয়ায় যখন কেবল উৎপীড়নের রাজত্ব চলছিল, তখন সেই পীড়নতন্ত্রের হাত থেকে

বিন্দুমাত্র চ্যুত হতে পারাও ছিল উদ্ধার পাওয়ার একটা গৌরবময় নিদর্শন। কিন্তু তা যে নিখুঁত নয়, তার যে একদিন টান উঠবে এবং আপাতদৃষ্টিতে যত-খানি সৃষ্টি করার মত প্রতিশ্রুতি ওর মধ্যে আছে বলে মনে হয় ততখানি সৃষ্টি করার সামর্থ্য যে ওর নেই, একথাটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।........

কোনও বিশেষ স্থানের মধ্যে আবদ্ধ অথবা বহুকাল থেকে প্রচলিত কুসংস্কারগুলি অতিক্রম করা যে বিশেষ কষ্টসাধ্য তা আমি জানি। তবু আমরা যদি সত্যই কষ্ট স্বীকার করে ব্রিটিশ সংবিধানের বিভিন্ন অংশ একবার বিচার করে দেখি তা হ'লে দেখব, ঐগুলি হচ্ছে দুটো প্রাচীন পীড়নতন্ত্রের জঘন্য উচ্ছিষ্টাংশ, তবে তার সঙ্গে কিছু নূতন নূতন প্রজাতন্ত্রী মাল-মসলাও অবশ্য এসে মিশেছে।

প্রথমতঃ, অত্যাচারী রাজতন্ত্রের অবশেষটুকু এখনও দীপ্যমান রয়েছে রাজার অস্তিত্বের মধ্যে।

দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী অভিজাততন্ত্রের অবশেষ পরিলক্ষিত হচ্ছে লর্ডদের অস্তিত্বের মধ্যে।

তৃতীয়তঃ, ঐ নূতন প্রজাতন্ত্রী মালমসলা দেখা যাচ্ছে কমন্স সভার মধ্যে, যার গুণের উপরই ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

প্রথম দুটি বংশগত, সুতরাং ওর উপর জনসাধারণের কিছু করার নেই। সুতরাং সাংবিধানিক অর্থে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় ওদের অবদানও কিছু নেই।

পরস্পর নিবারক ত্রিবিধ ক্ষমতার সমন্বয় ঘটেছে ইংল্যাণ্ডের সংবিধানে, একথা বলাও একটা প্রহসন বৈ আর কিছুই নয়। কারণ, এসব কথা হয় অর্থহীন, নয়ত পরিষ্কার স্ববিরোধী।

কমন্স সভা রাজাকে সংযত রাখে, একথা বললে দুটো বিষয় স্বীকার করে নেওয়া হয়ঃ

প্রথমতঃ, যথাযথ নজর রাখা না হ'লে রাজা বিশ্বাস্য নহেন, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ আধিপত্যের লিপ্সাই হচ্ছে রাজতন্ত্রের ব্যাধি।

দ্বিতীয়তঃ , এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কমন্স সভার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বলে কমন্স সভাকে হয় বিজ্ঞতর মনে করতে হবে, অথবা বলতে হবে কমন্স সভাই রাজার চেয়ে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, যে সংবিধানে কমন্স সভাকে রাজস্বাদি বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা অর্পণ করে রাজাকে সংযত রাখবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেই একই সংবিধানে আবার রাজাকে কমন্স সভার অন্যান্য আইনের প্রস্তাব নাকচ করে দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ, রাজা যাদের তাঁর নিজের চেয়ে বিজ্ঞতর মনে করে নিয়েছেন আবার তাদের চাইতেই নিজেকে বিজ্ঞতর মনে করছেন। এরকম ব্যাপার একেবারেই যুক্তি-বহির্ভূত।

রাজতন্ত্রের গঠনের ক্ষেত্রেও কোনও কোনও বস্তু অত্যন্ত হাস্যকর। প্রথমতঃ, যে সব উপায়ে সংবাদ ও তথ্যাদি সংগৃহীত হয় সেই সব উপায় থেকে যে ব্যক্তিকে দূরে রাখা হ'ল তাকেই আবার সর্ব্বোচ্চ রায় দেবার ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। রাজা হ'লেই তাঁকে পরিদৃশ্যমান জগতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে অথচ রাজার কাজকর্ম্ম এমন ধরণের যে, তাঁকে সব কিছু জানতে হবে। এর ফলে, সংবিধানের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ভাবে পরস্পর বিরোধিতা ক'রে একে অপরকে ধ্বংস করে এবং এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সংবিধানের গোটা চরিত্রটাই একেবারে যুক্তিহীন ও অনর্থক।

কোনও কোনও লেখকের মতে ব্রিটিশ সংবিধানের রূপটি কতকটা এই রকম :

রাজা হচ্ছে একপক্ষ, এবং জনসাধারণ হচ্ছে আর এক পক্ষ ; লর্ডরা রাজার পক্ষ থেকে এক সভায় মিলিত হন, জনসাধারণের পক্ষ থেকে বসে কমন্স সভা। কিন্তু এরকম হ'লে সেটা অন্তর্ব্বিরোধে বিভক্ত সভারই সমতুল্য হয়ে ওঠে ; যদিও হয়তঃ আরও উৎকৃষ্টতর শব্দবিন্যাস করে জিনিষটাকে একটা সুন্দর ও শোভন রূপ দেওয়া যেতে পারে, তবু একটু খুচিয়ে দেখলে দেখা

যাবে সবটাই অকেজো এবং দ্ব্যর্থক। একটা কথা মনে রাখা দরকার, শব্দ-বিন্যাসের সাহায্যে যত সুন্দর ও শোভন করেই জিনিষটি দেখানো হোক না কেন, সে জিনিষটির যদি প্রকৃত কোনও অস্তিত্ব না থাকে বা বর্ণনার সাহায্যে বোধগম্য করে তোলার অতীত হয়, তা হ'লে সে সব শব্দ কেবল ধ্বন্যাত্মকই হয় এবং শ্রবণসুখকর হ'লেও চিত্তের তৃপ্তি সাধন করতে পারেনা। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্বের প্রশ্নটিই নিহিত থেকে যায়, অর্থাৎ যে শক্তিকে জনসাধারণ বিশ্বাস করতে ভয় পায় এবং সর্ব্বদাই যে শক্তিকে দমিয়ে না রাখলে তাদের চলে না সেই শক্তি রাজা কোত্থেকে পেলেন? কোনও বিজ্ঞ জনসমষ্টি নিশ্চয়ই রাজাকে এই শক্তি দিতে পারে না। আবার যে ক্ষমতা দমিয়ে রাখা দরকার হয় তা ঈশ্বরের দেওয়াও হ'তে পারে না; অথচ রাজার এরকম ক্ষমতা আছে বলে সংবিধানে একটা ব্যবস্থা রয়েছে। যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করার জন্য এই ব্যবস্থা, তা কিন্তু মোটেই এর সাহায্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ, উপায়টি হয় লক্ষ্যসাধনে সমর্থ নয়, নয়ত লক্ষ্যসাধন করবেই না এবং গোটা বস্তুটাই একটা আত্মহত্যা। যে বস্তুটা সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন, সেই বস্তুটাই অপেক্ষাকৃত নিম্নতরদের গতি স্থির করে দেয়; একটা যন্ত্রের সবগুলি চাকাই ঘুরতে আরম্ভ করে একটি বিশেষ চাকার ঘূর্ণন আরম্ভ হবার পর। সুতরাং আমাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, সংবিধানের কোন অংশের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী; কারণ, সেই অংশটিই অপর অংশগুলিকে পরিচালিত করবে; অপর অংশগুলি অবশ্য কিছুটা বাধা জমাতে পারে। কিন্তু তাই বলে ক্ষমতাশালী অংশটির গতি স্তব্ধ করার সামর্থ্য তাদের নেই, এবং এদিক থেকে, সংবিধানের অপর অংশগুলির সমস্ত প্রচেষ্টাই কার্য্যকারিতাহীন। প্রথম যে গতি সৃষ্টি করবে, সেই শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে থাকবে এবং উপযুক্ত গতিও সঞ্চয় করবে।

ব্রিটিশ সংবিধানে রাজাই যে এই ক্ষমতাশালী অংশ, একথা না বললেও চলতে পারে; রাজা পদবী ও পেন্সন দেবার কর্ত্তা, এবং এই কর্তৃত্বই যে তাঁর

সমস্ত কার্য্যকলাপের পরিণতির মূল উৎস সেটা সুস্পষ্ট ; কাজে কাজেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমরা যেমন বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি, তেমনি রাজার হাতেই সেই দরজা খুলবার চাবিটি রেখে দিয়ে যথেষ্ট মূর্খতারও পরিচয় দিয়েছি।......

রাজতন্ত্রের কুফলের কথা বলতে গিয়ে আমরা বংশগত উত্তরাধিকারের উল্লেখ করেছি। উত্তরাধিকার বংশগত হওয়ায় আমরা যেমন হীনতর এবং অধঃপাতিত হ'য়ে পড়ি তেমনি উত্তরাধিকারের বিষয়টা একটা অধিকাররূপে পরিগণিত হওয়ায় মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রতিও সেটা অসম্মানের ও একধরণের বাধ্যতামূলক আরোপণের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। জন্মগ্রহণের সময় সমস্ত মানুষই সমান এবং বিশেষ কূলে জন্ম হওয়ায় কোনও মানুষই তার পরিবারকে চিরস্থায়ীভাবে অপরাপর সমস্ত পরিবারের উর্দ্ধে সমাসীন রাখতে পারে না। এরকম বিশেষ কোনও মানুষ হয়তঃ তার সমসাময়িকদের তুলনায় বেশী সম্মানলাভের যোগ্য হ'তে পারে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সেরূপ সম্মানের যোগ্যতা মোটেও না থাকতে পারে। রাজাদের বংশগত অধিকার স্বীকার করার মধ্যে যে মূর্খতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায় তার একটা সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক প্রমাণ হচ্ছে, প্রকৃতি এরকম অধিকার স্বীকার করে না ; আর যদি সে স্বীকার করত তা হ'লে মানুষকে সে বারে বারে কেবল 'দুধের বদলে ঘোল' দিয়ে একবার উপহাসাস্পদ করে তুলত না।......

ইংল্যাণ্ড-বিজয়ের (নরম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়াম কর্তৃক ইংল্যাণ্ড-বিজয়—অনুবাদক) পর থেকে সেখানে কয়েকজন ভাল রাজাই দেখা গিয়েছে, কিন্তু দুষ্ট রাজাদের সংখ্যাই হ'য়েছে অধিক এবং তাদের অধীনে ইংল্যাণ্ডকে খুবই কষ্টভোগ করতে হ'য়েছে। বিজয়ী উইলিয়ামের অধীনে ইংল্যাণ্ড খুব সম্মানের সঙ্গেই কালযাপন করছিল, একমাত্র উন্মাদ ভিন্ন অন্য কেউই এমন কথা বলবেন না। ফ্রান্সের এক বেজন্মা একদল সশস্ত্র দস্যু নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে উপনীত হয় এবং তারপর স্থানীয় অধিবাসীদের সম্মতি

ব্যতিরেকেই নিজেকে ইংল্যাণ্ডের রাজা ব'লে ঘোষণা ক'রে বসে। এটা একেবারে তার নিজের বর্ব্বরতা, এর মধ্যে দিব্য বা ঐশ্বরিক ব'লে কিছুই নেই। যাহোক, এভাবে বংশগত অধিকার স্বীকার ক'রে নেবার মূর্খতা দেখাবার জন্যে এত সময় ব্যয় করা একেবারেই অনাবশ্যক। এত দুর্ব্বল যদি কেউ থেকে থাকেন যিনি বংশগত অধিকারে বিশ্বাস স্থাপন না করে কিছুতেই পারেন না, তিনি গাধা বা সিংহকেই অভ্যর্থনা জানান গিয়ে এবং সর্ব্বশ্রেণীর যাকে তাকে গিয়ে পূজা করুন। তাদের ঐ বশ্যতার মনোভাব আমি অনুকরণ করতে পারবনা, আবার তাদের ভক্তিতেও আমি কোনও বাধা দেবনা। ·

মানবজাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বংশগত উত্তরাধিকারের কুফলগুলির মত এতোখানি অযৌক্তিক কিছু নেই। যদি কেবল সৎ এবং বিজ্ঞ লোকদের একটা বংশেরই নিশ্চয়তা এ থেকে পাওয়া যেত, তা হ'লে এর উপরে, ঐশ্বরিক কর্ত্তৃত্বের মোহর অঙ্কিত থাকত। কিন্তু যেহেতু নির্ব্বোধ, দুষ্টস্বভাব, অযোগ্য লোকেরাও এতে ঠাই পেয়ে যায়, সুতরাং এর মধ্যে পীড়নমূলক একটা রূপের অস্তিত্ব রয়েছে। যে সকল মানুষ মনে করে, তারা জন্মেছে কেবল রাজত্ব ও আধিপত্য করবার জন্যে এবং অপরাপর লোকেরা শুধু তাদের আজ্ঞাই পালন করে যাবে তা হ'লে সেই সব লোকেরা শীঘ্রই উদ্ধত হ'য়ে ওঠে; পৃথিবীর বাকী মানুষদের থেকে তারা স্বতন্ত্র, এই বোধ তাদের চিত্তকে বিষাক্ত করে দেয়, বহু আগে থেকেই ধারণা হয়ে যায় তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই লোকগুলো যে জগতে থাকে, সেই জগৎটা আমাদের এই বাইরের সাধারণ জগৎ থেকে এত পৃথক যে, ওদের পক্ষে আর এই সাধারণ জগতের প্রকৃত স্বার্থাদি উপলব্ধি করার সুযোগই হ'য়ে ওঠে না। তাই এরা যখন উত্তরাধিকারী হিসাবে সরকারের কর্ণধার হ'য়ে বসে তখন দেখা যায় কোনও রকম কাণ্ডজ্ঞানই তাদের নেই, বিভিন্ন ডোমিনিয়নের মধ্যে কোনও একটি সরকারেরও পরিচালক হবার ক্ষমতা নেই।……

বংশগত উত্তরাধিকারের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এ পর্য্যন্ত যা দেখানো হ'য়েছে তা হচ্ছে, এর ফলে একটি জাতি গৃহযুদ্ধ থেকে ত্রাণ পায়; একথা যদি সত্য হ'ত তা হ'লে বংশগত উত্তরাধিকারের যথেষ্টই মূল্য থাকত; কিন্তু আসলে এটা এমন একটা নির্জ্জলা মিথ্যা, যা ইতোপূর্ব্বে কদাপি আর মানবজাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ইংল্যাণ্ডের সমগ্র ইতিহাস এই সত্য অস্বীকার করে; ইংল্যাণ্ডে নরম্যান-বিজয়ের পর মোট ৩০ জন রাজা এবং দুজন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি রাজত্ব করেছেন। এই সময়ের মধ্যে "রক্তপাতহীন বিপ্লব" সমেত কমপক্ষে ৮টি গৃহযুদ্ধ এবং ১৯টি বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হ'য়েছে। কাজে কাজেই বংশগত উত্তরাধিকার শান্তির সহায়ক না হ'য়ে বরং শান্তির প্রতিকূলই হ'য়ে ওঠে এবং যে ভিত্তির উপর সে দণ্ডায়মান রয়েছে বলে মনে হয় সেই ভিত্তিকেই ধ্বংস করে।······

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে সংগ্রামের বিষয় নিয়ে রাশি রাশি কথা লেখা হ'য়েছে। সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ নানা মতলব ও নানা উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিতর্কে প্রবৃত্ত হ'য়েছে; কিন্তু সবই ব্যর্থ হ'য়েছে, বিতর্কের সময়ও শেষ হ'য়ে গিয়েছে। শক্তি বা অস্ত্রবলই এ ধরণের বাদ-বিতণ্ডার চূড়ান্ত মীমাংসা করে; রাজাকে বেছে নেওয়া হবে কিনা, সেটাই ছিল আবেদনের বিষয়বস্তু; সেই বিষয়ে এই মহাদেশ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবার আহ্বানই গ্রহণ করেছে।······

এর চেয়ে অধিকতর মূল্যবান্ কোনও আদর্শের জন্যেই আর কোনও দিন সূর্য্য তার আলোক বিকিরণ করেনি। একটা সহর, একটা কাউন্টি, একটা প্রদেশ অথবা একটি রাজ্যের ব্যাপার এটি নয়; এটি একটা সমগ্র মহাদেশের ব্যাপার, পৃথিবীর মনুষ্য-বাসযোগ্য স্থানের অন্ততঃ এক-অষ্টমাংশের ব্যাপার। একটি দিন, একটি বছর এবং একটি বিশেষ যুগের সঙ্গে মাত্র এটা সংশ্লিষ্ট নয়; এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমগ্র ভবিষ্যৎ বংশধররাই কার্য্যতঃ জড়িত। এখন যেসব কাজ হচ্ছে সেগুলি অনন্তকাল পর্য্যন্ত মানুষের ভবিষ্যৎকে কমবেশী প্রভাবান্বিত করবে। মহাদেশীয় ঐক্য, মহাদেশীয় বিশ্বাস এবং মহাদেশীয়

সম্মানের বীজ কেবল সৃষ্টি হ'য়েছে। এখন এর উপর সামান্য একটু আঘাতের চিহ্ন পড়লেই সেটা হবে কোনও কচি ওক গাছের গুঁড়িতে আলপিনের আগা দিয়ে লেখা নামের মত। গাছটি যতই বাড়তে থাকবে, আঘাতের চিহ্নটিও তত বড় হ'তে থাকবে। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ গাছের গুঁড়ির সুস্পষ্ট বড় বড় অক্ষরগুলো অনায়াসে পাঠ করতে পারবে।

বিতর্কের পর্য্যায় থেকে অস্ত্রবলের পশ্চাতে উপনীত হবার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখন নূতন যুগ সৃষ্টি হ'য়েছে, নূতন চিন্তাধারার উদ্ভব হ'য়েছে। ১৯শে এপ্রিলের আগে অর্থাৎ সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে যত পরিকল্পনা, যত প্রস্তাব হ'য়েছে তা সবই যেন বিগত বর্ষের বর্ষপঞ্জীতে উল্লিখিত পরিকল্পনা ও প্রস্তাবগুলির মত। তখন ওগুলিকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হ'ত, কিন্তু এখন সবই অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছে। দুপক্ষের সমর্থকদের যুক্তিই তখন একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল অর্থাৎ ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্তিই ছিল উভয়পক্ষের তার্কিকদের যুক্তির শেষ লক্ষ্য। এই দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল শুধু লক্ষ্যে পৌঁছানোর পদ্ধতিতে; একদল বলছিলেন বলপ্রয়োগের কথা, আর একদল চাইছিলেন বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করতে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যা দেখা গিয়েছে তা হচ্ছে, প্রথম পন্থাটি ব্যর্থ হ'য়েছে এবং দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণের মনোভাব দুরীভূত হ'য়েছে।

আপোষ-মীমংসার সুবিধা সম্পর্কে যে সব কথা বলা হ'য়েছে সেগুলি কতকটা মধুর স্বপ্নের মত বিলীন হ'য়ে গিয়েছে এবং আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আমরা রয়ে গিয়েছি। এ অবস্থায় আপোষ-মীমাংসার বিরুদ্ধ যুক্তিগুলিও বিবেচনা করা বিশেষ সমীচীন। ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্তি এবং তার উপর নির্ভরশীল থাকবার ফলে এখানকার উপনিবেশগুলি বৈষয়িক ক্ষেত্রে যে ক্ষতি বরণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও যে ক্ষতিবরণ করবে তা'র সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা দরকার। প্রকৃতির মূলনীতি এবং মানুষের সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই সংযোগ ও নির্ভরশীলতা পরীক্ষা করা দরকার; ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে

সংযোগহীন হ'লে সেখান থেকে কি বস্তু আমরা পেতে পারি সেটা আমাদের দেখা প্রয়োজন।

কাউকে বলতে শুনেছি, ব্রিটেনের সঙ্গে পূর্ব্বে সংযোগ থাকবার ফলেই আমেরিকার অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল, সুতরাং ভবিষ্যতে সমৃদ্ধিশালী হ'তে হ'লেও এরূপ সংযোগের প্রয়োজন হবে এবং তার ফলাফলও সর্ব্বদাই একরূপ হবে। এই যুক্তিটির চেয়ে ভ্রান্ত যুক্তি বোধ হয় আর কিছুই হ'তে পারেনা। যেহেতু দুধ খেয়ে বাচ্চাটির পুষ্টি হ'য়েছে, সুতরাং কোনও দিনই আর মাংস খাবার দরকার নেই, এরকম যুক্তিও তা হ'লে চলতে পারে; অথবা আমাদের জীবনের প্রথম কুড়ি বছর পরবর্ত্তী কুড়ি বছরের নির্দ্দেশক, এরকম কথাও বলা যেতে পারে। কিন্তু এ যুক্তিতেও যা সত্য তার চেয়ে অনেক বেশী স্বীকার করে নেওয়া হ'য়েছে, কারণ, যদি কোনও ইউরোপীয় শক্তি আমেরিকার দিকে আদৌ দৃষ্টি না দিত, আমি বরং বলব, তা হ'লেও আমেরিকা উন্নতি করতে পারত, সম্ভবতঃ এর চেয়েও বেশী উন্নতি করত। যে বাণিজ্যে আমেরিকা লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করেছে সেই বাণিজ্যের ভিত্তি হ'য়েছে জীবনধারণের অত্যাবশ্যক বস্তুসমূহ। যেহেতু ইউরোপ কেবল খেয়েই ফতুর, সুতরাং এই অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যগুলির চাহিদা কোনও দিনই হ্রাস পাবেনা।

কেউ কেউ আবার বলেন, ব্রিটেন আমাদের রক্ষা করেছে। ব্রিটেন যে আমাদের ঘিরে রেখেছে সেটা সত্য; আমাদের খরচে এবং তাদের খরচেও অবশ্য, তারা এই মহাদেশকে রক্ষা করেছে, সেটাও স্বীকার্য্য। তুরস্ককেও ব্রিটেন এই একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বাণিজ্যের সুবিধালাভ এবং আধিপত্য করার উদ্দেশ্যে রক্ষা করবে, সেটাও সত্য।

হায়, প্রাচীন কুসংস্কার ও মোহে আমরা বহুকাল ধরে পরিচালিত হ'য়ে আসছি এবং বহু ত্যাগস্বীকার করেছি। গ্রেট ব্রিটেন আমাদের রক্ষক ব'লে আমরা যথেষ্ট দর্পও করেছি; কোনও দিনই ভাবিনি, গ্রেটব্রিটেন আমাদের উপর প্রীতি বা অনুরাগবশে একাজ করছেনা, করছে নিজের স্বার্থের দিকে

চেয়ে। অথবা একথাও ভেবে দেখিনি যে, আমাদের স্বার্থে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সে আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেনি, রক্ষার ব্যবস্থা করেছে সে তার নিজের স্বার্থে তার নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে। গ্রেট ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে কোনও দিক থেকেই আমাদের কোনও কলহ হয়নি, কিন্তু ব্রিটেনের দিক থেকে তারা আমাদের চিরশত্রু হ'য়ে থাকবে। এই মহাদেশের সম্পর্কে ব্রিটেন তার ছলনাগুলি দূর করুক, নতুবা মহাদেশ তার পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলুক, তা হ'লে ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত থাকলেও ফ্রান্স এবং স্পেনের সঙ্গে আমাদের কোনও কলহ থাকবেনা। হ্যানোভার-বংশ কিছুদিন আগে যে যুদ্ধটি করেছে সেই যুদ্ধে আমাদের দুর্ভোগ ও দুর্গতির কথা মনে রাখা দরকার, তথাকথিত সংযোগ সম্পর্কেও সাবধান হওয়া দরকার।

সম্প্রতি (ব্রিটিশ) পার্লামেণ্টে বলা হ'য়েছে যে, মাতৃদেশের মাধ্যমে ছাড়া আমেরিকার উপনিবেশগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনও সংযোগ নেই, অর্থাৎ একমাত্র ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমেই পেনসিলভ্যানিয়া, নিউজার্সি ও অন্যান্য উপনিবেশগুলি পরস্পর ভগিনী-সম্পর্কে সম্পর্কিত। সম্পর্ক প্রমাণের পক্ষে এটা অত্যন্ত ঘোরপ্যাচের পথ; কিন্তু শত্রুতা প্রমাণের পক্ষে এটাই একমাত্র সত্য ও সহজ পথ। আমরা যদি আমেরিকান্ হই, তা হ'লে স্পেন বা ফ্রান্স কোনও দিনই যেমন আমাদের শত্রু ছিল না, তেমনি ভবিষ্যতেও কোনও দিনই শত্রু হতনা। কিন্তু ব্রিটেনের প্রজা হিসাবে আমরা তাদের শত্রু হ'য়ে উঠেছি।

আবার, কেউ কেউ বলেন, যাই হোক ব্রিটেন মাতৃদেশ তো! সত্যি যদি তাই হয়, তা হ'লে তো আরও লজ্জার কথা, ব্রিটেনের আচরণ আরও নিন্দনীয়। এমন কি পশুরাজ তাদের বাচ্চাদের গিলে খায়না, অসভ্যরাও তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়না। সুতরাং ঐ কথা যদি সত্যও হয়, তা হ'লে সেটা ব্রিটেনের পক্ষে নিন্দারই; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐ কথাই সত্যও নয়, অথবা আংশিক সত্য মাত্র। রাজা এবং তার উপর নির্ভরশীল আগাছাগুলি ঐ 'মাতৃদেশ' কথাটা জেস্যুট ফাদারদের (মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টধর্ম

প্রচারক—অনুবাদক) অনুকরণে বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের মনে যে সন্দেহ ও দুর্ব্বলতা আছে তার সুযোগে একটা অপকৃষ্ট মোহ সৃষ্টি করবার কুমতলবেই তারা এটা করেছে, যেমন পোপ করে থাকেন। আমেরিকার মাতৃদেশ হচ্ছে ইউরোপ, ইংল্যাণ্ড নয়; ইউরোপের প্রত্যেকটি অংশের নাগরিক ও ধর্ম্মীয় স্বাধীনতায় অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অশেষ নির্য্যাতন ভোগের পর এই নূতন দুনিয়ায় এসে আশ্রয় পেয়েছেন। মায়ের স্নেহক্রোড় থেকে নয়, দানবের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই তারা এখানে পালিয়ে এসেছেন। আর ইংল্যাণ্ডের বেলায় এটাই হচ্ছে সত্য যে, যে অত্যাচারী শাসন থেকে রেহাই পাবার জন্যে প্রথম দেশত্যাগীর দল ইংল্যাণ্ড ছেড়ে এসেছিলেন, সেই অত্যাচারী শাসন আজও তাদের বংশধরদের পিছু ধাওয়া করছে।

পৃথিবীর এই বিপুল আয়তনের সুবিস্তৃত দেশটিতে এসে আমরা ইংল্যাণ্ডের ৩৬০ মাইল পরিমিত সঙ্কীর্ণ আয়তন ভুলে যাই, আমাদের বন্ধুত্বের পরিসীমা আরও ব্যাপকতর হ'য়ে ওঠে। ইউরোপের যে কোনও দেশের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীকেই আমরা ভাই বলে মনে করি এবং এই মনোভাবের মধ্যে যে উদারতা ও চিত্তের প্রশস্ততা বিদ্যমান, তাতে বিজয়গর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে উঠি। জগদ্বাসীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যতই প্রশস্ত হ'তে থাকে, ততই স্থানীয় কুসংস্কার অতিক্রম করে আমরা নিয়মিতভাবে অগ্রসর হ'য়ে চলি; আমাদের এই অগ্রগমন ভারী আনন্দের হ'য়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ডের যে কোনও সহরে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষ তার খ্রীষ্টীয় পুরোহিতের যজমানী এলাকার লোকদের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী মেলামেশা করতে থাকে এবং তাদের বলে প্রতিবেশী। এলাকার বাইরে দুই এক মাইল গেলেই সে এই সঙ্কীর্ণ ধারণা পরিত্যাগ করে, কাহারও সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে নমস্কার করে, "সহরবাসী" বলে সম্বোধন করে, তারপর কাউন্টির বাইরে গিয়ে ষ্ট্রীট ও টাউনের গণ্ডী ভুলে যায়। প্রতিবেশীকে বলে "দেশবাসী" কিন্তু তারপর

দেশের গণ্ডী পেরিয়ে সে যখন ফ্রান্সে বা ইউরোপের অপর কোনও দেশে যায় তখন স্থানীয় জীবনের কথা তার স্মৃতিপথে উদিত হয়, নিজেকে "ইংরেজ" বলতে থাকে। ঠিক এভাবেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আমেরিকায় এসেছে তারা সবাই পরস্পরের "দেশবাসী"। কারণ, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী অথবা সুইডেনকে যখন সমগ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় তখন তারা একই জায়গা বলে প্রতিভাত হয়; ষ্ট্রীট, টাউন বা কাউন্টির ভেদ-বিভেদ উঠে যায়, কারণ একই মহাদেশ থেকে মনের যে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয় তার কাছে এসব ভেদ-বিভেদ নিতান্তই তুচ্ছ। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে, এমনকি পেনসিলভ্যানিয়ার অধিবাসীদের মধ্যেও শতকরা ৩৩ ভাগও ইংরেজবংশসম্ভূত নয়। এইজন্যই ইংল্যাণ্ডকে মাতৃদেশ বলা মিথ্যা, স্বার্থপরতাপ্রসূত, সঙ্কীর্ণ ও অনুদারতার নিদর্শন।

কিন্তু, ধরা যাক আমরা সবাই ইংরেজবংশসম্ভূত; তা হ'লে তার তাৎপর্য্যটা কি দাঁড়ায়? কিছুই না। ব্রিটেন এখন আমাদের প্রকাশ্য শত্রু; অন্য কোনও নাম পদবীই আর ব্রিটেনের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা তাই প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান বংশের প্রথম রাজা (বিজয়ী উইলিয়াম) ছিলেন একজন ফরাসী এবং ইংল্যাণ্ডের লর্ডদের প্রায় অর্দ্ধাংশ ফরাসীবংশসম্ভূত। সুতরাং এই একই যুক্তিতে ইংল্যাণ্ডের শাসনভার ফ্রান্সের উপর থাকা উচিত।...

আপোষ-মীমাংসার তীব্র সমর্থকদের আমি এমন একটিমাত্র সুবিধা দেখাবার আহ্বান জানাচ্ছি যে সুবিধাটি আমাদের এই মহাদেশ ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে লাভ করতে পারে। আমি পুনর্ব্বার জোর দিয়ে বলছি, এই সংযোগ থেকে কোনও সুবিধাই আমরা পাইনা। আমাদের ভুট্টা ইউরোপের যে কোনও দেশের বাজারেই ভাল দামে বিকোবে; যেহেতু আমাদের আমদানী করা পণ্যের-দাম অবশ্যই চুকিয়ে দিতে হবে, সুতরাং যেখানে আমাদের ইচ্ছা সেখানেই আমরা এ জিনিষগুলি কিনতে চাই।

অপরপক্ষে, ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার ফলে আমাদের ক্ষতি ও অসুবিধা হচ্ছে সংখ্যাতীত; মানবজাতির প্রতি এবং আমাদের নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করতে হ'লে এই ব্রিটিশ গাটছড়া ভেঙে ফেলতে হবে, তাকে অস্বীকার করতে হ'বে। কারণ, ব্রিটেনের নিকট অণুমাত্র বশ্যতা বা তার উপর সামান্য নির্ভরশীলতাও এই মহাদেশকে ইউরোপীয় যুদ্ধ ও কলহের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে।...

ইউরোপে রাজা ও রাজত্বের সংখ্যা এত বেশী যে, সেখানে বহুকাল শান্তি বজায় রাখা অসম্ভব। তাই যখনই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অন্য কোনও বিদেশী শক্তির লড়াই বেধে যায় তখনই আমেরিকার বাণিজ্যে লালবাতি জ্বলে, কারণ আমেরিকা ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্ত।

...এক্ষেত্রে যা কিছু অভ্রান্ত এবং সুযুক্তিপূর্ণ, তাই ব্রিটেন থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হবার জন্য বলছে। নিহতের খুন, প্রকৃতির ক্রন্দনধ্বনি আমাদের ডেকে বলছেঃ এখনই বিচ্ছিন্ন হবার সময় হ'য়েছে। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যে বিরাট দূরত্ব বিদ্যমান রয়েছে তাও এই বিচ্ছেদের পক্ষে একটা শক্তিশালী প্রাকৃতিক যুক্তি। একের উপর অপরের কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব যে ঐশ্বরিক ইচ্ছা নয়, এটা তাই প্রমাণ করছে।..

কাউকে অনাবশ্যক আঘাত না করার জন্য আমি খুবই সতর্কতার সঙ্গে চেষ্টা করছি। ...তথাপি আমি একথা বিশ্বাস না ক'রে পারছি না যে, যারা আপোষ-মীমাংসার তত্ত্বের অনুরাগী তাদের সকলকেই নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে ফেলা যায়; স্বার্থপর মানুষ—যাদের আদৌ বিশ্বাস করা উচিত নয়; দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ—যাদের দৃষ্টিশক্তি নেই; কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ—যারা ক্ষমতা থাকলেও চক্ষু মেলে কিছু দেখবেনা; এবং এক শ্রেণীর নরমপন্থা মানুষ—যারা ইউরোপকে তার যোগ্যতার অতিরিক্ত মর্য্যাদা দিয়ে থাকেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষগুলিই অন্যান্য তিনটি

শ্রেণীর চাইতে এই মহাদেশের ভাগ্যে অধিকতর দুর্গতির কারণ হ'য়ে উঠবে, কারণ এদের বিচারবুদ্ধি মোটেই বিজ্ঞজনোচিত নয়।...

গর্ব্ব, দলীয় চেতনা, অথবা উষ্মাবশতঃ আমি বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং স্বাধীনতা অর্জ্জন করার এই তত্ত্বের কথা প্রকাশ করছিনা। আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, বিচার-বিবেচনাসম্মত চেতনা নিয়ে সুনির্দ্দিষ্টভাবে মনে করি যে, বিচ্ছিন্ন হওয়াই এই মহাদেশের প্রকৃত স্বার্থ। এর চেয়ে যা কিছু কম, তাই শুধু জোড়াতালির ব্যাপার হবে, কোনও স্থায়ী স্বস্তি সৃষ্টি করতে পারবে না; আমাদের বংশধরদের তরবারির মুখে তুলে দেবে এবং এমন একটা সময়ে আমাদের পিছনে হটিয়ে নেবে যখন সামান্য একটু বেশী, আর একটু বেশী পেলে এই মহাদেশ বিশ্বের গর্ব্ব ও গৌরবের স্থলে পরিণত হতে পারে।

অধিকন্তু ব্রিটেনের পক্ষ থেকে আপোষ-মীমাংসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও যেহেতু প্রকাশ পায়নি, সুতরাং এই মহাদেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনও সর্ত্তে যে আপোষ-মীমাংসা হবে না, এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। এ ব্যাপারে অদ্যাবধি আমরা যে রক্ত ঢেলেছি, যে সম্পদ ব্যয় করেছি সে সর্ত্ত তারও উপযুক্ত হবে না।...

ধরা যাক, ব্যাপারটা এখন সুমীমাংসিত হ'য়েছে। তা হ'লে কি দাঁড়াবে? আমার একমাত্র জবাব হচ্ছে, এই মহাদেশের সর্ব্বনাশ। তারও কয়েকটি কারণ দেখাচ্ছি:

প্রথমতঃ,—শাসনক্ষমতা এখনও রাজার হাতে ন্যস্ত থাকায় এই মহাদেশের সমস্ত আইনকে নাকচ করে দেবার ক্ষমতা তার থাকবে। রাজা স্বাধীনতার বহুকালের শত্রু এবং যথেচ্ছাচার চালাবার তৃষ্ণা তার এত প্রবল যে, সে কি এই উপনিবেশগুলিকে একদিন বলে বসবেনা—আমার খুশি ও মর্জ্জিমত ছাড়া কোনও আইনই তোমরা রচনা করতে পারবে না?...আরও হ্রস্বতর ক'রে বলা যায়, যে শক্তি আমাদের উন্নতি দেখলে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে

ওঠে সে কি আমাদের শাসন করবার উপযুক্ত? যে ব্যক্তি এই প্রশ্নের জবাবে বলেন—'না' তিনিই স্বাধীন; কারণ আমরা নিজেরাই নিজেদের আইন তৈরী করছি কিনা অথবা যে রাজা এই মহাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম শত্রু, এবং ভবিষ্যতেও যে শত্রু থাকবে, সেই রাজা এমন কথা বলছে কিনা যে, "আমি যা চাইব তেমন আইন ছাড়া আর কোনও আইনই রচনা করা চলবে না"—এটাই স্বাধীনতা নির্ণয় করে।...অধিকন্তু, বর্ত্তমান সময়ে আপোষ-মীমাংসার তত্ত্বটি যে অত্যন্ত মারাত্মক, সেটা দেখাবার জন্য আমি বলব, বর্ত্তমানে রাজার নীতি হবে বিভিন্ন আইন রদ করা; এর উদ্দেশ্য, এই প্রদেশগুলির শাসনকর্ত্তৃত্বে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বলপ্রয়োগ এবং হিংসাত্মক পন্থায় সে যে কাজ অল্প সময়ে করতে পারেনি, সেই কাজ ধূর্ত্ততার সাহায্যে দীর্ঘ সময়ে সে করতে চাইছে। আপোষ-মীমাংসা এবং সর্ব্বনাশ—দুই-ই প্রায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ,—(আপোষ-মীমাংসার ফলে) আমরা সবচেয়ে অনুকূল যে সর্ত্ত পেতে পারি, তা কিছুতেই একটা অস্থায়ী সুবিধাজনক ব্যবস্থার অতিরিক্ত হ'তে পারে না; অথবা অভিভাবকের অধীন এমন একটা শাসনব্যবস্থা পেতে পারি যা এই উপনিবেশগুলি পরিপক্কতা অর্জ্জন করা পর্য্যন্ত বড় জোর স্থায়ী হ'তে পারে, তার বেশী নয়। সুতরাং এই শেষোক্ত অবস্থায় অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে সবকিছুই অনিশ্চিত না হ'য়ে পারে না। যে দেশের শাসন-ব্যবস্থা সরু সুতোয় ঝুলছে এবং প্রতিদিন যেখানে হাঙ্গামা আর উত্তেজনা, সে দেশে সম্পত্তিশালী বাহিরাগতগণ এসে বসতি স্থাপন করবেন না; বর্ত্তমানে যাঁরা বাস করছেন তাঁরাও অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে তাঁদের সম্পত্তি ছেড়ে দেবার চেষ্টা করবেন এবং মহাদেশ ছেড়ে চলে যাবেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, স্বাধীনতা অর্থাৎ সমগ্র মহাদেশ জুড়ে একক শাসনব্যবস্থা চালু করা ভিন্ন এই মহাদেশে অন্য কিছুই শান্তি আনতে পারবে না, গৃহযুদ্ধ থেকেও রক্ষা করতে পারবে না। এজন্যই

ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসাকে আমি অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখছি, কারণ এই আপোষ-মীমাংসা অনুষ্ঠিত হ'লে কোনও-না-কোনও জায়গায় নিশ্চয়ই বিদ্রোহ ঘটবে এবং তার ফলাফল ব্রিটেনের বর্ত্তমান মাৎসর্য্যের চাইতেও অনেক বেশী মারাত্মক হ'য়ে উঠতে পারে।

কেউ কেউ আবার বলেন, কিন্তু তাতো হ'ল, আমেরিকার রাজাটি কোথায় শুনি? বন্ধুগণ, আমি এর উত্তরে আপনাদের বলব, আমেরিকার রাজার রাজত্ব স্বর্গে, গ্রেট ব্রিটেনের রাজকীয় দস্যুর মত তিনি মানবজাতির উপর অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দেন না। কিন্তু তবু পার্থিব সম্মান প্রদর্শনে আমরা যদি কসুর করতে না চাই, তা হ'লে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করা হোক সনদ ঘোষণা করবার জন্য। ঐশ্বরিক বিধানের (Divine law) উপর অর্থাৎ ভগবানের বাক্যের উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হোক, সেখানে একটি রাজমুকুট স্থাপন করা হোক যাতে সমগ্র পৃথিবীই জানতে পারে আমরা যতটুকু রাজতন্ত্র সমর্থন করি তা হ'চ্ছে এই, আমেরিকায় আইনই হচ্ছে রাজা। যেমন, নিরঙ্কুশ একাধিপত্যে রাজাই হচ্ছে আইন, তেমনি স্বাধীনতা যেখানে আছে সেখানে আইন হচ্ছে রাজা, এবং অন্য কিছুই সেখানে রাজা হ'তে পারে না। কিন্তু পাছে পরে এই রাজমুকুটের কোন অপব্যবহার হয়, যথাযথ অনুষ্ঠানের পর সেই শাসনক্ষমতার প্রতীক বিনষ্ট করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হোক—অর্থাৎ যাদের জিনিষ তাদের হাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক।......

অহো! তোমাদের মধ্যে যারা মানবজাতিকে ভালবাসো, শুধু যথেচ্ছাচারী পীড়নতন্ত্রেরই নয়, পীড়নকারীরও বিরোধিতা করতে ভয় পাওনা, তারা সবাই এককাট্টা হ'য়ে দাঁড়িয়ে যাও। পুরানো দুনিয়ার সর্ব্বত্রই শুধু পীড়ন আর অত্যাচার। মুক্তি ও স্বাধীনতা আজ সারা দুনিয়া জুড়ে শিকারীর ভয়ে পলায়নপরা। এশিয়া ও আফ্রিকা তাকে বহুদিন আগেই নির্ব্বাসিতা করেছে, ইউরোপ তাকে অপরিচিতা আগন্তুক বলে মনে করছে, আর ইংল্যাণ্ড তাকে

দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে! অহো! এই পলায়নপরাকে অভ্যর্থনা জানাও, মানবজাতির জন্য সময় থাকতে আশ্রয়স্থল তৈরী কর!…

এই সব যুক্তির উপরই আমি আমার অভিমত দাঁড় করিয়েছি। এই পুস্তিকার পূর্ব্বতন সংস্করণগুলিতে উল্লিখিত আমার এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে যেহেতু কোনও প্রতিবাদমূলক যুক্তিই আজও পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, সুতরাং এটা-ও একটা পরোক্ষ প্রমাণ যে, আমার এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে কিছুই বলবার মত নেই অথবা এই তত্ত্বের সমর্থকদের সংখ্যা এত বেশী যে, তাদের বিরোধিতা করাও অসম্ভব। অতএব, পরস্পরের পানে সন্দেহ ও সংশয় নিয়ে তাকিয়ে না থেকে আমাদের প্রত্যেকেই যেন প্রতিবেশীর উদ্দেশে আন্তরিক বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করি, এবং একটি পথ স্থির করবার জন্য অতীতের সমস্ত ভেদ-বিচ্ছেদ বিস্মৃত হ'য়ে যাই। হুইগ এবং টোরি নাম দুটি এখন থেকে মুছে যাক, এরকম অন্য কোনও নামই যেন এখন থেকে আর আমাদের মধ্যে শোনা না যায়। শুধু যেন সৎনাগরিক, মানবাধিকার এবং আমেরিকার মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রকাশ্য বন্ধু ও সমর্থক হ'য়ে উঠি।

পরিশিষ্ট

(ঝ)

ভার্জ্জিনিয়ায় গৃহীত অধিকারাবলীর সনদ

আমেরিকার বৈপ্লবিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন তাদের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনা করছিল তখন সেই সব সংবিধানে অধিকারাবলীর সনদ সংযুক্ত করা অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস, যা তদানীন্তন কালে অভিনবই ছিল। ভার্জ্জিনিয়া এই কর্ম্মসূচীর উদ্‌গাতা। জর্জ্জ মেসন (১৭২৫-১৭৯২) ভার্জ্জিনিয়ার অধিকারাবলীর সনদটির খসড়া রচনা করেন, এবং ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২জুন এই সনদটি গৃহীত হয়। বিপ্লবের অন্তর্নিহিত আদর্শ এই সনদগুলির মধ্য দিয়ে

সুপ্রকাশিত হ'য়েছে : শাসন-পরিচালকগণকে পুরাপুরি বিশ্বাস করা যেতে পারে না, মানুষের অধিকার ব্যাহত করা তাদের পক্ষে যাতে সম্ভব না হয় এজন্য অবশ্যই তাকে সংযত রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত। মানুষের এই সকল অধিকারের মধ্যে কতকগুলিকে আবার অপরিহরণীয় বলা হ'য়েছে। ভার্জ্জিনিয়া কনভেনশনে উল্লিখিত সনদটি গৃহীত হবার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এই মহৎ অভিব্যক্তি সন্নিবেশিত হয়। বিভিন্ন অঙ্গ-রাষ্ট্রের এই 'অধিকারাবলীর সনদগুলি' (ম্যাসাচুসেট্‌সের সনদটির খসড়া করেছিলেন জন অ্যাডামস্) শেষ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সঙ্গে যে সনদ পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হয় তার ভিত্তি রচনা করেছিল।

* * *

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে সোমবার উইলিয়ামস্‌বার্গ সহরের রাষ্ট্রভবনে (Capitol) অনুষ্ঠিত ভার্জ্জিনিয়ার কতিপয় কাউন্টি ও বিভিন্ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণের (Delegates and Representatives) সম্মেলনে গৃহীত অধিকারাবলী-সংক্রান্ত ঘোষণা। এই ঘোষণাটি করেছিলেন ভার্জ্জিনিয়ার সৎজনগণের প্রতিনিধিগণ, যাঁরা স্বাধীনভাবে এক পূর্ণ সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন। এই অধিকারগুলি শাসনব্যবস্থার ভিত্তিরূপে ভার্জ্জিনিয়ার জনগণের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট :

১। সমস্ত মানুষই স্বভাবতঃ সমানভাবে মুক্ত ও স্বাধীন এবং তা'দের সকলেরই কতকগুলি জন্মগত অধিকার রয়েছে। সমাজবদ্ধ হ'য়ে জীবন-যাপন করার ফলে কোনও রকম চুক্তিবলেই মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর-গণকে এই অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত বা চ্যুত করতে পারে না। এই অধিকারগুলি হচ্ছে—সম্পত্তি অর্জ্জন ও সম্পত্তির মালিকানা মারফৎ জীবন ও স্বাধীনতা ভোগ করা এবং সুখ ও নিরাপত্তা বিধান করে তার অনুসরণ করা।

২। জনসাধারণের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা নিহিত, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই জনসাধাণের নিকট থেকে আহরিত হ'য়ে থাকে; ম্যাজিষ্ট্রেটগণ

তাদের সেবক এবং অছি মাত্র, এবং সর্ব্বকালেই ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাদের নিকট দায়ী।

৩। জনসাধারণ, জাতি অথবা সমাজের সকলের মঙ্গল, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার জন্য শাসন কর্ত্তৃপক্ষ (Government) প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে অথবা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। শাসনব্যবস্থার যত বিবিধ রূপ ও পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে সেই শাসনব্যবস্থাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যেটি সর্ব্বাধিক সুখবিধান ও সর্ব্বাধিক কার্যকরীভাবে নিরাপদ; যখনই দেখা যাবে কোন সরকার যথোপযুক্ত নয় অথবা সেই সরকার এই সকল উদ্দেশ্যের বিরোধী, তখনই সমাজের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশের জনগণের তাদের কল্যাণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পন্থায় ঐ সরকারের সংস্কারসাধন, পরিবর্ত্তন অথবা বিলোপসাধনের সংশয়াতীত, অপরি-হরণীয় এবং অবিভাজ্য অধিকার রয়েছে।

৪। সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত; কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির বা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের এমন অধিকার নেই যাতে সে বা তারা সমাজের নিকট থেকে কোন অনন্যসাধারণ অথবা পৃথক্ পৃথক্ সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। সরকারী পদগুলির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠতে পারেনা, অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যবস্থাপক সভার বা বিধান সভার সদস্য বা বিচারের পদগুলি কখনও বংশগত হ'তে পারেনা।

৫। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের বিভাগ এবং শাসনবিভাগ বিচারবিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্টভাবে পৃথক হওয়া উচিত। প্রথম দুই প্রকারের বিভাগের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরা যাতে পীড়ক হয়ে না উঠেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশিত হতে পারে এমনভাবে তাঁদের যোগদানের ব্যবস্থা রেখে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তরে এসকল ব্যক্তিদের পুনর্ব্বার পূর্ব্বেকার বেসরকারী মর্য্যাদায় নিয়ে যেতে হবে, এবং যে অবস্থা থেকে তাঁরা উক্ত দুই বিভাগে নীত হয়েছিলেন সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে; তারপর তাঁদের শূন্য পদগুলি প্রায়শঃ নিয়মিত ও সুনির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে পূর্ণ করতে

হবে। প্রাক্তন পদাধিকারিগণ সকলে বা কেউ কেউ আইনের বিধান অনুসারে এই নির্ব্বাচনে পূনর্ব্বার প্রার্থী হবার যোগ্য হতে পারেন অথবা নাও হতে পারেন।

৬। আইনসভায় যাঁরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবেন সেই সকল সদস্যের নির্ব্বাচন অবশ্যই অবাধে হওয়া উচিত, এবং সমাজের অন্যান্য সকলের সঙ্গে যাদেরই স্থায়ী সমস্বার্থ বিদ্যমান অথবা যাঁ'রা সমাজের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করেন তাঁদের সকলেরই ভোট দেবার অধিকার থাকা উচিত। তাঁদের নিজেদের সম্মতি অথবা উক্ত পন্থায় নির্ব্বাচিত তাঁদের প্রতিনিধি-দের সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা অথবা সরকারী কাজের জন্য তাঁদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলতে পারেনা। ঐরূপ সম্মতি ব্যতীত তাঁদের এমন কোনও আইনেরও বশীভূত করা যেতে পারে না, যে আইন তারা জনহিতকর মনে করে মান্য করবেন বলে সম্মতি প্রদান করেন নি।

৭। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সম্মতি ব্যতিরেকে যে কোনও কর্ত্তৃপক্ষের আইন রদ করে দেবার ক্ষমতা বা আইন কার্য্যকরী করবার ক্ষমতা তাঁদের অধিকারের হানি ঘটায় এবং এরূপ ক্ষমতার ব্যবহার অনুচিত।

৮। সর্ব্বপ্রকার উচ্চ-অপরাধমূলক বা ফৌজদারী মামলাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কারণ ও বিবরণ দাবী করবার অধিকার তা'র আছে। অভিযোগকারী ও তার সাক্ষীদের মুখোমুখি দাঁড়াবার, নিজের পক্ষের সমর্থনে সাক্ষ্য ও প্রমাণ উপস্থিত করবার এবং পক্ষপাতিত্বশূন্য জুরীর সাহায্যে সত্বর বিচার দাবী করবার অধিকারও তা'র রয়েছে। জুরীর সদস্যবর্গ সকলেই তা'র এলাকার লোক হওয়া আবশ্যক এবং তাঁদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত তা'কে দোষী সাব্যস্ত করা চলতে পারেনা, অথচ নিজের বিরুদ্ধে জবান-বন্দী দিতেও তাকে বাধ্য করা চলতে পারেনা; দেশের প্রচলিত আইন অথবা তার অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিচার অনুসারে ছাড়া কোনও মানুষকেই তা'র স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারেনা।

৯। অত্যন্ত অতিরিক্ত হারে জামিন দাবী করা সম্পূর্ণ অনুচিত। অতিরিক্ত হারে জরিমানা করা অথবা নিষ্ঠুর অস্বাভাবিক দণ্ডে দণ্ডিত করাও একান্ত অনুচিত কাজ।

১০। যে সকল সাধারণ সমন বা পরোয়ানা বলে কোনও অফিসার বা নাজির ঘটনা ঘটবার প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কেবল সন্দেহ বশে কোনও স্থান তল্লাসী করবার অথবা নির্দ্দিষ্টভাবে যার বা যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং যা'র বা যা'দের অপরাধের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হয়নি ও ঐ অপরাধ সমর্থিত হয় এমন সাক্ষ্য বা প্রমাণও পাওয়া যায়নি তাদের গ্রেপ্তার করার আদেশ পেয়ে থাকেন, সেই সকল সাধারণ সমন বা পরোয়ানা অত্যন্ত পীড়ন-মূলক ও ক্ষতিকারক; সুতরাং ঐরূপ সমন বা পরোয়ানা মঞ্জুর করা আদৌ উচিত নয়।

১১। সম্পত্তির ব্যাপারে বিসংবাদ উপস্থিত হ'লে এবং এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির মোকদ্দমা বেধে গেলে জুরীর সাহায্যে বিচারের প্রাচীন পদ্ধতিই অন্য কোন পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এরূপ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত বিচারকেই পবিত্র বলে মনে করা কর্ত্তব্য।

১২। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভস্বরূপ; স্বৈরা-চারী সরকারগুলির দ্বারা এই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ বা সীমিত করা চলতে পারে না।

১৩। জনসাধারণের মধ্য থেকে সংগৃহীত এবং অস্ত্রব্যবহারে শিক্ষিত এক-দল লোক নিয়ে একটি সুনিয়ন্ত্রিত গণবাহিনী গঠন করাই যে কোনও স্বাধীন রাষ্ট্রের যথাযোগ্য, স্বাভাবিক ও নিরাপদ প্রতিরক্ষার উপায়। শান্তির সময়ে স্থায়ী সৈন্যদল মোতায়েন রাখা স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক বিধায় যতদূর সম্ভব এই রীতি পরিহার করা কর্ত্তব্য; এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনীকে যথেষ্ট কড়াকড়ির সঙ্গে অসামরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে ও বশে রাখা কর্ত্তব্য।

১৪। সর্ব্বত্র অনুরূপ ও অভিন্ন শাসনব্যবস্থা লাভের অধিকার জনগণের রয়েছে, সুতরাং ভার্জ্জিনিয়ার সরকার থেকে স্বতন্ত্র বা তা'র উপর নির্ভরশীল নয়

এমন কোনরূপ সরকার ভার্জ্জিনিয়ার সীমানার মধ্যে গঠন করা বা স্থাপন করা যেতে পারেনা।

১৫। ন্যায়বিচার, সংযম, সহিষ্ণুতা, বিচক্ষণতা এবং সত্যনিষ্ঠার প্রতি সুদৃঢ় অনুরক্তি, এবং সদাসর্ব্বদা মৌলিক আদর্শগুলির পুনঃ পুনঃ বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ব্যতীত কোনও জাতিরই স্বাধীন শাসনব্যবস্থা বা স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদগুলি টিকতে পারেনা।

১৬। ধর্ম্ম অথবা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি যে কর্ত্তব্য আমাদের রয়েছে সেই কর্ত্তব্য, ও তা পালন করার পদ্ধতি—সবই কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্বাসের সাহায্যে পরিচালিত হ'তে পারে, বলপ্রয়োগ বা হিংসাত্মক পন্থায় নয়। সুতরাং স্বাধীনভাবে ও আপন বিবেক অনুযায়ী ধর্ম্মোপাসনার অধিকার সমুদয় মনুষ্যেরই রয়েছে, এবং প্রত্যেক মানুষেরই পারস্পরিক কর্ত্তব্য হচ্ছে পরস্পরের প্রতি খ্রীষ্টীয় ক্ষমাধর্ম্ম, প্রেম ও দয়াধর্ম্মের অনুশীলন করা।

পরিশিষ্ট

(ঞ)

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র—

আমেরিকার ত্রয়োদশটি যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বসম্মত ঘোষণা

সংসারের ঘটনাচক্রে যখন একটি জাতির অন্য কোনও জাতির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রীয় শক্তির মধ্যে প্রকৃতি তথা পরমেশ্বরের বিধানবলে স্বকীয় স্বতন্ত্র ও সমান আসন গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দেয়, তখন মানবজাতির মতামতের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত যে সকল কারণে ঐ জাতি বিচ্ছিন্ন হ'তে বাধ্য হচ্ছে সেই কারণগুলি (সর্ব্বসমক্ষে) বিবৃত করা কর্ত্তব্য।

আমরা এই সকল সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে করি যে, জন্মসূত্রে পৃথিবীর সব মানুষই সমান এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সব মানুষকেই কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দান করেছেন ; এই অধিকারগুলির মধ্যে আছে—জীবন ধারণের,

স্বাধীনতা ভোগের এবং সুখানুসরণের অধিকার। এই সকল অধিকার আয়ত্ত করার জন্যই মনুষ্যসমাজে শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়ে থাকে এবং সেই শাসন-ব্যবস্থার পরিচালকদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতাবলী আহৃত হয় শাসিত জনগণের সম্মতি থেকে। যখনই কোনও শাসনব্যবস্থা এই লক্ষ্যসমূহের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই শাসনব্যবস্থার রূপ যাই হোক না কেন, তা'র পরিবর্ত্তন ঘটাবার বা তা'র বিলোপসাধনের অধিকার জনসাধারণের আছে; অধিকার আছে তা'র পরিবর্ত্তে একটি নূতন শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করার, যার ভিত্তি এমন সব মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যার ক্ষমতাবলী এমনভাবে নিরূপিত হবে যেটা জনসাধারণের দৃষ্টিতে তা'দের সুখ ও নিরাপত্তা বিধানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করলে দেখা যায় যে, বহুকালের স্থাপিত শাসনব্যবস্থাকে তুচ্ছ ও অস্থায়ী কারণে পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত নয়, এবং সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করেছে যে, সচরাচর অভ্যস্ত রীতিনীতির বিনাশ সাধনে মনুষ্যজাতি সুখলাভ অপেক্ষা অধিকতর দুঃখকষ্টই ভোগ করেছে। কিন্তু যখন বহুকালব্যাপী শক্তির অপব্যবহার এবং অন্যায় অত্যাচার থেকে প্রমাণ হয় যে, মনুষ্যগণকে নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচারিতার বশীভূত করাই কোনও শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য, তখন সেইরূপ শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করার অধিকার তা'দের রয়েছে এবং সেটা করাই তা'দের কর্ত্তব্য। এরূপভাবেই এই উপনিবেশগুলি কষ্টভোগ করেছে এবং এজন্যই তা'রা পুরাতন শাসনব্যবস্থার বিনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছে। গ্রেট-ব্রিটেনের বর্ত্তমান রাজার ইতিহাস শুধু বারবার অপরের ক্ষতিসাধন এবং বল-পূর্ব্বক অপরের দ্রব্য আত্মসাৎ করার ইতিহাস, আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে নিরঙ্কুশ পীড়নতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে যা'র প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য। একথা প্রমাণ করার জন্যই সত্যনিষ্ঠ জগতবাসীর সম্মুখে সমস্ত সঠিক বৃত্তান্ত উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

জনসাধারণের হিতার্থে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অতিশয় উপযোগী আইন-গুলিতে তিনি সম্মতিসূচক স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃত হয়েছেন।

অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী করা আবশ্যক এমন সব অত্যধিক গুরুত্ববিশিষ্ট আইন-গুলিকে যদি তাঁ'র সম্মতিসূচক স্বাক্ষরলাভের সময় পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা স্থগিত রাখা না হয়, তাহ'লে ঐগুলিকে অনুমোদন করতে তিনি তাঁ'র গর্ভনরদের নিষেধ করে দিয়েছেন। অথচ যখনই এরূপভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে তখনই তিনি ঐ আইনগুলি বিবেচনা করার ব্যাপারে অতিশয় অবহেলা প্রদর্শন করেছেন।

বৃহৎ বৃহৎ জিলার লোকদের বাসস্থান সংস্থান কল্পে অন্যান্য যে সকল আইন রচনা করা হয়েছিল, ঐ সব লোক যদি আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পরিত্যাগ না করে, তাহ'লে তিনি সেগুলি অনুমোদন করতে অস্বীকৃত হন। এটি হচ্ছে এমন একটি অধিকার যা তা'দের নিকট মহামূল্যবান্, এবং অত্যাচারী রাজাদের হাতে দুর্জ্জয় অস্ত্রস্বরূপ।

তিনি এমন সব জায়গায় আইন সভাগুলির অধিবেশন আহ্বান করেছেন যে সব জায়গা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, অস্বস্তিকর এবং সরকারী নথিপত্র যেখানে থাকে সেখান থেকে অনেক দূরে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হছে আইনসভার সদস্যগণের ক্লান্তি সৃষ্টি করা যা'তে তাঁ'রা তাঁ'র অবলম্বিত ব্যবস্থাদি মেনে নিতে বাধ্য হন।

জনসাধারণের অধিকারের উপর তাঁ'র অভিযানের বিরুদ্ধে পুরুষসুলভ দৃঢ়তা নিয়ে বাধা দেবার জন্যে প্রতিনিধি-সভাগুলিকে তিনি বার বার ভেঙে দিয়েছেন।

এভাবে ভেঙে দেবার পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপর কোনও সভার জন্য নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে অস্বীকার করেছেন ; এই নির্ব্বাচনের ফলে, অবিনাশী আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আবার জনসাধারণের হাতেই ফিরে এসেছে এবং সেই ক্ষমতা আবার তা'রাই শুধু প্রয়োগ করতে পারে ; ইত্যবসরে রাষ্ট্র বহিরাক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে।

আমাদের এই রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন ; আর সেই উদ্দেশ্যেই বিদেশীদের নাগরিক অধিকার দেবার আইন-

গুলিকে (Laws of naturalization of foreigners) বাধা দিয়েছেন, এবং অনান্যরা যাতে এদেশে আগমনে উৎসাহিত হন, এরূপ আইন অস্বীকার করেছেন, এবং জমি পাট্টা করার সর্ত্তগুলিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইনগুলিকে অনুমোদন করতে অস্বীকার করে তিনি ন্যায় বিচারের ব্যবস্থাপনায় বাধা সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বিচারকদের কার্য্যকাল, বেতনের পরিমাণ ও বেতন দেবার ব্যাপারে একমাত্র তাঁর ইচ্ছারই বশবর্ত্তী করে তুলেছেন।

তিনি অগণ্য নূতন নূতন পদ সৃষ্টি করে আমাদের এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে অফিসার পাঠিয়েছেন আমাদের জনগণকে হয়রানি করা এবং তা'দের ভোগ্য-বস্তুগুলিকে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে।

তিনি আমাদের আইনসভার সম্মতি ব্যতিরেকে শান্তির সময়েও আমাদের মধ্যে স্থায়ী সৈন্যদল মোতায়েন রেখেছেন।

তিনি সামরিক বাহিনীকে অসামরিক শক্তি অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং এই শক্তি থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন।

তিনি আমাদের এমন এক এখতিয়ারের বশীভূত করবার জন্য অপরের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, যে এখতিয়ার আমাদের সংবিধান বহির্ভূত এবং আমাদের আইনেও অস্বীকৃত; ঐ অপরাপর ব্যক্তিরা আইন প্রণয়নের ছল করে যে সকল বিধি রচনা করেছেন তিনি সেগুলিকেই অনুমোদন করেছেন; এসব আইনের উদ্দেশ্য ঃ

আমাদের মধ্যে সশস্ত্র সৈন্যদের বিরাট বিরাট বাহিনীর বাসস্থান করে দেওয়া;

এই সকল রাজ্যের অধিবাসীদের উপরে নরহত্যা ইত্যাদি অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য শাস্তিভোগের হাত থেকে বিচারের প্রহসন করে তা'দের রক্ষা করা;

পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেওয়া;

আমাদের সম্মতি ব্যতিরেকে আমাদের উপর করধার্য্য করা;

অধিকাংশ মোকদ্দমায় জুরী দ্বারা বিচারের উপকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করা ;

অপরাধের ছল উপস্থিত করে বিচারের নিমিত্ত আমাদের সমুদ্রপারে স্থানান্তরিত করা ;

একটি প্রতিবেশী প্রদেশে ব্রিটিশ আইনের স্বাধীন ব্যবস্থাবলীর বিলোপ সাধন করে সেখানে যথেচ্ছাচারী শাসন প্রবর্ত্তন, এবং সেই স্বৈরশাসনের সীমানা এমনভাবে সম্প্রসারিত করা যাতে সেটা যুগপৎ একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং এখানকার এই সকল উপনিবেশে অনুরূপ নির্ব্বিশেষ শাসন প্রবর্ত্তন করার যন্ত্রটি বেশ সুসজ্জিত হয়ে যায়।

আমাদের সনদগুলি হরণ করা, আমাদের মহামূল্যবান আইনগুলি রদ করা, এবং আমাদের শাসনব্যবস্থার মৌলিক রূপটাই পরিবর্ত্তন করে দেওয়া।

আমাদের নিজেদের আইনসভাগুলিকে অস্থায়িভাবে বাতিল করে দেওয়া, এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই আমাদের নিমিত্ত তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, এরূপ ঘোষণা করা।

আমরা তাঁর রক্ষাব্যবস্থার আওতার বহির্ভূত এরূপ ঘোষণা করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার ফলে তিনি এদেশে তাঁর শাসন পরিত্যাগ করেছেন।

তিনি সমুদ্রে আমাদের উপর লুণ্ঠন চালিয়েছেন, আমাদের উপকূলগুলিকে ধ্বংস করেছেন, এবং আমাদের জনগণের প্রাণনাশ করেছেন।

বর্ত্তমানে তিনি ভাড়াটে বিদেশী সৈন্যের বিরাট বিরাট বাহিনী এদেশে প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য প্রাণনাশ, জনমানবশূন্য করা এবং পীড়নমূলক কাজগুলি সম্পূর্ণ করা। সর্ব্বাধিক বর্ব্বর যুগেও যার তুলনা মেলা দুষ্কর এবং যেকোনও সভ্যজাতির রাষ্ট্রীয় প্রধানের পক্ষে যা সম্পূর্ণ অযোগ্য কাজ এমন নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার মধ্যেই ঐসকল আরম্ভ হয়েছিল।

তিনি আমাদের দেশের নাগরিকদের সমুদ্র মধ্যে বন্দী করে নিজদেশের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণে তা'দের বাধ্য করেছেন, বন্ধু ও ভ্রাতৃস্থানীয়দের ফাঁসীতে লটকাবার জহ্লাদে পরিণত করেছেন অথবা ঐ বন্ধু ও ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যাতে তাদের হাতে পড়েন তা'র আয়োজন করেছেন।

তিনি আমাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে প্ররোচনা দিয়েছেন এবং আমাদের সীমান্তবাসীদের উপর নির্ম্মম রেডইণ্ডিয়ানদের লেলিয়ে দিয়েছেন, যাদের যুদ্ধের পদ্ধতি হচ্ছে নির্ব্বিচারে সর্ব্বাবস্থায় নারীপুরুষ বা শিশু সবাইকে হত্যা করা।

এসকল অত্যাচারের প্রত্যেক পর্য্যায়েই আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রতীকার প্রার্থনা করে আরজি পেশ করেছি, বার বার আমরা যে আরজি পাঠিয়েছি, বার বারই তার জবাবে পেয়েছি নিদারুণ আঘাত ও ক্ষতি। যে রাজার চরিত্র এভাবে অত্যাচারীর প্রত্যেকটি চিহ্নে চিহ্নিত, সেই রাজা একটি স্বাধীন জনসমষ্টির শাসক হবার অনুপযুক্ত।

আমরা এ ব্যাপারে আমাদের ব্রিটিশ ভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ত্রুটি করিনি'। আমরা সময়ে সময়ে তা'দের সতর্ক ক'রে জানিয়ে দিয়েছি, কিভাবে তা'দের আইনসভা আমাদের উপর তার অযৌক্তিক ও অসমর্থনীয় এখতিয়ার বিস্তারের চেষ্টা করছে। স্বদেশ পরিত্যাগ করে কি অবস্থার মধ্যে আমরা এদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিলাম, সেকথা আমরা তা'দের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। তাঁরা স্বদেশে যে ন্যায়বিচার ও মহত্বের আদর্শ স্থাপন করেছেন আমরা তাঁর উদ্দেশ্যেও আবেদন জানিয়েছি। আমরা এবং তাঁরা একই বংশসম্ভুত, এই বন্ধনের কথা উল্লেখ করেও আমরা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি যা'তে তাঁ'রা এই আত্মসাৎ করার ব্যাপারকে নিন্দা করেন। কারণ এই আত্মসাৎ করার ফলে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ও সংযোগ অবশ্যম্ভাবিরূপেই ব্যাহত হবে। কিন্তু দেখা গেল, ন্যায়বিচারের এবং রক্তসম্পর্কের এই আহ্বান তাঁদের কর্ণেও প্রবেশ করলনা। সুতরাং আমরা

বাধ্য হয়ে এই প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিচ্ছি' যা আমাদের এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সূচনা করেছে, এবং মানবসমাজের অবশিষ্টাংশের মত তাদেরকে আমরা যুদ্ধে শত্রু, শান্তির সময়ে মিত্র বলে গ্রহণ করেছি।

অতএব, সাধারণ কংগ্রেসে সমবেত আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলীর (United States of America) প্রতিনিধিবর্গ, আমরা, বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ বিচারপতির নিকট আমাদের উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণের জন্য আবেদন করে এই উপনিবেশগুলির সজ্জন অধিবাসীদের নামে এবং তা'দের প্রদত্ত অধিকার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ ও ঘোষণা করছি যে, এই সম্মিলিত উপনিবেশ-সমূহ স্বাধীন, এবং অবশ্যই স্বাধীন হওয়া উচিত; তা'রা এখন থেকে ব্রিটিশ-রাজের প্রতি সর্ব্বপ্রকার আনুগত্য থেকে মুক্ত; গ্রেটব্রিটেন ও তা'দের মধ্যে সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক সংযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হ'ল এবং অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হওয়া উচিত; মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে যুদ্ধ চালাবার, শান্তি স্থাপনকল্পে সন্ধি ক'রবার, মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের, বাণিজ্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার এবং কোনও স্বাধীন রাষ্ট্র নিজ অধিকার বলে অপরাপর যা কিছু করতে পারে তা সমস্তই ক'রবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা এদের রয়েছে। এই ঘোষণার পোষকতার উদ্দেশ্যে রক্ষাকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমরা পরস্পরের জন্য আমাদের ধন, মান ও প্রাণ পণ করছি।

পরিশিষ্ট
(ট)

নিউইয়র্ক সহরে ওয়াশিংটনের সেনাবাহিনী

আমেরিকা মহাদেশীয় (কন্টিনেন্টাল) সেনাবাহিনীর পেনসিলভ্যানিয়াবাসী ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার গ্রেডন (১৭৫২-১৮১৮) তাঁর "জীবন-স্মৃতিতে" (Memoirs) ওয়াশিংটনের "পাঁচমিশালো সেনাবাহিনীর" সম্পর্কে তাঁর

কতকগুলি ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। জেনারেল হো'র-বাহিনী যখন নিউইয়র্ক সহর অবরোধ করে তখন তার বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের বাহিনীর জোয়ানেরা দণ্ডায়মান হয়। এই বর্ণনা থেকেই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে ওয়াশিংটন কেন অপূর্ব্ব বীরত্ব সহকারে ঐ "পাঁচমিশালো" জোয়ানদের শৃঙ্খলাহীন একটি দলকে শেষপর্য্যন্ত পুরাদস্তুর জঙ্গী বাহিনীতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন গ্রেডনের উক্ত "জীবন-স্মৃতি" যুদ্ধ সমাপ্ত হবার বহুকাল পরে প্রকাশিত হয়।

আমাদের পাঁচমিশালো বাহিনীর বড় একটা অংশ নিউইয়র্ক এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে ইতোমধ্যেই সমবেত হয়েছিল। প্রধানতঃ পূর্ব্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি থেকে সৈন্যেরা এসেছিল। দক্ষিণাঞ্চল থেকে হ্যাণ্ডের বাহিনী, ম্যা-গ'র বাহিনী এবং আমাদের রেজিমেণ্টটি ছাড়া আর কেউই তখনও পৌঁছুতে পারেনি। সে সময় বাহ্যতঃ অবস্থা যেরূপ দেখা যাচ্ছিল তাতে সংযত ও বিবেচক লোকদের মনে আশা উদ্রেক করবার মত কিছু ছিল না। এখন সত্যিই বহু লোক দেখা যাচ্ছে। যারা বন্দুক ঘাড়ে লোকদের দেখতে অভ্যস্ত নন তাদের সর্ব্বদাই একটু বাড়িয়ে বলবার জন্য যেন ব্যগ্র দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাহিনীর জনসংখ্যা বাড়াবার এই স্বাভাবিক আকর্ষণ কিন্তু একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলবার প্রবণতায় রূপ নেয়নি। আর, এই বিপুল সমাবেশের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতার ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার অভাব, নিতান্ত অপকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র এবং সর্ব্বোতোভাবে সাজসজ্জা ও উপকরণের ত্রুটি এর শৌর্য ও দক্ষতার অনুকূলে কোনও পরিচয় বহন করে না। পূর্ব্বাঞ্চলের ব্যাটেলিয়নগুলি যে সব লোক নিয়ে তৈরী, তা বাহ্যতঃ লেক জর্জ্জে যে নমুনা আমি দেখেছি তারই অনুরূপ সংস্করণ। আদৌ কোনও প্রতিশ্রুতি এদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আমি বিশেষভাবে অফিসারদের কথা বলছি। সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে তাদের কোনও বিষয়েই তফাৎ নেই, একমাত্র উর্দ্দির রঙ ছাড়া। সাধারণ

হুকুমনামা জারি করে এই পার্থক্য রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই এই উর্দ্দির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রেডের অফিসারদের জন্য বিভিন্ন প্রকার উর্দ্দির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে আচরণ বা ব্যবহারের দ্বারা অফিসারগণ তাদের অধীনস্থ সৈন্যদের উর্দ্ধে উঠতে পারেন এবং তারপর তাদের স্ব স্ব বাহিনীর নিকট থেকে যথাযথ সম্মান ও আনুগত্য পেতে পারেন, সেই বিনয়ী আচরণ চালু করাই ছিল এতদিনের লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য, এতদিন ধরে সেনাবাহিনীর মধ্যে সাম্যের যে আশীর্ব্বাদ প্রচলিত আছে তাকে বজায় রাখা। সেনাবাহিনীর চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার এবং মেজর জেনারেল পুট্নামের ভাগিনেয় কর্ণেল পুটনাম এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

একদিন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে হাতে করে একটুকরো মাংস নিয়ে যেতে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে বসল—"একি, কর্ণেল? আপনি নিজে হাতে করে রেশন নিয়ে যাচ্ছেন বাড়ীতে?"

জবাবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ নিচ্ছি বৈ কি। অফিসাররা সবাই যাতে এরকমটি করেন সে রকম দৃষ্টান্তই আমি স্থাপন করতে চাইছি।"

কিন্তু একটি কথা হচ্ছে এই, ঐ কর্ণেল যদি তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে সত্যই কোনও অভিজাতসুলভ প্রবণতা আবিষ্কার করে থাকেন, যার জন্যে এরকম একটা চমৎকার দৃষ্টান্তের প্রয়োজন, তা হ'লে বুঝতে হবে এটা একেবারে নতুন দেখা দিয়েছে এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকেই এই দোষটা সেনাবাহিনীতে সংক্রমিত হয়েছে। কারণ আমি বিশ্বস্ত সূত্রেই জানি যে, বস্টন-বাহিনীতে একজন কর্ণেল তাঁর ছেলেদের জন্য ভেরী বা সিঙা (Fifer) বানিয়ে দিচ্ছে, এটা মোটেই অসাধারণ বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এতে শুধু যে বেশ অল্পব্যয়ে ও সহজে জিনিষ তৈরী হয় তা নয়, অধিকন্তু পারিবারিক তহবিলেও বেশ কিছু আসে। সংক্ষেপে বলা যায়, এই বাহিনীর একটা বৃহত্তর অংশেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মূল আদর্শ বলে যেটাকে বাহ্যতঃ মনে হয় সেটা হচ্ছে লাভ করার একটা নীচ মনোবৃত্তি।

পরিশিষ্ট

(ঠ)

বারগোয়েনের পরিকল্পনা

"কানাডার দিক থেকে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে কয়েকটি চিন্তনীয় বিষয়" নাম দিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল বারগোয়েন যে স্মারকপত্রটি রচনা করেন, সেটি ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লর্ড জর্জ্জ জারমেনের নিকট পেশ করা হয়। সেই স্মারকপত্র থেকে নিম্নে যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা থেকে অ্যালব্যানি নামক স্থানে জেনারেল হো'র বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার পরিকল্পনাই যে গোড়াতে করা হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত রাজা তৃতীয় জর্জ্জের স্বহস্ত লিখিত একটি পাণ্ডুলিপিতে তাঁর যে মন্তব্যটি রয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, রাজা বারগোয়েনের ত্রিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনাটি সুনজরেই দেখেছিলেন। তিনি উক্ত পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন, "কানাডাস্থিত বাহিনীটিকে অবশ্যই অ্যালব্যানিতে তাঁর (জেনারেল হো) সঙ্গে এসে মিলিত হতে হবে।—"এর অল্প কিছুকাল পরেই জারমেন হো'র ফিলাডেলফিয়া আক্রমণের পরিকল্পনাটিও অনুমোদন করেন। বোধ হয় জারমেন ভেবেছিলেন যে, বারগোয়েনকে সাহায্য করবার জন্য যথাসময়ের মধ্যে হো'র কাজ শেষ হ'য়ে যাবে।

বারগোয়েনের স্মারকপত্র

সবিনয়ে আমি নিবেদন করতে চাই যে, আমি মনে করি কার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত সেনাবাহিনীটি (আমি বোঝাতে চাইছি একমাত্র সেই সব সৈন্যদের, যারা কানাডার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে) ৮ হাজার সাধারণ

নিয়মিত সৈন্যের কমে গঠিত হওয়া উচিত নয়। জেনারেল কার্লটনের স্মারক-লিপিতে যে গোলন্দাজ বাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্য একদল নৌ-সৈনিক, কুঠার তৈরির শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকসহ দুহাজার কানাডিয়ান এবং একহাজার বা অধিকসংখ্যক উপজাতীয় লোকের প্রয়োজন।

আশাকরা যেতে পারে যে, মার্চ্চের শেষ দিবসে চ্যানেল ও কর্ক থেকে যাত্রা করার জন্য নূতন সৈন্য বোঝাই জাহাজ ও রসদ বোঝাই জাহাজগুলি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আমি নিশ্চিতরূপে মনে করি যে, যানবাহনের কার্য্যে ব্যবহৃত নৌবহরকে আগেভাগে ছেড়ে দিলে সরকারকে ক্ষতি ও নৈরাশ্যই বরণ করতে হবে। বেশ যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আশা করা যেতে পারে যে, ঐ জাহাজ-গুলি ২০ শে মে'র পূর্ব্বে কুইবেকে পৌছে যাবে এবং মধ্যবর্ত্তী সময়টাতে অভিযান আরম্ভ করার মত পূর্ণ অবসর মিলবে। প্রতি বছরই এর আগে বরফ গলা শুরু হয়ে যায় বলে রাস্তা, নদী ও হ্রদগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে থাকে।

কিন্তু ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বেই যেহেতু আবহাওয়া অনেকটা ভাল হবে আর ডক গুলিতেও শ্রমিকরা কাজ করতে পারবে, সুতরাং আমি ধরে নেব যে, গত বছরের গোটা নৌবহর ও রণতরীগুলি সম্পূর্ণ মেরামত হয়ে যাবে এবং অবিলম্বে কার্য্যারম্ভের উপযোগী হবে। বর্ত্তমানেঁ যে সামরিক সম্ভার অসময়ের জন্য রক্ষিত আছে (আমার মনে হয় তা খুব প্রচুর নহে) সেগুলি সম্ভবতঃ মনট্রিল, সোরেল এবং শ্যামলি প্রভৃতি স্থানে নির্ম্মিত গুদামে রাখা হবে।

আমি মনে করি, যাদের উপর প্রধান ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে তাদের প্রথম কর্ত্তব্য হবে, যে সব সৈন্যকে কানাডাতেই রাখতে হবে তাদের বাছাই করে যথাস্থানে মোতায়েন করা; সামরিক সম্ভার ও আপৎকালের জন্য রক্ষিত রসদ যত প্রকারে সম্ভব পাঠিয়ে দেওয়া। উল্লিখিত সৈন্যগণ যদি যথাযথ স্থানে মোতায়েন হয় তা হ'লে একাজে তারা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে, এবং সর্ব্ব-শেষে উক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্ত্তব্য হচ্ছে, যারা অভিযানে অংশগ্রহণ করবে তাদের

নিয়ে গঠিত বাহিনীটিকে ক্যাণ্টনমেণ্টগুলিতে নিয়ে আসা, যাতে যতটা সুবিধায় পারা যায় অল্পদিনের মধ্যেই সেণ্ট জনে পৌছানো সম্ভব হয়।···

প্রসঙ্গতঃ সবিনয়ে আমি আরও নিবেদন করতে চাই যে, কুইবেক এবং কুইবেকের মত অন্যান্য কতিপয় আড়ত থেকে সামরিক সম্ভার পাঠিয়ে ক্রাউন পয়েণ্টে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রসদ মজুদ করার উদ্দেশ্যে মালবাহী যানবাহনের যে অভিযান চলবে, সেটি হবে আমাদের এই প্রস্তাবিত যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির অন্যতম, কারণ এর উপরেই অন্যান্য সমস্ত কাজ বহুলাংশে নির্ভর করবে।······

যেহেতু, আমাদের নৌশক্তির শ্রেষ্ঠতার ফলে লেক চ্যাম্‌প্লেনে নৌচালনার অধিকার অর্জ্জিত হয়েছে এবং মাল রাখবার উপযুক্ত এমন ঘাঁটি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে যাতে এই পরিকল্পনা সুনিশ্চিতরূপে কার্য্যকরী করা যায়, সুতরাং ব্রিগেডিয়ার ফ্রেজারের বাহিনীটি নিয়ে ক্রাউন-পয়েণ্ট দখলের কাজে আমি একটি দিনও সময় নষ্ট করব না। ফ্রেজারের বাহিনীটি ব্যতীত বিরাট একদল উপজাতীয়, একদল কানাডিয়ান এবং উত্তম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত আমাদের একদল ভালো ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরের সাহায্য আমি গ্রহণ করব। উক্ত উপজাতীয় দলটি এবং কানাডিয়ানগণের দরকার হবে কাজ করা এবং সৈনিক হ'য়ে লড়াই করা—এ দুটি কাজের জন্যেই।

সামরিক সম্ভার সংগ্রহ করা, রসদ রাখবার ঘাঁটি তৈরী করা এবং সবগুলি ফাঁড়িকে সুরক্ষিত করার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন হবে সেই সময়ের মধ্যে আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে এই ব্রিগেডটিই যথেষ্ট হবে। সসৈন্যে টিকোন্‌ডারোগা অভিমুখে অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই এসব কাজ অন্ততঃ কিছু-না-কিছু সমাপ্ত করতে হবে। এই কিছু-না-কিছু সমাপ্ত করার কথাটি বলে আমি যা বোঝাতে চাইছি তা হচ্ছে, গোলন্দাজ বাহিনী ও তার কামান ইত্যাদি পাঠানো এবং গোলন্দাজদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করার সময়ের মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু সম্পাদন করা।

ঐ সময়ের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্টাংশকে পেছনে রেখে আসলে সমর সম্ভার পাঠানোর কাজটা অনেক কমে যাবে এবং কন্‌ভয়গুলিকেও এগিয়ে দেবার জন্যে সৈন্যদের ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু যদিও সে সময় ক্রাউন পয়েণ্টে একটি মাত্র ব্রিগেড অবস্থান করবে তবু তার মানে এই নয় যে, শত্রুরা তখন পরম স্বস্তিতে কাটাবে। উপজাতীয়দের দলগুলি সদাসর্ব্বদা পায়ে হেঁটে চলবে এবং শত্রুদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবে। এদের সাহায্য করবে হাল্‌কা পদাতিক সৈন্যগণ। উপজাতীয়দের এই কাজ ছাড়াও আরও একটা কাজ থাকবে, তা হচ্ছে অফিসার ও ইঞ্জিনীয়ারগণ যখন অভিযান পূর্ব্বক অনুসন্ধানকার্য্যে বার হবেন তখন তারা তাঁদের রক্ষা করবে এবং শত্রু-পক্ষের সৈন্যদল, অবস্থান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথাসম্ভব নির্ভুল খবর সংগ্রহ করবে।

উপরে বর্ণিত প্রস্তুতিমূলক কাজগুলির জন্য যদি যথাযথ শ্রমসাধন করা হয়, তা হ'লে আশা করা যেতে পারে যে, গ্রীষ্মের প্রথমভাগেই টিকোন্‌ডারোগা দুর্গের পতন ঘটবে। তখন ক্রাউন পয়েণ্টের চাইতেও টিকোন্‌ডারোগাই অস্ত্র-শস্ত্র মজুদ রাখবার বেশী উপযুক্ত জায়গা হবে।

পরবর্ত্তী যে ব্যবস্থাটি অবলম্বন করতে হবে সেটি অবশ্যই নির্ভর করবে শত্রু-পক্ষের অবলম্বিত ব্যবস্থার উপর, এবং স্বদেশে এই যুদ্ধ সম্পর্কে যে সামগ্রিক পরিকল্পনা করা হবে তার উপর। যদি স্থির করা হয় যে, জেনারেল হো-র সমগ্র বাহিনীই হাডসন নদী-অঞ্চলে এবং তার দক্ষিণ দিকে সক্রিয় থাকবে, এবং কানাডাস্থিত বাহিনীটির একমাত্র উদ্দেশ্য হবে হো'র বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া, তা হ'লে অবিলম্বে লেক জর্জ্জ অধিকার করে নেওয়া একটি বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত কাজ হবে, কারণ এটা হবে সবচেয়ে সহজে ও আরামে এবং দ্রুত অ্যালব্যানি যাবার পথ। শত্রুপক্ষ যদি লেক জর্জ্জে বাধা দেয়, এবং তা সম্ভবও বটে, তা হ'লে তাদের বিরুদ্ধে হাল্‌কা পদাতিক বাহিনীর লোকদের এবং উপজাতীয়দের লেলিয়ে দিয়ে স্থান-পরিত্যাগে তাদের বাধ্য করা হবে। সেরকম অবস্থায় নৌযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তাদের সময় না দিয়েই তাড়িয়ে দেওয়া

হবে। এই প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তা হ'লে সাউথ-বে এবং স্কেনেস্‌বরোর পথটি দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু নদীটির সঙ্কীর্ণ বাঁক গুলিতে শত্রুপক্ষ সহজেই বাধা দিয়ে জায়গাটা দুরতিক্রম্য করে তুলতে পারবে বলে ওপথে অভিযান-পরিচালনায় বিপুল বিঘ্নের আশঙ্কা থাকবে। অবশ্য, সেরকম ক্ষেত্রে স্থলপথে কামান, গোলাবারুদ ও অন্যান্য রসদ স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কিন্তু তাও একমাত্র কানাডা থেকেই পাঠানো সম্ভব। এই পথে যদি সাফল্য অর্জ্জিত হয় এবং লেক জর্জ্জ থেকে যদি শত্রুদের অপসারণ সম্ভব না হয়, তা হ'লে আমাদের অভিযানপথে এক সারি পশ্চাদ-ঘাঁটি রেখে যেতে হবে যোগাযোগ-ব্যবস্থা নিরাপদ রাখার জন্য, কারণ এত ক্ষুদ্র একটি বাহিনীর যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে সেটার খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়া সম্ভাবনা রয়েছে।

পাছে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই অপরিহার্য্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং লেক জর্জ্জে শত্রুপক্ষকে জলপথে আক্রমণ করা অতিশয় আবশ্যক হয়ে ওঠে, সে জন্যে আমাদের সেনাবাহিনীকে গোড়াতেই যানবাহন, হাতিয়ার-পত্র এবং দক্ষ কারিগর দিতে হবে যাতে টিকোন্‌ডারোগা থেকে ঐ হ্রদে সশস্ত্র জাহাজ পাঠানো যায়।

আমার এসব পরিকল্পনা এরই ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে যে, জেনারেল হো-র বাহিনীর সঙ্গে কানাডাস্থিত আমাদের বাহিনীটির হোক অথবা উভয় বাহিনীর মধ্যে এতোখানি সহযোগিতা সৃষ্টি করা যাতে অ্যালব্যানি দখল করে নিউ ইয়র্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে হাডসন নদীর উপর থাকা যায় এবং এভাবে জেনারেল হো-র সমগ্র বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত রাখা যায়।...

অন্যান্য বিষয়ে মনঃসন্নিবেশ করার ঘটনা থেকে দূরে থাকবার উদ্দেশ্যে আমি আমার এই পরিকল্পনার প্রথম দিকে অভিযানের গোড়াতে লেক অণ্টারিও এবং অস্‌ওয়েগোর মধ্য দিকে মোহক্‌ নদী অভিমুখে অভিযাত্রী

বাহিনীটি পাঠাবার ধারণাটি পরিহার করেছি। আমাদের সেনাবাহিনীতে আরও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি সংযোজিত হয় তা'হ'লে সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাবিত কাজে সুবিধা সৃষ্টির পক্ষে উক্ত অভিযাত্রী বাহিনীটি প্রেরণ করা অতিশয় বাঞ্ছনীয় কাজ হবে।

সেনাবাহিনীর বর্ত্তমান সৈন্যবলের দিকে তাকালে প্রথমে হয়তঃ মনে হতে পারে যে, এই উদ্দেশ্যে গত বছর আমি নিজে একটি অভিযাত্রীদল পাঠাবার যে প্রস্তাব করেছিলাম, এবার হয়তঃ তার মত একটি বাহিনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হ্রদগুলিতে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য যে অপরিহার্য্য বিলম্ব ঘটবে তার এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বর্ষা সমাগমের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রসঙ্গে একথাও বিবেচনা করতে হবে যে, অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার বড় জোর এই লক্ষ্য ছিল যে, যদি আমার অভিযানে সাফল্যের ফলে অ্যালব্যানির পথ উন্মুক্ত না হয়ে যায়, তা হ'লে অন্ততঃ ক্রাউন-পয়েণ্ট এবং টিকোন্ডারোগায় শত্রুশক্তি হ্রাস পাবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে প্রাথমিক অভিযানের জন্য ছাড়া অধিকতর সৈন্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এ বছরের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এ বছরের মরশুমে ব্যাপকভাবে অভিযান পরিচালনার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বহু ঘাঁটি ও ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন হবে। এজন্য সেনাবাহিনীতে এমন সংখ্যক সৈন্য থাকা আবশ্যক, যাতে ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করেও যে কোনও সম্ভাব্য শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করবার সামর্থ্য তার থাকে।

নতুবা, সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে, গত বছর যে পরিমাণ সামরিক শক্তির দরকার হয়েছিল এবারের এই বিকর্ষণাত্মক অভিযানের জন্য সেই পরিমাণ শক্তিরই প্রয়োজন হবে, কারণ সে সময় আমরা শুনেছিলাম যে, জেনারেল স্যুইলার এক হাজার সৈন্য নিয়ে মোহক নদীর উপর সুরক্ষিত ভাবে অবস্থান করছেন। বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি, যেমন, জেনারেল হো-র অগ্রগতি, কানাডা থেকে সকাল সকাল অভিযান আরম্ভ করা, রোড্-আইল্যাণ্ড

থেকে কনেটিকাটকে বিপদাপন্ন করে তোলা ইত্যাদি যথাযথভাবে বিবেচনা করলে এরকম কল্পনাই করা যেতে পারে না যে, স্যাইলারের বাহিনীর মত শক্তিশালী কোনও বাহিনী শত্রুদের পক্ষে মোহক নদীতে নিয়োগ করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং স্যার জন জন্‌সনের বাহিনী, দ্বিতীয় বিগ্রেড থেকে একশো ইংরেজ সৈন্য, ৮ম রেজিমেণ্ট থেকে আরও একশো জন, সবচেয়ে হাল্‌কা কামানের চারটি এবং একদল উপজাতীয়—এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই আমি চাইব না। (কেননা, বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করলে অতটার ব্যবস্থা করাও সম্ভব কি না তাতে আমার গভীর সন্দেহ আছে)। এই বাহিনীতে স্যার জন জন্‌সন্‌ নিজে একটি দলের সঙ্গে থাকবেন এবং একজন দক্ষ ফিল্ড-অফিসার থাকবে এই বাহিনীটি পরিচালনার জন্য। আমার মতে এই পদটিতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল সেণ্ট লেজারকে নিয়োগ করলে ভালই হবে।

*   *   *   *

বারগোয়েনের পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজা তৃতীয় জর্জের মন্তব্য

পরিকল্পনাটির রূপরেখা দেখে মনে হবে যথোপযুক্ত ভিত্তির উপরেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কানাডাস্থিত বাহিনীর (১১শ ব্রিটিশবাহিনী, ম্যাক্‌লীনের দল, ব্রান্সউইক্‌স্‌ দল এবং হ্যানোভার দলটি সহ) সৈন্যসংখ্যা ১০,৫২৭; ১১টি কোম্পানি এবং ৪০০ হ্যানোভার চ্যাসার্স যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়াবে ১১,৪৪৩ জন।

অসুখ-বিসুখ এবং অন্যান্য বাধা-বিঘ্নের কথা বিবেচনা করলে আমি এই বাহিনী থেকে ৭ হাজার সৈন্যের বেশী লেক চ্যাম্‌প্লেনে নিয়োগ করার কথা ভাবতে পারছি না, কারণ কানাডায় কোনও ঝুঁকি নিতে যাওয়াটা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে।

কানাডা প্রদেশে যারা থাকবে তাদের নিয়ে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা হয়ত পুরাপুরি ঠিক না হ'তে পারে, তবু প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি অনুযায়ী কাজ করা

যেতে পারে। রেড-ইণ্ডিয়ানদের নিয়োগ করতেই হবে, এবং এই ব্যবস্থাটি দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে পরিচালনা করতে হবে।···

যেহেতু স্যার উইলিয়াম হো রোড্‌-আইল্যাণ্ড থেকে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ অভিযান করছেন না, সুতরাং কানাডীয় বাহিনীকে অ্যালব্যানিতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতেই হবে।

মোহক নদী অঞ্চল গতি-পরিবর্ত্তন করে যাবার জন্য অতিরিক্ত ৪০০ হ্যানোভার চ্যাসার সৈন্য যোগ করে অভিযাত্রী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে।

যে পরিমাণ সৈন্যবল থাকলে কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব তার চেয়েও এক-তৃতীয়াংশ অধিক সৈন্যের রসদের ব্যবস্থা করে সব কিছু হিসেব করা কর্ত্তব্য। জেনারেল আদেশ দিয়েছেন যে, যেহেতু সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা ঐ দেশেই হতে পারবে সুতরাং সেখানে রসদ সরবরাহের প্রয়োজন হবে না।

বারগোয়েন নিশ্চয়ই জার্ম্মাণ রংরুটদের সম্পর্কে যথেষ্ট হীন ধারণা পোষণ করছেন।

সেনাবাহিনীকে স্যার উইলিয়াম হো-র নিকট সমুদ্রপথে প্রেরণ করবার যে ধারণাটি করা হয়েছে তাতে ঐ বাহিনীর বৃহত্তর (পরিকল্পনায় যা বলা হয়েছে তার চেয়ে অধিক) অংশই কানাডায় ফেলে রেখে আসতে হবে, কারণ ঐরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীবাহিনী স্যার ডব্লিউ হো-র বিপুল বাহিনী থেকে প্রদেশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আমি এই ধারণা অত্যন্ত অপছন্দ করছি।

॥ শেষ ॥

"... আমরা এগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে করি যে, জন্মসূত্রে পৃথিবীর সব মানুষই সমান এবং সৃষ্টিকর্তা সব মানুষকেই কতক-গুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দান ক'রেছেন; এই অধিকারগুলির মধ্যে আছে—জীবন ধারণের, স্বাধীনতা ভোগের এবং সুখানু-সরণের অধিকার। এই সব অধিকার আয়ত্ত করার জন্যই মানুষের সমাজে শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়ে থাকে, এবং সেই শাসন-ব্যবস্থার পরিচালকদের ন্যায়সংগত ক্ষমতাবলী আহৃত হয় শাসিত জনগণের সম্মতি থেকে। যখনই কোন শাসন-ব্যবস্থা এই লক্ষ্যসমূহের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই শাসন-ব্যবস্থার রূপ যাই হোক্ না কেন, তা'র পরিবর্তন ঘটাবার বা তা'র বিলোপ-সাধনের অধিকার জনসাধারণের আছে; অধিকার আছে তার পরিবর্তে একটি নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার, যার ভিত্তি এমন সব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যার ক্ষমতাবলী এমনভাবে নিরূপিত হবে—যেটা জনসাধারণের দৃষ্টিতে তা'দের সুখ ও নিরাপত্তা বিধানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী।..."

—স্বাধীনতার ঘোষণা

জুলাই ৪, ১৭৭৬ খৃঃ

আমেরিকার বিপ্লবের এই অনুপম
সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া
যাবে নূতন পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদের
অভ্যুদয় ও রাজনীতির ক্ষেত্রে উদার-
নৈতিক মনোভাব বিকাশের যথাযথ
বর্ণনা।
বইখানি লিখেছেন—আমেরিকার জনৈক
অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক এবং তার বাংলা
তর্জমা করেছেন জনৈক বাঙালী।
গ্রেট ব্রিটেনের অধীনতা-পাশ হ'তে
আমেরিকার মুক্তিলাভের ১৮০ তম
বৎসরে কমলা বুক ডিপো
সগৌরবে এই অমূল্য গ্রন্থখানি
স্বদেশবাসীর হাতে তুলে দিচ্ছে।